কার্ল মার্কস

ক্যাপিট্যাল

[মূলধন]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিচারমূলক বিশ্লেষণ

চতুর্থ খণ্ড

[ইং দ্বিতীয় খণ্ড : শেষার্ধ]

মূলধনের বিবিধ রূপান্তর এবং তাদের বিবিধ আবর্ত

ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌স্‌ সম্পাদিত

ইংরেজি সংস্করণের বাংলা অনুবাদ :

পীযূষ দাশগুপ্ত

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥

বাণীপ্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

কার্ল মার্কস ঃ ক্যাপিট্যাল

বাংলা সংস্করণ ঃ চতুর্থ খণ্ড

[ইংরেজী দ্বিতীয় খণ্ড ঃ শেষার্ধ]

ঃ প্রকাশক ঃ
আখতার হোসেন এম. এ.
বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—৭০০০০৭
ঃ মুদ্রক ঃ
শ্রীপাচু ভট্টাচার্য্য, করুণাময়ী প্রেস ৯/৭বি, প্যারী মোহন সুর লেন,
কলকাতা—৭০০০০৬
প্রথম প্রকাশ ঃ বাংলা সংস্করণ, ১৩৬৩

Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Von

Karl Marx.

Zweiter Band.

Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals.

Zweite Auflage.

Herausgegeben von Friedrich Engels.

Hamburg
Verlag von Otto Meissner.
1893.

'ক্যাপিট্যাল' দ্বিতীয় খণ্ডের জার্মান সংস্করণের প্রচ্ছদের প্রতিচিত্র।

সপ্তাহ ধরে তা থাকে সঞ্চলনে। সুতরাং নোতুন উৎপাদন-কাল শুরু হতে পারে না ত্রয়োদশ সপ্তাহ আরম্ভ হবার আগে এবং উৎপাদন থমকে থাকবে তিন সপ্তাহের জন্য অর্থাৎ প্রতিবর্তনের সমগ্র কালের এক-চতুর্থাংশের জন্য। তা ছাড়া, উৎপন্ন-সামগ্রী বিক্রি করতে গড়ে এতটা সময় লাগে অথবা সময়ের এই দৈর্ঘ্য বাজারের দূরত্বের বা বিক্রীত জিনিসের দামের শর্তাদির সঙ্গে জড়িত থাকে—যেটাই ধরে নেওয়া হোক না কেন, তাতেও কিছু তারতম্য ঘটে না। প্রতি তিন মাসে উৎপাদন থমকে থাকবে তিন সপ্তাহ ধরে, যার মানে, প্রতি বছরে তিন গুণ (×) চার অর্থাৎ বারো সপ্তাহ বা তিন মাস ধরে, অর্থাৎ প্রতিবর্তনের বাৎসরিক সময়কালের এক-চতুর্থাংশ ধরে। সুতরাং উৎপাদনকে যদি অব্যাহত রাখতে হয় এবং একই আয়তনে চালিয়ে যেতে হয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তা হলে কেবল একটি বিকল্পই থাকে, সেটি এই :

হয় উৎপাদনের আয়তন হ্রাস করতে হবে, যাতে করে প্রথম প্রতিবর্তনের কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কাল জুড়ে কাজ চালু রাখার পক্ষে £ ৯০০ই যথেষ্ট হতে পারে। তা হল, একটি দ্বিতীয় কর্ম-কাল, অতএব একটি নোতুন প্রতিবর্তন-কালও, আরম্ভ হতে পারে দশম সপ্তাহ থেকে—প্রথম প্রতিবর্তন-কাল সম্পূর্ণ হবার আগেই, কেননা প্রতিবর্তনের কাল হল বারো সপ্তাহ, কর্ম-কাল হল নয় সপ্তাহ। বারো সপ্তাহ জুড়ে বিস্তৃত £ ৯০০ দাঁড়ায় সপ্তাহ-পিছু £ ৭৫। প্রথমতঃ, এটা স্পষ্ট যে ব্যবসার এই সংকুচিত আয়তনের পূর্বশর্ত হল স্থিতিশীল মূলধনের পরিবর্তিত পরিমাণ এবং, স্বভাবতই, ব্যবসার সংকোচ-সাধন। দ্বিতীয়তঃ, এটাও একটা প্রশ্ন যে এমন সংকোচ-সাধন আদৌ ঘটতে পারে কিনা, কেননা প্রত্যেক ব্যবসাতেই থাকে, তার উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বিনিয়োজিত মূলধনের এমন একটি স্বাভাবিক ন্যূনতম পরিমাণ, যা তার প্রতিযোগিতার ক্ষমতাকে অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে অপরিহার্য। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাভাবিক ন্যূনতম পরিমাণটিও নিশ্চিত গতিতে বৃদ্ধি পায়; অতএব এটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নয়। একদিকে একটি বিশেষ সময়ে বিদ্যমান স্বাভাবিক ন্যূনতম পরিমাণ এবং অন্যদিকে চির-বর্ধমান স্বাভাবিক উচ্চতম পরিমাণ, এই দুয়ের মধ্যে থাকে অসংখ্য মধ্যবর্তী স্তর—এমন একটি মাধ্যম যা সুযোগ দেয় বিভিন্ন আয়তনে মূলধন-বিনিয়োগের। এই মাধ্যমের দুই সীমার মধ্যে নানা মাত্রায় সংকোচ-সাধন ঘটানো যায়; তাদের নিম্নতম মাত্রা হবে উপস্থিত স্বাভাবিক ন্যূনতম পরিমাণটি।

যখন উৎপাদনে একটা সংঘাত ঘটে, যখন বাজারে মাল জমে যায়, এবং যখন কাঁচা মালের দাম বেড়ে যায়, বা অনুরূপ কিছু ঘটে, তখন—স্থিতিশীল মূলধনের বিনিয়োগ-রূপটি যদি একবার নির্দিষ্ট হয়ে যায়—আবর্তনশীল মূলধনের হ্রাস সাধন করা হয় কর্ম-কালের হ্রাস সাধন করে, ধরুন, অর্ধেকে পরিণত করে। অন্যদিকে সমৃদ্ধির সময়ে, স্থিতিশীল মূলধনের বিনিয়োগ-রূপটি নির্দিষ্ট থাকলে, আবর্তনশীল

মূলধনের অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ ঘটে—অংশতঃ কাজের সময়ের বিস্তার সাধনের মাধ্যমে, অংশতঃ তার তীব্রতার বৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে। যে সমস্ত ব্যবসায়ে শুরু থেকেই এই ধরনের ওঠানামা ঘটে, সেখানে পরিস্থিতির সুরাহা করা হয় অংশতঃ উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে, এবং অংশতঃ, সংরক্ষিত স্থিতিশীল মূলধন, যেমন রেলওয়েতে সংরক্ষিত লোকোমোটিভ ইত্যাদি, প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ একটি বৃহত্তর-সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে। যাই হোক, এখানে আমরা এই ধরনের অস্বাভাবিক ওঠানামা ধরে নিচ্ছি না; ধরে নিচ্ছি স্বাভাবিক অবস্থাবলী।

অতএব উৎপাদনকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য একই আবর্তনশীল মূলধন ব্যয়কে এখানে বিস্তৃত করে দেওয়া হয় দীর্ঘতর কাল জুড়ে নয় সপ্তাহের পরিবর্তে বার সপ্তাহ। কাজে কাজেই সময়ের প্রত্যেকটি পর্বে সেখানে কাজ করে একটি অল্পতর পরিমাণ উৎপাদনশীল মূলধন। উৎপাদনশীল মূলধনের আবর্তনশীল অংশ হ্রাস করা হয় ১০০ থেকে ৭৫-এ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ। ৯ সপ্তাহের একটি কর্মকালের জন্য ক্রিয়াশীল একটি উৎপাদশীল মূলধন যতটা হ্রাস করা হয়, তার মোট পরিমাণ ৯ গুণ ২৫ এর অর্থাৎ £ ২২৫ অথবা ৯০০-এর এক-চতুর্থাংশের সমান। কিন্তু প্রতিবর্তন-কালের সঙ্গে সঞ্চলন-কালের অনুপাত অনুরূপ ভাবে হয় বারো ভাগের তিন ভাগ বা এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং এ থেকে যা অনুসরণ করে তা এই: পণ্য-মূলধনে রূপান্তরিত উৎপাদনশীল মূলধনের সঞ্চলন-কালে উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয়, বরং যাতে তা যুগপৎ ও অব্যাহত ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চালু রাখা যায়, এবং তার জন্য যদি কোনো বিশেষ আবর্তনশীল মূলধন না পাওয়া যায়, তা হলে তা করা যায় কেবল উৎপাদনশীল কর্ম-কাণ্ডকে খর্ব করে, কর্মরত উৎপাদনশীল মূলধনের আবর্তনশীল অংশের হ্রাস সাধন করে। প্রতিবর্তনের সময়ের কাছে সঞ্চলনের সময় যা, অগ্রিম-দত্ত আবর্তনশীল মূলধনের কাছে সঞ্চলন চলাকালে উৎপাদনের জন্য এই ভাবে ছাড়া-পাওয়া আবর্তনশীল মূলধনের এই অংশটি ঠিক তাই। যে কথা আগেই বলা হয়েছে, এটা কেবল উৎপাদনের সেই সব শাখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে শ্রম-প্রক্রিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পরিচালিত হয় একই আয়তনে, সুতরাং যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকালে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় না, যেমন করতে হয় কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

অন্য দিকে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যবসাটির প্রকৃতির দরুন উৎপাদনের আয়তন হ্রাস করা সম্ভব নয়, অতএব প্রতি সপ্তাহে অগ্রিম-দত্ত আবর্তনশীল মূলধনের আয়তনও হ্রাস করা সম্ভব নয়, তা হলে উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতাকে নিশ্চিত করা যায় কেবল অতিরিক্ত আবর্তনশীল মূলধনের দ্বারা, উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে £৩০০-এর দ্বারা। বারো সপ্তাহ-ব্যাপী প্রতিবর্তন-কালে পরপর বিনিয়োজিত হয় £১,২০০ করে, আর যেমন, তিন সপ্তাহ হচ্ছে বারো সপ্তাহের এক-চতুর্থাংশ, ঠিক তেমন £৩০০ হচ্ছে এই £১,২০০-এর এক চতুর্থাংশ। নয় সপ্তাহের

কর্মকালের শেষে £ ৯০০ পরিমাণ মূলধন-মূল্য পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে উৎপাদনশীল মূলধনের রূপ থেকে পণ্য-মূলধনের রূপে। তার কর্ম-কাল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একই মূলধন দিয়ে তা আবার শুরু করা যায় না। তিন সপ্তাহ ধরে যখন তা পণ্য-মূলধন হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে, তখন তা থাকে একই অবস্থায়, যতটা পর্যন্ত তা উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত রকম (ধার) ক্রেডিট-সম্পর্ককে বাদ দিয়ে রাখছি এবং ধরে নিচ্ছি যে ধনিক কেবল তার নিজের টাকা দিয়েই কাজ করে। কিন্তু যে সময় জুড়ে, প্রথম কর্ম-কালের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধন, উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরে, তিন সপ্তাহ ধরে সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় অবস্থান করে, সেই সময়ে সেখানে কাজ করে £৩০০ পরিমাণ একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগ, যাতে করে উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতা ভগ্ন না হয়।

এই প্রসঙ্গে নিচের কথা কয়টি নজরে রাখতে হবে :

প্রথমতঃ £ ৯০০ পরিমাণ প্রথমে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের কর্ম-কাল সম্পূর্ণ হয় নয় সপ্তাহের শেষে, এবং তার পরে আরো তিন সপ্তাহ পার না হলে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ সপ্তাহ শুরু না হলে, তা আর প্রত্যাবর্তন করে না। কিন্তু £ ৩০০ পরিমাণ এক অতিরিক্ত মূলধন দিয়ে একটি নোতুন কর্ম কাল তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যায়। এই ভাবে উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা হয়।

দ্বিতীয়তঃ £ ৯০০ পরিমাণ প্রারম্ভিক মূলধনের কার্যাবলী এবং £ ৩০০ পরিমাণ নোতুন মূলধনের কার্যাবলী—যে নোতুন মূলধন সংযোজিত হয়েছে প্রথম নয় সপ্তাহ-ব্যাপী কর্ম-কালের শেষে এবং প্রথমটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে বিনা বাধায় সূচিত করেছে দ্বিতীয় কর্ম-কালটিকে—এই দুয়ের কার্যাবলীকে পরিষ্কার ভাবে পার্থক্য করা যায়, কিংবা, অন্তত করা যেত প্রতিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে, যখন তার প্রতিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়ায় পরস্পরকে অতিক্রম করে।

ব্যাপারটিকে আরো সরল ভাবে হাজির করা যাক।

প্রথম প্রতিবর্তন-কাল ১২ সপ্তাহ। প্রথম কর্ম-কাল ৯ সপ্তাহ; এই বাবদ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের প্রতিবর্তন সম্পূর্ণ হয় ১৩ তম সপ্তাহের শুরুতে। শেষ ৩ সপ্তাহ কাজ করে £৩০০ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন, খুলে দেয় ৯ সপ্তাহের দ্বিতীয় কর্মকাল।

দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কাল। ১৩ তম সপ্তাহের শুরুতে, £ ৯০০ ফিরে এসেছে এবং তা একটি নোতুন প্রতিবর্তন শুরু করতে সক্ষম। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম-কালটি অতিরিক্ত £৩০০ কর্তৃক দশম সপ্তাহে ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এর কল্যাণে, ১৩ তম সপ্তাহের সূচনায় কর্ম-কালের এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত এবং £ ৩০০ রূপান্তরিত হয়েছে উৎপাদনশীল মূলধন থেকে উৎপন্ন-সামগ্রীতে। যেহেতু দ্বিতীয়

কর্ম-কালটি সম্পূর্ণ হতে লাগে আর কেবল ৬ সপ্তাহ, সেই হেতু £ ৯০০ পরিমাণ প্রত্যাগত মূলধনের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ বা £ ৬০০ প্রবেশ করতে পারে দ্বিতীয় কর্ম-কালের উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায়। প্রারম্ভিক £৯০০-এর মধ্যে £৩০০ ছাড়া পেয়ে যায় সেই একই ভূমিকা পালন করতে, যা £৩০০ পরিমাণ মূলধন পালন করেছিল প্রথম কর্ম-কালটিতে। দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালের ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শেষে দ্বিতীয় কর্ম-কালটি অতিক্রান্ত হয়। তাতে অগ্রিম দত্ত £ ৯০০ পরিমাণ মূলধন প্রত্যাবর্তন করে ৩ সপ্তাহ পরে অথবা দ্বিতীয়, ১২ সপ্তাহ প্রতিবর্তনকালের ৯ম সপ্তাহের শেষে। তার সঞ্চলন কালের তিন সপ্তাহ ধরে £৩০০ পরিমাণ ছাড়া পাওয়া মূলধনটি ক্রিয়াশীল হয়। এর ফলে দ্বিতীয় কর্মকালের ৭ম সপ্তাহে অথবা বছরের ১৯ তম সপ্তাহে £ ৯০০ পরিমাণ একটি মূলধনের তৃতীয় কর্মকাল শুরু হয়।

তৃতীয় প্রতিবর্তন-কাল। দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালের ৯ম সপ্তাহের শেষে ঘটে £৯০০-এর একটি প্রতি-প্রবাহ। কিন্তু তৃতীয় কর্মকালটি পূর্ববর্তী প্রতিবর্তনের সময়ে ইতিপূর্বেই ৭ম সপ্তাহে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ৬টি সপ্তাহ ইতিমধ্যেই পার হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় কর্মকালটি তা হলে স্থায়ী হয় কেবল আর ৩ সপ্তাহ। অতএব, প্রত্যাগত £ ৯০০-এর মাত্র £ ৩০০ প্রবেশ করে উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায়। চতুর্থ কর্ম-কালটি এই প্রতিবর্তন-কালের বাকি ৯ সপ্তাহ পুরিয়ে দেয় এবং এই ভাবে বছরের ৩৭তম সপ্তাহ যুগপৎ শুরু করে দেয় চতুর্থ প্রতিবর্তন-কাল এবং পঞ্চম কর্ম-কাল।

এক্ষেত্রে হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি ৫ সপ্তাহের একটি কর্ম-কাল এবং ৫ সপ্তাহের একটি সঞ্চলন-কাল; তা হলে প্রতিবর্তন-কাল দাঁড়ায় ১০ সপ্তাহ। ধরে নিচ্ছি একটি বছর তৈরি হয় ৫০ সপ্তাহ দিয়ে এবং সপ্তাহ-প্রতি মূলধনের বিনিয়োগ ব্যয় হয় £১০০। তা হলে একটি, কর্ম-কালে আবশ্যক হয় £৫০০ পরিমাণ আবর্তনশীল মূলধন এবং সঞ্চলন-কালে £ ৫০০ পরিমাণ একটি অতিরিক্ত মূলধন। তা হলে পরপর কর্ম-কাল এবং প্রতিবর্তনের সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

১ম কর্ম কাল: ১ম—৫মসপ্তাহ (দ্রব্যাকারে £৫০০): প্রত্যাগত ১০ম সপ্তাহের শেষ।
২য় কর্ম-কাল: ৬ষ্ঠ—১০ম সপ্তাহ (দ্রব্যাকারে £৫০০): প্রত্যাগত ১৫তম সপ্তাহের শেষ।
৩য় কর্ম-কাল: ১১তম—১৫তম সপ্তাহ (দ্রব্যাকারে £ ৫০০): প্রত্যাগত ২০তম সপ্তাহের শেষ।
৪র্থ কর্ম-কাল: ১৬তম—২০ তম সপ্তাহ (দ্রব্যাকারে £৫০০): প্রত্যাগত ২৫তম সপ্তাহের শেষ।
৫ম কর্ম-কাল: ২১তম—২৫তম সপ্তাহ (দ্রব্যাকারে £ ৫০০): প্রত্যাগত ৩০তম সপ্তাহের শেষ। এবং এই ভাবে।

যদি সঞ্চলন-কাল হয় শূন্য, যাতে করে প্রতিবর্তন-কাল হয় কর্ম-কালের সমান, তা হলে বছরে প্রতিবর্তনের সংখ্যা হয় কর্ম-কালের সংখ্যার সমান। কর্ম-কাল যদি হয় ৫-সপ্তাহ, তা হলে এর ফলে বাৎসরিক প্রতিবর্তন-কালের সংখ্যা হবে ৫০/৫, কিংবা ১০, এবং প্রতিবর্তিত মূলধনের মূল্য হবে ৫০০ গুণ ১০, কিংবা ৫০০০। আমাদের সারণীটিতে, যেখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে সঞ্চলন-কাল হচ্ছে ৫ সপ্তাহ, যেখানে প্রতি বৎসরে উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের মোট মূল্যও হবে £৫,০০০, কিন্তু এর এক-দশমাংশ কিংবা £৫০০ সব সময়েই থাকবে পণ্য-মূলধনের আকারে, এবং ৫ সপ্তাহ পার না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত হবে না। বছরের শেষে দশম কর্ম-কালের (৪৬তম সপ্তাহ থেকে ৫০তম সপ্তাহ অবধি) উৎপন্ন-সামগ্রী তার প্রতিবর্তন-সময়ের অর্ধেকটা মাত্র সম্পূর্ণ করত, এবং তার সঞ্চলন-সময় গিয়ে পড়ত পরবর্তী বছরের প্রথম পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে।

এখন তৃতীয় একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক : কর্ম-কাল ৬ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল ৩ সপ্তাহ, শ্রম-প্রক্রিয়া চলাকালে সাপ্তহিক অগ্রিম £ ১০০।

প্রথম কর্ম-কাল : ১ম—৬ষ্ঠ সপ্তাহ। ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শেষে £ ৬০০, পণ্য-মূলধন, ৯ম সপ্তাহের পরে প্রত্যাবৃত্ত।

দ্বিতীয় কর্ম-কাল : ৭ম—১২তম সপ্তাহ। ৭ম—৯ম সপ্তাহে £ ৩০০ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন অগ্রিম প্রদত্ত। ৯ম সপ্তাহের শেষে £৬০০ প্রত্যাবৃত্ত। এর মধ্যে £৩০০ অগ্রিম দেওয়া হয় ১০ম—১২ ম সপ্তাহের সময়। সুতরাং ১২তম সপ্তাহের শেষে £৩০০ মুক্তি পায় এবং £৬০০ পণ্য-মূলধনের রূপে অবস্থান করে, ১৫তম সপ্তাহের শেষে প্রত্যাবর্তনীয়।

তৃতীয় কর্ম-কাল : ১৩তম—১৮তম সপ্তাহ। ১৩তম থেকে ১৫তম সপ্তাহে £৩০০-এর উপরে অগ্রিম, তার পরে £৬০০-এর প্রতি-প্রবাহ, যার মধ্যে ৩০০ অগ্রিম দেওয়া হয় ১৬তম থেকে ১৮তম সপ্তাহে। ১৮তম সপ্তাহের শেষে, £৩০০ অর্থ-রূপে ছাড়া পায়, হস্তস্থিত £৬০০ পণ্য-রূপে, যা প্রত্যাবৃত্ত হয় ২১তম সপ্তাহের শেষে। (এই ব্যাপারটির আরো বিশদ বিবরণ নীচে ২-এর অধীনে দ্রষ্টব্য।)

অন্য ভাবে বলা যায়, ৯টি কর্ম-কাল (৫৪ সপ্তাহে) উৎপাদিত হয় ৬০০ গুণ ৯ অর্থাৎ £ ৫,৪০০ মূল্যের পণ্যসম্ভার। নবম কর্মকালের শেষে ধনিকের থাকে টাকার আকারে £৩০০ এবং পণ্যের আকারে £৬০০, যা এখনো তাদের সঞ্চলনের মেয়াদ সম্পূর্ণ করেনি।

এই তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম £৫০০ পরিমাণ মূলধন ১-এর এবং অনুরূপ £৫০০ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন ২-এর পর পর মুক্তি-প্রাপ্তি ঘটে কেবল দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে, যার দরুন মূলধনের এই দুটি অংশ চলে আলাদা আলাদা ভাবে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে। কিন্তু এটা যে ঘটে

তার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা একটি বিরল ব্যতিক্রমী ব্যাপার ধরে নিয়েছি; সেটি এই যে কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কাল প্রতিবর্তন-কালের ঠিক সমান আধা-আধি ভাগ। বাকি সব ক্ষেত্রে, প্রতিবর্তন-কালের দুটি অংশের মধ্যে যে-পার্থক্যই থাক না কেন, দ্বিতীয় প্রতিবর্তনের শুরু থেকে দুটি মূলধনের গতিপথ পরস্পরকে কেটে যায়, যেমন ১ নং এবং ৩ নং দৃষ্টান্তে দেখা যায়। মূলধন ১-এর একটি অংশ সহ, অতিরিক্ত মূলধন ২-তখন গঠন করে দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালে কর্মরত মূলধনটিকে, আর মূলধন ১-এর বাকি অংশকে মুক্তি দেওয়া হয় মূলধন ২-এর মূলকাজটি সম্পাদন করার জন্য। পণ্য-মূলধনের সঞ্চলন সময়ে কর্মরত মূলধন, এ ক্ষেত্রে, এই উদ্দেশ্যে প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত মূলধন ২-এর সঙ্গে অভিন্ন নয়, কিন্তু এটা একই মূল্যসম্পন্ন এবং গঠন করে মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনের একই একাংশ।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ম-কাল চলাকালে যে মূলধন কাজ করেছিল, তা সঞ্চলন চলাকালে অলস পড়ে থাকে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে মূলধন কাজ করে কর্ম-কালের ৫সপ্তাহ ধরে এবং অলস থাকে সঞ্চলন-কালের ৫সপ্তাহ ধরে। সুতরাং যে গোটা সময়টা ধরে মূলধন ১ অলস থাকে, তার পরিমান দাঁড়ায় বছরের অর্ধেকটা। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রটিতে, যা বছর অলস থাকার পরে, এই তার পালা অনুযায়ী অর্ধেক সময়ে আবির্ভূত হয়, তা হল অতিরিক্ত মূলধন ২। কিন্তু সঞ্চলনের সময়ে উৎপাদনের নিরবচ্ছিনতা নিশ্চিত করার জন্য যে অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হয়, তা বছরের সঞ্চলন-সময়গুলির মোট পরিমাণ, যা যোগফলের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; নির্ধারিত হয় প্রতিবর্তন-কালের সঙ্গে সঞ্চলন- কালের অনুপাতের দ্বারা। (অবশ্য, অমরা ধরে নিচ্ছি যে, সব কটি প্রতিবর্তন সংঘটিত হয় একই অবস্থাবলীতে।) এই কারণে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে, আবশ্যক হয় £৫০০ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন, £২,৫০০ পরিমাণ নয়। এটা এই ঘটনার জন্য যে, প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত মূলধন যেমন ভাবে প্রতিবর্তনে প্রবেশ করে, অতিরিক্ত মূলধনও ঠিক তেমন ভাবেই তাতে প্রবেশ করে; অতএব, অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি যেমন তার প্রতিবর্তন-সংখ্যার দ্বারা তার আয়তন গঠন করে, ঠিক তেমনি অতিরিক্ত মূলধনটিও তা গঠন করে।

তৃতীয়তঃ, কর্ম-কালের তুলনায় উৎপাদন-কাল দীর্ঘতর কিনা, তার দ্বারা এখানে আলোচিত অবস্থাগুলি প্রভাবিত হয় না। সত্য বটে, প্রতিবর্তন-কালসমূহের মোট দৈর্ঘ্য তার দ্বারা আরো দীর্ঘায়িত হয়, কিন্তু এই দীর্ঘায়নের দরুন শ্রম প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হয়না। সঞ্চলনের সময়ের দরুণ শ্রম-প্রক্রিয়ায় যেসব ফাঁক দেখা দেয়, কেবল সেগুলি পূরণ করার উদ্দেশ্যেই অতিরিক্ত মূলধন কাজ করে। সুতরাং সেখানে তার ভূমিকা কেবল সঞ্চলন চলাকালে উদ্ভূত ব্যাঘাতগুলি থেকে উৎপাদনকে রক্ষা করা। উৎপাদনের নির্দিষ্ট অবস্থাবলী থেকে উদ্ভূত ব্যাঘাতগুলিকে অন্য এক উপায়ে উচ্ছেদ করা, যা এখানে আলোচনা করার দরকার নেই। কিন্তু এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে

কাজ হয় কেবল কিছু কাল অন্তর অন্তর—অর্ডার অনুযায়ী, যার দরুন কর্ম-কালসমূহের মধ্যে মধ্যে বিরতি ঘটতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন আপনা-আপনি উৎখাত হয়ে যায়। অন্য দিকে, মরশুমি কাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতি-প্রবাহের সময়ের জন্য একটা কিছু সীমা থাকে। একই কাজ পরের বছর একই মূলধন দিয়ে নবীকৃত করা যায় না, যদি এই মূলধনের সঞ্চলন-কাল ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ না হয়ে গিয়ে থাকে। অন্য দিকে সঞ্চলনের সময়, উৎপাদনের দুটি কালের মধ্যেকার অবকাশ থেকে হ্রস্বতর হতে পারে। যদি ইত্যবসরে তা অন্য ভাবে বিনিয়োজিত না হয় সে ক্ষেত্রে মূলধন নিষ্ফল পড়ে থাকে।

চতুর্থতঃ, একটি বিশেষ কর্ম-কালের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধন, যেমন তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে £৬০০, অংশতঃ বিনিয়োজিত হয় কাঁচামাল ও সহায়ক দ্রব্যাদিতে, কর্ম-কালের জন্য একটি উৎপাদনশীল সরবরাহে, স্থির আবর্তনশীল মূলধনে, এবং অংশতঃ বিনিয়োজিত হয় অস্থির আবর্তনশীল মূলধনে, স্বয়ং শ্রমের মজুরি-দানে। স্থির আবর্তনশীল মূলধনে বিনিয়োজিত অংশটি উৎপাদনশীল সরবরাহের রূপে একই সময় জুড়ে না-ও থাকতে পারে; যেমন গোটা কর্ম-কালের জন্য কাঁচামাল হাতে না থাকতে পারে, কয়লা কেবল প্রতি পক্ষকালে সংগ্রহ করা হতে পারে। যাই হোক, যেহেতু ক্রেডিট এখনো এখানে আলোচনার বাইরে, মূলধনের এই অংশটিকে—যখন তা একটি উৎপাদনশীল সরবরাহ নয়—অবশ্যই হাতে রাখতে হবে অর্থের রূপে, যাতে করে যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন তাকে উৎপাদনশীল সরবরাহে রূপান্তরিত করা যায়। ৬ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম-দত্ত স্থির আবর্তনশীল মূলধনের মূল্যের আয়তন এর ফলে পরিবর্তিত হয় না। অন্য দিকে—অজানা ব্যয়পত্রের জন্য অর্থ-সরবরাহ, ব্যাঘাত ইত্যাদি নিবারণের জন্য নিয়মিত সংরক্ষিত তহবিল নির্বিশেষে—মজুরি দেওয়া হয় অল্পতর সময়ের ব্যবধানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সপ্তাহান্তে। সুতরাং ধনিক যদি শ্রমিককে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য তার শ্রম অগ্রিম দিতে বাধ্য না করে, তা হলে মজুরি দেবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনকে অর্থের আকারে অবশ্যই হাতে রাখতে হবে। অতএব, মূলধনের প্রতি-প্রবাহের সময়ে শ্রমিকের মজুরি বাবদ একটা অংশ অর্থের আকারে ধরে রাখতে হবে, এবং বাকি অংশটাকে উৎপাদনশীল সরবরাহে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত মূলধনটাকে ঠিক মূল মূলধনটার মতই ভাগ করা হয়। কিন্তু তা মূলধন ১ থেকে এই ঘটনার দ্বারা বিশেষিত হয় যে (ক্রেডিট সম্পর্ক ছাড়াও) তার নিজের কর্ম-কালের জন্য প্রাপ্য হতে হলে, তাকে অগ্রিম দিতে হবে মূলধন ১-এর প্রথম কর্ম-কালের গোটা মেয়াদ জুড়ে, যার মধ্যে তা প্রবেশ করে না। প্রতিবর্তনের সমগ্র সময়-কালের জন্য অগ্রিম-দত্ত হয়ে, এই সময়ে তা রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, অন্ততঃ আংশিক ভাবে, স্থির আবর্তনশীল মূলধনে। যে পর্যন্ত না এই রূপান্তর প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, সেই পর্যন্ত কোন্ মাত্রায় তা এই রূপ ধারণ

করে কিংবা এই রূপে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা অংশতঃ নির্ভর করে ব্যবসার নির্দিষ্ট ধারার উৎপাদনের বিশেষ অবস্থাবলীর উপরে, অংশতঃ নির্ভর করে স্থানীয় পরিস্থিতির উপরে, অংশতঃ নির্ভর করে কাঁচামাল ইত্যাদির দামের ওঠানামার উপরে। যদি সামাজিক মূলধনকে তার সমগ্রতায় দেখা হয়, তা হলে এই অতিরিক্ত মূলধনের মোটামুটি একটা বড় অংশ সর্বদাই বেশ কিছু দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান করবে অর্থ-মূলধনের অবস্থায়। কিন্তু মূলধন ২-এর যে-অংশটি অগ্রিম দেওয়া হয় মজুরি বাবদে, তার সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, তা সর্বদাই শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কেবল ক্রমে ক্রমে, যেমন ভাবে ছোট কর্ম-কালগুলি সম্পন্ন হয় এবং সেগুলির জন্য ক্রমান্বয়ে মজুরি দেওয়া হয়। তা হলে, মূলধন ২-এর এই অংশ অর্থ-মূলধনের রূপে গোটা কর্ম-কাল জুড়েই পাওয়া যায়—যে পর্যন্ত শ্রম শক্তিতে তার রূপান্তরনের ফলে তা উৎপাদনশীল মূলধনের কাজে অংশ গ্রহণ না করে।

অতএব, মূলধন ১-এর সঞ্চলন-সময়ের উৎপাদন-সময়ে রূপান্তরের জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত মূলধনের সংযোজন কেবল অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আয়তন এবং যে সময়ের জন্য মোট মূলধনটি অবশ্যই অগ্রিম দিতে হবে, তার দৈর্ঘ্যই বৃদ্ধি করে না, সেই সঙ্গে, এবং সুনির্দিষ্ট ভাবেই, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সেই অংশটিও বৃদ্ধি করে, যা অবস্থান করে অর্থ-সরবরাহ হিসাবে এবং যা সেই হেতু থাকে অর্থ-মূলধনের অবস্থায় এবং ধারণ করে সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনের রূপ।

একই ঘটনা ঘটে—যত দূর পর্যন্ত তা একটি উৎপাদনশীল সরবরাহের রূপে এবং একটি অর্থ- সরবরাহের রূপে, এই উভয় রূপেই অগ্রিম-দানের সঙ্গে সম্পর্কিত—যখন সঞ্চলন-কালের দ্বারা প্রয়োজনীয় মূলধনের দুটি অংশে বিভাজন, প্রথম কর্ম-কালের জন্য মূলধনে এবং সঞ্চলন-কালের জন্য প্রতিস্থাপন-মূলধনে বিভাজন, বিনিয়োজিত মূলধনের বৃদ্ধির দ্বারা সংঘটিত হয় না, সংঘটিত হয় উৎপাদন-আয়তনের হ্রাসের দ্বারা। অর্থ-রূপে আবদ্ধ মূলধনের পরিমাণটি এখানে উৎপাদনের আয়তনের প্রেক্ষিতে আরো বেশি বৃদ্ধি পায়।

মূল উৎপাদনশীল মূলধন এবং অতিরিক্ত মূলধনের এই বিভাজনের দ্বারা সাধারণ ভাবে যা অর্জিত হয়, তা হচ্ছে একটির পর একটি কর্ম-কালের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা, অগ্রিম দত্ত মূলধনটির একটি সমান অংশের উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে নিরন্তর তৎপরতা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির দিকে তাকানো যাক। উৎপাদন- প্রক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ £৫০০। যেহেতু কর্ম-কাল হচ্ছে ৫ সপ্তাহ, সেই হেতু ৫০ সপ্তাহ (এক বছর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে) এই মূলধন কাজ করে দশ গুণ। অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়া উৎপন্ন-সামগ্রী দাঁড়ায় ১০ গুণ (×) £৫০০, যা £৫,০০০। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও অব্যাহত ভাবে কর্মরত একটি মূলধনের—£ ৫০০ পরিমাণ একটি মূলধন-মূল্যের—দিক থেকে, সঞ্চলন-কাল শূন্যে পরিণত হয়েছে

বলে মনে হয়। প্রতিবর্তন-কাল কর্মকালের সঙ্গে মিলে যায়, এবং সঞ্চলন-কালকে ধরা হয় শূন্যের সমান বলে।

কিন্তু যদি £৫০০ পরিমাণ মূলধন তার উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে একটি ৫সপ্তাহ-ব্যাপী সঞ্চলন-কালের দ্বারা নিয়মিত ভাবে ব্যাহত হত, যাতে করে তা উৎপাদনের জন্য আবার সক্ষম হত কেবল গোটা ১০-সপ্তাহ-ব্যাপী সঞ্চলন-কালের শেষে, তা হলে বছরের ৫০ সপ্তাহে আমরা পেতাম, প্রত্যেকটি ১০ সপ্তাহ-ব্যাপী এমন ৫টি প্রতিবর্তন। সেগুলি ধারণ করত পাঁচটি ৫ সপ্তাহ-ব্যাপী উৎপাদন-কাল, কিংবা ২৫টি উৎপন্নের মূল্য হত ৫ গুণ(×)£৫০০, অর্থাৎ £২,৫০০—এবং ৫টি ৫-সপ্তাহ-ব্যাপী সঞ্চলন-কাল, অথবা অনুরূপ ভাবে ২৫ সপ্তাহের একটি মোট সঞ্চলন-কাল। যদি এ ক্ষেত্রে আমরা বলি যে £৫০০ পরিমাণ মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হযেছে ৫ বার, তা হলে এটা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে প্রত্যেকটি প্রতিবর্তনকালের অর্ধেকটা সময়ে এই £৫০০ পরিমাণ মূলধন মোটেই কাজ করেনি উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে, এবং মোটের উপরে, তা তার কাজ-করেছিল কেবল বছরের অর্ধেক সময়ে এবং বাকি অর্ধেকে মোটেই কাজ করেনি।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে £৫০০ পরিমাণ প্রতিস্থাপন মূলধন ঐ পাঁচটি সঞ্চলন-পর্বে মঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং এই ভাবে প্রতিবর্তন সম্প্রসারিত হয় £২,৫০০ থেকে £৫,০০০-এ। কিন্তু এখন অগ্রিম-দত্ত মূলধন, £৫০০-এর পরিবর্তে, £১০০০। ৫,০০০-কে ১,০০০ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৫। অতএব, দশটি প্রতিবর্তনের পরিবর্তে আমরা দেখি পাঁচটি প্রতিবর্তন। এবং ঠিক এই ভাবেই মানুষ হিসাব করে। কিন্তু যখন বলা হয় যে, £১,০০০ পরিমাণ মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হয়েছে পাঁচ বার, তখন ধনিকদের মাথার ফাঁকা খুলি থেকে সঞ্চলন-কালের স্মৃতিটা উধাও হয়ে যায় এবং এই ধরনের একটা গোলমেলে ধারণা তৈরি হয় যে এই মূলধনটা পর-পর পাঁচটি সঞ্চলন-কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কাজ করছে। কিন্তু আমরা যদি বলি যে £১,০০০ পরিমাণ মূলধন প্রতিবর্তিত হয়েছে পাঁচ বার, তা হলে তার মধ্যে ধরা হয় সঞ্চলন-কাল এবং উৎপাদন-কাল—এই উভয় কালকেই। বস্তুতঃ পক্ষে, যদি £১,০০০ ইতিপূর্বেই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কার্যতই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল থাকত, তা হলে আমরা যা যা নিয়েছি, তদনুযায়ী উৎপন্ন-সামগ্রী £৫,০০০ না হয়ে, হত £১০,০০০। কিন্তু £১,০০০-কে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পেতে হলে, অগ্রিম দিতে হত £২,০০০। কিন্তু অর্থনীতিবিদেরা, সাধারণ ভাবে যাঁদের প্রতিবর্তনের প্রণালী প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাবে কোনো কিছু বলার নেই, তাঁরা সব সময়েই একটি প্রধান বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন; সেটি এই যে শিল্প-মূলধনের কেবল একটা অংশকেই কার্যতঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত রাখা যায়—যদি উৎপাদনকে অব্যাহত ভাবে চালু রাখতে হয়। যখন একটা অংশ থাকে উৎপাদনের পর্যায়ে তখন আরেকটা অংশ অবশ্যই সর্বদা থাকবে সঞ্চলনের পর্যায়ে।

কিংবা, অন্য ভাবে বলা যায়, একটি অংশ উৎপাদনশীল মূলধনের কাজ করতে পারে কেবল এই শর্তে যে আরেকটি অংশকে তুলে নেওয়া হয় যথার্থ উৎপাদন থেকে পণ্য মূলধন কিংবা অর্থ-মূলধনের রূপে। এই ঘটনাটিকে উপেক্ষা করায়, অর্থ-মূলধনের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভাবে অবহেলিত থেকে যায়।

আমাদের এখন নির্ণয় করতে হবে প্রতিবর্তনে কি কি পার্থক্য দেখা দেয় যদি প্রতিবর্তন-কালের দুটি অংশ, কাজের সময় ও সঞ্চলনের সময়, সমান হয়, অথবা যদি কাজের সময় সঞ্চলনের সময়ের বেশি বা কম হয় এবং, অধিকন্তু, অর্থ-মূলধনের রূপে মূলধনের আবদ্ধ থাকার উপরে তার কি প্রভাব আছে।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সর্ব ক্ষেত্রেই সাপ্তাহিক অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি £ ১০০, এবং প্রতিবর্তন-কালটি ৯ সপ্তাহ, যার দরুন প্রত্যেকটি প্রতিবর্তন-কালে অগ্রিম-প্রদেয় মূলধন দাঁড়ায় £৯০০।

১. কর্ম-কাল সমান সঞ্চলন-কাল

যদিও এই ধরনের ব্যাপার ঘটে কেবল আপতিক ব্যতিক্রম হিসাবে, তবু এই পর্যালোচনায় এটাই কাজ করবে আমাদের যাত্রা-বিন্দু হিসাবে, কেননা এখানে সম্পর্কসমূহ আকার ধারণ করে সবচেয়ে সরল ও সহজ-বোধ্য ভাবে।

দুটি মূলধন (প্রথম কর্ম-কালের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধন ১, এবং অনুপূরক মূলধন ২, যা কাজ করে মূলধন ১-এর সঞ্চলন-কালে) পরস্পরের গতিপথে পরস্পরকে অব্যাহতি দেয় পরস্পরকে অতিক্রম ('ক্রস') না করে। প্রথম সময়-কালটি বাদ দিয়ে, দুটি মূলধনের প্রত্যেকটিই অতএব অগ্রিম দেওয়া হয় কেবল তার নিজের প্রতিবর্তন-কালের জন্য। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে যেমন নির্দেশিত হয়েছে, ধরা যাক সঞ্চলনের কাল ৯ সপ্তাহ, যাতে করে কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কাল প্রত্যেকটিই হয় ৪½ সপ্তাহ করে। তা হলে আমরা পাই নিম্নলিখিত বাৎসরিক চিত্রটি:

সারণী ১ মূলধন ১

	প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	অগ্রিম	সঙ্কলন-কাল
১.	১ম —৯ম সপ্তাহ	১ম—৪র্থ ½ সপ্তাহ	£ ৪৫০	৪র্থ ½— ৯ম সপ্তাহ
২.	১০ম— ১৮তম ,,	১০ম—১৩তম ½ ,,	£ ৪৫০	১৩তম ½—১৮তম ,,
৩.	১৯তম—২৭তম ,,	১৯তম—২২তম ½ ,,	£ ৪৫০	২২তম ½—২৭তম ,,
৪.	২৮তম—৩৬তম ,,	২৮তম—৩১তম ½ ,,	£ ৪৫০	৩১তম ½—৩৬তম ,,
৫.	৩৭তম—৪৫তম ,,	৩৭তম—৪০তম ½ ,,	£ ৪৫০	৪০তম ½—৪৫তম ,,
৬.	৪৬তম—[৫৪তম] ,,	৪৬তম—৪৯তম ½ ,,	£ ৪৫০	৪৯তম ½—[৫৪তম] ,, (৩১)

মূলধন ২

	প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	অগ্রিম	সঙ্কলন-কাল
১.	৪র্থ ½—১৩তম ½ সপ্তাহ	৪র্থ ½— ৯ম সপ্তাহ	£ ৪৫০	১০ম—১৩তম ½ সপ্তাহ
২.	১৩তম ½—২২তম ½ ,,	১৩তম ½—১৮তম ,,	£ ৪৫০	১৯তম—২২তম ½ ,,
৩.	২২তম ½—৩১তম ½ ,,	২২তম ½—২৭তম ,,	£ ৪৫০	২৮তম—৩১তম ½ ,,
৪.	৩১তম ½—৪০তম ½ ,,	৩১তম ½—৩৬তম ,,	£ ৪৫০	৩৭তম—৪০তম ½ ,,
৫.	৪০তম ½—৪৯তম ½ ,,	৪০তম ½—৪৫তম ,,	£ ৪৫০	৪৬তম—৪৯তম ½ ,,
৬.	৪৯তম ½—[৫৮তম] ½ ,,	৪৯তম ½—[৫৪তম] ,,	£ ৪৫০	[৫৫তম—৫৮তম ½] ,,

(৩১) যে সব সপ্তাহ প্রতিবর্তনের দ্বিতীয় বছরে পড়ে, সেগুলিকে [ ] এই চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।

এখানে ৫১ সপ্তাহকে ধরা হয়েছে এক বছর বলে ; এই এক বছরের মধ্যে মূলধন ১ পার হয় ছটি পূর্ণ কর্ম-কালের মধ্য দিয়ে, উৎপাদন করে ৬ গুণ ৪৫০ অর্থাৎ £ ২,৭০০ মূল্যের পণ্যসম্ভার, এবং মূলধন ২ পাঁচটি পূর্ণ কাজের কর্মকালে উৎপাদন করে ৫ গুণ £৪৫০, অর্থাৎ £২,২৫০ মূল্যের পণ্যসম্ভার। অধিকন্তু, বছরের সর্বশেষ দেড় সপ্তাহে (৫০তম সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে ৫১তম সপ্তাহের শেষ অবধি), মূলধন ২ উৎপাদন করেছিল অতিরিক্ত £ ১৫০ মূল্যের পণ্য। ৫১ সপ্তাহে মোট উৎপন্ন দাঁড়াল £ ৫,১০০। উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রত্যক্ষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যা ঘটে কেবল কর্ম-কাল চলাকালে, £ ৯০০ পরিমাণ মোট মূলধন প্রবর্তিত হ'ত ৫ ২/৩ গুণ (৫ ২/৩ গুণ ৯০০ সমান £ ৫,১০০)। কিন্তু যদি আমরা আসল প্রতিবর্তনের কথা বিবেচনা করি, মূলধন ১ প্রতিবর্তিত হয়েছে ৫ ২/৩ গুণ, যেহেতু ৫১তম সপ্তাহের শেষে তার প্রতিবর্তনের ষষ্ঠ সপ্তাহের বাকি থাকে আরো ৩ সপ্তাহ ; ৫ ২/৩ গুণ ৪৫০ মানে £ ২,৫৫০ ; এবং মূলধন ২ প্রতিবর্তিত হল ৫ ১/৬ গুণ, যেহেতু তা ১½ সপ্তাহ সম্পূর্ণ করেছে তার প্রতিবর্তনের ষষ্ঠ সময়-কালে, যার দরুন তার ৭½ সপ্তাহ গিয়েছে পরবর্তী বছরে ; ৫ ১/৬ গুণ ৪৫০ মানে £ ২,৩২৫ ; আসল মোট প্রতিবর্তন : £ ৪,৮৭৫ ।

মূলধন ১ এবং মূলধন ২-কে বিবেচনা করা যাক দুটি সম্পূর্ণ ভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ মূলধন হিসাবে। তাদের নিজ নিজ গতিক্রিয়ায় তারা সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন ; এই ভিন্ন ভিন্ন গতিক্রিয়া পরস্পরকে পরিপূরণ করে কেবল এই কারণে যে তাদের কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কাল সরাসরি পরস্পরকে অব্যাহতি দেয়। তাদের গণ্য করা যায় বিভিন্ন ধনিকের মালিকানাধীন দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন মূলধন হিসাবে।

মূলধন ১ সম্পূর্ণ করেছে পাঁচটি পূর্ণ প্রতিবর্তন এবং তার ষষ্ঠ সময়-কালের দুই-তৃতীয়াংশ। বছরের শেষে তা পায় পণ্য-মূলধনের রূপ, যা তার স্বাভাবিক বাস্তবায়নের তুলনায় তিন সপ্তাহ কম। এই সময় চলাকালে তা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে না। তা কাজ করে পণ্য-মূলধন হিসাবে, তা সঞ্চলন করে। তা সম্পূর্ণ করেছে তার প্রতিবর্তনের সর্বশেষ সময়কালের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। এটা প্রকাশিত হয় এই ভাবে : এটা প্রতিবর্তিত হয়েছে একটা সময়কালের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ, তার মোট মূল্যের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করেছে একটি সম্পূর্ণ প্রতিবর্তন। আমরা বলি যে £ ৪৫০ সম্পূর্ণ করে তাদের প্রতিবর্তন ৯ সপ্তাহে ; অতএব £৩০০ করে ৬ সপ্তাহে। কিন্তু এই ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গিতে প্রতিবর্তন-কালের দুটি সুনির্দিষ্ট ভাবে আলাদা উপাদানের মধ্যেকার আঙ্গিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করা হয়। £ ৪৫০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধন ৫ ২/৩ প্রতিবর্তন সম্পন্ন করেছে—একথা বলার সঠিক মানে হচ্ছে কেবল এই যে তা পাঁচটি প্রতিবর্তন সম্পন্ন করেছে পূর্ণ

ভাবে এবং ষষ্ঠটির মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। অন্য দিকে, এই কথা হল যে প্রতিবর্তিত মূলধন অগ্রিম-দত্ত মূলধনের ৫⅔ গুণের সমান—অতএব, উল্লিখিত ক্ষেত্রে, ৫⅔ গুণ £৪৫০ অর্থাৎ £ ২,৫৫০—এটা সঠিক, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি না এই £৪৫০ পরিমাণ মূলধন আরেকটি £ ৪৫০ পরিমাণ মূলধনের দ্বারা পরিপূরিত হত, তা হলে তার একটা অংশকে থাকতে হত উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, আরেকটা অংশকে সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়। যদি প্রতিবর্তনের কালকে প্রকাশ করতে হয় প্রতিবর্তিত মূলধনের মাধ্যমে, তা হলে তাকে সব সময়েই প্রকাশ করতে হবে উপস্থিত মূল্যের (বস্তুতঃ পক্ষে তৈরি-দ্রব্যের মূল্যের) মাধ্যমে। পরিস্থিতি এই যে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি এমন অবস্থায় থাকে না, যে অবস্থায় সেটি উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে আবার খুলে দিতে পারে, এটি প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে কেবল তার একটি অংশমাত্র থাকে উৎপাদনে সক্ষম এক অবস্থায়, কিংবা এই ঘটনায় যে, অব্যাহত উৎপাদনের অবস্থায় থাকতে হলে, মূলধনকে বিভক্ত হতে হবে দুটি অংশে—একটি অংশ ক্রমাগত থাকবে উৎপাদনের পর্যায়ে এবং আরেকটি অংশ ক্রমাগত থাকবে সঞ্চলনের পর্যায়ে—দুটি অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এটা একই নিয়ম, যেটা প্রতিবর্তন-কালের সঙ্গে সঞ্চলন-কালের অনুপাতের দ্বারা নির্ধারণ করে নিরন্তর কর্মরত উৎপাদনশীল মূলধনের পরিমাণ।

৫১তম সপ্তাহের শেষে, যাকে আমরা গণ্য করি এক বছর বলে, তা শেষ হবার আগে মূলধন ২-এর £ ১৫০ অগ্রিম দেওয়া হয়ে গিয়েছে একটি অসম্পূর্ণ দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদনে। তার আরেকটি অংশ অবস্থান করে আবর্তনশীল স্থির মূলধনের—কাঁচামাল ইত্যাদির—রূপে, এমন একটি রূপে যাতে তা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কাজ করতে পারে উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে। কিন্তু তার একটি তৃতীয় অংশ অবস্থান করে অর্থের রূপে, অন্ততঃ পক্ষে কর্ম-কালের (৩ সপ্তাহের) বাকি সময়ের জন্য মজুরির পরিমাণটি ; অবশ্য সেটি দেওয়া হয়না এক-একটি সপ্তাহ শেষ হবার আগে। এখন যদিও একটি নোতুন বছরের শুরুতে, অতএব একটি নোতুন প্রতিবর্তন-চক্রের শুরুতে, মূলধনের এই অংশটি উৎপাদনশীল মূলধনের রূপে থাকে না, থাকে অর্থ-মূলধনের রূপে, যে রূপে তা নোতুন প্রতিবর্তনের উদ্বোধনে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না, তৎসত্ত্বেও কিন্তু আবর্তনশীল অস্থির মূলধন অর্থাৎ জীবন্ত শ্রম উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকে। এটা এই কারণে ঘটে যে সপ্তাহ শেষ না হলে শ্রম-শক্তিকে মজুরি দেওয়া হয়না, যদিও তাকে কেনা হয় কর্ম-কালের শুরুতে, ধরুন, সপ্তাহের হিসাবে, এবং পরিভোগ করা হয় সেই ভাবেই। অর্থ এখানে কাজ করে মূল্য প্রদানের মাধ্যম হিসাবে। এই কারণে, এক দিকে, এটা তখনো ধনিকের হাতে অর্থ রূপে এবং অন্য দিকে, শ্রম-শক্তি রূপে—যে রূপে অর্থ রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই রূপে—ইতিমধ্যেই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকে, যার দরুন একই মূলধন-মূল্য এখানে প্রকাশ পায় দ্বিগুণিত ভাবে।

আমরা যদি কেবল কর্ম-কালের দিকে তাকাই :

মূলধন ১ উৎপাদন করে ৬ গুণ ৪৫০, কিংবা £ ২,৭০০
মূলধন ২ „ „ ৫$\frac{১}{৩}$ গুণ ৪৫০, কিংবা £ ২,৪০০

অতএব একসঙ্গে ৫$\frac{২}{৩}$ গুণ ৯০০, কিংবা £ ৫,১০০

অতএব, £ ৯০০ পরিমাণ মোট অগ্রিম মূলধন সারা বছর ধরে উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে কাজ করেছে ৫$\frac{২}{৩}$ গুণ। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সব সময়ে £ ৪৫০ এবং সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় সব সময়ে £ ৪৫০ থাকে কিনা, কিংবা £ ৯০০ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ৪$\frac{১}{২}$ সপ্তাহ এবং সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় ৪$\frac{১}{২}$ সপ্তাহ কাজ করে কিনা, সেটা গুরুত্বহীন।

অন্য দিকে আমরা যদি বিবেচনা করি প্রতিবর্তনের সময়কাল-সমূহের কথা, তাহলে প্রতিবর্তিত হয়েছে :

মূলধন ১, ৫$\frac{২}{৩}$ গুণ ৪৫০, বা £ ২,৫৫০
মূলধন ২, ৫$\frac{১}{৬}$ গুণ ৪৫০, বা £ ২,৩২৫

অতএব মোট মূলধন ৫$\frac{৫}{১২}$ গুণ ৯০০, বা £ ৪,৮৭৫

কারণ মোট মূলধনের প্রতিবর্তন-সমূহের সংখ্যা = (সমান) মূলধন ১ এবং মূলধন ২-এর দ্বারা প্রতিবর্তিত পরিমাণগুলির সমষ্টি ÷ (ভাগ) মূলধন ১ এবং মূলধন ২-এর সমষ্টি।

এটা উল্লেখ করা দরকার যে যদি মূলধন ১ এবং মূলধন ২ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হত, তা হলেও তারা গঠন করত একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে অগ্রিম-দত্ত সামাজিক মূলধনের কেবল দুটি ভিন্ন অংশ। অতএব, এই উৎপাদন-ক্ষেত্রে সামাজিক মূলধন যদি গঠিত হত **একান্ত ভাবে** মূলধন ১ এবং মূলধন ২-এর দ্বারা, তা হলে, যে হিসাব প্রযুক্ত হয় একই ব্যক্তিগত মূলধনের ১ এবং ২ অঙ্গ-গঠক উপাদান-দুটির বেলায় সেই একই হিসাব এখানে একই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সামাজিক মূলধনের প্রতিবর্তনের বেলায়। অধিকন্তু, উৎপাদনের কোন বিশেষ শাখায় বিনিয়োজিত সমগ্র সামাজিক মূলধনের প্রত্যেকটি অংশ এই একই ভাবে হিসাব করা যায়। কিন্তু শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সমগ্র সামাজিক মূলধনের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিবর্তনসমূহের সংখ্যা = (সমান) উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিবর্তিত মূলধনসমূহের সমষ্টি ÷ (ভাগ) ঐ সব ক্ষেত্রে অগ্রিম-দত্ত মূলধনসমূহের সমষ্টি।

আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে-একই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে মূলধন ১ এবং মূলধন ২ এখানে আছে, কঠোর ভাবে বললে, ভিন্ন প্রতিবর্তন-বছর (মূলধন ১-এর তুলনায় মূলধন ২-এর প্রতিবর্তন-চক্র শুরু হচ্ছে ৪$\frac{১}{২}$ সপ্তাহ পরে, যার দরুন মূলধন ১-এর বছরটি শেষ হচ্ছে মূলধন ২-এর ৪$\frac{১}{২}$ সপ্তাহ আগে); সুতরাং একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিবিধ ব্যক্তিগত মূলধনগুলি তাদের নিজ নিজ কর্মকাণ্ড শুরু করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং সেই কারণে তাদের প্রতিবর্তন বছরগুলিও সমাপ্ত হয়

বছরের বিভিন্ন সময়ে। মূলধন ১ এবং ২-এর বেলায় আমরা যে গড়ের-হিসাব প্রয়োগ করেছিলাম, একই অভিন্ন প্রতিবর্তন বছরে সামাজিক মূলধনের বিবিধ স্বতন্ত্র অংশগুলির প্রতিবর্তন-বছরগুলিকে নামিয়ে আনতে, সেই একই হিসাব এখানেও যথেষ্ট।

২. সঞ্চলন-কালের তুলনায় কর্ম-কাল বৃহত্তর

মূলধন ১ এবং মূলধন ২-এর কর্ম-কাল ও প্রতিবর্তন-কাল পরস্পরকে অব্যাহতি দেবার পরিবর্তে পরস্পরকে অতিক্রম ('ক্রস') করে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু মূলধন মুক্ত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন ছিল না।

কিন্তু এর ফলে এই ঘটনাটি বদলে যায় না, যেমন আগেকার ক্ষেত্রে যায়, যে ১) অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের কর্ম-কালসমূহের সংখ্যা = (সমান) অগ্রিম-দত্ত মূল-ধনের উভয় অংশের সমষ্টি ÷ (ভাগ) অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধন, এবং ২) মূলধন কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিবর্তন-সমূহের সংখ্যা = (সমান) দুটি প্রতিবর্তিত পরিমাণের সমষ্টি ÷ (ভাগ) দুটি অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সমষ্টি। এখানেও আমরা মূলধনের দুটি অংশকে এমন ভাবে বিবেচনা করব যেন তারা সম্পূর্ণ পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিবর্তন-ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে।

আমরা আরো একবার ধরে নিচ্ছি যে শ্রম-প্রক্রিয়াকে প্রতি-সপ্তাহে £১০০ করে অগ্রিম দিতে হবে। ধরা যাক কর্ম-কালের মেয়াদ হচ্ছে ৬ সপ্তাহ; সুতরাং প্রতি সপ্তাহেই অগ্রিম লাগে £৬০০ [মূলধন ১] করে। ধরা যাক সঞ্চলনের মেয়াদ হচ্ছে ৩ সপ্তাহ; অতএব প্রতিবর্তনের সময়কাল আগের মতই ৯ সপ্তাহ; ধরা যাক £৩০০ পরিমাণ মূলধন ২ প্রবেশ করে মূলধন ১-এর ৩ সপ্তাহ-ব্যাপী সঞ্চলন-কালে। দুটি মূলধনকে পরস্পর-নিরপেক্ষ বলে বিবেচনা করলে, আমরা বাৎসরিক প্রতিবর্তনে নিম্নরূপ তালিকা পাই:

সারণী ২

মূলধন ১, £ ৬০০

	প্রতিবর্তন-কাল		কর্ম-কাল		অগ্রিম	সঙ্কলন-কাল	
১.	১ম— ৯ম	সপ্তাহ	১ম— ৬ষ্ঠ	সপ্তাহ	£ ৬০০	৭ম— ৯ম	সপ্তাহ
২.	১০তম—১৮তম	,,	১০তম—১৫তম	,,	£ ৬০০	১৬তম—১৮তম	,,
৩.	১৯তম—২৭তম	,,	১৯তম—২৪তম	,,	£ ৬০	২৫তম—২৭তম	,,
৪.	২৮তম—৩৬তম	,,	২৮তম—৩৩তম	,,	£ ৬০০	৩৪তম—৩৬তম	,,
৫.	৩৭তম—৪৫তম	,,	৩৭তম—৪২তম	,,	£ ৬০০	৪৩তম—৪৫তম	,,
৬.	৪৬তম—[৫৪তম]	,,	৪৬তম—৫১তম	,,	£ ৬০০	[৫২তম—৫৪তম]	,,

অতিরিক্ত মূলধন ২, £ ৩০০

	প্রতিবর্তন-কাল		কর্ম-কাল		অগ্রিম	সঙ্কলন-কাল	
১.	৭ম—১৫তম	সপ্তাহ	৭ম— ৯ম	সপ্তাহ	£ ৩০০	১০ম—১৫তম	সপ্তাহ
২.	১৬তম—২৪তম	,,	১৬তম—১৮তম	,,	£ ৩০০	১৯তম—২৪তম	,,
৩.	২৫তম—৩০তম	,,	২৫তম—২৭তম	,,	£ ৩০০	২৮তম—৩৩তম	,,
৪.	৩৪তম—৪২তম	,,	৩৪তম—৩৬তম	,,	£ ৩০০	৩ তম—৪২তম	,,
৫.	৪৩তম—৫১তম	,,	৪৩তম—৪৫তম	,,	£ ৩০০	৪৬তম—৫১তম	,,

উৎপাদনের প্রক্রিয়া একই আয়তনে সারা বছর ধরে অব্যাহত ভাবে চালু থাকে। মূলধন ১ এবং মূলধন ২ সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা থাকে। কিন্তু তাদের আলাদা ভাবে দেখাবার জন্য আমরা তাদের প্রকৃত পারস্পরিক ছেদ ও সংযোগ-সমূহকে ছিন্ন করে দেখাতে, এবং এই ভাবে প্রতিবর্তনসমূহের সংখ্যাকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কেননা উল্লিখিত সারণী অনুসারে প্রতিবর্তিত পরিমাণগুলি হবে নিম্নরূপ :

মূলধন ১-এর দ্বারা ৫$\frac{1}{3}$ গুণ ৬০০, বা £৩,২০০ এবং
মূলধন ২-এর দ্বারা ৫ গুণ ৩০০, বা £১,৫০০

অতএব মোট মূলধনের দ্বারা ৫$\frac{2}{9}$ গুণ ৯০০, বা £৪,৭০০

কিন্তু এটা ঠিক নয়, কারণ, যেমন আমরা দেখতে পাব, উৎপাদন ও সঞ্চলনের সত্যকার সময়গুলি উল্লিখিত তালিকার সময়গুলির সঙ্গে আদৌ মেলে না, যে-তালিকায় একটি প্রধান প্রশ্ন ছিল মূলধন ১ এবং মূলধন ২ পরস্পর থেকে আলাদা করে দেখানো।

বাস্তবে মূলধন ১ থেকে আলাদা ও স্পষ্ট কোনো কর্ম-কাল ও সঞ্চলন-কাল মূলধন ২-এর নেই। কর্ম-কাল হচ্ছে ৬ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল ৩ সপ্তাহ। যেহেতু মূলধন ২-এর পরিমাণ মাত্র £৩০০, সেই হেতু সেটা কেবল কর্ম-কালের একটা অংশের জন্যই যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ এটাই হল ঘটনা। ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শেষে £৬০০ ধার্য-মূল্যের একটি উৎপন্ন-দ্রব্য সঞ্চলনে চলে যায় এবং ৯ম সপ্তাহের শেষে অর্থ-রূপে ফিরে আসে। তার পরে সপ্তম সপ্তাহের সূচনায়, মূলধন ২ তার কর্মতৎপরতা শুরু করে, এবং পরবর্তী কর্ম-কালের—৭ম থেকে ৯ম সপ্তাহের—প্রয়োজন পূরণ করে। কিন্তু আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে ৯ম সপ্তাহের শেষে কর্ম-কালের কেবল অর্ধেকটাই অতিক্রান্ত। অতএব, £৬০০ পরিমাণ মূলধন ১ ১০ম সপ্তাহের শুরুতে সদ্য-প্রত্যাগত হয়ে আরো একবার কর্মকাণ্ডে প্রবিষ্ট হয় এবং তার £৩০০ দিয়ে ১০ম থেকে ১২তম সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রিমের যোগান দেয়। এই ভাবে দ্বিতীয় কর্ম-কালের সুরাহা হয়। £৬০০ পরিমাণ একটি দ্রব্য-মূল্য সঞ্চলনে থাকে এবং তা প্রত্যাগমন করবে ১৫তম সপ্তাহের শেষে। একই সময়ে, প্রারম্ভিক মূলধন ২-এর £৩০০ মুক্তি পায় এবং পরবর্তী কর্মকালের প্রথম অর্ধে অর্থাৎ ১৩তম থেকে ১৫ তম সপ্তাহে কাজ করতে সক্ষম হয়। এই সপ্তাহ-সমূহের শেষে উক্ত £৬০০ প্রত্যাগমন করে; তার মধ্যে £৩০০ কর্ম-কালের বাকি সময়ের জন্য যথেষ্ট হয়, এবং £৩০০ পরবর্তী কর্ম-কালের জন্য থাকে।

সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম :

প্রথম প্রতিবর্তন-কাল : ১ম—৯ম সপ্তাহ।

১ম কর্ম-কাল ১ম—৬ষ্ঠ সপ্তাহ। মূলধন ১, £৬০০ সম্পাদন করে তার কাজ।

প্রথম সঙ্কলন-কাল: ৭ম—৯ম সপ্তাহ। ৯ম সপ্তাহের শেষ, £৬০০-এর প্রত্যাগমন।

দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কাল: ৭ম—১৫তম সপ্তাহ।

২য় কর্মকাল: ৭ম—১২তম সপ্তাহ।

প্রথম অর্ধ: ৭ম—৯ম সপ্তাহ। মূলধন ২, £৩০০, সম্পাদন করে তার কাজ। ৯ম সপ্তাহের শেষ, £৬০০-এর প্রত্যাগমন অর্থরূপে (মূলধন ১)।

দ্বিতীয় অর্ধ: ১০ম—১২তম সপ্তাহ। মূলধন ১-এর £৩০০ সম্পাদন করে তার কাজ। মূলধন ১-এর বাকি £৩০০ থাকে মুক্ত।

২য় সঙ্কলন-কাল: ১৩তম—১৫তম সপ্তাহ।

১৫তম সপ্তাহের শেষ, £৬০০ (অর্ধেক নেওয়া মূলধন ১ থেকে, অর্ধেক মূলধন ২ থেকে)-এর অর্থরূপে প্রত্যাগমন।

তৃতীয় প্রতিবর্তন-কাল: ১৩তম—২১তম সপ্তাহ।

৩য় কর্ম-কাল: ১৩তম—১৮তম সপ্তাহ।

প্রথম অর্ধ: ১৩তম—১৫তম সপ্তাহ। মুক্ত £৩০০ সম্পাদন করে তার কাজ। ১৫তম সপ্তাহের শেষ, £৬০০-এর অর্থ-রূপে প্রত্যাগমন।

দ্বিতীয় অর্ধ: ১৬তম—১৮তম সপ্তাহ, প্রত্যাগত £৬০০-এর £৩০০ সম্পাদন করে তার কাজ, বাকি £৩০০ আবার থাকে মুক্ত।

৩য় সঙ্কলন-কাল: ১৯তম—২১তম সপ্তাহ, যার শেষে £৬০০ আবার প্রত্যাগমন করে অর্থের-রূপে। এই £৬০০-এর মধ্যে মূলধন ১ এবং মূলধন ২ এখন এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে আলাদা করা যায় না।

অতএব, £৬০০ পরিমাণ মূলধনের পূর্ণ আবর্তন-সংখ্যা দাঁড়ায় আট (১: ১ম থেকে ৯ম সপ্তাহ; ২: ৭ম থেকে ১৫তম সপ্তাহ; ৩ ১৩তম থেকে ২১তম সপ্তাহ; ৪: ১৯তম থেকে ২৭তম সপ্তাহ; ৫: ২৫তম থেকে ৩৩তম সপ্তাহ; ৬: ৩১তম ৩৯তম সপ্তাহ; ৭: ৩৭তম থেকে ৪৫তম সপ্তাহ; ৮ ৪৩তম থেকে ৫১তম সপ্তাহ) ৫১তম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু যেহেতু ৪৯তম থেকে ৫১তম সপ্তাহ সঙ্কলনের অষ্টম সময়কালে পড়ে, সেই হেতু £৩০০ পরিমাণ মুক্ত মূলধনটি অবশ্যই প্রবেশ করবে এবং উৎপাদনকে চালু রাখবে। অতএব বছরের শেষে প্রতিবর্তন দাঁড়ায় নিম্নরূপ: £৬০০ তার আবর্ত সম্পূর্ণ করেছে আট বার, তৈরি হয়েছে £৪,৮০০। উপরন্তু, আমাদের হাতে আছে শেষ ৩ সপ্তাহের উৎপন্ন (৪৯তম—৫১তম), যা অবশ্য সম্পূর্ণ করেছে তার ৯ সপ্তাহের আবর্তের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, যার দরুন প্রতিবর্তিত অঙ্কটিতে তার অংশ হচ্ছে তার পরিমাণের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, £১০০। তা হলে ৫১ সপ্তাহের বার্ষিক উৎপন্ন যদি £৫,১০০ হয়, তবে প্রতিবর্তিত মূলধন হয় ৪,৮০০ যোগ ১০০, কিংবা £৪,৯০০। সুতরাং £৬০০ পরিমাণ

মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি প্রতিবর্তিত হয়েছে ৫$\frac{5}{9}$ গুণ, প্রথম ক্ষেত্রটির তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ বেশি।

উপস্থিত দৃষ্টান্তটিতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে কর্ম-কাল ছিল প্রতিবর্তন-কালের $\frac{1}{2}$ এবং সঞ্চলন-কাল তার $\frac{1}{2}$ অংশ, অর্থাৎ কর্ম-কাল ছিল সঞ্চলন-কালের একটি সরল গুণিতক। এখন প্রশ্ন হল, যখন এটা ধরে নেওয়া না হয়, তখনো কি যে-ভাবে উপরে দেখানো হয়েছে, সেই ভাবে মূলধন, মুক্তি পায়।

৫ সপ্তাহের একটি কর্ম-কাল, ৪ সপ্তাহের একটি সঞ্চলন-কাল এবং সপ্তাহ-পিছু £১০০ পরিমাণ একটি অগ্রিম-দত্ত মূলধন ধরে নেওয়া যাক।

প্রথম প্রতিবর্তন-কাল : ১ম—৯ম সপ্তাহ।

১ম কর্ম-কাল : ১ম—৫ম সপ্তাহ। মূলধন ১, কিংবা £৫০০, সম্পাদন করে তার কাজ।

প্রথম সঞ্চলন-কাল : ৬ষ্ঠ—৯ম সপ্তাহ। ৯ম সপ্তাহের শেষে, £৫০০ ফিরে আসে অর্থরূপে।

দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কাল : ৬ষ্ঠ—১৪তম সপ্তাহ।

২য় কর্ম-কাল : ৬ষ্ঠ—১০ম সপ্তাহ।

প্রথম অংশ : ৬ষ্ঠ—৯ম সপ্তাহ। মূলধন ২-এর £৪০০ পরিমাণ মূলধন সম্পাদন করে তার কাজ। ৯ম সপ্তাহের শেষে, £৫০০ পরিমাণ মূলধন ১ ফিরে আসে অর্থরূপে।

দ্বিতীয় অংশ : ১০ম সপ্তাহ। প্রত্যাগত £৫০০-এর £১০০ সম্পাদন করে তার কাজ। বাকি £৪০০ মুক্তি পায় পরবর্তী কর্ম-কালের জন্য।

২য় সঞ্চলন-কাল : ১১তম—১৪তম সপ্তাহ। ১৪তম সপ্তাহের শেষে, £৫০০ ফিরে আসে অর্থরূপে।

১৪তম সপ্তাহের শেষ অবধি (১১তম—১৪তম), মুক্তিপ্রাপ্ত উল্লিখিত £৪০০ সম্পাদন করে তাদের কাজ; তখন প্রত্যাগত £৫০০-এর £১০০ পূরণ করে তৃতীয় কর্ম-কালের প্রয়োজন, (১১তম—১৫তম সপ্তাহের) যার দরুন £৪০০ আরো একবার মুক্ত হয় চতুর্থ কর্ম-কালের জন্য। প্রত্যিটি কর্ম-কালে পুনরাবৃত্ত হয় একই জিনিস; শুরুতে হাতের কাছে তৈরি থাকে £৪০০, যা প্রথম ৪ সপ্তাহের জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সপ্তাহের শেষ, ৫০০ ফিরে আসে অর্থরূপে, যার মধ্যে কেবল £১০০ আবশ্যক হয় শেষ সপ্তাহের জন্য, যখন বাকি £৪০০ মুক্ত থাকে পরবর্তী কর্ম-কালের জন্য।

আরো ধরা যাক ৭ সপ্তাহের একটি কর্ম-কাল, £৭০০ পরিমাণ মূলধন ১ সহ; ২ সপ্তাহের এক সঞ্চলন-কাল, £২০০ পরিমাণ মূলধন ২ সহ।

সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবর্তন-কাল স্থায়ী হয় ১ম থেকে ৭ম সপ্তাহ অবধি,

প্রথম কর্মকাল স্থায়ী হয় ১ম থেকে ৭ম সপ্তাহ, £৭০০ অগ্রিম সহ, তার প্রথম সঙ্কলন-কাল ৮ম থেকে ৯ম সপ্তাহ। ৯ম সপ্তাহের শেষ, £৭০০-এর অর্থরূপে প্রতি-প্রবাহ।

দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কাল, ৮ম থেকে ১৬তম সপ্তাহ, অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিতীয় কর্মকাল, ৮ম থেকে ১৪তম সপ্তাহ। ৮ম এবং ৯ম সপ্তাহের এই সময়কালের প্রয়োজনগুলি পূরণ করে দেয় মূলধন ২। ৯ম সপ্তাহের শেষ, উল্লিখিত £৭০০-এর প্রত্যাগমন। এই কর্ম-কালের শেষ অবধি, (১০ম—১৪তম সপ্তাহের) এই পরিমাণটির £৫০০ ব্যবহৃত হয়ে যায়; £২০০ মুক্ত থাকে পরবর্তী কর্ম-কালের জন্ত। দ্বিতীয় সঙ্কলন-কাল স্থায়ী হয় ১৫তম থেকে ১৬তম সপ্তাহ পর্যন্ত। ১৬তম সপ্তাহের শেষ, £৭০০ আরেকবার ফিরে আসে। এখন থেকে, প্রতিটি কর্ম-কালে এই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রথম সপ্তাহ দুটির প্রয়োজন সাধিত হয় পূর্ববর্তী কর্ম-কালের শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত £২০০-এর দ্বারা; দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে £৭০০ ফিরে আসে; কিন্তু কর্মকালের বাকি থাকে মাত্র ৫ সপ্তাহ, যাতে করে তা পরিভোগ করতে পারে মাত্র £৫০০; সুতরাং £২০০ সব সময়েই মুক্ত থাকে। পরবর্তী কর্ম-কালের জন্ত।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপস্থিত ক্ষেত্রটিতে, যেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে কর্ম-কাল সঙ্কলন-কালের তুলনায় দীর্ঘতর, সেখানে সব অবস্থাতেই প্রতিটি কর্ম-কালের শেষে একটি অর্থ-মূলধন মুক্তি পেয়ে যাবে, যার আয়তন হবে সঙ্কলন-কালের জন্ত অগ্রিম-দত্ত মূলধন ২-এর সমান। আমাদের তিনটি দৃষ্টান্তে মূলধন ২ যথাক্রমে ছিল প্রথমটিতে £৩০০, দ্বিতীয়টিতে £৪০০ এবং তৃতীয়টিতে £২০০। অতএব প্রত্যেকটি কর্ম-কালের শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত মূলধনে পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে £৩০০, £৪০০ এবং £২০০।

৩. সঙ্কলন-কালের তুলনায় কর্ম-কাল হ্রস্বতর

আমরা শুরু করছি আরো একবার ধরে নিয়ে যে প্রতিবর্তনের কাল হল ৯ সপ্তাহ, যার মধ্যে ৩ সপ্তাহ ধার্য হয়েছে কর্ম-কালের জন্ত—£৩০০ পরিমাণ একটি মূলধন ১ সহ। ধরা যাক, সঙ্কলনের কাল হল ৬ সপ্তাহ। এই ৬ সপ্তাহের জন্ত আবশ্যক হয় £৬০০ পরিমাণ একটি অতিরিক্ত মূলধন, যাকে আবার আমরা ভাগ করতে পারি £৩০০ করে দুটি মূলধনে, যে-দুটি মূলধনের প্রত্যেকটি পূরণ করে একটি ক'রে কর্ম-কালের প্রয়োজনসমূহ। তা হলে আমরা পাই প্রত্যেকটি £৩০০ করে এমন তিনটি মূলধন, যাদের মধ্যে £৩০০ সর্বদাই উৎপাদনে ব্যাপৃত, এবং £৬০০ সঙ্কলনে।

সারণী—৩

মূলধন ১

প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	সঞ্চলন-কাল
১. ১ম—৯ম সপ্তাহ	১ম— ৩য় সপ্তাহ	৪র্থ— ৯ম সপ্তাহ
২. ১০ম—১৮তম ,,	১০ম—১২তম ,,	১৩তম—১৮তম ,,
৩. ১৯তম—২৭তম ,,	১৯তম—২১তম ,,	২২তম—২৭তম ,,
৪. ২৮তম—৩৬তম ,,	২৮তম—৩০তম ,,	৩১তম—৩৬তম ,,
৫. ৩৭তম—৪৫তম ,,	৩৭তম—৩৯তম ,,	৪০তম—৪৫তম ,,
৬. ৪৬তম–[৫৪তম] ,,	৪৬তম—৪৮তম ,,	৪৯তম—[৫৪তম] ,,

মূলধন ২

প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	সঞ্চলন-কাল
১. ৪র্থ—১২তম সপ্তাহ	৪র্থ— ৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৭ম—১২তম সপ্তাহ
২. ১৩তম—২১তম ,,	১৩তম—১৫তম ,,	১৬তম—২১তম ,,
৩. ২২তম—৩০তম ,,	২২তম—২৪তম ,,	২৫তম—৩০তম ,,
৪. ৩১তম—৩৯তম ,,	৩১তম—৩৩তম ,,	৩৪তম—৩৯তম ,,
৫. ৪০তম—৪৮তম ,,	৪০তম—৪২তম ,,	৪৩তম—৪৮তম ,,
৬. ৪৯তম—[৫৭তম],,	৪৯তম—৫১তম ,,	[৫২তম—৫৭তম] ,,

মূলধন ৩

প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	সঞ্চলন-কাল
১. ৭ম—১৫তম সপ্তাহ	৭ম— ৯ম সপ্তাহ	১০ম— ১৫তম সপ্তাহ
২. ১৬তম—২৪তম ,,	১৬তম—১৮তম ,,	১৯তম—২৪তম ,,
৩. ২৫তম—৩৩তম ,,	২৫তম—২৭তম ,,	২৮তম—৩৩তম ,,
৪. ৩৪তম—৪২তম ,,	৩৪তম—৩৬তম ,,	৩৭তম—৪২তম ,,
৫. ৪৩তম—৫১তম ,,	৪৩তম—৪৫তম ,,	৪৬তম—৫১তম ,,

আমরা এখানে পাই প্রথম ক্ষেত্রটির যথাযথ প্রতিরূপ; পার্থক্য কেবল এই যে এখন দুটি মূলধনের পরিবর্তে তিনটি মূলধন পরস্পরকে অব্যাহতি দেয়। এখানে মূলধনগুলির মধ্যে কোনো পারস্পরিক ছেদ বা বন্ধন নেই। তাদের প্রত্যেকটিকেই বছরের শেষ পর্যন্ত আলাদা আলাদা ভাবে অনুসরণ করা যায়। ঠিক যেমন প্রথম ক্ষেত্রে, এখানেও একটি কর্ম-কালের শেষে কোনো মূলধন মুক্তি পায় না। ৩য় সপ্তাহের শেষে মূলধন ১ সম্পূর্ণ ভাবে বিনিয়োজিত হয়ে যায়, ৯ম সপ্তাহের শেষে সমগ্র ভাবে তার প্রত্যাগমন ঘটে, এবং ১০ম সপ্তাহের শুরুতে আবার তার কাজ শুরু করে দেয়। মূলধন ২ এবং মূলধন ৩-এর বেলাতেও তাই। নিয়মিত এবং সম্পূর্ণ অব্যাহতি মূলধনের কোন মুক্তি নাকচ করে দেয়।

মোট প্রতিবর্তন দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

মূলধন ১	£৩০০ গুণ ৫⅔	কিংবা £১,৭০০
মূলধন ২	£৩০০ গুণ ৫⅓	কিংবা £১,৬০০
মূলধন ৩	£৩০০ গুণ ৫	কিংবা £১,৫০০
মোট মূলধন	£৯০০ গুণ ৫⅓	কিংবা £৪,৮০০

এখন এমন একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক যেখানে সঞ্চলন-কাল কর্ম-কালের একটি যথাযথ গুণিতক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ম-কাল—৪ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল—৫ সপ্তাহ। এতদনুযায়ী মূলধনের পরিমাণগুলি হবে : মূলধন (১) —£৪০০ ; মূলধন (২)—£৪০০, মূলধন (৩)—£১০০। আমরা কেবল প্রথম তিনটি প্রতিবর্তন উপস্থিত করছি।

সারণী—৪

মূলধন ১

প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	সঞ্চলন-কাল
১. ১ম —৯ম সপ্তাহ	১ ১ম— ৪র্থ সপ্তাহ	৫ম— ৯ম সপ্তাহ
২. ৯ম—১৭তম ,,	৯. ১০ম-১২তম ,,	১৩তম—১৭তম ,,
৩. ১৭তম—২৫তম ,,	১৭. ১৮তম-২০তম ,,	২১তম—২৫তম ,,

মূলধন ২

প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	সঞ্চলন-কাল
১. ৫ম—১৩তম সপ্তাহ	৫ম— ৮ম সপ্তাহ	৯ম—১৩তম—সপ্তাহ
২. ১৩তম—২০তম ,,	১৩. ১৪তম—১৬তম ,,	১৭তম—২০তম ,,
৩. ২১তম—২৮তম ,,	২১. ২২তম—২৪তম ,,	২৫তম—২৮তম ,,

মূলধন ৩

প্রতিবর্তন-কাল	কর্ম-কাল	সঞ্চলন-কাল
১. ৯ম—১৭তম সপ্তাহ	৯ম সপ্তাহ	১০ম—১৭তম সপ্তাহ
২. ১৭তম—২৫তম ,,	১৭তম ,,	১৮তম—২৫তম ,,
৩ ২৫তম—৩৩তম ,,	২৫তম ,,	২৬তম—৩৩তম ,,

মূলধন ৩-এর, যার কোনো স্বতন্ত্র কর্ম-কাল নেই, তার কর্ম-কালের ক্ষেত্রে এখানে মূলধনগুলির একটি আন্তর্বন্ধন ঘটে, কেননা এটা কেবল এক সপ্তাহের জন্যই পর্যাপ্ত হয়, মূলধন ১-এর প্রথম কর্ম-সপ্তাহের সঙ্গে মিলে যায়। অন্য দিকে, মূলধন ৩-এর সমান একটি পরিমাণ, £১০০, ছাড়া পায় মূলধন ১ এবং মূলধন ২ উভয়েরই কর্ম-কালের শেষে। কেননা, যদি মূলধন ৩ পূরণ করে মূলধন ১-এর দ্বিতীয় এবং পরবর্তী কর্ম-কালসমূহ এবং £৪০০, মূলধন ১-এর গোটা পরিমাণ, প্রত্যাগমন করে প্রথম সপ্তাহের শেষে, তা হলে মূলধন ১-এর কর্ম-কালের বাকি সময়ের জন্য থাকবে কেবল ৩ সপ্তাহ এবং তদনুযায়ী £৩০০ পরিমাণ একটি মূলধন-বিনিয়োগ। এই ভাবে মুক্তি-প্রাপ্ত £১০০ মূলধন ২-এর কর্ম-কালের অব্যবহিত পরবর্তী প্রথম সপ্তাহের জন্য পর্যাপ্ত হয়; সেই সপ্তাহের শেষে £৪০০ পরিমাণ গোটা মূলধন ২ ফিরে আসে। কিন্তু যেহেতু ইতিমধ্যে আরব্ধ কর্ম-কালটি কেবল আরেকটি £৩০০-কে বিনিয়োজিত করতে পারে, সেইহেতু তার শেষে £১০০ আরেকবার বিনিয়োগ-মুক্ত হয়। এবং এইভাবে চলতে থাকে। অতএব, যখনি সঞ্চলন-কাল কর্ম-কালের একটি সরল গুণিতক না হয়, তখনি একটি কর্ম-কালের শেষে আমরা পাই একটি মূলধনের মুক্তি। আর এই মুক্তিপ্রাপ্ত মূলধন হয় মূলধনটির সেই অংশের সমান যাকে পূরণ করতে হবে কর্ম-কালটির বা একটি কর্ম-কাল-সমষ্টির অতিরিক্ত সঞ্চলন-সময়টিকে।

যে-কটি ক্ষেত্র নিয়ে অনুসন্ধান করা হল, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে পরীক্ষিত সবকয়টি ব্যবসাতেই কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কাল সারা বছর ধরে একই থাকে। প্রতিবর্তন এবং মূলধনে অগ্রিম-দানের উপরে সঞ্চলন-কালের প্রভাব নির্ণয় করবার জন্য এটা ধরে নেবার প্রয়োজন ছিল। বাস্তবে এই ধরে নেওয়াটা যে এত নিঃশর্ত ভাবে সিদ্ধ নয় এবং প্রায়শঃই এটা যে আদৌ সিদ্ধ নয়, তা ব্যাপারটিতে মোটেই কোনো রদবদল ঘটায় না।

এই গোটা পরিচ্ছেদে আমরা কেবল আবর্তনশীল মূলধনের প্রতিবর্তন-সমূহ নিয়েই আলোচনা করেছি, স্থিতিশীল মূলধনের প্রতিবর্তন-সমূহ নিয়ে করিনি; তার সরল কারণটি এই যে, স্থিতিশীল মূলধনের সঙ্গে আলোচ্য প্রশ্নটির কোনো সম্পর্ক নেই। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শ্রমের হাতিয়ারপাতি ইত্যাদি হচ্ছে কেবল স্থিতিশীল মূলধন, যেহেতু সেগুলির নিয়োগ-কাল আবর্তনশীল মূলধনের প্রতিবর্তন-কালকে ছাড়িয়ে যায়; যেহেতু আবর্তনশীল মূলধনের প্রতিবর্তনের সময়-কালের তুলনায়, যে-সময়কাল জুড়ে এই সমস্ত শ্রমের হাতিয়ারপাতি নিরন্তর-পুনরাবৃত্ত শ্রম-প্রক্রিয়ায় কাজ করতে থাকে, সেই সময়কালটা বৃহত্তর এবং, অতএব, আবর্তনশীল মূলধনের প্রতিবর্তনের n সংখ্যক সময়কালের দ্বারা প্রকাশিত মোট সময়কাল দীর্ঘতর হোক বা হ্রস্বতর হোক, তা নির্বিশেষে, উৎপাদনশীল মূলধনের যে-অংশটিকে এই সময়কালের জন্য অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল স্থিতিশীল মূলধনের আকারে, তাকে আর তার গতিপথে নূতন করে অগ্রিম দেওয়া হয় না। তা কাজ করতে থাকে তার পুরানো ব্যবহারগত রূপে। পার্থক্যটা কেবল এই: আবর্তনশীল মূলধনের প্রত্যেকটি প্রতিবর্তন-কালের একটি একক **কর্ম-কালের** বিবিধ দৈর্ঘ্যের অনুপাতে স্থিতিশীল মূলধন ঐ কর্ম-কালের উৎপন্ন-সামগ্রীতে তার মূল মূল্যের একটি বৃহত্তর বা অল্পতর অংশ স্থানান্তরিত করে, এবং উৎপন্ন সামগ্রীতে স্থানান্তরিত স্থিতিশীল মূলধনের এই-মূল্য অংশ, প্রত্যেকটি প্রতিবর্তন-কালের সঞ্চলন-কালের স্থায়িত্বের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে প্রত্যাগমন করে অর্থের রূপে দ্রুত বা মন্থর গতিতে। এই পরিচ্ছেদে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি—উৎপাদনশীল মূলধনের আবর্তনশীল অংশের প্রতিবর্তন—তার প্রকৃতি এই অংশটির প্রকৃতি থেকেই উদ্‌গত হয়। কোন একটি কর্ম-কালে নিয়োজিত আবর্তনশীল মূলধন একটি নোতুন কর্ম-কালে প্রয়োগ করা যায় না, যে পর্যন্ত না তা তার প্রতিবর্তন সম্পূর্ণ করেছে, যে পর্যন্ত না তা রূপান্তরিত হয়েছে পণ্য-মূলধনে, তা থেকে অর্থ-মূলধনে, এবং তা থেকে ফিরে আবার উৎপাদনশীল মূলধনে। অতএব, যাতে করে প্রথম কর্ম-কালটির অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় কর্ম-কালটি শুরু হতে পারে, মূলধনকে অগ্রিম দিতে হবে নোতুন করে এবং রূপান্তরিত করতে হবে উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহে, এবং তার পরিমাণটা হতে হবে এমন যা হবে প্রথম কর্ম-কালটির জন্য অগ্রিম-দত্ত আবর্তনশীল মূলধনের সঞ্চলন-কালের দ্বারা সংঘটিত

শূন্যতাকে পূরণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত। শ্রম-প্রক্রিয়ার আয়তন এবং অগ্রিম-দত্ত মূলধনের বিভাজন কিংবা মূলধনের নোতুন নোতুন অংশের সংযোজনের উপরে আবর্তনশীল মূলধনের সঞ্চলন-কালের দৈর্ঘ্য যে প্রভাব বিস্তার করে, তার উৎস এটাই। ঠিক এই ব্যাপারটাকেই আমাদের এই পরিচ্ছেদে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে।

৪· সিদ্ধান্তসমূহ

পূর্ববর্তী পর্যালোচনা থেকে যা বেরিয়ে আসে তা এই :

ক. যাতে করে তার একটা অংশ ক্রমাগত কর্ম-কালে থাকতে পারে এবং বাকিরা থাকতে পারে সঞ্চলনের কালে, সেই জন্য মূলধনকে যে বিভিন্ন অংশে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে, সেই বিভিন্ন অংশগুলি, বিভিন্ন আলাদা একক মূলধনের মত, পরস্পরকে অব্যাহতি দেবে দুটি ক্ষেত্রে : (১) যখন কর্ম-কাল হয় সঞ্চলন-কালের সমান, যার দরুন প্রতিবর্তন-কাল বিভক্ত হয় দুটি সমান ভাগে ; (২) যখন সঞ্চলন-কাল হয় কর্ম-কালের চেয়ে দীর্ঘতর, কিন্তু একই সময়ে হয় কর্ম-কালের একটি সরল গুণিতক, যার দরুন সঞ্চলনের একটি সময়কালে n সংখ্যক কর্ম-কালের সমান হয়, যে ক্ষেত্রে n অবশ্যই হবে একটি পূর্ণ সংখ্যা। এই সব ক্ষেত্রে, পরপর অগ্রিম-দত্ত মূলধনের কোনো অংশই মুক্তি পায় না।

খ. অন্য দিকে, যে সব ক্ষেত্রে (১) সঞ্চলন-কাল, কর্ম-কালের একটি সরল গুণিতক না হয়েও, তার চেয়ে দীর্ঘতর হয়, এবং (২) সে ক্ষেত্রে কর্ম-কাল সঞ্চলন-কাল থেকে দীর্ঘতর হয়, সে সব ক্ষেত্রে মোট আবর্তনশীল মূলধন থেকে একটি অংশ প্রত্যেকটি কর্ম-কালের শেষে, দ্বিতীয় প্রতিবর্তনের শুরুতে, ক্রমাগত ও পর্যায়গত ভাবে মুক্তি পায়। এই মুক্তিপ্রাপ্ত মূলধন মোট মূলধনের সেই অংশের সঙ্গে সমান হয়, যে-অংশটি অগ্রিম দেওয়া হয়েছে সঞ্চলন-কালের জন্য—যদি কর্ম-কাল সঞ্চলন-কালের চেয়ে দীর্ঘতর হয় ; এবং মূলধনের সেই অংশের সঙ্গে সমান হয়, যে অংশটিকে একটি কর্ম-কাল-সমষ্টির অতিরিক্ত বাড়তি সঞ্চলন-কালকে পূরণ করতে হয়—যদি সঞ্চলন-কাল হয় কর্ম-কালের চেয়ে দীর্ঘতর।

গ. এ থেকে আসে যে মোট সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে, তার আবর্তনশীল অংশটির বেলায়, মূলধনের মুক্তি অবশ্যই হবে নিয়মিত ব্যাপার, অন্য দিকে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরপর ক্রিয়াশীল মূলধনের অংশগুলির নিছক পালাক্রমিক পরিবর্তন অবশ্যই হবে ব্যতিক্রম। কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কালের সমতা, কিংবা সঞ্চলন-কাল এবং কর্ম-কালের একটি সরল গুণিতকের সমতার ক্ষেত্রে, প্রতিবর্তন-

কালের দুটি অংশের এই নিয়মিত আনুপাতিকতা ব্যাপারটির প্রকৃতি সম্পর্কে মোটেই কিছু করেনা এবং এই কারণে এটা মোটের উপর ঘটতে পারে কেবল একটি ব্যতিক্রম হিসাবেই।

অতএব, সামাজিক আবর্তনশীল মূলধনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ, যা বছরে প্রতিবর্তিত হয় কয়েকবার, তা বাৎসরিক প্রতিবর্তন চক্রে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করবে মুক্তিপ্রাপ্ত মূলধনের রূপে।

এটা আরো স্পষ্ট যে, বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে, বিমুক্ত মূলধনের আয়তন শ্রম-প্রক্রিয়ার আয়তনের সঙ্গে বা উৎপাদনের আয়তনের সঙ্গে, অতএব সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। খ.-এর অন্তর্গত (২)-এ, কারণ মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধন বৃদ্ধি পায়; খ.-এর অন্তর্গত (১)-এ, কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চলন-কালের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, অতএব সেই সব ক্ষেত্রেও প্রতিবর্তন-কাল, যেখানে কর্ম-কাল সঞ্চলন-কালের চেয়ে কম, এবং দুটি কালের মধ্যে কোনো নিয়মিত অনুপাত নেই।

যেমন, প্রথম ক্ষেত্রটিতে আমাদের বিনিয়োগ করতে হয়েছিল সপ্তাহে £১০০ করে। এর জন্য লেগেছিল ৬ সপ্তাহের একটি কর্ম-কালের জন্য £৬০০, ৩ সপ্তাহের একটি সঞ্চলন-কালের জন্য £৩০০, মোট £৯০০। সে ক্ষেত্রে £৩০০ ক্রমাগত মুক্তি পায়। অন্য দিকে, যদি সপ্তাহে বিনিয়োজিত হয় £৩০০ করে, আমরা কর্ম-কালের জন্য পাই £১,৮০০ এবং সঞ্চলন-কালের জন্য £৯০০। অতএব £৩০০-এর বদলে পর্যায়ক্রমে মুক্ত হয় £৯০০ করে।

ঘ. ধরা যাক, £৯০০ পরিমাণ একটি মোট মূলধনকে ভাগ করতে হবে দুটি অংশে, যেমন উপরে করা হয়েছে, কর্ম-কালের জন্য £৬০০ এবং সঞ্চলন-কালের জন্য £৩০০। সেই অংশটি, যেটি বস্তুতঃই বিনিয়োজিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায়, সেটিরই এই ভাবে এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়, £৯০০ থেকে £৬০০; কাজে কাজেই উৎপাদনের আয়তনও এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। অন্য দিকে, ঐ £৩০০ কাজ করে কেবল কর্ম-কালকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে, যাতে করে বছরের প্রতি সপ্তাহে £১০০ শ্রম-প্রক্রিয়ায় বিনিয়োজিত হতে পারে।

অমূর্ত ভাবে বললে, এটা একই ব্যাপার যে, £৬০০ কাজ করে ৬ গুণ ৮ বা ৪৮ সপ্তাহ ধরে (উৎপন্ন £৪,৮০০) কিংবা মোট মূলধন £৯০০ শ্রম-প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত হয় ৬ সপ্তাহ ধরে এবং তার পরে অলস পড়ে থাকে সঞ্চলনের ৩ সপ্তাহ ধরে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ৪৮ সপ্তাহ কালে এটা কাজ করবে ৫⅓ গুণ ৬, বা ৩২ সপ্তাহ (উৎপন্ন ৫⅓ গুণ ৯০০, কিংবা £৪,৮০০), এবং অলস পড়ে থাকে ১৬ সপ্তাহ ধরে। কিন্তু এই অলস ১৬ সপ্তাহ কালে স্থিতিশীল মূলধনের বৃহত্তর অপচয় এবং শ্রমের উপচয় ছাড়া, যার জন্য সারা বছর ধরে মজুরি দিতে হবে, এমনকি যদি তা বছরের একটি আংশিক কালের জন্যও নিযুক্ত থাকে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার এমন একটি নিয়মিত ব্যাঘাত আধুনিক বৃহৎ

শিল্পের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন। এই নিরবচ্ছিন্নতা নিজেই হচ্ছে শ্রমের একটি উৎপাদিকা শক্তি।

এখন যদি আমরা মুক্ত, বরং বলা ভাল মুলতুবি, মূলধনের দিকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে তাকাই, আমরা দেখতে পাই যে এর একটা বড় অংশ অবশ্যই সব সময়ে থাকবে অর্থ-মূলধনের রূপে। আমাদের দৃষ্টান্তটিতেই লেগে থাকা যাক: কর্ম-কাল—৬ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল—৩ সপ্তাহ, সপ্তাহ-পিছু বিনিয়োগ—£১০০। দ্বিতীয় কর্ম-কালের মাঝামাঝি, ৯ম সপ্তাহের শেষাশেষি, £৬০০ ফিরে আসে, এবং তার মধ্যে মাত্র £৩০০ বিনিয়োগ করতে হবে বাকি কর্ম-কালের জন্য। সুতরাং কর্ম-কালের শেষে মুক্ত হয় £৩০০। এই £৩০০ থাকে কোন্ অবস্থায়? আমরা ধরে নেব যে এর ⅓ বিনিয়োজিত হয় মজুরি বাবদে এবং ⅔ কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী বাবদে। তা হলে প্রত্যাগত £৬০০-র মধ্যে £২০০ থাকে মজুরির জন্য অর্থের আকারে এবং £৪০০ থাকে উৎপাদনশীল সরবরাহের আকারে, স্থির আবর্তনশীল মূলধনের বিবিধ উপাদানের আকারে। কিন্তু যেহেতু এই উৎপাদনশীল সরবরাহের মাত্র অর্ধেকাংশ দ্বিতীয় কর্ম-কালের দ্বিতীয় অর্ধের জন্য আবশ্যক হয়, সেই হেতু বাকি অর্ধেকাংশ ৩ সপ্তাহ কাল থাকে একটি উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল সরবরাহের আকারে, অর্থাৎ একটি কর্ম-কালের প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়তি সরবরাহের আকারে। কিন্তু ধনিক জানে যে চলতি কর্ম-কালের জন্য তার চাই প্রত্যাগত মূলধনটির এই অংশের (£৪০০-র) কেবল অর্ধেকাংশ, কিংবা £২০০। সুতরাং সে এই £২০০-কে তৎক্ষণাৎ সমগ্র ভাবে বা আংশিক ভাবে একটি উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল সরবরাহে পুনঃ-রূপান্তরিত করবে, কিংবা আরো অনুকূল বাজারের প্রত্যাশায় তাকে সমগ্র ভাবে বা আংশিক অর্থ-মূলধনের আকারে রেখে দেবে, তা নির্ভর করবে বাজারের অবস্থার উপরে। অন্য দিকে, একথা না বললেও চলে যে মজুরির আকারে ব্যয়িতব্য অংশটিকে (£২০০) রাখা হয় অর্থের আকারে। শ্রম-শক্তি ক্রয় করার পরে ধনিক তাকে গুদামঘরে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না, যেমন সে কাঁচামালকে রাখতে পারে। সে অবশ্যই তাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সপ্তাহান্তে তার মজুরি দেবে। অতএব, যাই হোক, £৩০০ পরিমাণ এই বিমুক্ত মূলধনের £১০০ মুক্তিপ্রাপ্ত অর্থ-মূলধনের আকারে মুক্তি পাবে অর্থাৎ কর্ম-কালের জন্য আবশ্যক হবে না। সুতরাং অর্থ-মূলধনের আকারে মুক্তি-প্রাপ্ত মূলধনটি অবশ্যই হবে মজুরিতে বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনের অংশটির অন্ততঃপক্ষে সম-পরিমাণ। সবচেয়ে বেশি হলে, তা সমগ্র মুক্তিপ্রাপ্ত মূলধনটিকে ধারণ করতে পারে। বাস্তবে তা নিরন্তর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মাত্রার মধ্যে নামা-ওঠা করে।

কেবলমাত্র প্রতিবর্তন-গতিক্রিয়ার প্রণালীর দ্বারা বিমুক্ত অর্থ-মূলধন (স্থিতিশীল মূলধনের পর-পর প্রতি-প্রবাহের দ্বারা বিমুক্ত অর্থ-মূলধন এবং অস্থির মূলধন বাবদে প্রত্যেকটি শ্রম-প্রক্রিয়ার আবশ্যক অর্থ-মূলধন সমেত) অবশ্যই গ্রহণ করবে একটি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—যখনি ক্রেডিট-ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করবে এবং সেই সূত্রে অবশ্যই গঠন করবে প্রতিবর্তন-গতিক্রিয়ার বিবিধ ভিত্তির মধ্যে একটি ভিত্তি।

ধরা যাক, আমাদের দৃষ্টান্তটিতে সঞ্চলনের সময় ৩ সপ্তাহ থেকে কমে গিয়ে ২ সপ্তাহ হল। এটা একটা মামুলি পরিবর্তন নয়; এটা এমন একটা পরিবর্তন যেটা ঘটে সমৃদ্ধির সময়ে, মজুরি দানের অল্পতর মেয়াদ ইত্যাদির কারণে। £৬০০ পরিমাণ মূলধন, যা ব্যয়িত হয় কর্ম-কাল চলাকালে তা প্রত্যাগমন করে প্রয়োজনের এক সপ্তাহ আগেই। সুতরাং তা বিমুক্ত হয় এই সপ্তাহের জন্য। অধিকন্তু, কর্ম-কালের মাঝামাঝি, আগের মতই, বিমুক্ত হয় £৩০০ (ঐ £৬০০-এর একটি অংশ), কিন্তু ৩ সপ্তাহের বদলে ৪ সপ্তাহের জন্য। তা হলে টাকার বাজারে থাকে এক সপ্তাহের জন্য £৬০০ এবং ৩ সপ্তাহের বদলে ৪ সপ্তাহের জন্য £৩০০। যেহেতু এটা কেবল একজন ধনিকের ব্যাপার নয়, অনেক ধনিকের ব্যাপার এবং ঘটে বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিভিন্ন সময়ে, সেই হেতু বাজারে আরো বেশি পরিমাণ অর্থ-মূলধন বাজারে আবির্ভূত হয়। যদি এই অবস্থাটা কিছু কালের জন্য স্থায়ী হয়, তা হলে যেখানেই সম্ভব উৎপাদনের সম্প্রসারণ ঘটে। ধার-করা টাকা দিয়ে যে-ধনিকেরা কারবার চালায়, টাকার বাজারে তাদের চাহিদা হ্রাস পাবে—যার ফলে তা সহজ হয়ে যায়, যেমন হয় সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে; অথবা শেষ পর্যন্ত যে যে পরিমাণ অর্থ-মূলধন প্রণালীটির প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়ে যায়, সেগুলি অবধারিত ভাবেই বাজারে নিক্ষিপ্ত হয়।

সঞ্চলনের সময় ৩ সপ্তাহ থেকে ২ সপ্তাহে সংকুচিত হবার ফলে এবং তার দরুন প্রতিবর্তনের সময়ও ৯ সপ্তাহ থেকে ৮ সপ্তাহে সংকুচিত হবার ফলে, অগ্রিম-দত্ত মোট মূলধনের এক-নবমাংশ বাড়তি হয়ে পড়ে। ৬ সপ্তাহ-ব্যাপী কর্ম-কালকে এখন £৮০০-এর সাহায্যে তেমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চালু রাখা যায়, যেমন আগে যেত £৯০০-এর সাহায্যে। অতএব, পণ্য-মূলধনের মূল্যের একটি অংশ, সমান £১০০, একবার যদি পুনঃ-রূপান্তরিত হয় অর্থে, তা হলে সেটি থেকে যায় অর্থ-মূলধনের অবস্থায়—উৎপাদন-প্রক্রিয়ার জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনের একটি অংশ হিসাবে আর কোনো কার্য সম্পাদন না করেই। যখন উৎপাদনের আয়তন এবং অন্যান্য অবস্থাবলী, যেমন দাম ইত্যাদি, একই থাকে, তখন অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মূল্য-পরিমাণ £৯০০ থেকে £৮০০-তে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। শুরুতে অগ্রিম-দত্ত মূল্যের বাকি অংশ, £১০০, অর্থ-মূলধনের আকারে অপসারিত হয়। অতএব, তা টাকার বাজারে প্রবেশ করে এবং সেখানে ক্রিয়াশীল মূলধনগুলির একটি অতিরিক্ত অংশ গঠন করে।

এ থেকে দেখা যায় কি ভাবে অর্থ-মূলধনের একটা প্রাচুর্য ঘটতে পারে—এবং কেবল এই অর্থে নয় যে অর্থ-মূলধনের সরবরাহ তার চাহিদার চেয়ে বৃহত্তর; এটা সব সময়েই একটা আপেক্ষিক প্রাচুর্য, যা ঘটে, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, "বিষাদ

প্রহরে” যখন একটি সংকটের শেষে একটি নোতুন চক্রের সূচনা হয়। কিন্তু এই অর্থেও যে অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যের একটি অংশ সামাজিক পুনরুৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ার পক্ষে বাহুল্য হয়ে ওঠে, যা সঞ্চলন-প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সেই কারণে অর্থ-মূলধনের রূপে অপসারিত হয়—একটা প্রাচুর্য যা সংঘটিত হয় প্রতিবর্তন-কালের সংকোচনের দ্বারা, যখন উৎপাদনের আয়তন এবং দাম একই থাকে। সঞ্চলনরত অর্থের পরিমাণ, বেশিই হোক বা কমই হোক, তাকে এতটুকুও প্রভাবিত করেনি।

উলটো ভাবে ধরা যাক যে সঞ্চলনের সময়কে, ধরুন, ৩ সপ্তাহ থেকে দীর্ঘায়িত করা হল ৫ সপ্তাহ। সে ক্ষেত্রে ঠিক পরবর্তী প্রতিবর্তনেই অগ্রিম-দত্ত মূলধনের প্রতি-প্রবাহ ঘটে অতিরিক্ত দু সপ্তাহ পরে। এই-কর্ম-কালের উৎপাদন-প্রক্রিয়ার শেষ অংশটিকে খোদ অগ্রিম-দত্ত মূলধনেরই প্রতিবর্তন-প্রণালীর মাধ্যমে আর চালিয়ে নেওয়া যায় না। এই অবস্থাটি যদি কিছু কালের জন্যও স্থায়ী হয়, তা হলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংকোচন, তার আয়তনের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটতে পারে, ঠিক যেমন পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ঘটেছিল সম্প্রসারণ। কিন্তু একই আয়তনে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হলে সঞ্চলন-সময়ের সমগ্র বর্ধিত পর্যায়টির জন্য, অগ্রিম-দত্ত মূলধনটিকে বাড়াতে হবে $\frac{২}{৯}$ ভাগ কিংবা £২০০ পরিমাণ। এই অতিরিক্ত মূলধন পাওয়া যেতে পারে কেবল টাকার বাজার থেকেই। যদি সঞ্চলন-সময়ের এই সম্প্রসারণ ব্যবসার এক বা একাধিক বৃহৎ শাখায় ঘটে, তা হলে তার ফলে টাকার বাজারে চাপ পড়তে পারে, যদি না এই প্রতিক্রিয়াটি পালটা কোনো প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রতিহত না হয়। এ ক্ষেত্রে এটা অনুরূপ ভাবে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয় যে, পূর্বোক্ত প্রাচুর্যের মতই, এই চাপটিরও পণ্যের দামের কিংবা উপস্থিত সঞ্চলনী মাধ্যমের চলাচলের ব্যাপারে কোনো কিছু করার নেই।

[প্রকাশনার উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়টিকে প্রস্তুত করতে বসে কম-সংখ্যক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। মার্কসের সুদৃঢ় অবলম্বন ছিল বীজগণিত; তাই সংখ্যা নিয়ে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক গণিত নিয়ে, কাজ করার ব্যাপারে তাঁর খুব দক্ষতা ছিলনা, যদিও তিনি রেখে গিয়েছেন একগাদা খাতা যেগুলিতে ছড়িয়ে আছে বাণিজ্যিক গণনার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, যেগুলি তিনি নিজেই সমাধান করেছিলেন। কিন্তু দৈনন্দিন হাতে-কলমে বাণিজ্য-বিষয়ক গণিতের গণনা এবং অনুশীলনের বিবিধ পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান একই ব্যাপার নয়, এবং স্বভাবতই মার্কস তাঁর প্রতিবর্তন গণনার জালে এমন ভাবে জড়িয়ে যান যে, কতকগুলি হিসাব কেবল অসম্পূর্ণই থেকে যায়নি, বেশ কয়েকটিতে ভুল ও স্ববিরোধিতাও থেকে যায়। উপরে উদ্ধৃত সারণীগুলিতে আমি কেবল সরলতম ও পাটিগণিতিক ভাবে সঠিক উপাত্তগুলিই (datas) উপস্থিত করেছি। কেন আমি তা করেছি, তার প্রধান কারণগুলি এই ঃ

এই সব কষ্টসাধ্য গণনার অনিশ্চিত ফলসমূহের প্রভাবে মার্কস এমন একটি ঘটনার উপরে অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেন, আমার মতে, যার কার্যতঃ তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। তিনি যাকে বলেছেন অর্থ-মূলধনের "মুক্তি", আমি তার কথাই উল্লেখ করছি। উল্লিখিত ধারণাটির উপরে ভিত্তিশীল আসল পরিস্থিতিটি হচ্ছে এই :

কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কালের মধ্যে, অতএব মূলধন ১ এবং মূলধন ২-এর মধ্যে অনুপাত যাই হোক না কেন, প্রথম প্রতিবর্তনটির পরে এবং তার পর থেকে এক-একটি কর্ম-কালের সমান সময় অন্তর-অন্তর নিয়মিত ব্যবধানে, ধনিকের কাছে প্রত্যাগত হয় একটি কর্ম-কালের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান মূলধন, অর্থাৎ মূলধন ১ -এর সমান একটি অংক।

যদি কর্ম-কাল হয় ৫ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল হয় ৪ সপ্তাহ এবং মূলধন ১ হয় £৫০০, তা হলে £৫০০ পমিাণ একটি টাকার অংক প্রতিবার ফিরে আসে ৯ম, ১৪তম, ১৯তম, ২৪তম, ২৯তম ইত্যাদি সপ্ত হের শেষে।

যদি কর্ম-কাল হয় ৬সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল হয় ৩ সপ্তাহ এবং মূলধন ১ হয় £৬০০, তা হলে £৬০০ ফিরে আসে ৯ম, ১৫তম, ২১তম, ২৭তম, ৩৩তম ইত্যাদি সপ্তাহের শেষে।

সর্বশেষে, যদি কর্ম-কাল হয় ৪ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল হয় ৫ সপ্তাহ এবং মূলধন ১ হয় £৪০০, তা হলে ৯ম, ১৩তম, ১৭তম ২১তম, ২৫তম ইত্যাদি সপ্তাহের শেষে ফেরৎ আসে £৪০০।

এই প্রত্যাগত অর্থের কোনো অংশ বাড়তি হয় কিনা, কিংবা হলেও কতটা হয়, এবং এই ভাবে চলতি কর্ম-কালের জন্য বিমুক্ত হয় কিনা, এবং হলেও কতটা হয়, তা গুরুত্বহীন। ধরে নেওয়া হয় যে উৎপাদন চলতি আয়তনে অব্যাহত-ভাবে চালু থাকে, এবং যাতে তা ঘটে সেই জন্য চাই অর্থের সংস্থান এবং তাই চাই তার প্রত্যাগমন—তা সে "মুক্ত" হোক আর না হোক। উৎপাদন যদি ব্যাহত হয়, তা হলে মুক্তিও অনুরূপ ভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়।

অন্য ভাবে বলা যায়, সত্য সত্যই অর্থের মুক্তি ঘটে, অতএব ঘটে অর্থের আকারে নিহিত মূলধনের, কেবল সম্ভাব্য মূলধনের, একটি গঠন। কিন্তু তা ঘটে সমস্ত অবস্থায়—কেবল মূলপাঠে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নয়। আবর্তন-শীল মূলধন ১ এর ক্ষেত্রে, শিল্প-ধনিক প্রতিটি প্রতিবর্তনের শেষে সেই একই অবস্থায় থাকে, যে-অবস্থায় সে ছিল যখন সে প্রতিষ্ঠা করেছিল তার ব্যবসায় : তার হাতে সে এক থোকে পায় তার সমস্তটাই, যদিও সে তাকে আবার উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করতে পারে কেবল ক্রমান্বয়ে।

মূলপাঠের প্রধান বিষয় হল এই প্রমাণটি যে, এক দিকে, শিল্প-মূলধনের একটি

বড় অংশ অবশ্যই অর্থের আকারে সুপ্রাপ্য হবে এবং, অন্য দিকে, আরো বড় একটি অংশ অবশ্যই সাময়িক ভাবে অর্থের আকার ধারণ করবে। আমার এই মন্তব্য-গুলির যদি কিছু গুরুত্ব থাকে, তা হলে সেটা এই যে এগুলি ঐ প্রমাণটিকে আরো জোরদার করে। —ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস]

৫. দামে পরিবর্তনের ফল

আমরা এই মাত্র ধরে নিয়েছি এক দিকে অপরিবর্তিত ও এবং অপরিবর্তিত উৎপাদন- আয়তন, এবং অন্য দিকে সঞ্চলন-কালের সংকোচন বা সম্প্রসারণ। এখন আমরা উলটো ভাবে ধরে নেব একটি অপরিবর্তিত প্রতিবর্তন-কাল এবং একটি অপরিবর্তিত উৎপাদন-আয়তন, এবং অন্য দিকে দামে পরিবর্তন অর্থাৎ কাঁচামাল, সহায়ক-সামগ্রী এবং শ্রমের দামে কিংবা কেবল প্রথম দুটি উপাদানের দাম হ্রাস-বৃদ্ধি। ধরে নিন যে কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর দাম এবং সেই সঙ্গে মজুরিও অর্ধেক কমে গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্তটিতে অগ্রিম প্রদেয় মূলধন দাঁড়াবে সপ্তাহে £১০০-এর বদলে £৫০, এবং ৯-সপ্তাহ ব্যাপী প্রতিবর্তন-কালের জন্য £৯০০-এর বদলে £৪৫০। অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যের £৪৫০ সর্ব-প্রথমে বাদ পড়ে যায় অর্থ-মূলধনের আকারে, কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে একই আয়তনে —একই প্রতিবর্তন-কাল সহ, একই সঞ্চলন-কাল সহ এবং সঞ্চলন-কালের পূর্ববর্তী বিভাজন সহ। বাৎসরিক উৎপাদনও অনুরূপ ভাবে থেকে যায় একই কিন্তু তার মূল্য কাটা গিয়ে হয়েছে অর্ধেক। এই যে পরিবর্তন, যার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে অর্থ-মূলধনের অর্থ-মূলধনের যোগান ও চাহিদায় একটি পরিবর্তন, তা সংঘটিত হয় না সঞ্চলনের গতিবৃদ্ধির দ্বারা কিংবা সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের দ্বারা; বরং উলটো। উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহের মূল্য বা দাম হ্রাস পেলে, তার প্রথম ফল হবে ক ব্যবসাটিকে আগের মত একই আয়তনে চালু রাখার জন্য প্রদেয় মূলধন-মূল্যের অর্ধেক হ্রাস, অতএব, যেহেতু ব্যবসা ক এই মূলধন-মূল্যকে অগ্রিম দেয় প্রথমে অর্থের আকারে অর্থাৎ অর্থ-মূলধন হিসাবে, সেই হেতু তাকে বাজারে ছুঁড়ে দিতে হবে কেবল অর্ধেক পরিমাণ অর্থ। সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাবে কারণ উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম হ্রাস পেয়েছে। এটাই হবে প্রথম ফল।

দ্বিতীয়তঃ, অবশ্য প্রারম্ভে অগ্রিম দত্ত £৯০০ পরিমাণ মূলধন-মূল্যের অর্ধেকটা বা £৪৫০, যা (ক) পর-পর অতিক্রম করেছে অর্থ মূলধন, উৎপাদনশীল মূলধন এবং পণ্য-মূলধনের রূপগুলির মধ্য দিয়ে এবং (খ) যুগপৎ ও নিরন্তর অবস্থান

করেছে অংশতঃ অর্থ-মূলধনের আকারে, অংশতঃ উৎপাদনশীল মূলধনের আকারে এবং অংশতঃ পণ্য-মূলধনের আকারে, তা বাদ পড়ে যাবে ক ব্যবসায়ের আবর্তটি থেকে এবং এইভাবে টাকার বাজারে আসবে অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন হিসাবে, তাকে প্রভাবিত করবে একটি অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে। এই মুক্তিপ্রাপ্ত £৭৫০ অর্থ-মূলধন হিসাবে কাজ করে এই জন্য নয় যে তা ক ব্যবসাটির কর্মকাণ্ডের পক্ষে বাড়তি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই জন্য যে তা প্রারম্ভিক মূলধন-মূল্যের একটি অঙ্গ-গঠক উপাদান, এবং সেই কারণে মূলধন হিসাবে আরো কাজ করার জন্য উদ্দিষ্ট, এবং নিছক সঞ্চলন-মাধ্যম হিসাবে ব্যয়িতব্য নয়। তাকে মূলধন হিসাবে কাজ করতে দেবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে তাকে টাকার বাজারে অর্থ-মূলধন হিসাবে ছুঁড়ে দেওয়া। অন্য দিক, উৎপাদনের আয়তন (স্থিতিশীল মূলধন ছাড়া) দ্বিগুণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়তনের তুলনায় দ্বিগুণ আয়তনের একটি উৎপাদন-প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে একই পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সাহায্যে, £৯০০-এর সাহায্যে।

যদি অন্য দিকে উৎপাদনশীল মূলধনের সঞ্চলন উপাদান সমূহের দামগুলি অর্ধেক পরিমাণে বেড়ে যেত, তা হলে £১০০-এর বদলে £১৫০ কিংবা £৯০০-এর বদলে £১,৩৫০ প্রতি সপ্তাহে আবশ্যক হত। ব্যবসাটিকে একই আয়তনে পরিচালনা করতে £৭৫০ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন লাগত, এবং এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে বাজারের উপরে একটা চাপ পড়ত ; সেই চাপ বেশি কি কম হবে, তা নির্ভর করবে বাজারের অবস্থার উপরে। যদি এই বাজারে প্রাপ্য সমস্ত মূলধন তখন ইতিপূর্বেই নিয়োজিত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে উপস্থিত মূলধনের জন্য প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। যদি তার একটা অংশ অ-নিয়োজিত থেকে গিয়ে থাকে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কাজে লাগানো হবে।

কিন্তু তৃতীয়তঃ, উৎপাদনের একটি বিশেষ আয়তন নির্দিষ্ট থাকলে, প্রতিবর্তনের গতিবেগ এবং সঞ্চলনরত উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহের দামগুলি যদি অপরিবর্তিত থাকে, তা হলে ক ব্যবসাটির উৎপন্ন সম্ভারের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। যদি ক ব্যবসাটির দ্বারা সরবরাহকৃত পণ্য-সামগ্রীর দাম হ্রাস পায়, তা হলে তার £৬০০ পরিমাণ পণ্য-মূলধনের দাম, যে-পরিমাণ পণ্য-মূলধন তা নিরন্তর সঞ্চলনে নিক্ষেপ করত, কমে দাঁড়ায়, ধরুন £৫০০। অতএব অগ্রিম-দত্ত মূলধনটির এক-ষষ্ঠাংশ সঞ্চলন-প্রক্রিয়া থেকে ফিরে আসে না। (পণ্য-মূলধনের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যটিকে এখানে বিবেচনা করা হয় নি।) সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিতে তা হারিয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্য, কিংবা দাম, একই থাকে, সেই হেতু £৫০০-এর এই প্রতি-প্রবাহ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিরন্তর নিযুক্ত £৬০০ পরিমাণ মূলধনের কেবল ⅚ ভাগ প্রতিস্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। সুতরাং একই

আয়তনে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হলে আবশ্যক হবে £১০০ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ মূলধন।

উল্‌টো দিকে, ক ব্যবসাটির উৎপন্ন সামগ্রীর দাম যদি বৃদ্ধি পেত, তা হলে £৬০০ পরিমাণ পণ্য-মূলধনের দাম বেড়ে দাঁড়াত, ধরুন £৭০০। এই দামের এক-সপ্তমাংশ, অর্থাৎ £১০০, উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় না, এই প্রক্রিয়ায় অগ্রিম-দত্ত হয় না, উদ্ভূত হয় সঞ্চলনের প্রক্রিয়া থেকে। কিন্তু উৎপাদনের উপাদানগুলি প্রতিস্থাপন করতে লাগে মাত্র £৬০০। অতএব, ছাড়া পায় £১০০।

এই পর্যন্ত যা পর্যালোচনা করা হয়েছে, তার পরিধির মধ্যে এটা পড়ে না যে কেন প্রথম ক্ষেত্রটিতে প্রতিবর্তনের কাল সংক্ষেপিত বা দীর্ঘায়িত হয়, এবং কেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে কাঁচামাল ও শ্রমের দাম, এবং কেন তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে সরবরাহ-কৃত উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম, বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় তা নির্ণয় করতে হবে।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় এই পর্যালোচনার পরিধির মধ্যে অবশ্যই পড়ে:

প্রথম ক্ষেত্র: **উৎপাদনের অপরিবর্তিত আয়তন, উৎপাদনের উপাদানসমূহের এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের অপরিবর্তিত দাম, এবং সঞ্চলনের সময়কালে, অতএব প্রতিবর্তনের সময়কালে একটি পরিবর্তন।**

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে যা যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তদনুযায়ী সঞ্চলনের সময়ে সংকোচনের ফলে মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনের এক-নবমাংশ কম দরকার হয়, যার দরুন মোট মূলধন কমে দাঁড়ায় £৯০০ থেকে £৮০০ এবং £১০০ পরিমাণ অর্থ-মূলধন বাদ পড়ে যায়।

ক ব্যবসাটি সরবরাহ করে, ঠিক আগের মতই, সেই একই £৬০০ পরিমাণ মূল্যের সেই একই ছয় সপ্তাহের উৎপন্ন সামগ্রী, এবং যেমন কাজ চলতে থাকে বছরের পর বছর বিনা বাধায়, তা সরবরাহ করে ৫১ সপ্তাহে সেই একই পরিমাণ পণ্য, যার মূল্য দাঁড়ায় £৫,১০০। তা হলে, দেখা যায়, এই ব্যবসাটি যে উৎপন্ন-সম্ভার সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে, তার পরিমাণে বা দামে, কিংবা যে যে সময়ে তা তার উৎপন্ন-সম্ভার বাজারে নিক্ষেপ করে তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু £১০০ বাদ পড়ে যায় কারণ সঞ্চলন সময়ের সংকোচনের দরুন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির প্রয়োজন মেটাতে আর আগেকার £৯০০ লাগে না, লাগে কেবল £৮০০। বাদ পড়ে যাওয়া £১০০ থাকে অর্থ-মূলধনের আকারে। কিন্তু তা কোনক্রমেই অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সেই অংশটির প্রতিনিধিত্ব করে না, যে-অংশটিকে নিরন্তর অর্থ-মূলধনের আকারে কাজ করতে হয়। ধরা যাক, £৬০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত আবর্তনশীল মূলধন ১-এর ⅘, অর্থাৎ £৪৮০, নিরন্তর বিনিয়োজিত হয় উৎপাদনশীল দ্রব্য-সামগ্রীতে, এবং ⅕, অর্থাৎ £১২০, বিনিয়োজিত হয় মজুরিতে। সে ক্ষেত্রে উৎপাদনের দ্রব্য-সামগ্রী বাবদে সাপ্তাহিক বিনিয়োগ হবে £৮০ এবং মজুরি বাবদে

£২। মূলধন ২, যার পরিমাণ £৩০০ তাও তখন বিভক্ত হবে উৎপাদন-সামগ্রী বাবদে ⅘ অর্থাৎ £২৪০-এ এবং মজুরি বাবদে ⅕ অর্থাৎ £৬০-এ। মজুরি বাবদে বিনিয়োজিত মূলধনকে সব সময়েই অগ্রিম দিতে হবে অর্থের আকারে। যখনি £৬০০ মূল্যের পণ্য-উৎপন্ন অর্থ-রূপে পুনঃরূপান্তরিত বা বিক্রীত হয়ে যায়, তখনি তার মধ্যে £৪৮০ উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রীতে (উৎপাদনশীল সরবরাহে) পরিবর্তিত করা যায়, কিন্তু £১২০ তার অর্থ-রূপ বজায় রাখে, যাতে করে তা ছয় সপ্তাহের জন্য মজুরি দেবার কাজটি করতে পারে। এই £১২০ হচ্ছে £৬০০ পরিমাণ প্রত্যাগমনকারী মূলধনটির সেই ন্যূনতম অংশ, যাকে সব সময়েই অর্থ-মূলধনের আকারে পুনর্নবীকৃত ও প্রতিস্থাপিত করতে হবে এবং সব সময়েই হাতে রাখতে হবে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটির সেই অংশ হিসাবে, যা কাজ করে অর্থের আকারে।

এখন যদি তিন সপ্তাহের জন্য পর্যায়ক্রমিক ভাবে বিমুক্ত, এবং উৎপাদনশীল সরবরাহ বাবদে £২৪০ এবং মজুরি বাবদে £৬০-এ অনুরূপ ভাবে বিভাজ্য, £৩০০-এর মধ্যে £১০০-কে, সঞ্চলন-সময় সংক্ষেপিত করে অর্থ-মূলধনের আকারে, সমগ্র ভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, প্রতিবর্তন-প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্ক্রান্ত করে দেওয়া হয়, তা হলে £১০০ পরিমাণ এই অর্থ-মূলধনের জন্য অর্থ কোথা থেকে আসে? এই পরিমাণটির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ গঠিত হয় প্রতিবর্তনসমূহের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক ভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত অর্থ-মূলধনের দ্বারা। কিন্তু পাঁচ ভাগের চার ভাগ, অর্থাৎ £৮০, ইতিমধ্যেই প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় একই মূল্যের একটি অতিরিক্ত উৎপাদনশীল সরবরাহের দ্বারা। কি ভাবে এই অতিরিক্ত উৎপাদনশীল সরবরাহটি রূপান্তরিত হয় অর্থে, আর এই রূপান্তরণের জন্য অর্থ ই বা কোথা থেকে আসে?

যদি সঞ্চলনের সংক্ষেপিত সময় একটি ঘটনা হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে উল্লিখিত £৬০০-এর মধ্যে £৪৮০-এর পরিবর্তে মাত্র £৪০০ উৎপাদনশীল সরবরাহে পুনঃ-রূপান্তরিত হয়। বাকি £৮০-কে বজায় রাখা হয় তার অর্থ-রূপে এবং মজুরি বাবদে উল্লিখিত £২০ সমেত, গঠন করে নিষ্ক্রান্ত মূলধনের £১০০। যদিও এই £১০০ আসে £৬০০ মূল্যের পণ্য-মূলধন বিক্রয়ের মাধ্যমে সঞ্চলনের পরিধি থেকে এবং এখন মজুরি ও উৎপাদন-উপাদানে পুনর্বিনিয়োজিত না হয়ে সঞ্চলনের পরিধি থেকে প্রত্যাহৃত হয় তা হলেও ভুললে চলবে না যে, অর্থ-রূপে অবস্থানের দরুন, তা আরো একবার সেই রূপ প্রাপ্ত হয়, যে রূপে তা শুরুতে সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূচনায় £৯০০ বিনিয়োজিত হয়েছিল উৎপাদনশীল সরবরাহ ও মজুরিতে। এখন ঐ একই উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে লাগে মাত্র £৮০০। এই ভাবে অর্থের আকারে মুক্তিপ্রাপ্ত £১০০ এখন গঠন করে একটি নোতুন, নিয়োগ-সন্ধানী অর্থ-মূলধন, বাজারে একটি নোতুন উপাদান। সত্য বটে যে, এই টাকাটা আগেভাগেই পর্যায়-ক্রমিক ভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত অর্থ-মূলধনের এবং অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এই নিহিত অবস্থাগুলি নিজেরাই ছিল উৎপাদন-প্রক্রিয়া

সম্পাদনার আবশ্যক শর্ত, কেননা সেগুলি ছিল তার নিরবচ্ছিন্নতার আবশ্যক শর্ত। এখন আর টাকাটা ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় না এবং এই কারণে তা গঠন করে নোতুন অর্থ-মূলধন এবং টাকার বাজারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যদিও সেটা কোনো ক্রমেই রচনা করে না উপস্থিত সামাজিক অর্থ-সরবরাহের একটি অংশ কেননা ব্যবসার শুরুতেই সেটা ছিল এবং তার দ্বারা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সঞ্চলন থেকে একটি নোতুন সঞ্চয়ীকৃত মজুদ।

এই £ ১০০ এখন বস্তুতঃ পক্ষে সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া হয়, যেহেতু এটা হচ্ছে অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনটির সেই অংশ, যেগুলো এখন আর একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয় না। কিন্তু এই তুলে নেওয়াটা সম্ভব হয় কেবল এই কারণে যে পণ্য-মূলধনের অর্থে রূপান্তরণ, এবং এই অর্থের আবার উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরণ, প'—অ—প, এক সপ্তাহ ত্বরান্বিত হয়, যাতে এই প্রক্রিয়াটিতে কর্মরত অর্থের সঞ্চলনও যথাযথ ভাবে দ্রুততর হয়। সেগুলোকে তুলে নেওয়া হয়েছে কারণ তা আর ক মূলধনের প্রতিবর্তনে আবশ্যক হয়না।

ধরে নেওয়া হয়েছে যে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি তারই, যে তাকে নিয়োগ করে। যদি সে তা ধার করত, তা হলেও কিছু রদবদল হত না। সঞ্চলন-সময়ের সংকোচনের সঙ্গে তাঁকে ধার করতে হত, £৯০০-এর বদলে, £৮০০। ঐ £ ১০০ যদি ধারদাতাকে ফেরৎ দেওয়া হয়, তা হলে গঠন করবে আগেকার মতই £ ১০০ পরিমাণ নোতুন অর্থ-মূলধন—কেবল ক-এর হাতে না করে, করবে খ-এর হাতে। যদি ধনিক ক £ ৪৮০ মূল্যের উৎপাদন-সামগ্রী ধারে পেত, যাতে করে মজুরি বাবদে অর্থের আকারে তাকে নিজের পকেট থেকে অগ্রিম দিতে হত মাত্র £ ১২০, তা হলে তাকে এখন ধারে সংগ্রহ করতে হবে £ ৮০ মূল্যের কম দ্রব্য-সামগ্রী, এবং এই পরিমাণ অর্থ এখন ধার-দানকারী ধনিকের কাছে পরিণত হত বাড়তি পণ্য-মূলধনে, আর ধনিক ক অর্থের আকারে বাদ দিয়ে দিত £ ২০।

উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত সরবরাহ এখন এক-তৃতীয়াংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এর পরিমাণ ছিল অতিরিক্ত মূলধন ২-এর মধ্যে, £৩০০-এর মধ্যে, চার-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ £ ২৪০, কিন্তু এখন এর £১৬০ মাত্র তার মানে ৩ সপ্তাহের পরিবর্তে ২ সপ্তাহের জন্য অতিরিক্ত সরবরাহ। এখন পুনর্নবীকৃত হয় প্রতি ৩ সপ্তাহের বদলে প্রতি ২ সপ্তাহের জন্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তুলোর বাজারে ক্রয় এখন বেশি ঘন ঘন এবং অল্পতর পরিমাণে হয়। একই পরিমাণ তুলো বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়, কারণ উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ একই থাকে। কিন্তু তুলে নেওয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং দীর্ঘতর কাল জুড়ে। ধরে নিয়ে যে এটা ৩ মাস বা ২ মাসের প্রশ্ন। যদি তুলোর বার্ষিক পরিভোগের পরিমাণ ১,২০০ গাঁট হয়, তা হলে প্রথম ক্ষেত্রটিতে বিক্রয় হবে :

জানুয়ারি	১,	৩০০ গাঁট,	গুদামজাত থাকে	৯০০ গাঁট
এপ্রিল	১,	৩০০ ,,	,, ,,	৬০০ ,,
জুলাই	১,	৩০০ ,,	,, ,,	৩০০ ,,
অক্টোবর	১,	৩০০ ,,	,, ,,	০ ,,

কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে

জানুয়ারি	১,	বিক্রি ২০০ গাঁট	গুদামজাত থাকে	১,০০০ গাঁট
মার্চ	১,	,, ২০০	,,	৮০০ ,,
মে	১,	,, ২০০	,,	৬০০ ,,
জুলাই	১,	,, ২০০	,,	৪০০ ,,
সেপ্টেম্বর	১,	,, ২০০	,,	২০০ ,,
নভেম্বর	১,	,, ২০০	,,	০ ,,

সুতরাং তুলো বাবদে বিনিয়োজিত অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে ফিরে আসে এক মাস পরে—অক্টোবরের বদলে নভেম্বরে। অতএব যদি অগ্রিম-দত্ত মূলধনটির এক-নবমাংশ, বা £ ১০০, সঞ্চলন-সময়ের সংকোচনের ফলে এবং এই ভাবে প্রতি-বর্তনের সংকোচনের ফলে, অর্থ-মূলধনের আকারে বাদ হয়ে যায় এবং এই £ ১০০ যদি গঠিত হয় সাপ্তাহিক মজুরি দানের জন্য £ ২০ পরিমাণ পর্যায়ক্রমিক ভাবে বাড়তি অর্থ-মূলধনের দ্বারা, এবং এক সপ্তাহের জন্য £ ৮০ পরিমাণ পর্যায়ক্রমিক ভাবে বাড়তি উৎপাদনশীল মূলধনের দ্বারা, তা হলে উৎপাদনকারীর হাতে হ্রাস-প্রাপ্ত বাড়তি উৎপাদনশীল সরবরাহ, এই £৮০-এর বেলায় তুলোর ব্যাপারীর হাতে বর্ধিত পণ্য-সরবরাহের অনুযায়ী হয়। ঐ ব্যাপারীর গুদামে এই তুলো যত দীর্ঘ-কাল থাকে, উৎপাদনকারীর স্টোরে উৎপাদনশীল সরবরাহ হিসাবে তা তত অল্প থাকে।

এই পর্যন্ত আমরা আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলাম যে ক ব্যবসাটিতে সঞ্চলন-কালের সংকোচনের কারণ হল এই ঘটনা যে ক তার জিনিস তাড়াতাড়ি বিক্রি করেছিল, সেগুলির জন্য টাকা তাড়াতাড়ি পেয়েছিল, কিংবা, ধারের ক্ষেত্রে, পরিশোধের সংক্ষিপ্ত মেয়াদ পেয়েছিল। অতএব সংকোচনের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল পণ্যের দ্রুততর বিক্রয়, পণ্য-মূলধনের অর্থ-মূলধনে দ্রুততর রূপান্তর, অর্থাৎ সঞ্চলন-প্রতিক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের, প′—অ-এর দ্রুততর সংঘটন। কিন্তু এটা দ্বিতীয় পর্যায়টি থেকেও, অ—প থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, এবং অতএব উদ্ভূত হতে পারে একটি যুগপৎ পরিবর্তন থেকে, তা সে কর্ম-কালেই হোক কিংবা গ, ঘ ইত্যাদি মূলধনগুলির সঞ্চলন-কালেই হোক—যে মূলধনগুলি ধনিক ক-কে তার আবর্তনশীল মূলধনের উৎপাদনশীল উপাদান সমূহ হিসাবে সরবরাহ করে।

উদাহরণ হিসাবে, যদি পুরানো পরিবহণ ব্যবস্থায় তুলো কয়লা ইত্যাদি তাদের

উৎপাদন-স্থল বা জমা-ঘর থেকে ধনিক ক-এর উৎপাদন-স্থলে যেতে পথে থাকে তিন সপ্তাহ, তা হলে ক-এর উৎপাদনশীল সরবরাহ অন্ততঃ তিন সপ্তাহের জন্য থাকতেই হবে, যে পর্যন্ত নোতুন সরবরাহ এসে না পৌছায়।* যতক্ষণ পর্যন্ত তুলো আর কয়লা পথিমধ্যে থাকে, তারা উৎপাদনের উপায় হিসাবে কাজ করে না। তারা বরং থাকে পরিবহণ-শিল্প এবং তাতে বিনিয়োজিত মূলধনের জন্য শ্রমের সামগ্রী; কয়লা-উৎপাদনকারী এবং তুলোর ব্যাপারীর পক্ষে তারা সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত পণ্য-মূলধনও বটে। ধরুন পরিবহণ-ব্যবস্থায় উন্নতির কল্যাণে পথে থাকার সময়টা কমে গিয়ে দু'সপ্তাহ হল। সে ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল সরবরাহকে ত্রি-সাপ্তাহিক সরবরাহ থেকে দ্বি-সাপ্তাহিক সরবরাহে পরিবর্তিত করা যায়। এর ফলে মুক্তি দেয় এই উদ্দেশ্যে সরিয়ে রাখা £৮০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধন এবং অনুরূপ ভাবে মজুরি বাবদে £২০, কেননা প্রতিবর্তিত মূলধন £৬০০ ফিরে আসে এক সপ্তাহ আগে।

অন্য দিকে যদি, উদাহরণ হিসাবে, যে-মূলধন কাঁচামাল সরবরাহ করে তার কর্ম-কাল কেটে কমিয়ে দেওয়া হয় (আগেকার অধ্যায়গুলিতে যার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে), যাতে করে অল্পতর সময়ে কাঁচামালের সরবরাহ পুনর্নবীকরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তা হলে উৎপাদনশীল সরবরাহ হ্রাস করা যায় এবং পুনর্নবীকরণের সময়-গুলির মধ্যবর্তী ব্যবধান সংক্ষিপ্ত করা যায়।

উলটো দিকে, যদি সঞ্চলনের সময়, এবং অতএব প্রতিবর্তনের সময়, দীর্ঘায়িত করা হয়, তা হলে অতিরিক্ত মূলধন অগ্রিম দেবার প্রয়োজন হয়। এটা অবশ্যই আসবে স্বয়ং ধনিকের পকেট থেকে, যদি তার থাকে কোন অতিরিক্ত মূলধন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তা কোন-না-কোন আকারে বিনিয়োজিত হবে টাকার বাজারের অংশ হিসাবে। সুপ্রাপ্য করবার উদ্দেশ্যে তাকে তার পুরানো আকার থেকে আলগা করে দিতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্টক বেচে দিতে হবে, আমানত তুলে নিতে হবে, যার দরুন এ ক্ষেত্রেও টাকার বাজার পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। অথবা তাকে তা ধার করতে হবে। মজুরি বাবদে মূলধনের যে-অংশের দরকার হয়, সে সম্পর্কে বলা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় তা সব সময়েই অগ্রিম দিতে হবে অর্থ-মূলধনের আকারে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ধনিক ক টাকার বাজারের উপরে তার নিজস্ব চাপ খাটায়। উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রীতে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে এমন অংশটির ক্ষেত্রেই এটা হয় অনিবার্য, কেবল যদি সেগুলির জন্য তাকে নগদ টাকা ব্যয় করতে হয়। যদি সে সেগুলিকে ধারে পায়, তা হলে টাকার বাজারে তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়েনা। কিন্তু যদি ধার-দাতা ক-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত হুণ্ডিটাকে (bill of exchange) সরাসরি বাজারে হাজির করে, সেটি ভাঙায় (discount), প্রভৃতি কাজ করে তা হলে অন্য কারো মারফৎ, তা অর্থ বাজারকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু সে এই নোটটিকে ব্যবহার করে, ধরুন, এমন

একটি ঋণ পরিশোধ করতে যা এখনো পরিশোধ্য হয়নি, তা হলে এই অতিরিক্ত আগাম দেওয়া মূলধনটি প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কোনো ভাবেই টাকার বাজারকে আলোড়িত করে না।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: **বাকি সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকাকালে উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন।**

সামগ্রীর দামে পরিবর্তন।

আমরা এইমাত্র ধরে নিয়েছিলাম যে £ ৯০০ পরিমাণ মোট মূলধনের চার-পঞ্চমাংশ (সমান £ ৭২০) বিনিয়োজিত ছিল উৎপাদনের দ্রব্য-সামগ্রীতে এবং এক-পঞ্চমাংশ (সমান £ ১৮০) মজুরিতে।

যদি উৎপাদনের দ্রব্য-সামগ্রী অর্ধেকে কমে যায়, তা হলে সেগুলি বাবদে ৬ সপ্তাহের কর্ম-কালের জন্য লাগে £ ৪৮০-এর বদলে কেবল £২৪০, এবং অতিরিক্ত মূলধন ২-এর জন্য £ ২৪০-এর জন্য £ ২৪০-এর বদলে কেবল £ ১২০। এই ভাবে মূলধন ১ হ্রাস-প্রাপ্ত হয় £ ৬০০ থেকে ২৪০ যোগ £ ১২০ বা £ ৩৬০-এ, এবং মূলধন ২ £৩০০ থেকে £১২০ যোগ £১৬০-এ, বা £১৮০-তে। সুতরাং £৩৬০ পরিমাণ একটা অংক বিমুক্ত হয়।

এই যে বিমুক্ত, এবং এখন বেকার, টাকার বাজারে নিয়োগ-সন্ধানী, মূলধন, বা অর্থ-মূলধন, তা একেবারে শুরুতে অর্থ-মূলধন হিসাবে অগ্রিম-দত্ত £ ৯০০ পরিমাণ মোট মূলধনের একটা অংশ ছাড়া আর কিছু নয়, যা উৎপাদনের দ্রব্য-সামগ্রীর দাম কমে যাবার দরুন—যে-দ্রব্যসামগ্রীতে তা পর্যায়ক্রমিক ভাবে পুনঃরূপান্তরিত হয়—বাড়তি হয়ে পড়ে, যদি ব্যবসাটিকে প্রসারিত না করে পরিচালনা করা হয় একই আয়তনে। দামের এই পড়তি যদি আপতিক ঘটনার দরুন (বিশেষ ভাবে ভাল ফলন, অতিরিক্ত সরবরাহ ইত্যাদির দরুন) না হয়ে, যে উৎপাদন-শাখাটি কাঁচামাল সরবরাহ করে তার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার দরুন হত, তা হলে এই অর্থ-মূলধনটি হত টাকার বাজারে, এবং সাধারণ ভাবে অর্থ-মূলধনের আকারে প্রাপ্তব্য মূলধনে, একটি অনাপেক্ষিক সংযোজন, কেননা তা আর পূর্ব-বিনিয়োজিত মূলধনের উপাদান থাকে না।

তৃতীয় ক্ষেত্র: **স্বয়ং উৎপন্ন দ্রব্যটিরই বাজার-দামে পরিবর্তন।**

দাম কমে গেলে মূলধনের একটি অংশ খোয়া যায় এবং এই ক্ষতিটিকে অবশ্যই নোতুন করে অর্থ-মূলধন অগ্রিম দিয়ে পূরণ করে দিতে হবে। বিক্রেতার কাছে এই ক্ষতি ক্রেতার কাছে হতে পারে একটি লাভ। প্রত্যক্ষ ভাবে, যদি উৎপন্ন দ্রব্যটির দাম কমে গিয়ে থাকে কেবল একটি আপতিক পরিবর্তনের ফলে এবং পরে আবার বেড়ে যায় তার স্বাভাবিক মাত্রায়। পরোক্ষ ভাবে, যদি দামে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় পুরানো উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে প্রতিক্রিয়া-জনক পরিবর্তনের ফলে এবং যদি এই উৎপন্ন দ্রব্যটি, উৎপাদনের একটি উপাদান হিসাবে, অতিক্রান্ত

হয় আরেকটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে এবং সেখানে মূলধনকে মুক্ত করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রেই ক যে মূলধন হারায় এবং যার প্রতিস্থাপনের জন্য সে টাকার বাজারের উপরে চাপ প্রয়োগ করে, তা তার ব্যবসায়ী বন্ধুরা তাকে সরবরাহ করতে পারে নোতুন অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে। তা হলে যা ঘটে, তা হল একটি স্থানান্তরণ (transfer)।

অন্য দিকে, যদি উৎপন্ন দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়, তা হলে মূলধনের যে-অংশটি অগ্রিম দেওয়া হয়নি, সেটি সঞ্চলন থেকে বার করে নেওয়া হয়। এটা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অঙ্গগত অংশ নয় এবং যদি উৎপাদন সম্প্রসারিত করা না হয়, তা হলে তা স্বভাবতই পরিণত হয় বর্জনীয় অর্থ-মূলধনে। যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে বাজারে অর্থ-মূলধন হিসাবে নীত হবার আগেই উৎপন্ন-দ্রব্যের উপাদানগুলির দাম নির্দিষ্ট ছিল, সেই হেতু মূল্যের একটি প্রকৃত পরিবর্তন দামের বৃদ্ধি ঘটালেও ঘটাতে পারত, কেননা তা আপূর্ব-সক্রিয় (retro-active) ক্রিয়া হিসাবে, কাজ করে এবং পরবর্তী সময়ে দামে বৃদ্ধি ঘটায়, যেমন কাঁচামালের দামে। সে ক্ষেত্রে ধনিক ক পণ্য-মূলধন হিসাবে সঞ্চলনশীল তার উৎপন্ন সামগ্রী বাবদে এবং তার উপস্থিত উৎপাদনশীল সরবরাহ বাবদে একটি লাভ করায়ত্ত করবে। এই লাভ তাকে যোগাবে একটি অতিরিক্ত মূলধন, যা এখন আবশ্যক হবে উৎপাদনের উপাদান-সমূহের উচ্চতর দাম সহ তার ব্যবসা চালু রাখার জন্য।

অথবা দাম-বৃদ্ধি কেবল সাময়িক। তখন অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে ক-এর যা আবশ্যক হয়, অপর পক্ষের জন্য তা পরিণত হয় বিমুক্ত মূলধনে—যেহেতু ক-এর উৎপন্ন-সামগ্রী কাজ করে ব্যবসার অন্যান্য শাখার একটি উৎপাদনের উপাদান হিসাবে। যা হয়েছে একজনের ক্ষতি, তাই হয়েছে আরেকজনের লাভ।

ষোড়শ অধ্যায়

অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তন

১। উদ্বৃত্ত মূল্যের বার্ষিক হার

£২,৫০০ পরিমাণ একটি আবর্তনশীল মূলধন ধরা যাক, যার চার-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ £২,০০০ হচ্ছে স্থির মূলধন (উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রী) এবং এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ £৫০০ অস্থির মূলধন, মজুরি বাবদে বিনিযোজিত।

ধরা যাক, প্রতিবর্তন-কাল হচ্ছে ৫ সপ্তাহ: কর্ম-কাল ৪ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল ১ সপ্তাহ; মূলধন ২ হচ্ছে £৫০০, যার মধ্যে £৪০০ স্থির এবং £১০০ অস্থির। প্রতি কর্ম-সপ্তাহে বিনিয়োজিত হয় £৫০০ পরিমাণ মূলধন। ৫০ সপ্তাহের একটি বছরে উৎপাদিত হয় ৫০ (×) গুণ ৫০০ অর্থাৎ £২৫,০০০ পরিমাণ একটি বার্ষিক উৎপন্নসম্ভার। অতএব £২,০০০ পরিমাণ মূলধন ১ যা কর্ম-কালে নিরন্তর নিযুক্ত থাকে, তা প্রতিবর্তিত হয় ১২½ গুণ। ১২½ গুণ ২,০০০ মানে £২৫,০০০। এই £২৫,০০০-এর মধ্যে, চার-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ £২০,০০০ হল উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রীতে ব্যয়িত স্থির মূলধন এবং এক-পঞ্চমাংশ হল মজুরি বাবদে ব্যয়িত অস্থির মূলধন। অতএব £২,৫০০০ পরিমাণ মোট মূলধন প্রতিবর্তিত হয় $\frac{২৫,০০০}{২,৫০০}$ কিংবা ১০ গুণ।

উৎপাদনে ব্যয়িত অস্থির আবর্তনশীল মূলধন সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় নোতুন করে কাজ করতে পারে কেবল সেই মাত্রায়, যে মাত্রায় উৎপন্ন-সম্ভারটি যাতে তার মূল্য পুনরুৎপাদিত হয়, বিক্রীত হয়েছে, পণ্য-মূলধন থেকে অর্থ-মূলধনে, রূপান্তরিত হয়েছে যাতে করে তা আবার ব্যয়িত হতে পারে শ্রম-শক্তির মজুরি হিসাবে। কিন্তু উৎপাদনে বিনিয়োজিত স্থির আবর্তনশীল মূলধনের (উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রীর) ক্ষেত্রেও এটা সত্য, যার মূল্য উৎপন্ন-সম্ভারের মূল্যের মধ্যে পুনরাবির্ভূত হয় তার মূল্যের একটি অংশ হিসাবে। আবর্তনশীল মূলধনের এই দুটি অংশের মধ্যে—অস্থির এবং স্থির অংশের মধ্যে—যা অভিন্ন, এবং যা তাদের আলাদা করে স্থিতিশীল মূলধন থেকে, তা এই নয় যে তাদের থেকে উৎপন্ন-সম্ভারে স্থানান্তরিত মূল্যটি সঞ্চলিত হয় পণ্য-মূলধনের দ্বারা, অর্থাৎ পণ্য হিসাবে উৎপন্ন সামগ্রীর সঞ্চলনের মাধ্যমে। উৎপন্ন সামগ্রীর, অতএব পণ্য হিসাবে সঞ্চলনশীল উৎপন্ন সামগ্রীর, মূল্যের একটি অংশ, সব

সময়েই গঠিত হয় স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা অর্থাৎ স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যের সেই অংশটির দ্বারা, যে অংশটি উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলাকালে স্থানান্তরিত হয় উৎপন্ন-সামগ্রীতে। বস্তুতঃ পক্ষে, পার্থক্যটি হচ্ছে এই : উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় স্থিতিশীল মূলধন তার পুরাতন ব্যবহারগত রূপে কাজ করতে থাকে আবর্তনশীল মূলধনের (সমান স্থির আবর্তনশীল মূলধন যোগ অস্থির আবর্তনশীল মূলধন-এর) প্রতিবর্তন-কালের দীর্ঘতর বা হ্রস্বতর চক্রের জন্য, যখন প্রত্যেকটি একক প্রতিবর্তন উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে—পণ্য-মূলধনের আকারে—সঞ্চলনের ক্ষেত্রে অতিক্রমণশীল সমগ্র আবর্তনশীল মূলধনটির প্রতিস্থাপনের উপরে শর্ত-সাপেক্ষ। স্থির আবর্তনশীল মূলধন এবং অস্থির আবর্তনশীল মূলধন—এই দুয়ের মধ্যে অভিন্ন হচ্ছে সঞ্চলনের প্রথম পর্যায়টি : প—অ। দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা ভিন্ন হয়ে যায়। যে-অর্থে (টাকায়) পণ্য পুনঃরূপান্তরিত হয়, তা অংশতঃ পরিবর্তিত হয় একটি উৎপাদনশীল সরবরাহে (স্থির আবর্তনশীল মূলধনে)। তার বিভিন্ন উপাদানগত অংশের ক্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন শর্ত অনুসারে, উক্ত অর্থের একটি অংশ অপেক্ষাকৃত আগে, আরেকটি অংশ অংশ অপেক্ষাকৃত পরে, অর্থ থেকে রূপান্তরিত হতে পারে উৎপাদনের দ্রব্য-সামগ্রীতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ঐ ভাবেই সম্পূর্ণ পরিভুক্ত হয়। উক্ত অর্থের আরকটি অংশ, পণ্যের বিক্রয়ের দ্বারা বাস্তবায়িত ধরে রাখা হয় একটি অর্থ-সরবরাহের আকারে, যাতে করে তাকে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত শ্রম-শক্তির মজুরি প্রদানের জন্য ক্রমে ক্রমে ব্যয় করা যায়. এই অংশটি গঠন করে অস্থির আবর্তনশীল মূলধন। যাই হোক, যে-কোনো অংশের সামগ্রিক প্রতিস্থাপনা সর্বদাই উদ্ভূত হয় মূলধনের প্রতিবর্তন থেকে, একটি উৎপন্ন সামগ্রীতে তার রূপান্তরণ থেকে, উৎপন্ন-সামগ্রী থেকে পণ্যে, পণ্য থেকে অর্থে তার রূপান্তরণ থেকে। কেন পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আবর্তনশীল মূলধনের—স্থির ও অস্থিত, উভয়ের—প্রতিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে স্থিতিশীল মূলধনের প্রতি কোনো নজর না দিয়ে যুক্ত ভাবে এবং আলাদা ভাবে, তার কারণ এটাই।

যে প্রশ্নটি আমরা এখন আলোচনা করব, তাতে আমরা অবশ্যই আরো এক পা এগিয়ে যাব এবং আবর্তনশীল মূলধনের অস্থির অংশটির প্রতি মন দেব, যেন তা একাই হচ্ছে আবর্তনশীল মূলধন। অন্য ভাবে বলা যায়, আমরা স্থির আবর্তনশীল মূলধনকে বিবেচনার বাইরে রাখছি, যা তার সঙ্গে যুগপৎ প্রতিবর্তিত হয়।

£২.৫০০ পরিমাণ একটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে এবং বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভারের মূল্য হচ্ছে £২৫,০০০। কিন্তু আবর্তনশীল মূলধনের অস্থির অংশ হচ্ছে £৫০০; সুতরাং £২৬,০০০-এর মধ্যে বিধৃত অস্থির মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫,০০০ ÷ ৫, অথবা £৫,০০০। যদি আমরা £৫,০০০-কে ভাগ করি £৫০০ দিয়ে,

আমরা দেখতে পাই যে প্রতিবর্তনের সংখ্যা হচ্ছে ১০, ঠিক যেমন মোট মূলধন £২,৫০০-এর বেলায়।

এখানে, যেখানে প্রশ্নটি কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রশ্ন, সেখানে এই গড় গণনাটি করা সম্পূর্ণ সঠিক, যে-গণনা অনুযায়ী বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভারের মূল্য বিভক্ত হয় অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মূল্য দিয়ে—এই মূলধনের সেই অংশের দ্বারা নয়, যেটি নিরন্তর নিযুক্ত থাকে একটি কর্ম-কালে (যেমন, বর্তমান ক্ষেত্রে ৪০০ দিয়ে নয়, ৫০০ দিয়ে ; মূলধন ১ দিয়ে নয়, মূলধন ১ যোগ (+) মূলধন ২ দিয়ে। পরে আমরা দেখতে পাব, অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে, গণনাটি ঠিক যথাযথ নয়, ঠিক যেমন এই গড় গণনাটিও সাধারণত ঠিক যথাযথ নয়। তার মানে, এই গণনা ধনিকের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধন করে, কিন্তু এটা প্রতিবর্তনের সমস্ত বাস্তব অবস্থাগুলিকে যথাযথ ভাবে বা যথোচিত ভাবে প্রকাশ করে না।

এ পর্যন্ত আমরা পণ্য-মূলধনের মূল্যের একটি অংশকে উপেক্ষা করেছি, যথা তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে, যা উৎপাদিত হয়েছিল উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এবং অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল উৎপন্ন-সম্ভারের মধ্যে। এই জিনিসটির প্রতি এখন আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

ধরা যাক, সাপ্তাহিক ভাবে নিয়োজিত £১০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন উৎপাদন করে ১০০ শতাংশ উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ £১০০ ; তা হলে ৫ সপ্তাহের বেশী একটি প্রতিবর্তন-কাল জুড়ে বিনিয়োজিত £৫০০ উৎপাদন করে £৫০০ পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য, তার মানে কর্ম-দিবসের অর্ধেকটাই জুড়েই আছে উদ্বৃত্ত-শ্রম।

যদি £৫০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন উৎপাদন করে £৫০০ পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য। তা হলে £৫০০০ উৎপাদন করে দশ গুণ ৫০০, অর্থাৎ £৫,০০০, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আকারে। কিন্তু অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন ছাড়ায় £৫০০। মূলধনের সঙ্গে এক বছরে উৎপাদিত মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার। উপস্থিত ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ৫০০-তে ৫০০০, অর্থাৎ ১,০০০%। আমরা যদি আরো একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে এই হারটিকে বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখতে পাই যে এটা একটি প্রতিবর্তন-কালে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার গুণ (×) অস্থির মূলধনটির প্রতিবর্তনের সংখ্যা (যা মিলে যায় সমগ্র আবর্তনশীল মূলধনের প্রতিবর্তনের সংখ্যার সঙ্গে)।

উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রতিবর্তনের একটি পর্বের অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন হচ্ছে £৫০০। এই সময়কালে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যও অনুরূপ ভাবে £৫০০। সুতরাং একটি প্রতিবর্তন-কালের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হল $\frac{৫০০ উ}{৫০০ অ}$, অর্থাৎ শতকরা

১০০ ভাগ। এই ১০০ শতাংশ গুণ ১০, তথা এক বছরের প্রতিবর্তন-সংখ্যা, দাঁড়ায় $\frac{৫,০০০ \text{ উ}}{৫০০ \text{ ম}}$, অর্থাৎ ১,০০০ শতাংশ।

সেটা নির্দেশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাৎসরিক হার। একটি নির্দিষ্ট, প্রতিবর্তন-কালে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য সম্পর্কে বলা যায়, এই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য হল সমান সমান এই সময়কালে অগ্রিম-প্রদত্ত অস্থির মূলধনের মূল্য বর্তমান ক্ষেত্রে £৫০০, গুণ উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, অতএব বর্তমান ক্ষেত্রে ৫০০ গুণ $\frac{১০০}{১০০}$, অর্থাৎ ৫০০ গুণ ১, অর্থাৎ £৫০০। যদি অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন হত £১,৫০০, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একই হারে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াত ১,৫০০ গুণ $\frac{১০০}{১০০}$, অর্থাৎ £১,৫০০।

আমরা মূলধন ক কথাটি প্রয়োগ করব £৫০০ অস্থির মূলধনটির ক্ষেত্রে, যা প্রতি বৎসর প্রতিবর্তিত হয় দশ বার এবং উৎপাদন করে £৫,০০০ বাৎসরিক উদ্বৃত্ত-মূল্য, যার দরুন, অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার দাঁড়ায় ১,০০০%।

এখন ধরা যাক আরেকটি অস্থির মূলধন, খ, £৫০০০, অগ্রিম দেওয়া হয় একটি গোটা বছরের জন্য (যার মানে, এখানে ৫০ সপ্তাহ), যাতে করে তা বছরে প্রতিবর্তিত হয় কেবল এক বার। আরো ধরা যাক যে বছরটির শেষে ঠিক যে-দিনটিতে উৎপন্ন-সামগ্রীটি তৈরি হয়ে যায়, সেই দিনই তার মূল্য দিয়ে দেওয়া হয় যাতে করে যে অর্থ মূলধনটিতে তা রূপান্তরিত হয়, সেটি সেই দিনই ফিরে আসে। তা হলে সঞ্চলন-কাল হয় শূন্য, প্রতিবর্তন-কাল হয় কর্ম-কালের সমান, অর্থাৎ এক বছর। যেমন পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে শ্রম-প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় £১০০ অস্থির মূলধন, অর্থাৎ ৫০ সপ্তাহে £৫,০০০। ধরা যাক, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই অর্থাৎ ১০০% তার মানে, ধরা যাক একই দৈর্ঘ্যের কর্ম-কালের অর্ধেকাংশ জুড়ে থাকে উদ্বৃত্ত-শ্রমের দ্বারা। যদি আমাদের বিবেচ্য হয় ৫ সপ্তাহ, তা হলে বিনিয়োজিত অস্থির মূলধন হয় £৫০০ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০% এবং, অতএব, ৫ সপ্তাহে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হয় £৫০০। ধরে নেওয়া হচ্ছে, এখানে শোষিত শ্রম-শক্তির পরিমাণ এবং এই শোষণের তীব্রতার হার মূলধন ক-এর শ্রম-শক্তি-শোষণের পরিমাণ ও তার তীব্রতার ঠিক সমান।

প্রতি সপ্তাহে £১০০, বিনিয়োজিত মূলধনটি, উৎপাদন করে £১০০; উদ্বৃত্ত-মূল্যে অতএব ৫০ সপ্তাহে বিনিয়োজিত মূলধন ৫০ × ১০০ = £৫০০০ উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য £৫০০০। বাৎসরিক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ পূর্ববর্তী ক্ষেত্রের মতই £৫০০০, কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাৎসরিক হার সম্পূর্ণ আলাদা। এটা এক বছরে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান ভাজিত অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন: $\frac{৫,০০০ \text{ উ}}{৫,০০০ \text{ ম}}$, অর্থাৎ ১০০%, যেখানে মূলধন ক-এর ক্ষেত্রে তা ছিল ১,০০০%।

ক এবং **খ** উভয় মূলধনের ক্ষেত্রেই আমরা বিনিয়োগ করেছি এক সপ্তাহে £১০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন। স্বয়ং-সম্প্রসারণের মাত্রা, অথবা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অনুরূপ ভাবে, একই, রকম £ ১০০ এবং অস্থির মূলধনের আয়তনও ঐ একই £ ১০০। একই পরিমাণ শ্রম-শক্তি শোষিত হয়, শোষণের পরিমাণ ও তীব্রতা উভয় ক্ষেত্রেই সমান, কাজের দিনগুলিও এক এবং আবশ্যিক শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত। বছর চলাকালে নিয়োজিত অস্থির মূলধন দুটি ক্ষেত্রেই £৫,০০০ ; তা একই পরিমাণ শ্রমকে গতিশীল করে, এবং এই দুটি সমপরিমাণ মূলধনের দ্বারা গতি সঞ্চারিত শ্রম-শক্তি থেকে একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, £৫০০০, নিষ্কাশিত করে। তৎসত্ত্বেও **ক** এবং **খ** দুটি মূলধনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাৎসরিক হারে থাকে ৯০০% একটি পার্থক্য।

এই ব্যাপারটি, সব অবস্থাতেই এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার কেবল অস্থির মূলধনের দ্বারা গতি-সঞ্চারিত শ্রম-শক্তির শোষণের পরিমাণ ও তীব্রতার উপরে নির্ভর করে না তদুপরি সঞ্চলন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত ব্যাখ্যাতীত বিবিধ প্রভাবের উপরেও নির্ভর করে। এবং বস্তুতঃ পক্ষে এমন ভাবেই তার ভাষ্য দেওয়া হয়েছে এবং—যদি তার বিশুদ্ধ রূপে না-ও হয়, তা হলেও অন্ততঃ তার জটিল ও ছদ্মবেশী রূপে, মুনাফার হারের রূপ—বিশের দশক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে রিকার্ডীয় মতবাদকে উৎখাত করে দিয়েছে।

এই ব্যাপারটির অস্বাভাবিকতা তখনি অন্তর্হিত হয়ে যায়, যখনি আমরা মূলধন **ক** এবং **খ**-কে সম্পূর্ণ একই অবস্থাবলীতে স্থাপন করি—কেবল আপাত দৃষ্টিতেই এক নয়, বাস্তবিকই এক। এই একই অবস্থাবলী বিদ্যমান থাকে কেবল তখনি, যখন অস্থির মূলধন **খ** সমগ্র ভাবে খরচ হয়ে যায় শ্রম-শক্তির মজুরি বাবদে মূলধন **ক**-এর মত একই সময়ে।

সে ক্ষেত্রে মূলধন **খ**-এর £৫০০০ বিনিয়োজিত হয় ৫ সপ্তাহের জন্য, সপ্তাহ-প্রতি £৫০০০ মানে বছর-প্রতি £৫০,০০০ বিনিয়োজিত হয়। তা হলে আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্যও অনুরূপ ভাবে £৫০,০০০। £৫০,০০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধন £ ৫,০০০ অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধন দ্বারা বিভাজ্য হয়, রচনা করে প্রতিবর্তন-সংখ্যা ১০। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, $\frac{\text{৫০০০ উ}}{\text{৫০০০ ম}}$, অর্থাৎ ১০০%, প্রতিবর্তনের সংখ্যা, ১০, দ্বারা গুণ করা হয়েছে রচনা করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাৎসরিক হার $\frac{\text{৫০,০০০ উ}}{\text{৫,০০০ ম}}$, অর্থাৎ $\frac{\text{১০}}{\text{১}}$, বা ১০০০%। এখন **ক** এবং **খ**-এর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাৎসরিক হার একই, যথা ১০০০% কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ **খ**-এর ক্ষেত্রে £৫০,০০০ আর **ক**-এর ক্ষেত্রে £৫,০০০। এখন উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দুটির পারস্পারিক অনুপাত দাঁড়ায় উদ্বৃত্ত-মূল্য **খ** এবং **ক**-এর পারস্পরিক অনুপাতের

অনুরূপ, যথা : ৫০০০ : ৫০০ = ১০ : ১। কিন্তু একই সময়ের মধ্যে মূলধন **ক** যে-পরিমাণ শ্রম-শক্তিকে গতিমুক্ত করে, মূলধন **খ** করেছে তার চেয়ে দশ গুণ।

শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতই নিযুক্ত মূলধনই কেবল উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং তারই প্রতি প্রযুক্ত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী; যে নিয়মটি বলে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের নির্দিষ্ট থাকলে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় অস্থির মূলধনের আপেক্ষিক আয়তনের দ্বারা, সেই নিয়মটিও স্বভাবতই এই নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত।*

শ্রম-প্রক্রিয়া নিজেই পরিমিত হয় সময়ের দ্বারা। কাজের দিনের দৈর্ঘ্য যদি নির্দিষ্ট থাকে (যেমন, এখানে, যেখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারে পার্থক্য বোঝাতে আমরা ধরে নিচ্ছি যে **ক** এবং **খ** সংক্রান্ত সমস্ত অবস্থাগুলিই সমান), তা হলে কাজের সপ্তাহ গঠিত হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক কাজের দিন নিয়ে। অথবা আমরা যে-কোনো কর্ম-কালকে, যেমন ৫ সপ্তাহের এই কর্ম-কালকে বিবেচনা করতে পারি, ধরা যাক, ৩০০ ঘণ্টার একটি একক কর্ম-দিবস হিসাবে, যদি কর্ম-দিবস হয় ১০ ঘণ্টা এবং সপ্তাহ হয় ৬ দিন। এই সংখ্যাটিকে আমাদের আরো গুণ করতে হবে সেই শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে, যারা প্রতিদিন যৌথ ভাবে যুগপৎ নিযুক্ত হয় একই শ্রম-প্রক্রিয়ায়। যদি সেই সংখ্যাটিকে ধরা হয় ১০ বলে, তা হলে হবে ৬০ গুণ ১০, অথবা সপ্তাহে ৬০০ ঘণ্টা, এবং ৫ সপ্তাহের একটি কর্ম-কালে থাকবে ৬০০ গুণ ৫, অর্থাৎ ৩,০০০। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য একই থাকায়, সমান সমান আয়তনের অস্থির মূলধন বিনিয়োজিত হয়, যদি সমান সমান পরিমাণের শ্রম-শক্তি (একই দামের শ্রম-শক্তি গুণ শ্রমিকদের সংখ্যা) একই সময়ে গতি-মুক্ত হয়।

এখন আমরা আমাদের মূল দৃষ্টান্তগুলিতে ফিরে যাব। উভয় ক্ষেত্রেই **ক** এবং **খ**, সপ্তাহ-পিছু £১০০ পরিমাণ সমান সমান অস্থির মূলধন সারা বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে বিনিয়োজিত হয়। সুতরাং শ্রম-প্রক্রিয়ায় বস্তুতঃই কার্যরত বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনগুলি সমান কিন্তু অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনগুলি খুবই অসমান। **ক**-এর বেলায়, প্রতি ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম দেওয়া হয় £ ৫০০, যার মধ্যে £ ১০০ নিয়োজিত হয় প্রতি সপ্তাহে। **খ**-এর বেলায়, প্রথম ৫ সপ্তাহ কালের জন্য অগ্রিম দিতে হবে £ ৫,০০০, যার মধ্যে বিনিয়োজিত হয় প্রতি সপ্তাহে মাত্র £ ১০০, অথবা ৫ সপ্তাহে £ ৫০০, অথবা অগ্রিম-দত্ত মূলধনের এক-দশমাংশ। দ্বিতীয় ৫-সপ্তাহ সময়কালে অগ্রিম দিতে হবে £ ৪,৫০০, কিন্তু এর মধ্যে নিয়োজিত হয় মাত্র £৫০০ ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন রূপান্তরিত হয় বিনিয়োজিত, অতএব সত্য সত্যই ক্রিয়াশীল ও কার্যকর অস্থির মূলধনে কেবল সেই পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত তা বস্তুতঃই প্রবেশ করে শ্রম-প্রক্রিয়ার দ্বারা অধিকৃত সময়-

দ্রষ্টব্য : কার্লমার্কস, ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, একাদশ অধ্যায়।

কালের বিবিধ পর্যায়ে, যে-পর্যন্ত তা বস্তুতঃই কাজ করে শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে। মধ্যবর্তী সময়ে, যে-সময়ে তার একটি অংশ অগ্রিম দেওয়া হয় পরবর্তী কালে বিনিয়োজিত হবার জন্য, সেই সময়ে শ্রম-প্রক্রিয়ার পক্ষে এই অংশটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না; অতএব মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের গঠনের উপরে তার কোনো প্রভাবও পড়ে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন মূলধন ক, তথা £ ১০০। একে ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম দেওয়া হয় কিন্তু প্রতি সপ্তাহে শ্রম-প্রক্রিয়ায় পরম্পরা-ক্রমে প্রবেশ করে মাত্র £ ১০০ করে। প্রথম সপ্তাহে বিনিয়োজিত হয় এই মূলধনটির এক-পঞ্চমাংশ; চার-পঞ্চমাংশ অগ্রিম দেওয়া হয় কিন্তু নিয়োজিত হয় না, যদিও তাকে স্টকে রাখতে হয়; অতএব তা অগ্রিম দেওয়া থাকে পরবর্তী চার সপ্তাহের শ্রম-প্রক্রিয়াসমূহের জন্য।

যে সব ঘটনা অগ্রিম-দত্ত এবং বিনিয়োজিত মূলধনের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে পৃথক করে সেগুলি উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে—উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার দেওয়া থাকলে—কেবল এই মাত্রা পর্যন্ত এবং এই ঘটনার দরুন, যে সেগুলি বিশেষিত করে সেই অস্থির মূলধনের পরিমাণটিকে, যাকে বাস্তবিকই নিয়োগ করা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়কালে, যেমন এক সপ্তাহে, ৫ সপ্তাহে ইত্যাদি। অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন অস্থির মূলধন হিসাবে কাজ করে কেবল সেই মাত্রায় এবং সেই সময়কালে, যখন তা বাস্তবিকই নিয়োজিত থাকে—সেই সময়কালে নয়, যখন তা স্টকে থাকে, নিয়োজিত না হয়ে অগ্রিম-দত্ত হয়। কিন্তু যে সমস্ত ঘটনা অগ্রিম-দত্ত এবং বিনিয়োজিত অস্থির মূলধনের মধ্যেকার সময়টিকে বিশেষিত করে, সেগুলি পর্যবসিত হয় প্রতিবর্তন-কালসমূহের পার্থক্যে (কর্ম-কাল বা সঞ্চলন-কাল, বা উভয়েরই পার্থক্যের দ্বারা নির্ধারিত)। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের নিয়মটি বলে যে, কার্যরত অস্থির মূলধনের সমান সমান পরিমাণ উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান সমান পরিমাণ, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এক ও অভিন্ন হয়। যদি তখন মূলধন ক এবং খ বিনিয়োগ করে সমান সমান পরিমাণ অস্থির মূলধন, সমান সমান সময়কালে, সমান সমান হারে, তা হলে তারা অবশ্যই প্রজনন করবে সমান সমান উদ্বৃত্ত-মূল্য, সমান সমান সময়কালে—একটি নির্দিষ্ট সময়কালে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের সঙ্গে সেই একই সময়কালে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের অনুপাত কতটা বিভিন্ন, তাতে কিছু এসে যায় না; অতএব, নিয়োজিত অস্থির মূলধনের সঙ্গে নয়, পরন্তু সাধারণ ভাবে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণগুলির অনুপাত কতটা বিভিন্ন, তাতেও কিছু এসে যায় না। এই অনুপাতের পার্থক্য, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের নিয়মাবলীকে—যেগুলিকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, সেগুলিকে—খণ্ডন করা দূরে থাক, বরং সমর্থন করে এবং এই নিয়মাবলীর অবশ্যম্ভাবী পরিমাণসমূহের মধ্যে এই পার্থক্যটি অন্যতম।

মূলধন খ-এর প্রথম ৫-সপ্তাহব্যাপী উৎপাদন-কালটিকে বিবেচনা করা যাক।

পঞ্চম সপ্তাহের শেষে £ ৫০০ বিনিয়োজিত ও পরিভুক্ত হয়েছে। উৎপন্ন-সামগ্রীটির মূল্য £ ১,০০০, অতএব $\frac{\text{৫০০ উ}}{\text{৫০০ ম}}$ = ১০০%। মূলধন ক-এর বেলায় যা, ঠিক তাই। এই যে ঘটনা যে, মূলধন ক-এর বেলায় উদ্বৃত্ত-মূল্য বাস্তবায়িত হয় অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে একযোগে, তা এখন আমাদের বিবেচ্য নয়, যেখানে এটা কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের এবং তার উৎপাদন-কালে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের সঙ্গে তার অনুপাতেরই প্রশ্ন। কিন্তু যদি আমরা উল্টো অগ্রিম-দত্ত মূলধন £ ৫,০০০-এর সেই অংশটি যেটি তার উৎপাদন-কালে বিনিযুক্ত ও পরিভুক্ত হয়েছে, সেই অংশটির সঙ্গে না করে, খোদ এই মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনটির সঙ্গেই খ-এ উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতটিও গণনা করি, আমরা দেখতে পাই যে সেটি হল $\frac{\text{৫০০ উ}}{\text{৫০০০ ম}}$, অথবা ১০%। সুতরাং মূলধন খ-এর বেলায় এটা ১০% এবং মূলধন ক-এর বেলায় ১০০%, অর্থাৎ ১০ গুণ। যদি বলা হত: সমান সমান মূলধন, যারা গতিশীল করেছে মজুরি-প্রদত্ত ও মজুরি-বঞ্চিত শ্রমে সমভাবে বিভক্ত সমান সমান পরিমাণ শ্রম, তাদের বেলায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে এই পার্থক্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের নিয়মাবলীর পরিপন্থী, তা হলে উত্তরটি হবে সরল এবং বাস্তব সম্পর্কসমূহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই মিলবে তার উৎস: ক-এর ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের যথার্থ হার, অর্থাৎ £ ৫০০ পরিমাণ অস্থির মূলধনের দ্বারা ৫ সপ্তাহ-কালে উৎপাদিত একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। অন্য দিকে, খ-এর ক্ষেত্রে, গণনাটি এমন এক ধরনের, যার সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন কিংবা তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের আনুষঙ্গিক হার নির্ধারণের কোনো সম্পর্কই নেই। কেননা £ ৫০০ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত £ ৫০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন চলাকালে অগ্রিম-দত্ত £৫০০ অস্থির মূলধনের প্রসঙ্গে গণনা করা হয় না, তা গণনা করা হয় £ ৫,০০০ পরিমাণ একটি মূলধনের প্রসঙ্গে, যার নয়-দশমাংশের, অর্থাৎ £ ৪,০০০-র এই £ ৫০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের ব্যাপারে কিছুই করার থাকে না, বরং, উল্টো, পরবর্তী ৪০ সপ্তাহ ধরে ক্রমে ক্রমে কাজ করার জন্য উদ্দিষ্ট থাকে, যার মানে, প্রথম ৫ সপ্তাহ-ব্যাপী উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের আদৌ কোনো অস্তিত্বই থাকে না, আর একমাত্র এটাই হল এখানে বিবেচ্য বিষয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে ক এবং খ-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার-দুটিতে পার্থক্য কোনো সমস্যাই সৃষ্টি করে না।

এখন মূলধন খ এবং ক-এর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার দুটি তুলনা করা যাক। খ-এর ক্ষেত্রে এটা $\frac{\text{৫০০০ উ}}{\text{৫০০০ ম}}$ = ১০০%; ক-এর ক্ষেত্রে এটা $\frac{\text{৫০০০}}{\text{৫০০ ম}}$ = ১,০০০%। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার-দুটির অনুপাত আগের মত একই। তখন আমরা পেয়েছিলাম:

$$\frac{\text{মূলধন খ-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার}}{\text{মূলধন ক-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার}} = \frac{১০\%}{১০০\%}$$

এখন আমরা পেলাম

$$\frac{\text{মূলধন খ-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার}}{\text{মূলধন ক-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার}} \quad \frac{১০০\%}{১০০০\%}$$

কিন্তু ১০% : ১০০% = ১০০% : ১০০০%, যার দরুন অনুপাত থাকে একই।

কিন্তু এখন সমস্যাটি বদলে গিয়েছে। মূলধন খ-এর বার্ষিক হার, $\frac{৫০০০\ \text{উ}}{৫০০০\ \text{ম}} = ১০০\%$ আমাদের পরিজ্ঞাত উৎপাদনের নিয়মাবলী এবং এই উৎপাদনের আনুষঙ্গিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের নিয়মাবলী থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি—এমনকি বিচ্যুতির ছায়ামাত্রও—প্রদর্শন করে না। সারা বছরে ৫,০০০ম অগ্রিম-দত্ত এবং উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হয়েছে, এবং উৎপাদন করেছে ৫০০০ উ। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার উল্লিখিত ভগ্নাংশটির, $\frac{৫০০০\ \text{উ}}{৫০০০\ \text{ম}} = ১০০\%$-এর সমান হয়। বার্ষিক হারটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের যথার্থ হারটির সঙ্গে এক হয়। অতএব, এক্ষেত্রে, মূলধন খ নয়, পরন্তু মূলধন ক-ই উপস্থিত করে এমন একটি বে-নিয়ম যেটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

আমরা এখানে পাই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{৫০০\ \text{উ}}{৫০\ \text{ম}} = ১০০০\%$। কিন্তু যেখানে প্রথম ক্ষেত্রে ৫০০ উ, তথা ৫ সপ্তাহের উৎপন্ন সামগ্রী হিসাব ধরা হয়েছিল £৫০০০ পরিমাণ একটি অগ্রিম-দত্ত মূলধনের বাবদে, যার নয়-দশমাংশ তার উৎপাদনে নিয়োজিতই হয়নি, সেখানে এখন আমরা হিসাব করি ৫০০০ উ কেবল ৫০০ ম-এর বাবদে, অর্থাৎ ৫০০০ উ-এর উৎপাদনে বস্তুতঃই নিয়োজিত অস্থির মূলধনের মাত্র এক-দশমাংশ; কেননা ৫০০০ উ হচ্ছে ৫০ সপ্তাহ ধরে উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত একটি অস্থির মূলধনের উৎপন্ন-সামগ্রী—৫ সপ্তাহের একটি একক সময়কালে পরিভুক্ত £৫০০ পরিমাণ একটি মূলধনের নয়। প্রথম ক্ষেত্রে ৫ সপ্তাহে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাব করা হয়েছিল ৫০ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম-দত্ত একটি মূলধনের জন্য—৫ সপ্তাহ-কালে পরিভুক্ত একটি মূলধনের তুলনায় দশ গুণ বৃহত্তর একটি মূলধন। এখন ৫০ সপ্তাহে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যটি হিসাব করা হচ্ছে ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম-দত্ত একটি মূলধনের বাবদে—৫০ সপ্তাহে যা পরিভুক্ত হয়েছে, তার তুলনায় ১০ গুণ ক্ষুদ্রতর।

£৫০০ পরিমাণ মূলধন ক কখনো ৫ সপ্তাহের চেয়ে বেশি কালের জন্য অগ্রিম

দেওয়া হয় না। এই সময়ের শেষে তা ফিরে আসে এবং বছরের মধ্যে একই প্রক্রিয়া পুনর্নবীকৃত করতে পারে দশ বার, যেমন তা সম্পাদন করে দশটি প্রতিবর্তন। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায়।

প্রথমতঃ, ক-এর ক্ষেত্রে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি মূলধনের সেই অংশটির তুলনায় পাঁচ গুণ বৃহত্তর, যে অংশটি নিরন্তর নিয়োজিত থাকে সপ্তাহকালের উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়। অন্য দিকে মূলধন খ, যা প্রতিবর্তিত হয় ৫০ সপ্তাহে মাত্র একবার এবং সেই জন্য অবশ্যই অগ্রিম দিতে হবে ৫০ সপ্তাহের জন্য, তা তার অংশগুলির মধ্যে সেই একটি অংশের তুলনায় ৫০ গুণ বৃহত্তর, যেটিকে এক সপ্তাহের জন্য নিরন্তর নিয়োগ করা যায়। সুতরাং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার জন্য বছর চলাকালে অগ্রিম-দত্ত মূলধন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ধরা যাক এক সপ্তাহের জন্য নিরন্তর নিয়োগযোগ্য মূলধনের মধ্যেকার সম্পর্কটি প্রতিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তা হলে এখানে আমরা পাচ্ছি প্রথম ক্ষেত্রটি, যেখানে ৫ সপ্তাহের উদ্বৃত্ত-মূল্যটি এই ৫ সপ্তাহ-কাল নিয়োজিত মূলধনের জন্য হিসাব করা হয় ৫০ সপ্তাহের জন্য নিয়োজিত, দশ গুণ বৃহত্তর, একটি মূলধনের বাবদে।

দ্বিতীয়তঃ, মূলধন ক-এর প্রতিবর্তনের ৫ সপ্তাহকাল ধারণ করে বছরের মাত্র এক-দশমাংশ, যার মানে এই যে একটি গোটা বছর ধারণ করে এমন দশটি প্রতিবর্তন-কাল, যার ৫০০০ পরিমাণ মূলধন ক পরপর পুনর্বিনিয়োজিত হয়। নিয়োজিত মূলধন এখানে সমান সমান ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধন গুণ (×) বছর-পিছু প্রতিবর্তন-কালের সংখ্যা। বছরে বিনিয়োজিত মূলধন হচ্ছে ৫০০ গুণ (×) ১০, কিংবা £৫,০০০। বছরে অগ্রিম-দত্ত মূলধন হচ্ছে $\frac{৫০০০}{১০}$, কিংবা £৫০০। বস্তুতঃ পক্ষে, যদিও £৫০০ পরপর পুনর্বিনিয়োজিত, তা হলেও প্রতি ৫ সপ্তাহে প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ কখনো এই একই £৫০০-কে ছাড়িয়ে যায় না। অন্য দিকে, মূলধন খ-এর ক্ষেত্রে কেবল £৫০০ই ৫ সপ্তাহ-কালে বিনিয়োজিত এবং অগ্রিম-দত্ত হয় এখন ৫ সপ্তাহের জন্য। কিন্তু যেহেতু প্রতিবর্তনের সময় এ ক্ষেত্রে ৫০ সপ্তাহ, সেই হেতু এক বছরে বিনিয়োজিত মূলধন সমান হয় ৫০ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম দত্ত মূলধনের সঙ্গে—প্রতি ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে নয়। যাই হোক উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের বাৎসরিক উৎপাদিত পরিমাণ হয় সেই বছরে নিযুক্ত মূলধনের সঙ্গে সমপরিমেয়—সেই বছরে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সঙ্গে নয়। সুতরাং £৫০০ মূলধন, যা প্রতিবর্তিত হয় বছরে দশ বার, তার ক্ষেত্রে এটা যতটা বৃহত্তর, তার চেয়ে এই £৫০০০ মূলধন, যা প্রতিবর্তিত হয় বছরে এক বার, তার ক্ষেত্রে এটা বৃহত্তর নয়। এবং এটা এতটা বৃহৎ কেবল এই কারণে যে বছরে এক বার প্রতিবর্তিত মূলধনটি নিজেই বছরে দশ বার প্রতিবর্তিত মূলধনের চেয়ে দশগুণ বৃহত্তর।

এক বছরে প্রতিবর্তিত অস্থির মূলধন—অতএব, সেই অংশের সমপরিমাণ বাৎসরিক উৎপন্ন বা বাৎসরিক ব্যয়ের অংশ—হল সেই বছরে বস্তুতঃই নিয়োজিত, উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত, অস্থির মূলধন। সুতরাং এটা অনুসরণ করে যে যদি বাৎসরিক প্রতিবর্তিত অস্থির মূলধন ক এবং বাৎসরিক প্রতিবর্তিত অস্থির মূলধন খ সমান হয় এবং স্বয়ংসম্প্রসারণের সমান অবস্থাবলীর মধ্যে নিয়োজিত হয়, যাতে করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটি দুয়ের ক্ষেত্রেই হয় এক, তা হলে বাৎসরিক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটিও তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাবে অবশ্যই একই হবে। অতএব এক বছরের জন্য গণনা-করা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিও একই হবে, কারণ নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণগুলি এক, যে-পর্যন্ত হারটি প্রকাশিত হয় এই সমীকরণটির দ্বারা :

$$\frac{\text{বার্ষিক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ}}{\text{বার্ষিক প্রতিবর্তিত অস্থির মূলধন}}$$

অথবা প্রকাশিত হয় সাধারণ ভাবে : প্রতিবর্তিত অস্থির মূলধনগুলির আয়তন যা-ই হোক না কেন বৎসর-কালে তাদের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্ধারিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই হারটি দিয়ে, যে হারে মূলধনগুলি যথাক্রমে কাজ করেছে গড় সময়কালে (ধরুন, এক সপ্তাহ বা দিনের গড়)।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্ধারণের নিয়মাবলীর এটাই একমাত্র ফলশ্রুতি।

আরো দেখা যাক এই অনুপাতটির দ্বারা কি প্রকাশিত হয় :

$$\frac{\text{বার্ষিক প্রতিবর্তিত মূলধন}}{\text{অগ্রিম দত্ত-মূলধন}}$$

(কেবল অস্থির মূলধনটিকেই হিসাবে ধরে, যে কথা আমরা আগেই বলেছি)। এক বছর অগ্রিম-দত্ত মূলধন কত সংখ্যক প্রতিবর্তন সম্পাদন করে, এই ভাগটি তা প্রকাশ করে।

মূলধন ক-এর ক্ষেত্রে আমরা পাই :

$$\frac{\text{বার্ষিক প্রতিবর্তিত মূলধন £৫০০০}}{\text{অগ্রিম-দত্ত মূলধন £৫০০}}$$

মূলধন খ-এর ক্ষেত্রে আমরা পাই :

$$\frac{\text{বার্ষিক প্রতিবর্তিত মূলধন £৫০০০}}{\text{অগ্রিম দত্ত মূলধন £৫০০০}}$$

দুটি অনুপাতেই লব (numerator) প্রকাশ করে অগ্রিম-দত্ত মূলধন গুণ (×) প্রতিবর্তনের সংখ্যা ; ক-এর ক্ষেত্রে, ৫০০ গুণ ১০ ; খ-এর ক্ষেত্রে, ৫০০০ গুণ ১। অথবা একে গুণ করা যেতে পারে এক বছরের হিসাবে প্রতিবর্তনের বিপরীতায়িত

(inverted) **সময়ের** দ্বারা। ক-এর প্রতিবর্তনের সময় বছরের ১/১০; প্রতিবর্তনের বিপরীতায়িত সময় হল ১০/১ বছর; অতএব ১০/১ গুণ, কিংবা ৫০০০। খ-এর ক্ষেত্রে ৫০০০ গুণ ১/১, কিংবা ৫০০০। হর (denominator) প্রকাশ করে প্রতিবর্তিত মূলধন গুণ প্রতিবর্তনের বিপরীতায়িত সংখ্যা; ক-এর ক্ষেত্রে, ৫০০০ গুণ ১/১০; খ-এর ক্ষেত্রে, ৫০০০ গুণ ১/১।

বার্ষিক প্রতিবর্তিত দুটি অস্থির মূলধনের দ্বারা (মজুরি-প্রদত্ত এবং মজুরি-বঞ্চিত। শ্রমের যোগফল) এখানে সমান, কেননা প্রতিবর্তিত মূলধন-দুটি নিজেরাই সমান এবং তাদের স্বয়ংসম্প্রসারনের হারও অনুরূপ ভাবে সমান।

অগ্রিম-প্রদত্ত অস্থির মূলধনের সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবর্তিত অস্থির মূলধনের অনুপাত নির্দেশ করে (১) একটি নির্দিষ্ট কর্ম-কালের মধ্যে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের সঙ্গে অগ্রিম-দেয় মূলধনের অনুপাত। যদি প্রতিবর্তনের সংখ্যা হয় ১০, যেমন ক-এর ক্ষেত্রে, এবং বছরের সপ্তাহ-সংখ্যা হয় ৫০, তা হলে প্রতিবর্তনের সময়কাল হয় ৫ সপ্তাহ। এই ৫ সপ্তাহের জন্য অস্থির মূলধন অবশ্যই অগ্রিম দিতে হবে এবং ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি অবশ্যই হবে এক সপ্তাহে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের ৫ গুণ বেশি। তার মানে, অগ্রিম দত্ত মূলধনের (এ ক্ষেত্রে £৫০০০-এর) কেবল এক-পঞ্চমাংশই নিয়োগ করা যেতে পারে এক সপ্তাহ-কালে। অন্য দিকে, খ-এর ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতিবর্তনের সংখ্যা ১/১, সেখানে প্রতিবর্তনের সময় ১ বছর বা ৫০ সপ্তাহ অতএব সপ্তাহ-প্রতি নিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অনুপাত হল ৫০ : ১। যদি ক-এর ক্ষেত্রে যেমন ছিল, খ-এর ক্ষেত্রেও অবস্থাবলী একই থাকে, তা হলে খ-কে প্রতি সপ্তাহে নিয়োগ করতে হত £১০০-এর পরিবর্তে £১০০০। (২) এটা অনুসরণ করে যে, একই পরিমাণ অস্থির মূলধনকে, এবং অতএব—উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্দিষ্ট থাকলে—একই পরিমাণ শ্রমকে (মজুরি-প্রদত্ত এবং মজুরি-বঞ্চিত) গতিমুক্ত করতে, এবং এইভাবে বছরে একই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করতে খ নিযুক্ত করেছে ক-এর তুলনায় দশ গুণ বেশি মূলধন (£৫,০০০)। উদ্বৃত্ত-মূল্যের আসল হারটি কেবল প্রকাশ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের সঙ্গে ঐ একই সময়ে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাতটিকে। কিংবা এই সময়ে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের দ্বারা গতিমুক্ত মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের পরিমাণটিকে—আর কিছুকেই নয়। অস্থির মূলধনের যে-অংশটি অগ্রিম-দত্ত হয় সেই সময়কালে, যখন তা নিয়োজিত থাকে না, তার ব্যাপারে এর আদৌ কিছু করার নেই। অতএব, একটি নির্দিষ্ট সময় কালে মূলধনের যে-অংশটি অগ্রিম দেওয়া হয় এবং ঐ একই সময়কালে মূলধনের যে-অংশটি নিয়োগ করা হয়, এই দুয়ের মধ্যকার অনুপাতটির ব্যাপারেও তেমন তার কিছু করার নেই—এমন একটি অনুপাত, যা প্রতিবর্তন কালের দ্বারা বিভিন্ন মূলধনের জন্য উপযোজিত ও বিশেষীকৃত হয়।

উপরে যা উপস্থাপিত হয়েছে, তা থেকে অনুসরণ করে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারটি কেবল একটি ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে—যা প্রকাশ করে শ্রমের শোষণ, তার সঙ্গে মিলে যায়; মিলে যায় সেই ক্ষেত্রটির সঙ্গে—মিলে যায় সেই ক্ষেত্রটির সঙ্গে, যেখানে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি প্রতিবর্তিত হয় বছরে মাত্র একবার এবং এইভাবে অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি হয় উক্ত বছরে প্রতিবর্তিত মূলধনটির সমান, যখন সেই হেতু এই উৎপাদনে বৎসরকালে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ মিলে যায় এবং বৎসরকালে অগ্রিম-দত্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের অনুপাতের সঙ্গে একই হয়।

ক) উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার সমান সমান

$$\frac{\text{বৎসরকালে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ}}{\text{অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন}}$$

কিন্তু বৎসরকালে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ সমান সমান উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত হার গুণ তার উৎপাদনে নিযুক্ত অস্থির মূলধন। উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক উৎপাদনে নিযুক্ত মূলধন সমান সমান অগ্রিম-দত্ত মূলধন গুণ তার প্রতিবর্তনের সংখ্যা, যাকে আমরা বলব সং। অতএব ক সূত্রটি রূপান্তরিত হয় নিম্নোক্ত আকারে :

খ) উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার সমান সমান

$$\frac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত হার} \times \text{অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন} \times \text{সং}}{\text{অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন}}$$

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মূলধন খ-এর ক্ষেত্রে $= \frac{১০০ \times ৫০০০ \times ১}{৫০০০}$, কিংবা ১০০%।

কেবল যখন সং সমান সমান ১, অর্থাৎ যখন অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হয় কেবল একবার, অতএব সমান সমান এক বছরে নিয়োজিত বা প্রতিবর্তিত মূলধন, তখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার হয় সমান সমান তার প্রকৃত হার।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারকে বলা যাক উ′, উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত হারকে উ′ অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনকে মূ এবং প্রতিবর্তন-সংখ্যাকে সং। তা হলে $\text{উ}' = \frac{\text{উ মূ সং}}{\text{মূ}} = \text{উ}'\text{ সং}$। অন্য ভাবে বলা যায়, উ′ সমান সমান উ′ সং, এবং তা সমান সমান উ′ কেবল তখনি যখন সং = ১, অতএব উ′ = উ′ গুণ ১, কিংবা উ′।

এ থেকে আরো অনুসরণ করে যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বার্ষিক হার সব সময়েই সমান সমান উ′ সং অর্থাৎ একটি প্রতিবর্তন-কালে পরিভুক্ত অস্থির মূলধনের দ্বারা একটি প্রতিবর্তন-কালে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত হার, গুণ এক বছরে এই অস্থির

মূলধনের প্রতিবর্তনের সংখ্যা কিংবা (যার মানে দাঁড়ায় একই) গুণ এক বছরের বাবদ হিসাব-করা প্রতিবর্তনের বিপরীতায়িত **সময়**। (যদি অস্থির মূলধন প্রতি বৎসর প্রতিবর্তিত হয় দশ বার, তা হলে তার প্রতিবর্তনের সময় দাঁড়ায় এক বৎসরের $\frac{১}{১০}$; সুতরাং তার বিপরীতায়িত প্রতিবর্তন-সময় দাঁড়ায় $\frac{১০}{১}$ বা ১০)।

এ থেকে আরো অনুসরণ করে যে **উ**′=উ′, যখন সং সমান সমান ১। **উ**′ হবে উ′-এর চেয়ে বড় যখন সং হবে ১-এর চেয়ে বড় ; অর্থাৎ যখন অগ্রিম-দত্ত মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হয় এক বারের বেশি কিংবা প্রতিবর্তিত মূলধন হয় অগ্রিম-দত্ত মূলধনের চেয়ে বড়।

সর্বশেষে, **উ**′ হবে উ′-এর চেয়ে ছোট, যখন সং হবে ১-এর চেয়ে ছোট, অর্থাৎ যখন বছরে প্রতিবর্তিত মূলধন হবে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের কেবল একটি অংশ, যাতে করে প্রতিবর্তন-কাল হয় এক বছরের চেয়ে দীর্ঘতর।

এই শেষ ব্যাপারটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আমরা আমাদের আগেকার দৃষ্টান্তটির সবকটি প্রতিজ্ঞাই বহাল রাখছি, কেবল এইটি বাদে যে প্রতিবর্তন-কালটিকে দীর্ঘায়িত করা হল ৫৫ সপ্তাহে। শ্রম-প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় প্রতি সপ্তাহে £১০০ পরিমাণ অস্থির-মূলধন, অতএব প্রতিবর্তন-কালের জন্য £৫,৫০০, এবং প্রতি সপ্তাহে উৎপাদন করে ১০০ ; সুতরাং উ′ হয় পূর্বের মতই ১০০%। প্রতিবর্তনের সংখ্যা, সং, এখানে $\frac{৫০}{৫৫}$ বা $\frac{১০}{১১}$, কারণ প্রতিবর্তনের কাল হল (৫০ সপ্তাহের) বছরটির ১ যোগ $\frac{১}{১০}$, বা $\frac{১১}{১০}$ বছর।

$$\text{উ}' = \frac{১০০\% \times ৫৫০০ \times \frac{১০}{১১}}{৫৫০০} = ১০০ \times \frac{১০}{১১} = \frac{১০০০}{১১} = ৯০\frac{১০}{১১}\% ।$$

সুতরাং এটা ১০০% থেকে কম। বাস্তবিক পক্ষে, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার হত ১০০%, তা হলে বছরে ৫,০০০ মূ উৎপাদন করত ৫,০০০ উ, যেখানে তার জন্য আবশ্যক হয় $\frac{১০}{১১}$ বছর। এক বছরে ৫,৫০০ মূ উৎপাদন করে ৫,০০০ উ ; অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার হয় $\frac{৫,০০০\ \text{উ}}{৫,৫০০\ \text{মূ}}$, কিংবা $\frac{১০}{১১}$ কিংবা $৯০\frac{১০}{১১}\%$।

অতএব, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার, অথবা এক বছরে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং সাধারণ ভাবে **অগ্রিম-দত্ত** অস্থির মূলধন (উক্ত বছরে **প্রতিবর্তিত** অস্থির মূলধন থেকে ভিন্ন)—এই দুয়ের মধ্যে তুলনা কেবল মনগড়া তুলনামাত্র নয় ; স্বয়ং মূলধনের বাস্তব গতিক্রিয়াই এই বৈষম্যের উদ্ভব ঘটায়। মূলধন ক-এর মালিকের বেলায়, তার অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন £৫০০ বছরের শেষে ফিরে এসেছে তার কাছে, এবং সেই সঙ্গে আরো £৫০০০ উদ্বৃত্ত-মূল্য। বছরে যে মূলধন সে নিয়োগ করে তার পরিমাণ নয়, যে পরিমাণটি তার কাছে পর্যায়-ক্রমে ফিরে আসে, সেটাই প্রকাশ করে তার অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আয়তন। বর্তমান ক্ষেত্রে

এটা গুরুত্বহীন যে, বছরের শেষে মূলধন অবস্থান করে অংশতঃ একটি উৎপাদনশীল সরবরাহ হিসাবে, নাকি অংশতঃ অর্থ-মূলধন বা পণ্য-মূলধন হিসাবে, এবং কোন্ কোন্ অনুপাতে তা বিভক্ত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে। মূলধন খ-এর মালিকের বেলায়, £৫০০০, তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন তার কাছে ফিরে এসেছে—উদ্বৃত্ত-মূল্য বাবদে £৫,০০০ ছাড়াও। মূলধন গ-এর মালিকের বেলায় (সর্বশেষে বিবেচিত, £৫,০০০ পরিমাণ) বছরে উৎপাদিত হয়েছে £৫,০০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য (বিনিয়োগ £৫,০০০ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০%), কিন্তু তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন তার কাছে এখনো ফিরে আসেনি, তার উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যও নয়।

উ=উ'সং নির্দেশ করে একটি প্রতিবর্তন-কালে নিয়োজিত, অস্থির মূলধনের পক্ষে সিদ্ধ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে ; যথা :—

$$\frac{\text{একটি প্রতিবর্তন-কালে উৎপাদিত উ-এর পরিমাণ}}{\text{একটি প্রতিবর্তন-কালে নিয়োজিত মূ}}$$ —একে অবশ্যই গুণ করতে হবে প্রতিবর্তন-পর্বসমূহের সংখ্যা দিয়ে অথবা অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের পুনরুৎপাদন-পর্বসমূহের সংখ্যা গুণ যত-সংখ্যক পর্বে তা তার আবর্তটিতে নবীকৃত করে, তাই দিয়ে।

আমরা আগেই দেখেছি (Buch I, Kap. IV*) (অর্থের মূলধনে রূপান্তর), এবং আবার (Buch 1, Kap. XXI**) (সরল পুনরুৎপাদন) যে, মূলধন-মূল্য সাধারণতঃ অগ্রিম-দত্ত হয়, ব্যয়িত হয়না, যেহেতু এই মূল্য, তার আবর্তের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার পরে, তার প্রস্থান-বিন্দুতে ফিরে আসে, এবং সেই ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। এটাই তাকে অগ্রিম-দত্ত হিসাবে বিশেষিত করে। তার প্রস্থানের মুহূর্ত থেকে তার প্রত্যাগমনের মুহূর্ত পর্যন্ত যে সময় পার হয়, সেইটাই হল সেই সময়, যার জন্য তা অগ্রিম-দত্ত হয়েছিল। তার যাত্রারম্ভ থেকে তার প্রত্যাগমন পর্যন্ত সময়ের দ্বারা পরিমাপ-কৃত, মূলধন-মূল্যের দ্বারা অংকিত সমগ্র চক্রাকার গতিটি রচনা করে তার প্রতিবর্তন, আর এই প্রতিবর্তনের স্থায়িত্বকালই হচ্ছে একটি প্রতিবর্তন-কাল। যখন এই কালটি অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকে এবং আবর্তটি হয় সম্পূর্ণায়িত, তখন একই মূলধন-মূল্য নবীকৃত করতে পারে একই আবর্ত, অতএব পারে নোতুন করে সম্প্রসারিত হতে, পারে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে। যদি অস্থির মূলধন এক বছরে প্রতিবর্তিত হয় দশ বার, যেমন ঘটে মূলধন ক-এর ক্ষেত্রে, তা হলে একই পরিমাণ মূলধন এক বছরে প্রজনন করে একটি প্রতিবর্তন-কাল-অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্যের দশ-গুণ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য।

* বাং সংস্করণ : ১ম খণ্ড দ্বিতীয় বিভাগ

** বাং সংস্করণ : ২য় খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পৃঃ ২১০

ধনতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অগ্রগমনের প্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া দরকার।

মূলধন ক, যা বাৎসরিক প্রতিবর্তিত হয় দশ বার, তা এক বছরে অগ্রিম-দত্ত হয় দশ বার। প্রত্যেকটি নোতুন প্রতিবর্তন-পর্বের জন্য তাকে নোতুন করে অগ্রিম দেওয়া হয়। কিন্তু একই সময়ে, বৎসর-কালে ক কখনো এই একই £৫০০ মূলধন-মূল্যের বেশি অগ্রিম দেয় না এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের আলোচিত উৎপাদন-প্রক্রিয়াটির জন্য এই £৫০০-এর চেয়ে বেশি নিয়োগ করে না। যখনি এই £৫০০ একটি আবর্ত সম্পূর্ণ করে ফেলে, তখনি ক তাদের দিয়ে নোতুন করে আবার একই আবর্ত শুরু করায়; মূলধন তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারেই তার মূলধন-চরিত্রটি রক্ষা করে কেবল এই কারণে যে তা পর-পর উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সব সময়েই কাজ করে মূলধন হিসাবে। অধিকন্তু, তা কখনো পাঁচ সপ্তাহের বেশি কালের জন্য অগ্রিম-দত্ত হয় না। যদি প্রতিবর্তন দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হয়, তা হলে তা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। প্রতিবর্তন যদি খর্বিত হয়, তা হলে একটি অংশ বাহুল্যে পারিণত হয়। £৫০০-এর দশটি মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয় না, অগ্রিম দেওয়া হয় £৫০০-এর একটি মূলধন কিছুকাল অন্তর অন্তর। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারটি £৫০০ পরিমাণ একটি মূলধনের দশটি অগ্রিম বাবদে বা £৫০০০ বাবদে গণনা করা হয় না, গণনা করা হয় £৫০০ পরিমাণ একটি মূলধনের অগ্রিম বাবদে। এটা ঠিক একই যেন একটি একক শিলিং সঞ্চলন করছে দশ বার এবং তবু তা সঞ্চলনে কখনো একটি একক শিলিং-এর বেশিকে প্রতিনিধিত্ব করে না, যদিও তা কাজ করে দশ শিলিং-এর। কিন্তু যে পকেট তাকে ধারণ করে প্রতিটি হাত-বদলের পরে, সেখানে তা আগের মতই এক ও অভিন্ন এক শিলিং মূল্যই বজায় রাখে।

একই ভাবে মূলধন ক পর-পর প্রত্যেকটি প্রত্যাগমনে, এবং অনুরূপ ভাবে বৎসর-শেষে তার প্রত্যাগমনে, নির্দেশ করে যে তার মালিক সর্বদাই £৫০০ পরিমাণ একই মূলধন-মূল্য নিয়ে কারবার চালায়। অতএব কেবল £৫০০-ই তার কাছে প্রত্যাগমন করে। সুতরাং তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন কখনো £৫০০-এর বেশি নয়। সুতরাং যে ভগ্নাংকটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার প্রকাশ করে, অগ্রিম-দত্ত মূলধন £৫০০ হয় তার হর (বিভাজক)। এর জন্য আমাদের ছিল উল্লিখিত সূত্রটি:

$$উ' = \frac{উ' মূ সং}{মূ} = উ' সং।$$

যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত হার, উ', সমান $\frac{উ}{মূ}$, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ভাগ অস্থির মূলধন, যা তাকে উৎপাদন করেছিল, সেই হেতু উ' সং-এ আমরা উ'-র মূল্যের পরিবর্তে স্থাপন করতে পারি $\frac{উ}{মূ}$, এবং পাই অন্য সূত্রটি $উ' = \frac{উ সং}{মূ}$।

কিন্তু তার দশ-গুণ প্রতিবর্তনের দ্বারা এবং তার অগ্রিমের দশ-গুণ নবীকরণের দ্বারা, £৫০০ পরিমাণ মূলধন সম্পাদন করে একটি দশ-গুণ বৃহত্তর মূলধনের কাজ, £৫০০০ পরিমাণ একটি মূলধনের কাজ, ঠিক যেমন ৫০০ শিলিং, যা বছরে সঞ্চলন করে দশ বার, সম্পাদন করে ৫০০০ শিলিং-এর সমান একই কাজ, যা সঞ্চলন করে কেবল এক বার।

২. একক অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তন

"একটি সমাজে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার রূপ যাই হোক না কেন, এটা অবশ্যই হবে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, অবশ্যই যাবে একই পর্যায়সমূহের মধ্য দিয়ে সময়-ক্রমিক ভাবে। · যখন তাকে দেখা হয় একটি সুসংবদ্ধ সমগ্র হিসাবে, এবং নিরবচ্ছিন্ন নবীকরণের পথে বহমান হিসাবে, তখন প্রত্যেকটি সামাজিক উৎপাদন একই সময়ে হয় একই পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া।···অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সময়-ক্রমিক সংবৃদ্ধি হিসাবে, কিংবা প্রক্রিয়া-রত মূলধনের সময়-ক্রমিক ফল হিসাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্য ধারণ করে মূলধন থেকে উদ্‌গত একটি আয়ের রূপ।" (Buch I, Kap XXI, pp. 588-589 ।)*

মূলধন ক-এর ক্ষেত্রে, আমাদের আছে ১০টি পাঁচ-সপ্তাহব্যাপী প্রতিবর্তন-কাল। প্রতিবর্তনের প্রথম কালটিতে অগ্রিম দেওয়া হয় £৫০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন ; তার মানে প্রতি সপ্তাহে শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় £১০০ করে, যার দরুণ প্রথম প্রতিবর্তন-কালটির শেষে শ্রম-শক্তি বাবদে ব্যয়িত হয় £৫০০। এই যে £৫০০, যা শুরুতে ছিল মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনের একটি অংশ, তা আর মূলধন থাকল না। তা ব্যয়িত হয়ে গেছে মজুরি হিসাবে। শ্রমিকেরা আবার তা ব্যয় করে দেয় জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য ; তারা পরিভোগ করে £৫০০ মূল্যের জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী। সুতরাং ঐ মূল্যের একটি পণ্যসম্ভার ধ্বংস হয়ে যায় ; (টাকার অংকে শ্রমিক যা বাঁচাতে পারে, তাও মূলধন নয়।) শ্রমিকের দিক থেকে, পণ্যের এই পরিমাণটি পরিভুক্ত হয় অনুৎপাদনশীল ভাবে—অবশ্য ততটা বাদে যতটা রক্ষা করে, ধনিকের কাছে অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে, তার শ্রম-শক্তির কার্যকরিতাকে।

দ্বিতীয়তঃ, এই £৫০০—অবশ্য ধনিকের কাছে রূপান্তরিত হয়েছে একই মূল্যের (বা দামের) শ্রম-শক্তিতে। শ্রম-প্রক্রিয়ায় ধনিক শ্রম-শক্তিকে পরিভোগ করে উৎপাদনশীল ভাবে। ৫ সপ্তাহের শেষে সৃষ্ট হয় £১০০০ মূল্যের উৎপন্ন-সামগ্রী।

* বাং ২য় খণ্ড প্রথম সং : পৃঃ ২৫৮-২৬১

এর অর্ধেকটা অর্থাৎ £৫০০ হচ্ছে শ্রম-শক্তির মজুরি বাবদে ব্যয়িত অস্থির মূলধনের পুনরুৎপাদিত মূল্য। বাকি অর্ধেকটা £৫০০ হচ্ছে নোতুন ভাবে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য। কিন্তু যার পরিবর্তে বিনিময়ের মাধ্যমে মূলধনের একটি অংশ রূপান্তরিত হয়েছিল অস্থির মূলধনে, সেই ৫ সপ্তাহের শ্রম-শক্তিও ব্যয়িত ও পরিভুক্ত হয় অনুরূপ ভাবে, অবশ্য উৎপাদনশীল ভাবে। শ্রম যা সক্রিয় ছিল গতকাল, তা আজ যে শ্রম সক্রিয় আছে, তার সঙ্গে এক নয়। তার মূল্য যোগ তার দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য এখন অবস্থান করে শ্রম-শক্তি থেকে পৃথক একটি জিনিসের, অর্থাৎ একটি উৎপন্ন-সামগ্রীর, মূল্য হিসাবে। কিন্তু উৎপন্ন সামগ্রীটিকে অর্থে রূপান্তরিত করে, তার মূল্যের সেই অংশটি, যেটি অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের সমান, সেটি আরো একবার বিনিমিত হতে পারে শ্রম-শক্তির সঙ্গে এবং এই ভাবে আরো একবার কাজ করতে পারে অস্থির মূলধন হিসাবে। এই যে ঘটনা যে একই কর্মীরা অর্থাৎ শ্রম-শক্তির একই বাহকেরা কেবল পুনরুৎপাদিত মূলধন-মূল্যের দ্বারাই কর্ম-নিযুক্ত হয় না, উপরন্তু যে-মূলধন-মূল্য অর্থে পুনঃরূপান্তরিত হয়েছে, তার দ্বারাও কর্ম-নিযুক্ত হয়, তাতে কিছু এসে যায় না। ধনিকের পক্ষে এটা সম্ভব যে দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালের জন্য সে ভাড়া করে আলাদা একদল কর্মী।

অতএব বাস্তব ক্ষেত্রে, প্রতিটি ৫ সপ্তাহ-ব্যাপী, এমন দশটি প্রতিবর্তন-কালে মজুরি হিসাবে পর-পর ব্যয়িত হয় £৫০০ নয়, £৫০০০ পরিমাণ একটি মূলধন, এবং জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ ক্রয়ের জন্য। এই অগ্রিম-দত্ত £৫০০০ পরিমাণ মূলধন পরিভুক্ত হয়। তার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। অন্য দিকে, £৫০০ নয়, £৫০০০ মূল্যের শ্রম-শক্তি পর-পর অন্তর্ভুক্ত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায় এবং তা কেবল তার নিজের মূল্যটাই, £৫০০ পাউণ্ডই পুনরুৎপাদন করে না. তদুপরি £৫০০০ পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যও উৎপাদন করে। প্রতিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বে অগ্রিম-দত্ত £৫০০ পরিমাণ অস্থির মূলধনটি প্রতিবর্তনের প্রথম পর্বে অগ্রিম-দত্ত £৫০০-এর সঙ্গে এক ও অভিন্ন মূলধন নয়। সেটা পরিভুক্ত এবং মজুরি বাবদে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা প্রতিস্থাপিত হয় £৫০০ পরিমাণ নোতুন অস্থির মূলধনের দ্বারা, যা প্রথম প্রতিবর্তন-পর্বে উৎপাদিত হয়েছিল পণ্যের আকারে, এবং পুনঃরূপান্তরিত হয়েছিল অর্থে। অতএব এই £৫০০০ পরিমাণ নোতুন অর্থ-মূলধন হচ্ছে প্রথম প্রতিবর্তন-পর্বে নোতুন উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের অর্থ-রূপ। এই যে, ঘটনা যে ধনিকের হাতে থাকে, উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়াও, এই একই পরিমাণ অর্থ, £ ৫০০—গোড়ায় সে যে-পরিমাণ অর্থ-মূলধন অগ্রিম দিয়েছিল, ঠিক সেই একই পরিমাণ—এই ঘটনা এই ব্যাপারটিকে আড়াল করে রাখে যে, সে কাজ করছে একটি নোতুন উৎপাদিত মূলধন নিয়ে। (পণ্য-মূলধনটির মূল্যের অন্যান্য উপাদান, যেগুলি প্রতিস্থাপন করে মূলধনের স্থির অংশগুলিকে, সেগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের মূল্য নোতুন উৎপাদিত নয়; যে আকারে তা অবস্থান করে, সেই আকারটিই কেবল পরিবর্তিত।)

প্রতিবর্তনের তৃতীয় কালটি ধরা যাক। এখানে এটা স্পষ্ট যে, তৃতীয় বারের জন্য অগ্রিম-দত্ত £৫০০ পরিমাণ মূলধন, পুরানো মূলধন নয়, পরন্তু একটি নোতুন মূলধন, কেননা তা প্রথম প্রতিবর্তন-কালে নয়, দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালে উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের অর্থ-রূপ অর্থাৎ এই সম্ভারের সেই অংশটির অর্থ-রূপ, যে-অংশটির মূল্য অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের সমান। প্রথম প্রতিবর্তন-কালে উৎপাদিত পণ্যসম্ভার বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অগ্রিম-দত্ত মূলধনের মূল্যের অস্থির অংশের সমান তার মূল্যের একটি অংশ রূপান্তরিত হয়েছে দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালের নোতুন শ্রম-শক্তিতে; তা উৎপাদন করেছে একটি নোতুন পণ্যসম্ভার, যা আবার তার পালামত বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং যার মূল্যের একটা অংশ রচনা করে তৃতীয় প্রতিবর্তন-কালে অগ্রিম-দত্ত মূলধন £৫০০।

এবং এই ভাবেই চলে প্রতিবর্তনের দশটি পর্বকাল। এই পর্বকালগুলি চলাকালে, নোতুন নোতুন উৎপাদিত পণ্যসম্ভার (যার মূল্যও, যে পরিমাণে তা অস্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপিত করে, সেই পরিমাণে নোতুন উৎপাদিত, এবং যা মূলধনের স্থির আবর্তনশীল অংশটির ক্ষেত্রের মত কেবল পুনরাবির্ভূত হয় না) বাজারে নিক্ষিপ্ত হয় প্রতি পাঁচ সপ্তাহে, যাতে করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় চির-নোতুন শ্রম-শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সুতরাং £৫০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের দশ-গুণ প্রতিবর্তনের দ্বারা যা সম্পাদিত হয়, তা এই নয় যে এই £৫০০ পরিমাণ মূলধনকে দশ বার উৎপাদনশীল ভাবে পরিভোগ করা যায়, অথবা ৫ সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি অস্থির মূলধনকে ৫০ সপ্তাহকাল উৎপাদনশীল ভাবে বিনিয়োগ করা যায়। বরং দশ-গুণ £৫০০ অস্থির মূলধন বিনিয়োজিত হয় ৫০ সপ্তাহে, এবং £৫০০ সব সময়েই স্থায়ী হয় কেবল ৫ সপ্তাহ এবং ৫ সপ্তাহের শেষে তাকে অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হবে £৫০০ পরিমাণ একটি নোতুন উৎপাদিত মূলধনের দ্বারা। এটা মূলধন ক এবং মূলধন খ-এর ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ঠিক এই বিন্দুতেই পার্থক্যের সূচনা।

৫ সপ্তাহের প্রথম পর্বকালের শেষে £৫০০ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধন খ এবং সেই সঙ্গে ক-ও £৫০০ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধন অগ্রিম দিয়েছে এবং ব্যয় করেছে। ক এবং খ উভয়েই তার মূল্যকে শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে এবং এই শ্রম-শক্তির দ্বারা নোতুন সৃষ্ট উৎপন্ন সামগ্রীর সেই অংশটির মূল্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে, যা £৫০০ পরিমাণ অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের মূল্যের সমান। খ এবং ক উভয়ের জন্য শ্রম-শক্তি একই পরিমাণ একটি নোতুন মূল্যের দ্বারা কেবল ব্যয়িত অস্থির মূলধনের মূল্যকেই প্রতিস্থাপিত করেনি, পরন্তু একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যও সংযোজন করেছে—আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে যে-উদ্বৃত্ত-মূল্যটি একই আয়তনের।

কিন্তু খ-এর ক্ষেত্রে মূল্য-উৎপন্নটি, যেটি অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনকে প্রতি-

স্থাপিত করে এবং তার সঙ্গে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য সংযোজিত করে, সেটি এমন একটি রূপে অবস্থিত নয়, যে-রূপে তা উৎপাদনশীল, বা অস্থির মূলধন হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু ক-এর ক্ষেত্রে সেটি তেমন একটি রূপেই অবস্থিত। এবং বছরের শেষ অবধি, প্রথম ৫ বছরে এবং পরবর্তী প্রতি ৫ সপ্তাহে ব্যয়িত অস্থির মূলধন খ-এর দখলে তেমন রূপে থাকে না (যদিও তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে নোতুন উৎপাদিত মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা), যে রূপে তা আবার কাজ করতে পারে উৎপাদনশীল, বা অস্থির, মূলধনের দ্বারা। সত্য বটে, তার মূল্য প্রতিস্থাপিত হয় নোতুন মূল্যের দ্বারা, অতএব নবীকৃত হয়, কিন্তু তার মূল্যের রূপটি (এ ক্ষেত্রে মূল্যের অনপেক্ষ রূপটি, তার অর্থ-রূপটি) নবীকৃত হয় না।

পাঁচ সপ্তাহের দ্বিতীয় পর্বকালটির জন্য (এবং অতএব বছরের প্রতিটি পরবর্তী ৫ সপ্তাহকালের জন্য), আরো £৫০০ অবশ্যই আবার পাওয়া যাবে, প্রথম পর্বকালের মত একই। অতএব, ক্রেডিট-এর পরিস্থিতি-নির্বিশেষে, £৫০০০ অবশ্যই পাওয়া যাবে বছরের শুরুতে একটি সম্ভাব্য অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধন হিসাবে, যদিও ঐ £৫০০০ বাস্তবে ব্যয়িত হয়, শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কেবল ক্রমে ক্রমে, গোটা বছর ধরে।

কিন্তু যেহেতু ক-এর ক্ষেত্রে আবর্তটি, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের প্রতিবর্তনটি, সম্পূর্ণায়িত হয়, সেই হেতু প্রথম ৫ বছর পার হবার পরে প্রতিস্থাপন-মূল্যটি আবার সেই রূপে অবস্থিত হয়, যে রূপটিতে ৫ সপ্তাহের মেয়াদে তা নোতুন শ্রম-শক্তিকে গতিমুক্ত করতে পারে—অর্থাৎ তার মূল রূপটিতে, অর্থ-রূপটিতে।

ক এবং খ উভয়ের ক্ষেত্রে নোতুন শ্রম-শক্তি পরিভুক্ত হয় দ্বিতীয় ৫ সপ্তাহের পর্বকালে এবং এই শ্রম-শক্তি বাবদে ব্যয় হয় £৫০০ প্রথম এবং £৫০০ ব্যয় করে প্রাপ্ত জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ শেষ হয়ে গিয়েছে ; সব দিক থেকেই সেগুলির মূল্য ধনিকের হাত থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় £৫০০ দিয়ে কেনা হয় নোতুন শ্রম-শক্তি, বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় জীবন-ধারণের নোতুন উপায়-উপকরণ। এক কথায়, যা ব্যয়িত হচ্ছে তা একটি নোতুন মূলধন, £৫০০,—পুরানো মূলধনটি নয়। কিন্তু ক-এর ক্ষেত্রে £৫০০ পরিমাণ এই নোতুন মূলধন হচ্ছে পূর্বে ব্যয়িত £৫০০ পরিমাণ মূল্যের জায়গায় নোতুন উৎপাদিত পরিবর্তনের অর্থ-রূপ ; অন্য দিকে, খ-এর ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তটি থাকে এমন একটি রূপে, যে-রূপে সেটি অস্থির মূলধন হিসাবে কাজ করতে পারে না। সেটি সেখানে থাকে, কিন্তু অস্থির মূলধনের রূপে থাকে না। অতএব পরবর্তী ৫ সপ্তাহ ধরে উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য £৫০০ পরিমাণ একটি অতিরিক্ত মূলধন এখানে অপরিহার্য অর্থ-রূপে অবশ্যই সংস্থান করতে হবে এবং অগ্রিম দিতে হবে। এইভাবে, ৫০ সপ্তাহ কালে, ক এবং খ উভয়েই ব্যয় করে সম-পরিমাণ অস্থির মূলধন, মজুরি দেয় সম-পরিমাণ শ্রম-শক্তির জন্য এবং পরিভোগ করে সম-পরিমাণ শ্রম-শক্তি। পার্থক্য কেবল এই যে, খ তার জন্য মজুরি দেয় তার মোট মূল্য

£৫০০০-এর সমান একটি অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সাহায্যে যেখানে ক তার জন্য ব্যয় করে পরম্পরাগতভাবে প্রতি ৫ সপ্তাহে উৎপাদিত মূল্য-পরিবর্তনের চির-নবীকৃত অর্থ-রূপের সাহায্যে, প্রতি ৫ সপ্তাহের জন্য অগ্রিমদত্ত £৫০০ পরিমাণ মূলধন বাবদে। ৫ সপ্তাহের জন্য যতটা দরকার হয়, তার চেয়ে বেশি অর্থ মূলধন কখনো অগ্রিম দেওয়া হয় না অর্থাৎ প্রথম ৫ সপ্তাহে যতটা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল ততটার চেয়ে, £৫০০-এর চেয়ে কখনো বেশি নয়। এই £৫০০ টিকে থাকে গোটা বছর জুড়ে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, শ্রমের শোষণের হার এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রকৃত হার একই হওয়ায়, ক-এর এবং খ-এর (উদ্বৃত্ত-মূল্যের) বার্ষিক হার-দুটি হবে অস্থির অর্থ-মূলধন দুটির আয়তনের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক, যে যে আয়তনের অর্থ-মূলধন অগ্রিম দিতে হবে সারা বছরে একই পরিমাণ শ্রম-শক্তিকে গতিশীল করার জন্য।

$$\text{ক}: \frac{৫০০০\ \text{উ}}{৫০০\ \text{মূ}} = ১০০০\% \ ; \ \text{খ}: \frac{৫,০০০\ \text{উ}}{৫,০০০\ \text{মূ}} = ১০০\%$$

৫০০ মূ : ৫,০০০ মূ = ১ : ১০ = ১০০% : ১,০০০%।

এই যে পার্থক্য, তার কারণ হল প্রতিবর্তনের সময় কালে পার্থক্য—অর্থাৎ যে যে সময়কালে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত অস্থির মূলধনের মূল্য-পরিবর্তন নোতুন করে মূলধন হিসাবে, অতএব একটি নোতুন মূলধন হিসাবে কাজ করতে পারে—সেই সময়কালে পার্থক্য। খ-এর এবং ক-এর ক্ষেত্রে, একই সময়কালে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের জন্য ঘটে একই মূল্যের প্রতিস্থাপন। একই সময়কালে উদ্বৃত্ত-মূল্যেরও ঘটে একই সংবৃদ্ধি। কিন্তু খ-এর বেলায়, যেখানে প্রতি ৫ সপ্তাহে ঘটে £৫০০ পরিমাণ মূল্যের এবং £৫০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিস্থাপন, এই-মূল্য পরিবর্ত নোতুন মূলধন রচনা করে না, কেননা তা অর্থের রূপে অবস্থান করে না। ক-এর বেলায় পুরানো মূলধন মূল্য একটি নোতুন মূলধন-মূল্যের দ্বারা কেবল প্রতিস্থাপিতই হয় না, সেটা তার অর্থ-রূপে পুনর্বাসিতও হয়, অতএব তার কার্য-সম্পাদনে সক্ষম একটি নোতুন মূলধন হিসাবে প্রতিস্থাপিত হয়।

আগে হোক, পরে হোক, মূল্য-পরিবর্তের অর্থে রূপান্তর, অতএব সেই আকারে রূপান্তর যে আকারে অস্থির মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয়, সেটা স্পষ্টতই একটা গুরুত্বহীন ঘটনা—যেখানে বিবেচ্য হচ্ছে কেবল স্বয়ং উদ্বৃত্ত-মূল্যেরই উৎপাদনের ব্যাপারটি। এই উৎপাদন নির্ভর করে নিয়োজিত অস্থির মূলধনের আয়তন এবং শ্রমের শোষণের মাত্রার উপরে। কিন্তু বৎসর কালে শ্রম-শক্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে গতিশীল করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ-মূলধন অগ্রিম দিতে হবে, এ ঘটনাটি তা প্রভাবিত করে; অতএব তা উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারটি নির্ধারিত করে।

৩. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্থির মূলধনের প্রতিবর্তন

এই ব্যাপারটাকে মহূর্তের জন্য সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। ধরা যাক, এক জন শ্রমিকের সপ্তাহিক মজুরি £১, শ্রম-দিবস ১০ ঘণ্টা। ক-এর বেলায়, এবং খ-এর বেলায়ও, এক বছরে নিযুক্ত হয় ১০০ শ্রমিক (সপ্তাহে ১০০ শ্রমিকের জন্য £১০০, ৫ সপ্তাহে £৫০০, ৫০ সপ্তাহে £৫,০০০), এবং তাদের প্রত্যেকেই ৬ দিনের প্রতি সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করে। সুতরাং প্রতি সপ্তাহে ১০০ শ্রমিক কাজ কাজ করে ৬০০০ ঘণ্টা এবং ৫০ সপ্তাহে ৩০০,০০০ ঘণ্টা। এই শ্রমশক্তিকে ক এবং খ দখল করে নেয়; সুতরাং সমাজ কোনো কিছুর জন্য তাকে ব্যয় করতে পারে না। এই পর্যন্ত ব্যাপারটি সামাজিক দিক থেকে ক এবং খ উভয়ের পক্ষে একই। অধিকন্তু: ক এবং খ উভয়ের ক্ষেত্রেই যে-কোনো পক্ষের দ্বারা নিযুক্ত ১০০ শ্রমিক পায় £৫০০০ পরিমাণ বার্ষিক মজুরি (কিংবা, ২০০ শ্রমিকের মজুরি সমেত, £১০,০০০); এবং সমাজ থেকে তুলে নেয় সেই পরিমাণ জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ। সুতরাং এই পর্যন্ত ক এবং খ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সামাজিক ভাবে একই। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় সপ্তাহের হিসাবে, সেই হেতু তারা সমাজ থেকে জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ তুলে নেয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এবং উভয় ক্ষেত্রেই সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে সমার্থ পরিমান অর্থ। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে।

প্রথমত:, ক শ্রমিক যে-অর্থ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে, যা কেবল তার শ্রম-শক্তির মূল্যের অর্থ-রূপ (বস্তুত: পক্ষে, ইতিপূর্বে সম্পাদিত শ্রমের জন্য মজুরি দেবার একটি উপায়) নয়, খ শ্রমিকের ক্ষেত্রে যেমন তাই; কাজ শুরু করার পরে দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কাল থেকে গণনা করে, এটা হচ্ছে প্রথম প্রতিবর্তন কালে সৃষ্ট তার **নিজের মূল্যের** অর্থ-রূপ (=শ্রম-শক্তির দাম যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য), যার দ্বারা দ্বিতীয় প্রতিবর্তন-কালে দেওয়া হয় তার শ্রমের মজুরি। খ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন নয়। খ শ্রমিকের ক্ষেত্রে, অর্থ এখানে, বস্তুত: পক্ষেই তার দ্বারা ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজের জন্য দামের একটা উপায়, কিন্তু সে নিজে যে-মূল্য উৎপাদন করেছিল এবং যা অর্থে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা দিয়ে এই সম্পাদিত কাজের মজুরি দেওয়া হয় না (ঐ শ্রম নিজে যে মূল্য উৎপন্ন করেছে তার অর্থ-রূপ দিয়ে নয়)। এটা করা যায় না, দ্বিতীয় বছরটি শুরু হবার আগে, যখন খ-শ্রমিককে মজুরি দেওয়া হয় আগের বছরে তার দ্বারা উৎপাদিত এবং অর্থে রূপান্তরিত মূল্যের সাহায্যে।

মূলধনের প্রতিবর্তন-কাল যত অল্প হবে—অতএব যতটা সময় অন্তর অন্তর মূলধন সারা বছর ধরে পুনরুৎপাদিত হয়, তা যত অল্প হবে, ধনিকের দ্বারা প্রারম্ভে

অর্থ-রূপে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অস্থির অংশটি ততই-তাড়াতাড়ি শ্রমিকের দ্বারা এই অস্থির মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য সৃষ্ট মূল্যটি (উদ্বৃত্ত মূল্য সহ) অর্থ-রূপে রূপান্তরিত হবে ; ধনিক তার নিজের তহবিল থেকে যে সময়কালের জন্য অর্থ অগ্রিম দেবে, তা তত কম হবে এবং উৎপাদনের উপস্থিত আয়তনের অনুপাতে তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত মূলধন তত কম হবে ; এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি নির্দিষ্ট হারের সাহায্যে বৎসরে সে যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে নেয়, তা তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়, কেননা শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট অর্থ-রূপের সাহায্য সে তত বেশি ঘন ঘন শ্রমিককে ক্রয় করতে পারে এবং তত বেশি ঘন ঘন তার শ্রমকে আবার গতিমুক্ত করতে পারে।

উৎপাদনের আয়তন যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের (এবং সাধারণ ভাবে আবর্তনশীল মূলধনের) অনপেক্ষ আয়তন প্রতিবর্তন-কালের হ্রাস-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আয়তন যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পায় ; অতএব, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে পুনরুৎপাদন-কালের সংক্ষেপীকরণের দ্বারা সংঘটিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ প্রতিবর্তনের একটি সময়কালে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনপেক্ষ আয়তন অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে যেটা সাধারণ ভাবে আসে, তা এই যে প্রতিবর্তন-কালের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দরুন উৎপাদনশীল আবর্তনশীল মূলধনের একই পরিমাণকে এবং শ্রমের একই পরিমানকে শ্রমের একই মাত্রার শোষণের সাহায্যে গতিশীল কারার জন্য বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ-মূলধন অগ্রিম দেবার প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়তঃ—এবং এটা প্রথম পার্থক্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত—**খ** এবং **ক** শ্রমিকেরা জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের জন্য দাম দেয় সেই অস্থির মূলধনের সাহায্যে, যা তাদের হাতে রূপান্তরিত হয়েছে সঞ্চলনের মাধ্যমে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারা বাজার থেকে গম কেবল তুলেই নেয়না তার জায়গায়, সম-মূল্যের অর্থর প্রতিস্থাপনও করে। কিন্তু যেহেতু **খ** শ্রমিক যে-অর্থের সাহায্যে তার বাজার থেকে তুলে নেওয়া জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের দাম দেয়, সেই অর্থ টা তার বৎসরকালের উৎপাদিত ও বাজারে নিক্ষেপিত একটি মূল্যের অর্থ-রূপ নয়, **ক**-এর বেলায় সেটা অবশ্য তাই হয়, সেই হেতু জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের বিক্রেতাকে সে সরবরাহ করে অর্থ—পণ্য নয়, তা সেই পণ্য উৎপাদনের উপায়-উপকরণই হোক বা জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণই হোক, যা এই বিক্রেতা কিনতে পারত তার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে, যেমন সে পারে **ক**-এর বেলায়। সুতরাং বাজার বঞ্চিত হয় শ্রম-শক্তি থেকে, এই শ্রম-শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ থেকে, **খ**-এর বেলায় ব্যবহৃত শ্রমের হাতিয়ারের আকারে স্থিতিশীল মূলধন থেকে এবং উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রী থেকে এবং এগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য সম-মূল্যের

অর্থ বাজারে নিক্ষেপ করা হয়; কিন্তু সারা বছরে কোনো উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে নিক্ষিপ্ত হয় না, যার দ্বারা বাজার থেকে তুলে নেওয়া উৎপাদনশীল মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলিকে প্রতিস্থাপন করা যায়। যদি আমরা সমাজকে ধনতান্ত্রিক হিসাবে ধারণা না করে কমিউনিস্ট হিসাবে ধারণা করি, তা হলে প্রথমতঃ সেখানে আদৌ থাকবে না কোনো অর্থ-মূলধন, থাকবে না তজ্জনিত লেনদেনকে আড়াল করে কোনো ছদ্ম-আবরণ। প্রশ্নটি তখন সমাজের আগে ভাগেই হিসাব করার প্রয়োজন হয়, তা হল এই যে রেল-পথ নির্মাণ ইত্যাদির মত কাজ-কারবার, যা উৎপাদন বা জীবন-ধারণের কোনো উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে না, কিংবা যখন সেগুলি মোট বার্ষিক উৎপাদন থেকে শ্রম, উৎপাদনের উপায় উপকরণ এবং জীবন-ধারণের-উপায় উপকরণ নিষ্কর্ষিত করে নেয়, যখন সেই দীর্ঘ সময় ধরে, এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে কোনো উপযোগপূর্ণ জিনিস উৎপাদন করে না, তখন, কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে, সমাজ কত পরিমাণ শ্রম, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এবং জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ বিনিয়োগ করতে পারে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজে যেখানে সামাজিক যুক্তি সব সময়েই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে post festum, সেখানে বিরাট বিরাট ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং নিশ্চয়ই ঘটবে। এক দিকে টাকার বাজারে চাপ সৃষ্টি করা হয়; অন্য দিকে, একটি স্বচ্ছন্দ টাকার বাজার প্রচুর সংখ্যায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটায়। টাকার বাজারে চাপ সৃষ্টি হয়, কেননা বিরাট বিরাট পরিমাণে অর্থ দীর্ঘ সময়ের জন্য অবিরত অগ্রিম দিতে হয়। এবং এটা দিতে হয় এই ঘটনা সত্ত্বেও যে, শিল্প-পতি ও বণিকেরা তাদের কাজ-কারবার চালাবার জন্য ফটকামূলক রেল-পথ প্রকল্পগুলিতে প্রযোজনীয় অর্থ বিনিযোগ করে এবং টাকার বাজার থেকে ধার নিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে।

অন্যদিকে সমাজের উপস্থিত উৎপাদনশীল মূলধনের উপরে চাপ। যেহেতু উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানগুলিকে অবিরত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের বদলে কেবল সম-মূল্যের অর্থ বাজারে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই হেতু সরবরাহের কোনো উপাদান বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও কার্যকর চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে উৎপাদনশীল দ্রব্যসামগ্রী এবং জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ উভয়েরই দামে বৃদ্ধি ঘটছে। এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে যে স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার একটি চালু রেওয়াজ এবং মূলধন স্থানান্তরিত হয় বৃহৎ আয়তনে। ফটকাকারবারী, ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার, আইন-ব্যবসায়ী ইত্যাদির একটা বাহিনী নিজেদের বিত্তবান করে তোলে। তারা বাজারে ভোগ্য পণ্যের চাহিদায় প্রভূত বৃদ্ধি ঘটায়; একই সময়ে মজুরিও বৃদ্ধি পায়। খাদ্য-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, কৃষিও উজ্জীবিত হয়। কিন্তু যেহেতু এবং খাদ্য-দ্রব্যগুলির সরবরাহ এক বছরের মধ্যে হঠাৎ বাড়ানো সম্ভব নয়, সেই হেতু সাধারণ ভাবে বিদেশী খাদ্যদ্রব্য এবং বিলাস দ্রব্যের (কফি, চিনি, মদ ইত্যাদির) আমদানির মত সেগুলির আমদানিও বৃদ্ধি

পায়। অতএব আমদানি ব্যবসায়ের এই লাইনে আমদানি ও ফাটকা-কারবারের অতিরিক্ত বাড়-বাড়ন্ত ঘটে। ইতিমধ্যে শিল্পের যে সমস্ত শাখায় উৎপাদনে তাড়াতাড়ি প্রসার ঘটানো যায় (সঠিক অর্থে 'ম্যানুফ্যাকচার,' খনি খনন ইত্যাদি)। সে সব শাখায় দাম বেড়ে যাবার ফলে আকস্মিক সম্প্রসারণ ঘটে এবং তারই পরে ঘটে বিপর্যয়। শ্রমের বাজারেও ঘটে অনুরূপ ঘটনা, ব্যবসায় নোতুন নোতুন লাইন টেনে আনে প্রচ্ছন্ন আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার, এমনকি কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যার, বিপুল সমষ্টিকে। সাধারণ ভাবে রেলওয়ের মত বৃহদায়তন উদ্যোগসমূহ শ্রমের বাজার থেকে তুলে নেয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-শক্তি, যা আসতে পারে কেবল কৃষিকাজের মত পেশাগুলি থেকে, যেখানে কেবল শক্ত সমর্থ পুরুষদের দরকার হয়। নোতুন উদ্যোগগুলি ব্যবসায়ের ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এবং সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রাম্যমান শ্রমিক শ্রেণী গঠিত হয়ে যাওয়ার পরেও এটা অব্যাহত থাকে, যেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে, রেলপথ নির্মাণের আয়তনে গড়ের উপরে সাময়িক উত্থানের ক্ষেত্রে। মজুদ শ্রমিক-বাহিনীর একটা অংশ, যা মজুরিকে কম রেখেছিল, তা কাজে নিযুক্ত হয়ে যায়। সাধারণ ভাবে একটা মজুরি-বৃদ্ধি ঘটে, এমনকি শ্রমের বাজারের সেই সব অংশেও, যেগুলিতে আগে থেকেই ব্যাপক কর্ম-সংস্থান ছিল। এটা চলতে থাকে, যে পর্যন্ত না অনিবার্য বিপর্যয় আবার শ্রমের মজুদ-বাহিনীকে নিষ্কাশিত করে দেয় এবং মজুরি আবার ন্যূনতম মাত্রায়, আরো নিচুতে, অবনমিত হয়।[৩২]

প্রতিবর্তন-কালের দৈর্ঘ্য, বেশি বা কম, যেহেতু নির্ভর করে যথার্থ কর্ম-কালের উপরে, অর্থাৎ উৎপন্ন-সামগ্রীকে বাজারের জন্য প্রস্তুত করতে যতটা সময় লাগে তার

---

৩২. পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত নোটটি যোগ করা হয়েছে—ভবিষ্যতে বিশদ করার উদ্দেশ্যে: "ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব: পণ্যের ক্রেতা হিসাবে শ্রমিকেরা বাজারে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের নিজস্ব পণ্যের, শ্রম-শক্তির, বিক্রেতা হিসাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ তাদের দাবিয়ে রাখতে চায় ন্যূনতম দামে।"

"আরো একটি দ্বন্দ্ব: যে যে সময়-কালে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তার সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করে, সেই সেই সময়-কালগুলিতেই ঘটে অতি-উৎপাদন, কারণ উৎপাদনের সম্ভাবনাসমূহকে কখনো এমন মাত্রায় কাজে লাগানো যায়না যাতে আরো মূল্য কেবল উৎপাদনই করা যায় না, উপরন্তু বাস্তবায়িতও করা যায়; কিন্তু পণ্যের বিক্রয়, পণ্য-মূলধনের এবং তৎসহ উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধ হয় সাধারণ ভাবে সমাজের ভোক্তাদের প্রয়োজনের দ্বারা নয়, সীমাবদ্ধ হয় এমন একটি সমাজের ভোক্তাদের দ্বারা, যে-সমাজে সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সব সময়েই দরিদ্র থাকে এবং থাকবে। অবশ্য এটা পরবর্তী বিভাগের আলোচ্য বিষয়।"

উপরে, সেই হেতু তা ভিত্তিশীল হয় মূলধনের বিবিধ বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট উৎপাদনের উপস্থিত বস্তুগত অবস্থাবলীর উপরে। কৃষিকাজে সেগুলি ধারণা করে প্রধানতঃ উৎপাদনের প্রাকৃতিক অবস্থাবলী, কারখানা-উৎপাদনে এবং খনি-শিল্পের বৃহত্তর অংশে সেগুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিজেরই সামাজিক বিকাশ অনুযায়ী বিভিন্ন হয়।

যেহেতু কর্ম-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে সরবরাহের আয়তনের উপরে (যে পরিমাণগত আয়তনে উৎপন্ন-সামগ্রী পণ্য হিসাবে সাধারণ ভাবে বাজারের নিক্ষিপ্ত হয়, সেই হেতু তার চরিত্র হয় প্রথানুসারী। কিন্তু সেই রীতিটির নিজেরও থাকে উৎপাদনের আয়তনে তার বস্তুগত ভিত্তি; অতএব, যখন একক ভাবে পরীক্ষিত হয়) কেবল তখনি সেটা আপতিক।

সর্বশেষে, যেহেতু প্রতিবর্তন-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে সঞ্চলন-কালের দৈর্ঘ্যের উপরে, সেই হেতু তা আংশিক ভাবে নির্ভরশীল বাজারের অবস্থাবলীর নিরন্তর পরিবর্তন, বিক্রয়ের সুবিধা ও অসুবিধা, এবং তার ফলে নিকটতর বা দূরতর বাজারে তার অংশবিশেষ চালান করার আবশ্যকতার উপরে। সাধারণ ভাবে চাহিদার আয়তন ছাড়াও, এখানে দামের গতি-প্রকৃতির গুরুত্ব সমধিক, কেননা দাম যখন হ্রাস পায় তখন বিক্রয় ইচ্ছা করেই সংকুচিত করা হয়,—অথচ উৎপাদন অব্যাহত থাকে; উলটো, দাম যখন বৃদ্ধি পায় কিংবা অগ্রিম বিক্রয় সম্ভব হয়, তখন উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। কিন্তু বাজার থেকে উৎপাদন-ক্ষেত্রের সত্যকার দূরত্বকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে আসল বাস্তব ভিত্তি হিসাবে।

উদাহরণ স্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের তুলাজাত দ্রব্যাদি বা সুতো বিক্রি হয় ভারতে। ধরুন রপ্তানিকারী নিজেই তুলো-ম্যানুফ্যাকচারকারীকে দাম দিয়ে দেয় (রপ্তানি-কারী কেবল তখনি এটা করে যখন টাকার বাজার থাকে জোরদার। কিন্তু যখন ম্যানুফ্যাকচারকারী নিজেই কোন ক্রেডিট-ব্যবস্থার মাধ্যমে তার অর্থ-মূলধনকে প্রতিস্থাপন করে, তখন পরিস্থিতিটা তেমন সহজ থাকে না)। রপ্তানিকারী পরে তার তুলা-জাত দ্রব্যাদি ভারতীয় বাজারে বিক্রি করে, যেখান থেকে তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন তাকে পাঠানো হয়। এই মূলধন পাঠানো পর্যন্ত ব্যাপারটা সেই তখনকার মত ঠিক একই পথে চলে, যখন একটি নির্দিষ্ট আয়তনে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে চালু রাখার জন্য, কর্ম-কালের দৈর্ঘ্যের দরুন, আবশ্যক হয়েছিল নোতুন অর্থ-মূলধনের অগ্রিম-দান। যে-অর্থ-মূলধনের সাহায্যে ম্যানুফ্যাকচারকারী তার শ্রমিককে মজুরি দেয় এবং আবর্তনশীল মূলধনের অন্যান্য উপাদানগুলিকে নবীকৃত করে, সেই অর্থ-মূলধনটি তার উৎপাদিত সুতোর অর্থ-রূপ নয়। এটা হতে পারে না, যে পর্যন্ত না এই সুতোর মূল্য অর্থ বা উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসছে। এটা আগের মতই অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন। একমাত্র পার্থক্য এই যে ম্যানুফ্যাকচারকারীর বদলে, এটা অগ্রিম দেয় বণিক, যে আবার সেটা পেতে পারে

কোন ক্রেডিট-ব্যবস্থার মাধ্যমে। অনুরূপ ভাবে, এই অর্থ বাজারে ছুঁড়ে দেবার আগে, বা তার সঙ্গে যুগপৎ, ইংল্যাণ্ডের বাজারে কোনো অতিরিক্ত উৎপন্ন সামগ্রী হাজির করা হয়নি, যাকে এই অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যেত এবং উৎপাদনশীল বা ব্যক্তিগত পরিভোগে প্রবেশ করত। যদি এই পরিস্থিতি বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য এবং বেশ বড় আয়তনে চলতে থাকে, তা হলে পূর্বে উল্লিখিত কর্ম-কালের দীর্ঘতা-সাধনের মত তার ফলও অবশ্যই একই হবে।

এখন এটা হতে পারে যে ভারতে এই সুতো আবার ক্রেডিটে বিক্রি হয়। এই ক্রেডিটের সাহায্যে দ্রব্য-সামগ্রী ভারতে ক্রয় করা হয় এবং ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ পাঠানো হয়, কিংবা এই পরিমাণ বাবদে ড্র্যাফ্‌ট্‌ পাঠানো হয়। এই অবস্থা যদি দীর্ঘায়িত হয়, তা হলে ভারতীয় টাকার বাজারের উপরে চাপ পড়ে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডে একটা সংকট সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি যদি ভারতে 'বুলিয়ন' (স্বর্ণ বা রৌপ্য পিণ্ড)—রপ্তানির সঙ্গেও যুক্ত থাকে, তা হলে এই সংকট আবার ইংরেজ প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং তাদের ভারতীয় শাখাগুলির—যেগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাংক থেকে ক্রেডিট গ্রহণ করেছে, সেগুলির—দেউলিয়া অবস্থা একটা নোতুন সংকটের উদ্ভব ঘটাতে পারে। এই ভাবে যে বাজারে বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূল এবং যে বাজারে বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রতিকূল, এই উভয় বাজারেই যুগপৎ একটি সংকট আত্মপ্রকাশ করে। এই ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরুন, ইংল্যাণ্ড ভারতে রৌপ্য-পিণ্ড পাঠালো কিন্তু ভারতের ইংরেজ ক্রেডিট-দাতারা এখন ঐ দেশে তাদের প্রদত্ত অর্থ তাড়াহুড়ো করে সংগ্রহে লেগে গেল; সেক্ষেত্রে ভারতকে অবিলম্বে তার রৌপ্য-পিণ্ড ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে হবে।

এটা হতে পারে যে ভারতে রপ্তানি-বাণিজ্য এবং ভারত থেকে আমদানি-বাণিজ্য পরস্পরের মোটামুটি সমান, যদিও আমদানি-বাণিজ্যের পরিমাণ (বিশেষ অবস্থায় ছাড়া, যেমন তুলোর দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রিত ও প্রণোদিত হয় রপ্তানি বাণিজ্যের দ্বারা। ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের পারস্পরিক বাণিজ্যের মধ্যে ভারসাম্য প্রকাশ পেতে পারে কিংবা যেকোনো দিকে কিছুটা বৈষম্য প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু যে-মুহূর্তে ইংল্যাণ্ডে সংকট ফেটে পড়ে, তখনি দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতে জমা রয়েছে অবিক্রীত তুলা-জাত দ্রব্যসামগ্রী (অতএব, পণ্য-মূলধন থেকে অর্থ-মূলধনে রূপান্তরিত হয়নি—এই মাত্রা অবধি অতি-উৎপাদন), এবং অন্য দিকে ইংল্যাণ্ডে জমা রয়েছে ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রীর অবিক্রীত সরবরাহ এবং, তার উপরে আবার বিক্রীত ও পরিভুক্ত সরবরাহের একটা বড় অংশের দাম তখনো রয়েছে বাকি। সুতরাং টাকার বাজারে যা প্রতিভাত হয় একটি সংকট হিসাবে, আসলে তা হচ্ছে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের খোদ প্রক্রিয়াটিরই মধ্যস্থিত অস্বাভাবিক অবস্থার অভিব্যক্তি।

তৃতীয়। বিনিয়োজিত আবর্তনশীল মূলধনের (স্থির এবং অস্থির) নিজের ক্ষেত্রে প্রতিবর্তন-কালের দৈর্ঘ্য, যেহেতু তা উদ্ভূত হয়েছে কর্ম-কাল থেকে সেই হেতু তা সৃষ্টি করে এই পার্থক্য : একই বছরে কয়েকটি প্রতিবর্তনের ক্ষেত্রে, অস্থির বা স্থির আবর্তনশীল মূলধনের একটি উপাদান সরবরাহ করা যেতে পারে তার নিজেরই উৎপন্ন সামগ্রীর মাধ্যমে, যেমন কয়লার উৎপাদন, তৈরি পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবসা ইত্যাদিতে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে না, অন্ততঃপক্ষে একই বছরের মধ্যে।

সপ্তদশ অধ্যায়

উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঞ্চলন

আমরা এই মাত্র দেখেছি, প্রতিবর্তন-কালে একটি পার্থক্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারে একটি পার্থক্য ঘটায়, এমনকি যদি বার্ষিক উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমষ্টি একই থাকে।

কিন্তু এ ছাড়া আবশ্যিক ভাবেই পার্থক্য থাকে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনায়নে, সঞ্চয়নে, এবং বৎসরকালে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণে, যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই থাকে।

শুরুতে, আমরা লক্ষ্য করি যে মূলধন ক-এর (পূর্ববর্তী অধ্যায়ের দৃষ্টান্তটিতে) আছে একটি চলতি সময়ক্রমিক আয়, যার দরুন, ব্যবসায়ের সূচনাকারী প্রতিবর্তনের সময়-কালটি ছাড়া, তা সেই বছরের মধ্যেই তার উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন থেকে তার নিজের পরিভোগের ব্যয় নির্বাহ করে, এবং তার নিজের তহবিল থেকে অগ্রিম নিয়ে তা সংকুলান করতে হয় না। কিন্তু খ-এর ক্ষেত্রে তাই করতে হয়। যদিও ক-এর মত একই সময় অন্তর অন্তর খ একই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে, উদ্বৃত্ত-মূল্যটি বাস্তবায়িত হয় না এবং সেই কারণে উৎপাদনশীল ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে তাকে পরিভোগ করা যায় না। ব্যক্তিগত পরিভোগের বেলায়, উদ্বৃত্ত-মূল্য পূর্বাহ্নেই অনুমিত হয়। তার জন্য তহবিল অবশ্যই অগ্রিম দিতে হবে।

উৎপাদনশীল মূলধনের একটি অংশকে, যাকে শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন যেমন স্থিতিশীল মূলধনের সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধনকে, এখন একই ভাবে দেখা হয় নোতুন এক আলোকে।

ক-এর ক্ষেত্রে মূলধনের এই অংশটি উৎপাদনের শুরুতে অগ্রিম দেওয়া হয় না— গোটাগুটি বা বেশির ভাগ হিসাবে। তার উপস্থিতির এমনকি অস্তিত্বেরও দরকার নেই। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনে সরাসরি রূপান্তরের মাধ্যমে, অর্থাৎ মূলধন হিসাবে তার সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে তা নিজেই ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ, যা কেবল সময়ক্রমিক ভাবে উৎপাদিতই হয় না, বৎসর-বাস্তবায়িতও হয়, তা সংস্কারের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। তার মূল আয়তনে ব্যবসাকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের একটা অংশ এই ভাবে ব্যবসা চলাকালে স্বয়ং ব্যবসাটির দ্বারাই উৎপাদিত হয়—উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের মূলধনীকরণের মাধ্যমে। মূলধন খ-এর পক্ষে এটা অসম্ভব। মূলধনের

সংশ্লিষ্ট অংশটি তার ক্ষেত্রে গঠন করবে প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের একটা অংশ। উভয় ক্ষেত্রেই এই অংশটি ধনিকদের হিসাবপত্রে স্থান পায় অগ্রিম-দত্ত মূলধন হিসাবে, যা বাস্তবিকই তাই, কেননা আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে তা হল ব্যবসাকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল মূলধনের একটা অংশ। কিন্তু যা থেকে সেটা অগ্রিম দেওয়া হয়, তার ক্ষেত্রে এটা ঘটায় বিরাট পার্থক্য। খ-এর বেলায় এটা সত্য সত্যই প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত বা প্রাপ্তব্য মূলধনের একটা অংশ। অন্য দিকে, ক-এর বেলায় এটা মূলধন হিসাব ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে দেখা যায় যে কেবল সঞ্চয়ীকৃত মূলধনই নয়, উপরন্তু প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অংশও হতে পারে নিছক মূলধনীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য।

যে মুহূর্তে ক্রেডিটের বিকাশ ও তৎপরতা ঘটে, তখনি প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত মূলধন এবং মূলধনীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যেকার সম্পর্কটি আরো বেশি জটিল হয়ে ওঠে। যেমন, এই উদ্দেশ্যে শুরুতে তার নিজের পর্যাপ্ত মূলধন না থাকার দরুন, ক ব্যাংক-ব্যবসায়ী গ-এর কাছ থেকে উৎপাদনশীল মূলধনের একটা অংশ ধার করে, যার সাহায্যে সে ব্যবসা শুরু করে কিংবা সারা বছর তা চালু রাখে। ব্যাংক-ব্যবসায়ী গ তাকে একটা টাকার অংক ধার দেয়, যা হচ্ছে কেবল খ, ঙ, চ প্রমুখ অন্যান্য ধনিকের দ্বারা জমা-রাখা উদ্বৃত্ত-মূল্য। ক-এর বেলায় কিন্তু তখনো সঞ্চয়ীকৃত মূলধনের কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু খ, ঙ, চ-এর বেলায়, ক বস্তুতঃ পক্ষে তাদের দ্বারা আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য মূলধনীকরণের দালাল ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা দেখছি (Buch 1 Kap XXII)* যে সঞ্চয়ন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনে রূপান্তরণ, হচ্ছে মূলতঃ ক্রম-বর্ধমান আয়তনে একটি পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া, তা সেই সম্প্রসারণ পুরানো কারখানাগুলির সঙ্গে নোতুন নোতুন কারখানার সংযোজনের রূপে ব্যাপক আকারেই প্রকাশিত হোক, কিংবা উপস্থিত কর্মকাণ্ডের বর্তমান আয়তনের বৃদ্ধিসাধনের রূপে নিবিড় আকারেই প্রকাশিত হোক না কেন।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যবহার করে উৎপাদনের আয়তন অল্প অল্প করে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে; উৎকর্ষ সাধনের এই সব ব্যবস্থা কেবল নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে কিংবা সেই সঙ্গে তাকে আরো তীব্রভাবে শোষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অথবা, যখন কাজের দিন আইনতঃ সীমাবদ্ধ নয়, তখন আবর্তনশীল মূলধনের একটি অতিরিক্ত ব্যয় (উৎপাদন-সামগ্রী এবং মজুরি বাবদ) স্থিতিশীল মূলধনের সম্প্রসারণ ছাড়াই উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হয়—যার বিনিয়োগের প্রাত্যহিক সময় কেবল দীর্ঘায়িত হয়, যখন তার প্রত্যাবর্তনের সময় তদনুযায়ী হয় হ্রস্বীকৃত। অথবা, বাজারের অবস্থা অনুকূল হলে, মূলধনীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য কাঁচামাল নিয়ে ফাটকা কারবারের

* বাংলা সংস্করণ : [illegible]—চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুযোগ করে দিতে পারে—প্রারম্ভে অগ্রিম-দত্ত মূলধন যে ধরনের কারবারের জন্য যথেষ্ট হত না।

যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, যে-সব ক্ষেত্রে প্রতিবর্তনের বৃহত্তর সংখ্যক সময়কাল সঙ্গে নিয়ে আসে এক বছরে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আরো ঘন ঘন বাস্তবায়ন, সে সব ক্ষেত্রে এমন সব পর্যায় দেখা দেয়, যখন কাজের দিন আর দীর্ঘায়িত করা যায় না, কিংবা খুঁটিনাটি ব্যাপারে উৎকর্ষ সাধনও করা যায় না; অন্য দিকে, অংশতঃ গোটা সাজ-সরঞ্জামের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে, যেমন বাড়ি-ঘর বাড়িয়ে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে অংশতঃ কর্ষিত এলাকার বিস্তার সাধন করে, সমগ্র ব্যবসায়ের একটা আনুপাতিক সম্প্রসারণ সম্ভব হয় কেবল কয়েকটি কম-বেশি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই; তা ছাড়া, তাতে আবশ্যক হয় সেই পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন, যার সরবরাহ আসতে পারে কেবল কয়েক বছরের সঞ্চয়ন থেকেই।

তা হলে, প্রকৃত সঞ্চয়ন কিংবা উৎপাদনশীল মূলধনে উদ্বৃত্ত-মূল্যের রূপান্তরণের সঙ্গে (এবং সম্প্রসারিত আয়তনে তদনুযায়ী পুনরুৎপাদনের সঙ্গে) ঘটে অর্থের সঞ্চয়ন, সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনের আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের সংকলন, যা পরবর্তী কালে ছাড়া—যখন তা বৃদ্ধি পেয়ে একটা বিশেষ আয়তন ধারণ করে, তখন ছাড়া—অতিরিক্ত সক্রিয় মূলধন হিসাবে কাজ করার জন্য উদ্দিষ্ট হয় না।

ব্যক্তিগত ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা যা মনে হয়, তা এই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে যুগপৎ ক্রেডিট-ব্যবস্থাও বিকাশ লাভ করে। যে অর্থ-মূলধনকে ধনিক তখনো তার নিজের ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে পারে না, তা নিয়োজিত হয় অন্যান্যদের দ্বারা, যারা তা ব্যবহার করার জন্য তাকে সুদ দেয়। এটা তার কাজে লাগে অর্থ-মূলধন হিসাবে, ঠিক তার নির্দিষ্ট অর্থে। এমন এক ধরনের মূলধন হিসাবে যা উৎপাদনশীল মূলধন থেকে আলাদা। কিন্তু মূলধন হিসাবে তা কাজে লাগে অন্য লোকের হাতে। এটা পরিষ্কার যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আরো ঘন ঘন বাস্তবায়ন এবং যে-আয়তনে তা উৎপাদিত হয় তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তির কারণে নোতুন অর্থ-মূলধনের, অথবা টাকার বাজারে নিক্ষেপিত এবং পরে সম্প্রসারিত উৎপাদনের দ্বারা—অন্ততঃ বেশির ভাগটাই—আত্মীকৃত মূলধন হিসাবে অর্থের, অনুপাতে বৃদ্ধি ঘটে।

অতিরিক্ত সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন সরলতম যে-রূপটিতে প্রকাশিত হয়, সেটি হল মজুদের রূপ। হতে পারে যে এই মজুদ হল অতিরিক্ত সোনা বা রূপা, যা সংগৃহীত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে, কিংবা মূল্যবান ধাতু-উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে। এবং কেবল এই-ভাবেই কোন দেশে মজুদ অর্থ সন্দেহাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে, হতে পারে—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই—যে এই মজুদ সেই অর্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, যে অর্থ দেশের প্রচলিত অর্থ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ধনিকদের হাতে একটি মজুদের আকার

ধারণ করেছে। এটা আরো সম্ভব যে, এই সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন গঠিত হয়েছে কেবল মূল্যের প্রতীকসমূহের দ্বারা—আমরা এখানে ধারে বিক্রয়-অর্থকে উপেক্ষা করছি—অথবা তৃতীয় ব্যক্তিদের উপরে ধনিকদের নিছক দাবির দ্বারা, যেগুলি আইন-সিদ্ধ দলিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে, এই অতিরিক্ত অর্থ-মূলধনের রূপ যাই হোক না কেন সম্ভাব্য মূলধন হিসাবে, তা ভবিষ্যৎ বার্ষিক অতিরিক্ত সামাজিক উৎপাদনের উপরে ধনিকদের অতিরিক্ত ও সংরক্ষিত আইন-সিদ্ধ অধিকার-স্বত্ব (title) ছাড়া আর কিছুই নয়।

"প্রকৃত সঞ্চয়ীকৃত সম্পদ-সম্ভারকে যখন তুলনা করা হয় সেই একই সমাজের উৎপাদন-শক্তিসমূহের সঙ্গে, তা সেই সমাজ সভ্যতার যে পর্যায়েই থাক না কেন, অথবা যখন তাকে তুলনা করা হয় সেই সমাজের এমনকি সেই কয়েক বছরের পরিভোগের সঙ্গে, তখন সেই সম্পদ-সম্ভার আয়তনের দিক থেকে···হয় এত তুচ্ছ যে আইন-প্রণেতা ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের মহৎ মনোযোগ কেবল সেই দৃশ্যমান সম্পদ-সম্ভারের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে, আকৃষ্ট হওয়া উচিত 'উৎপাদন-ক্ষমতা' ও তার অবাধ বিকাশ-সাধনের দিকে, অথচ এতকাল আগেরটাই হয়ে এসেছে। যাকে বলা হয় সঞ্চয়ীকৃত সম্পদ্, তার অনেকটাই নামে মাত্র সম্পদ, কেননা তা কোনো বাস্তব জিনিস, জাহাজ, বাড়ি, তুলো, জমির উন্নয়ন-ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত হয়না; গঠিত হয় কেবল সমাজের ভবিষ্যৎ বার্ষিক উৎপাদনশীল ক্ষমতার উপরে বিবিধ দাবি নিয়ে, যে ক্ষমতা উৎপন্ন হয় এবং চালু রাখা হয় বিবিধ অনিশ্চিত অবলম্বন বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা···। সমাজের ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীল ক্ষমতার দ্বারা সৃজনসাধ্য সম্পদকে সেই সব দাবির মালিকদের অধিকারভুক্ত করার একটি নিছক উপায় হিসাবে এই ধরনের জিনিসগুলির (বস্তুগত সামগ্রীর সঞ্চয় বা বাস্তব সম্পদ) ব্যবহারই হল একমাত্র উপায়, যা থেকে বণ্টনের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, বিনা বল-প্রয়োগে, ক্রমে ক্রমে তাদের বঞ্চিত করবে, কিংবা, যদি সমবায়মূলক শ্রমের দ্বারা পরিপোষিত হয়, তা হলে কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের বঞ্চিত করবে।" (উইলিয়াম টম্পসন, অ্যান ইনকুইরী ইনটু দি প্রিন্সিপ্যালস অফ দি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দি ওয়েল্‌থ, লণ্ডন, ১৮৫০, পৃঃ ৪৫৩। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৪ সালে।)

"এটা খুব সামান্যই ভেবে দেখা হয়, এমনকি অনেকের ধারণাতেই আসেনা যে, মানবিক উৎপাদনশীল ক্ষমতাসমূহের সঙ্গে, এমনকি একটি মাত্র প্রজন্মের কয়েক বছরের পরিভোগের সঙ্গে, সমাজের যথার্থ সঞ্চয়নসমূহ কত ক্ষুদ্র এক অনুপাতে সম্পর্কযুক্ত—মাত্রার দিক থেকে বা প্রভাবের দিক থেকে। কারণটা স্পষ্ট; কিন্তু ফলটা ক্ষতিকর হতে পারে। যে-সম্পদ বাৎসরিক পরিভুক্ত হয়, পরিভোগের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, তাকে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু মুহূর্তের জন্য, এবং তা, পরিভোগ-ক্রিয়া বা ব্যবহারের সময় ছাড়া মনের উপরে কোনো ছাপ ফেলে না। কিন্তু সম্পদের যে-

অংশ ধীরে ধীরে পরিভুক্ত হয়, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর ইত্যাদি শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত চোখের সামনে বিরাজ করে—মানবিক প্রচেষ্টার স্থায়িত্বশীল নিদর্শন। এই স্থিতিশীল, দীর্ঘস্থায়ী বা ধীর-পরিভোগ্য জাতীয় সম্পদের অংশের এবং জমি ও যেসব সামগ্রীর উপরে কাজ করতে হয়, যেসব হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ করতে হয়, কাজের সময়ে যেসব বাড়ি-ঘরে থাকতে হয়—সেগুলির উপরে অধিকার-ভোগের মাধ্যমে সব জিনিসের এই অধিকার-ভোগীরা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের প্রকৃতই নিপুণ উৎপাদনশীল ক্ষমতাসমূহকে—যদিও জিনিসগুলি ঐ শ্রমের পৌনঃপুনিক উৎপন্নের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে এত ক্ষুদ্র একটা অনুপাতে। ব্রিটেন এবং আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা কুড়ি মিলিয়ন; প্রত্যেকটি ব্যক্তির—নর, নারী এবং শিশুর—গড় পরিভোগ সম্ভবতঃ প্রায় ২০ পাউণ্ড; মোট দাঁড়ায় চার শত মিলিয়ন সম্পদ—বাৎসরিক পরিভুক্ত শ্রমের উৎপন্ন ফল। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে এই দেশ দুটির সঞ্চয়ীকৃত মূলধনের গোটা পরিমাণ বারো শত মিলিয়নের, কিংবা সমাজের বাৎসরিক শ্রমের তিন গুণের, বেশি হয় না; অথবা যদি সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়, তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি-পিছু ষাট পাউণ্ডের চেয়ে বেশি হয় না। এই হিসাবলব্ধ রাশিগুলির অনপেক্ষ যথাযথ পরিমাণের চেয়ে বরং অনুপাতগুলির সঙ্গেই আমরা বেশি জড়িত। এই মূলধন-সঞ্চয়ের সুদ বছরে দু'মাসের জন্য গোটা জনসংখ্যাকে সেই একই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখবে, যেমন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তারা এখন আছে এবং সমগ্র সঞ্চয়ীকৃত মূলধন তাদের তিন বছর ধরে রাখবে আলস্যের মধ্যে (যদি ক্রেতা পাওয়া যায়) যে-সময়ের শেষে, বাড়ি, পোষাক বা খাবার ছাড়া তাদের থাকতে হবে অনাহারে কিংবা, ঐ তিন বছর আলস্যের মধ্যে যারা তাদের ভরণপোষণ দিয়েছিল, তাদের গোলামি করতে হবে। একটি স্বাস্থ্যবান প্রজন্মের তুলনায়, ধরুন ৪০ বছরের তুলনায়, তিন বছর যা, কেবল একটি প্রজন্মের উৎপাদন-ক্ষমতাসমূহের তুলনায় এমনকি সমৃদ্ধতম সমাজের আসল সম্পদের, সঞ্চয়ীকৃত মূলধনের আয়তন ও গুরুত্বও তাই; সমান নিরাপত্তা-সমন্বিত বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার অধীনে, তারা যা উৎপাদন করতে পারত, বিশেষ করে সমবায়মূলক শ্রমের মাধ্যমে, তার নয়; নিরাপত্তাহীন, দোষ-ত্রুটিপূর্ণ, নৈরাশ্যজনক অবস্থার অধীনেও, তারা যা অবশ্যই উৎপাদন করবে, তার!··· উপস্থিত মূলধনের আপাত বিশাল পরিমাণ সংরক্ষণে ও স্থায়ীত্ব করণে, (অথবা, বরং বাৎসরিক শ্রম-ফলের উপরে অধিকার—যাকে তা সেবা করে আয়ত্তীকরণের উপায় হিসাবে,) যাকে তার বাধ্যতমূলক বিভাজনের বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ করা এবং অব্যাহত রাখার জন্য আছে যাবতীয় ভয়ংকর যন্ত্রপাতি, পাপ, অপরাধ এবং নিরাপত্তাহীনতার দুঃখ-দুর্গতি—যেগুলিকে অব্যাহত রাখতে চাওয়া হয়। যেহেতু প্রথমে আবশ্যিক দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ না করে, কিছুই সঞ্চয়ন করা সম্ভব নয় এবং যেহেতু মানসিক প্রবৃত্তির

প্রবণতাই হল সম্ভোগের অভিমুখী, সেই হেতু যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে আসল সম্পদের তুলনামূলক ভাবে একটি তুচ্ছ পরিমাণ। এটা হল উৎপাদন এবং পরিভোগের একটি চিরন্তন চক্র। বাৎসরিক পরিভোগ এবং উৎপাদনের এই বিরাট পরিমাণ থেকে, মুষ্টিমেয় আসল সঞ্চয়ন কদাচিৎ এড়িয়ে যায়; অথচ এই উৎপাদন-ক্ষমতাসমূহের বিরাট পরিমাণটির দিকে যথোচিত মনোযোগ না দিয়ে, প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এই মুষ্টিমেয়র প্রতি। এই মুষ্টিমেয় সঞ্চয়নই কিন্তু কয়েকজনের হস্তগত হয়ে পরিণত হয় তাদের সম-প্রজাতীয় প্রাণীদের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ট অংশের নিরন্তর, পৌনঃপুনিক বাৎসরিক শ্রমফলকে তাদের ব্যবহারে রূপান্তরিত করার হাতিয়ারে; এই কারণেই এই কয়েকজনের মতে এমন একটি হাতিয়ারের এমন পরম গুরুত্ব…। এই দেশগুলির বাৎসরিক শ্রম-ফলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখন, সার্বজনিক দায়িত্বের নামে, উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে নিষ্কর্ষিত করে নেওয়া হয়, এবং অনুৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হয় তাদের দ্বারা, যারা কোনো প্রতিমূল্য দেয় না অর্থাৎ এমন কোনো প্রতিমূল্য দেয় না যা উৎপাদনকারীদের কাছে সন্তোষজনক…। এই সঞ্চয়ীকৃত পরিমাণসমূহ—বিশেষ করে যখন সেগুলি থাকে কয়েকজন ব্যক্তির দখলে—সব সময়েই হাতুড়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। বাৎসরিক উৎপাদিত ও পরিভুক্ত সম্ভারসমূহ, বিশাল এক নদীর চিরন্তন ও অন্তহীন তরঙ্গরাশির মত, বয়ে চলে এবং পরিভোগের বিস্মৃত সাগরে হারিয়ে যায়। এই চিরন্তন পরিভোগের উপরেই অবশ্য নির্ভর করে সমগ্র মানবজাতি—প্রায় সমস্ত অভাব-পূর্তির জন্যই নয়, এমনকি অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও। এই বাৎসরিক উৎপন্ন সামগ্রী-সম্ভারের পরিমাণ ও বণ্টনই হওয়া উচিত পরম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। প্রকৃত সঞ্চয়ন একেবারে গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় এবং সেই গুরুত্ব উদ্ভূত হয় বাৎসরিক উপাদানসমূহের বণ্টনের উপরে তার যে প্রভাব সেই প্রভাব থেকেই…। (টমসন-এর গ্রন্থে), প্রকৃত সঞ্চয়ন এবং বণ্টন সব সময়েই আলোচিত হয়েছে উৎপাদন ক্ষমতার আলোচনা প্রসঙ্গে এবং তার অধীনে। বাকি প্রায় সমস্ত প্রণালীতে উৎপাদনের ক্ষমতাকে আলোচনা করা হয়েছে প্রকৃত সঞ্চয়ন, এবং উপস্থিত বণ্টন-পদ্ধতিগুলিকে চিরস্থায়ী করার প্রসঙ্গে এবং অধীনে। এই প্রকৃত বণ্টনের সংরক্ষণের তুলনায়, সমগ্র মানবজাতির চির-আবর্তমান দুঃখ ও সুখকে বিবেচনা করা হয়েছে মনোযোগের অযোগ্য বলে। বলপ্রয়োগ, প্রবঞ্চনা এবং আকস্মিক ঘটনার ফলাফলকে চিরস্থায়ী করাকেই অভিহিত করা হয়েছে নিরাপত্তা বলে; আর এই মেকি নিরাপত্তার সমর্থনেই অকরুণ ভাবে বলি দেওয়া হয়েছে মানবজাতির যাবতীয় উৎপাদনী ক্ষমতাকে।” (ঐ, পৃঃ ৪৪০-৪৩)।

পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে কেবল দুটি স্বাভাবিক ব্যাপারই সম্ভব- -অবশ্য বাধা-ব্যাঘাত ছাড়া, এমনকি যা নির্দিষ্ট আয়তনের পুনরুৎপাদনকেও ব্যাহত করে।

হয় পুনরুৎপাদন হবে সরল আয়তনে।

নয়তো হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনীভবন, সঞ্চয়ন।

১. সরল পুনরুৎপাদন

সরল পুনরুৎপাদনের বেলায় বাৎসরিক উৎপাদিত ও বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্য কিংবা, বৎসরে কয়েকবার প্রতিবর্তন ঘটলে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উৎপাদিত ও বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিভুক্ত হয় ব্যক্তিগত ভাবে, অর্থাৎ তার মালিকের দ্বারা, ধনিকের দ্বারা, অনুৎপাদনশীল ভাবে।

এই যে ঘটনা যে উৎপন্ন-সামগ্রীর মূল্য গঠিত হয় অংশতঃ উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা এবং অংশতঃ মূল্যের সেই অংশের দ্বারা যা রচিত হয় উক্ত সামগ্রীটিতে পুনরুৎপাদিত অস্থির মূলধন যোগ তার দ্বারা পরিভুক্ত স্থির মূলধনের দ্বারা, তা কোনো কিছুতেই কোনো পরিবর্তন ঘটায় না—মোট উৎপন্ন-সামগ্রীর পরিমাণেও না কিংবা তার মূল্যেও না, যা নিরন্তর উৎপাদনে প্রবেশ করে পণ্য-মূলধন হিসাবে এবং যা ঠিক অনুরূপ নিরন্তর ভাবেই উৎপাদন থেকে তুলে নেওয়া হয় উৎপাদনশীল ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে পরিভুক্ত হবার জন্য অর্থাৎ উৎপাদন বা পরিভোগের উপায় হিসাবে কাজ করার জন্য। স্থির মূলধনকে যদি এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়, তা হলে তার দ্বারা শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বার্ষিক উৎপন্নের বণ্টনই কেবল প্রভাবিত হয়।

এমনকি যদি সরল পুনরুৎপাদনও ধরে নেওয়া যায়, তা হলেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশকে অবশ্যই সর্বদা থাকতে হবে অর্থের আকারে; উৎপন্নের আকারে নয়, কারণ তা না হলে তাকে পরিভোগের উদ্দেশ্যে অর্থ থেকে উৎপন্নে রূপান্তরিত করা যায় না। মূল পণ্যরূপ থেকে অর্থরূপে উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই রূপান্তরণকে এখানে আরো বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যাপারটাকে সরল করার জন্য আমরা ধরে নেব সমস্যাটির সবচেয়ে প্রাথমিক রূপটিকে, যথা একান্ত ভাবেই ধাতব মুদ্রার সঞ্চলনকে—যা তার প্রকৃতই যথার্থ, সে অর্থের সঞ্চলনকে।

পণ্যের সরল সঞ্চলনের নিয়মাবলী অনুযায়ী (Buch I, Kap. III দ্রষ্টব্য)*, কোন দেশে উপস্থিত ধাতব মুদ্রার সমষ্টি কেবল তার পণ্যসমূহকে সঞ্চলন করাবার জন্য পর্যাপ্ত হলেই চলবে না, অর্থের পরিমাণের ওঠানামা মোকাবিলা করার জন্যও

* বাংলা সংস্করণ: ১ম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়—সম্পাদক

পর্যাপ্ত হতে হবে—যা ঘটে অংশতঃ সঞ্চলনের গতিবেগে হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে, অংশতঃ পণ্যের দামে পরিবর্তনের কারণে, অংশতঃ আগের অর্থ যে যে অনুপাতে মূল্য-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে এবং প্রকৃত সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, সেই সেই বিবিধ ও পরিবর্তনশীল অনুপাতের কারণে। অর্থের উপস্থিত পরিমাণ যে অনুপাতে মজুদে এবং সঞ্চলনশীল অর্থে বিভক্ত হয়, তাতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু অর্থের মোট পরিমাণ সব সময়েই মজুদ অর্থ এবং সঞ্চলনশীল অর্থের যোগফলের সমান হয়। অর্থের পরিমাণ (মহার্ঘ ধাতুর পরিমাণ) হচ্ছে সমাজের ক্রমান্বয়ে সঞ্চয়ীকৃত মজুদ। যেহেতু এই মজুদের একটা অংশ ক্ষয়-ক্ষতির ফলে বিনষ্ট হয়, সেই হেতু প্রতি বৎসর তাকে অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হয়, যেমন অন্য যে-কোনো উৎপন্নের বেলায় করতে হয়। বাস্তবে এটা ঘটে স্বর্ণ ও রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহের উৎপন্নের সঙ্গে কোন একটি দেশের বাৎসরিক উৎপন্নের একটি অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে। যাই হোক, লেনদেনের এই আন্তর্জাতিক চরিত্রটি তার সরল প্রক্রিয়াটিকে প্রচ্ছন্ন রাখে। সমস্যাটিকে তার সরলতম ও প্রাঞ্জলতম ভাষায় প্রকাশ করতে হলে, অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন খোদ ঐ বিশেষ দেশটিতেই ঘটে এবং, অতএব, স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন প্রত্যেকটি দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক উৎপাদনেরই একটি অংশ।

বিলাস-সামগ্রীর জন্য উৎপাদিত সোনা ও রূপা ছাড়া, এদের ন্যূনতম বার্ষিক উৎপাদন অবশ্যই হতে হবে অর্থের সঞ্চলনের ফলে ধাতব মুদ্রার বার্ষিক যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে, তার সমান। অধিকন্তু, বার্ষিক উৎপাদিত ও সঞ্চলন-রত পণ্য-সমূহের পরিমাণের মূল্য-সমষ্টি যদি বৃদ্ধি পায়, তা হলে সোনা ও রূপার বার্ষিক উৎপাদনও অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায়, যেহেতু সঞ্চলনশীল পণ্যসমূহের বর্ধিত মূল্যসমষ্টি এবং সেগুলির সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণ (এবং তদনুযায়ী একটি মজুদের গঠন) অর্থ চলাচলের অধিকতর গতিবেগ এবং প্রদানের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যাপকতর সক্রিয়তার দ্বারা, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থের অংশগ্রহণ ছাড়া কেবল ক্রয় এবং বিক্রয়ের পারস্পরিক অধিকতর ভারসাম্য-বিধানের দ্বারা, পুষিয়ে দেওয়া যায় না।

সুতরাং সামাজিক শ্রমশক্তির একটি অংশ এবং উৎপাদনের সামাজিক উপায়-সমূহের একটি অংশ প্রতি বৎসর সোনা ও রূপা উৎপাদনে ব্যয় করতে হবে।

যে ধনিকেরা সোনা ও রূপার উৎপাদনে নিযুক্ত এবং যারা, আমাদের সরল পুনরুৎপাদনের স্বীকৃত শর্ত অনুযায়ী, তাদের উৎপাদন পরিচালনা করে কেবল বার্ষিক গড় ক্ষয়-ক্ষতি, এবং তজ্জনিত সোনা-রূপার বার্ষিক অবক্ষয়ের সীমার মধ্যে, তারা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যকে—যা তারা আমাদের সরল উৎপাদনের স্বীকৃত শর্ত অনুযায়ী বাৎসরিক পরিভোগ করে তাকে, এর কোনটিকেই মূলধনীকৃত করা ছাড়া—

সরাসরি ছুঁড়ে দেয় সঞ্চলনের মধ্যে অর্থ-রূপে, যে-রূপটি হচ্ছে তার স্বাভাবিক রূপ; উৎপাদনের অন্যান্য শাখার মত নয়, যেখানে তা হচ্ছে উৎপন্ন-সামগ্রীর রূপান্তরিত রূপ।

অধিকন্তু, মজুরির ক্ষেত্রে—অর্থ-রূপ, যে-রূপে অস্থির মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয়—তা উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের দ্বারা, অর্থে তার রূপান্তরণের দ্বারা, তাকে প্রতিস্থাপিত করা হয় না, পরন্তু প্রতিস্থাপিত করা হয় একটি উৎপন্ন-সামগ্রীরই দ্বারা, যার স্বাভাবিক রূপ শুরু থেকেই হচ্ছে অর্থের রূপ।

সর্বশেষে, একই জিনিস প্রযোজ্য মহার্ঘ ধাতুসমূহের উৎপন্ন-সামগ্রীর সেই অংশের ক্ষেত্রে যে অংশটি সময়ক্রমিক ভাবে পরিভুক্ত স্থির মূলধনের মূল্যের সমান—বৎসরকালে পরিভুক্ত স্থির আবর্তনশীল এবং স্থির স্থিতিশীল উভয়েরই।

মহার্ঘ ধাতুসমূহের উৎপাদনে বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্ত, বা প্রতিবর্তন, নিয়ে আলোচনা করা যাক—প্রথমে অ—প…ক্ষ…অ'-এর রূপে। যেহেতু অ—প-এর মধ্যে প কেবল শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের উপায় নিয়ে গঠিত হয় না, স্থিতিশীল মূলধন নিয়েও গঠিত হয়, যার একটি অংশ মাত্র ক্ষ-এ পরিভুক্ত হয়, সেই হেতু এটা পরিষ্কার যে অ' অর্থাৎ উৎপন্ন ফল হচ্ছে এমন একটি অর্থের অংক, যা সমান সমান মজুরি বাবদে ব্যয়িত অস্থির মূলধন যোগ উৎপাদনের উপায় বাবদে ব্যয়িত আবর্তনশীল স্থির মূলধন যোগ মূল্যের একটি অংশ যা ক্ষয়প্রাপ্ত স্থিতিশীল মূলধনের সমমূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য। সোনার সাধারণ মূল্য অপরিবর্তিত থেকে অংকটি যদি ক্ষুদ্রতর হত, তা হলে খনিটি হত অনুৎপাদনশীল, কিংবা সাধারণ ভাবে সেটাই যদি হয় ঘটনা, তা হলে পণ্যসমূহের মূল্য, যা থাকে তার সঙ্গে তুলনায় অপরিবর্তিত, সোনার মূল্য পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পাবে; তার মানে, পণ্যের দাম হ্রাস পাবে, যার দরুন অ—প বাবদে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এখন থেকে হবে ক্ষুদ্রতর।

আমরা যদি এখন বিবেচনা করি অ-এ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের কেবল আবর্তনশীল অংশটি, অ—প…ক্ষ..অ'-এর সূচনা-বিন্দুটি, আমরা দেখতে পাই যে একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ অগ্রিম দেওয়া হয়—শ্রম-শক্তির মজুরি দিতে এবং উৎপাদনের দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এই পরিমাণটি এই মূলধনটির আবর্তের মাধ্যমে সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া হয় না—যাতে করে আবার নোতুন করে তাকে নিক্ষেপ করা যায়। উৎপন্ন ফলটি হচ্ছে অর্থ—এমনকি তার দৈহিক রূপেও; সুতরাং বিনিময়ের মাধ্যমে, সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে অর্থে রূপান্তরিত করার আর দরকার পড়েনা। উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে তা যায় সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় পণ্য-মূলধনের রূপ থেকে নয় যাকে আবার রূপান্তরিত করতে হবে অর্থ-মূলধনে, পরন্তু একটি অর্থ-মূলধনের রূপে যাকে আবার রূপান্তরিত করতে হবে উৎপাদনশীল মূলধনে, অর্থাৎ যা কিনবে নোতুন শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের সামগ্রী। শ্রম-শক্তি ও উৎপাদনের উপায়সমূহে পরিভুক্ত আবর্তনশীল মূলধনের অর্থ-রূপটি প্রতিস্থাপিত হয় উৎপন্ন-সামগ্রীর বিক্রয়ের দ্বারা নয়, স্বয়ং উৎপন্ন-সামগ্রীর

দৈহিক রূপটির দ্বারাই ; অতএব, অর্থ-রূপে আরো একবার তার মূল্যকে সঞ্চলন থেকে তুলে নিয়ে নয়, বরং অতিরিক্ত, নোতুন উৎপাদিত অর্থ দিয়ে।

ধরা যাক, এই আবর্তনশীল মূলধন হচ্ছে £৫০০, প্রতিবর্তনের কাল হচ্ছে ৫ সপ্তাহ, কর্ম-কাল ৪ সপ্তাহ, সঞ্চলন-কাল কেবল ১ সপ্তাহ। শুরু থেকেই, ৫ সপ্তাহের জন্য অর্থ অবশ্যই অংশতঃ অগ্রিম দিতে হবে একটি উৎপাদনশীল সরবরাহের জন্য, এবং অংশতঃ মজুরি বাবদে ক্রমে ক্রমে দেবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখার জন্য। ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শুরুতে, £৪০০ ফিরে আসবে এবং £১০০ মুক্ত হয়ে যাবে। এটার নিরন্তর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এখানে, যেমন আগেকার ক্ষেত্রসমূহে, £১০০ সব সময়ে পাওয়া যাবে প্রতিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে মুক্ত রূপে। কিন্তু ঐ পাউণ্ডগুলি হল অতিরিক্ত, নোতুন উৎপাদিত, অর্থ ; বাকি £৪০০-এর মত একই। এখানে আমরা পাই বছরে ১০টি প্রতিবর্তন এবং বার্ষিক উৎপন্ন হয় সোনার আকারে £৫০০। (এ ক্ষেত্রে সঞ্চলন-কাল গঠিত হয় না পণ্যের অর্থে রূপান্তরিত হবার জন্য আবশ্যক সময়ের দ্বারা, গঠিত হয় উৎপাদনের উপাদানসমূহে অর্থের রূপান্তরিত হতে যে সময় আবশ্যক হয়, তার দ্বারা।)

একই অবস্থার মধ্যে £৫০০ পরিমাণ অপর প্রত্যেকটি মূলধনের ক্ষেত্রে, চির-পুনর্নবীকৃত অর্থ-রূপ হচ্ছে পণ্য-মূলধনের রূপান্তরিত রূপ, যে পণ্য-মূলধন প্রতি ৪ সপ্তাহে উৎপাদিত ও সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং যা তার বিক্রয়ের মাধ্যমে— অর্থাৎ যখন তা একেবারে শুরুতে প্রক্রিয়াটিতে প্রবেশ করেছিল, তখন তা যে-পরিমাণ অর্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, সেই পরিমাণ অর্থের পর্যায়-ক্রমিক প্রত্যাহরণের মাধ্যমে—বারংবার নোতুন করে ধারণ করে এই অর্থ-রূপ। এখানে কিন্তু উলটো, প্রত্যেকটি প্রতিবর্তনের সময়-কালে এক নোতুন অতিরিক্ত £৫০০ পরিমাণ মূলধন অর্থের অংকে খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি থেকেই নিক্ষিপ্ত হয় সঞ্চলনে, যাতে করে তা থেকে ক্রমাগত উৎপাদনের সামগ্রী এবং শ্রম-শক্তি তুলে নেওয়া যায়। সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত এই অর্থকে তার দ্বারা রচিত আবর্তটি আবার তা থেকে তুলে নেয় না, বরং নিরন্তর নোতুন উৎপাদিত সোনার পরিমাণগুলি তার বৃদ্ধি সাধন করে।

এই আবর্তনশীল মূলধনের অস্থির অংশটির দিকে তাকানো যাক এবং ধরে নেওয়া যাক যে তা আগের মত £১০০-ই আছে। তা হলে এই £১০০-ই, ১০টি প্রতিবর্তন সহ, পণ্যের মামুলি উৎপাদনে, ক্রমাগত শ্রম-শক্তিকে তার মজুরি দেবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এখানে, সোনার উৎপাদনে, একই পরিমাণ যথেষ্ট। কিন্তু প্রতি-প্রবাহের £১০০, যার দ্বারা প্রতি ৫ সপ্তাহের শ্রম-শক্তিকে মজুরি দেওয়া হয়, তা উৎপন্ন-সামগ্রীর রূপান্তরিত রূপ নয় ; তা চির-পুনর্নবীকৃত উৎপন্ন সামগ্রীরই একটি অংশ। শ্রমিকেরা নিজেরা যে সোনা উৎপাদন করেছিল, তারই একটি অংশ দিয়ে সোনার উৎপাদনকারী সরাসরি তাদের মজুরি দেয়। শ্রমশক্তি বাবদ

বার্ষিক ব্যয়িত এবং শ্রমিকদের দ্বারা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত এই £১,০০০ সঞ্চলনের মাধ্যমে তাদের সূচনা-বিন্দুতে ফিরে যায় না।

অধিকন্তু, স্থিতিশীল মূলধন সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, ব্যবসার প্রারম্ভিক প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিমাণ অর্থ-মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় এবং এই অর্থ এই ভাবে সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়। সমস্ত স্থিতিশীল মূলধনের মত তা বছর বছর ধরে কেবল টুকরো টুকরো ভাবে ফিরে আসে। কিন্তু তা ফিরে আসে সোনার উৎপন্ন সামগ্রীর একটি সরাসরি অংশ হিসাবে—উৎপন্ন সামগ্রীটির বিক্রয় এবং তার অর্থে রূপান্তরণের মাধ্যমে নয়। অন্য ভাবে বলা যায়, তা ক্রমশঃ তার অর্থরূপ পরিগ্রহ করে সঞ্চলন থেকে অর্থের প্রত্যাহরণের মাধ্যমে নয়, পরন্তু উৎপন্ন সামগ্রীর একটি আনুষঙ্গিক অংশের সঞ্চয়নের মাধ্যমে। এই ভাবে প্রতি প্রাপ্ত অর্থ-মূলধন এমন একটি অর্থের অংক নয়, স্থিতিশীল মূলধনের বাবদে একেবারে শুরুতে সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত অর্থের ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাকে সঞ্চলন থেকে ক্রমে ক্রমে তুলে নেওয়া হয়। এটা একটা অতিরিক্ত অর্থের অংক।

সর্বশেষে,উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রসঙ্গে: এটাও অনুরূপ ভাবে সোনার একটি নোতুন উৎপন্ন-সামগ্রীর একটি অংশবিশেষ, যাকে আমরা যা ধরে নিয়েছি জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ ও বিলাসের দ্রব্যসামগ্রী বাবদে তদনুসারে, অনুৎপাদনশীল ভাবে ব্যয়িত হবার জন্য প্রতিবর্তনের প্রত্যেকটি নোতুন সময়কালে নিক্ষেপ করা হয় সঞ্চলনে।

কিন্তু আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, সোনার সমগ্র বার্ষিক উৎপাদন—যা বাজার থেকে কোনো অর্থ তুলে নেয় না, ক্রমাগত তুলে নেয় শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদন-সামগ্রী অন্য দিকে বাজারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যোগ করে নোতুন নোতুন অর্থের অংক—সেই সমগ্র উৎপাদনটা কেবল প্রতিস্থাপিত করে বৎসরকালে ক্ষয়ে যাওয়া অর্থসমূহ, অতএব কেবল অটুট রাখে সামাজিক অর্থের সেই পরিমাণটি যা নিরন্তর বর্তমান থাকে মজুদ অর্থ এবং সঞ্চলনশীল অর্থের দুটি রূপে—যদিও পরিবর্তনশীল অনুপাতে।

পণ্য সঞ্চলনের নিয়ম অনুসারে, অর্থের পরিমাণ অবশ্যই সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক অর্থের অংক যোগ মজুদের আকারে স্থিত একটি বিশেষ অংকের সমান হবে, যে-অংকটি সঞ্চলনের সংকোচন ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়, এবং কাজ করে, বিশেষ ভাবে, প্রাপ্য-প্রদানের উপায়ের প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে। হিসাব-নিকাশের সংস্থান না থাকলে যা অবশ্যই অর্থের অংকে দিতে হবে, তা হল পণ্য-দ্রব্যাদির দাম। এই মূল্যের একটি অংশ যে উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ যার জন্য পণ্য-বিক্রেতাকে যে কিছুই খরচ করতে হয় নি, এই ঘটনার দরুন ব্যাপারটিতে কোনো রকমে কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। ধরা যাক যে উৎপাদনকারীরা সকলেই তাদের উৎপাদনের উপায়সমূহের স্বাধীন মালিক, যার

দরুন কেবল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের নিজেদের মধ্যেই সঞ্চলন সংঘটিত হয়। তাদের মূলধনের স্থির অংশ ছাড়া, তাদের বাৎসরিক মূল্য-উৎপন্নকে তখন ধনতান্ত্রিক অবস্থাবলীর অনুরূপ, দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে: অংশ ক, যা প্রতিস্থাপন করে কেবল উৎপাদনের আবশ্যিক উপায়সমূহকে, এবং অংশ খ, যা পরিভুক্ত হয় অংশত: বিলাস-সামগ্রীতে এবং অংশত: উৎপাদন সম্প্রসারণে। তা হলে অংশ ক বোঝায় অস্থির মূলধনকে এবং অংশ খ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে। কিন্তু তাদের মোট উৎপন্নের সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের আয়তনের উপরে এই বিভাজনের কোনো প্রভাব পড়বে না। বাকি সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, সঞ্চলনশীল পণ্যসম্ভারের মূল্য একই হবে, এবং সেই মূল্যের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণও একই হবে। প্রতিবর্তনের পর্যায়গুলিকে যদি সমান সময়ে ভাগ করা হয়, তা হলে তাদের সমান পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত হবে; তার মানে, তাদের মূলধনের একই অংশকে সব সময়ে অর্থের আকারে রাখতে হবে, কেননা, আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, তাদের উৎপাদন হবে, আগেকার মতই, পণ্য উৎপাদন। অতএব, পণ্য-সামগ্রীর মূল্যের একটি অংশ যে উদ্বৃত্ত-মূল্য নিয়ে গঠিত—এই ঘটনা ব্যবসা পরিচালনায় আবশ্যক অর্থের পরিমাণে আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না।

তুকের একজন বিরোধী, যিনি অ—প—অ' সূত্রটিকে ধরে আছেন, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এটা কেমন করে ঘটে যে ধনিক যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনে ছুঁড়ে দেয়, সব সময়েই তার চেয়ে বেশি অর্থ তুলে নেয়। মনে রাখবেন! এখানে উত্থাপিত সমস্যাটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের **গঠন** সংক্রান্ত নয়। সেই ব্যাপারটা, সেই একমাত্র গূঢ় ব্যাপারটা, ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বিনিয়োজিত মূল্যের অংকটি মূলধন হবে না, যদি সেটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের সাহায্যে নিজেকে সমৃদ্ধ না করে। কিন্তু যেহেতু ধরেই নেওয়া হয় যে এটা মূলধন, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্যকেও ধরে নেওয়া হয় অবধারিত বলে।

তা হলে প্রশ্নটি এই নয় যে উদ্বৃত্ত-মূল্য কোথা থেকে আসে; প্রশ্নটি এই যে সেই অর্থটা কোথা থেকে আসে, যাতে তা রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কেবল এটাই ধরে নেওয়া হয় না, সেই সঙ্গে এটাও ধরে নেওয়া হয় যে সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত পণ্য-সম্ভারের একটি অংশ হচ্ছে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন; অতএব তা প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি মূল্যের, যাকে ধনিক তার মূলধনের অংশ হিসাবে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেনি; কাজে কাজেই তার উৎপন্ন-সামগ্রীর সঙ্গে ধনিক সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে তার মূলধন ছাড়াও একটি উদ্বৃত্ত, এবং সে সঞ্চলন থেকে সেটাই তুলে নেয়।

সঞ্চলন থেকে শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদন-সামগ্রীর আকারে ধনিক যে উৎপাদনশীল মূলধন তুলে নিয়েছিল, তার তুলনায় যে পণ্য-মূলধনকে সে সঞ্চলনে নিক্ষেপ

করে, তার মূল্য অধিকতর। (এটা ব্যাখ্যা করা হয় না এবং অস্পষ্টই থেকে যায় কোথা থেকে এটা আসে কিন্তু উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি একে ঘটনা বলেই গ্রহণ করে।) এটা ধরে নেবার ভিত্তিতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় কেন কেবল ধনিক ক-ই নয়, সেই খ, গ, ঘ প্রভৃতিও তাদের দ্বারা শুরুতে এবং বারংবার অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের মূল্যের তুলনায়, তাদের পণ্যসম্ভারের বিনিময়ের মাধ্যমে সঞ্চলন থেকে অধিকতর মূল্য তুলে নিতে সব সময়েই সক্ষম হয়। সঞ্চলন থেকে উৎপাদনশীল মূলধনের আকারে ক, খ, গ, ঘ প্রথম যা তুলে নেয়, তার চেয়ে তারা পণ্য মূলধনের আকারে অবিরত একটি বৃহত্তর পণ্য-মূল্য সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে—স্বাধীন ভাবে কর্মরত বিবিধ মূলধনের সংখ্যা যত বেশি হয়, এই কর্মকাণ্ডও তত বহুমুখী হয়—। সুতরাং, তারা যে যতটা উৎপাদনশীল মূলধন আগাম দিয়েছিল, সেগুলির যোগফলের সমান একটি মূল্যের অংক তাদের নিরন্তর ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হয় (তার মানে, প্রত্যেককেই নিজের জন্য একটি করে উৎপাদনশীল মূলধন সঞ্চলন থেকে তুলে নিতে হয়); ঠিক তেমন নিরন্তর ভাবেই তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হয় একটি মূল্যসম্ভার, যা তারা পণ্যের আকারে নানা দিক থেকে নিক্ষেপ করে সঞ্চলনের মধ্যে, যা আবার তাদের নিজ নিজ উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্যের উপরে যথাক্রমে অতিরিক্ত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

কিন্তু উৎপাদনশীল মূলধনে তার পুনঃরূপান্তরণের আগেই এবং তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য ব্যয় হবার আগেই পণ্য-মূলধনকে অবশ্যই রূপান্তরিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অর্থ কোথা থেকে আসবে? প্রথম দৃষ্টিতে প্রশ্নটি কঠিন বলে মনে হয় এবং তুকে কিংবা অন্য কেউ এ পর্যন্ত প্রশ্নটির উত্তর দেন নি।

ধরা যাক, অর্থ-মূলধনের আকারে অগ্রিম-দত্ত আবর্তনশীল মূলধন £৫০০ এখন বোঝায় সমাজের, অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীর, সমগ্র আবর্তনশীল মূলধন। ধরা যাক, উদ্বৃত্ত-মূল্য £১০০। কি করে গোটা ধনিক শ্রেণী পারে সঞ্চলন থেকে ক্রমাগত £৬০০ তুলে নিতে, যখন সেই শ্রেণী তার মধ্যে ক্রমাগত ছুঁড়ে দেয় মাত্র £৫০০?

£৫০০ অর্থ-মূলধন উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে যাবার পরে, এই দ্বিতীয়োক্তটি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে রূপান্তরিত করে £৬০০ মূল্যের পণ্যদ্রব্যে এবং সঞ্চলনে থাকে কেবল শুরুতে অগ্রিম দত্ত অর্থ-মূলধনের সমান £৫০০ মূল্যের পণ্যদ্রব্যই নয়, সেই সঙ্গে নোতুন উৎপাদিত একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যও—£১০০।

এই £১০০ অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয় পণ্যের আকারে। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন একটি কর্মকাণ্ড কোনক্রমেই এই অতিরিক্ত পণ্য-মূল্যের সঞ্চলনের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করে না।

সম্ভাব্য কোনো কৌশলের সাহায্যে এই সমস্যা অতিক্রম করা যায় না।

দৃষ্টান্ত হিসাবে: যেখানে স্থির আবর্তনশীল মূলধনের ব্যাপার, সেখানে এটা স্পষ্ট যে সকলে তা যুগপৎ বিনিয়োগ করে না। যখন ধনিক ক তার পণ্য বিক্রয় করে, যাতে তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন ধারণ করে অর্থের আকার, তখন অন্য দিকে পাওয়া যায় ক্রেতা খ-এর অর্থ-মূলধন, যা ধারণ করে উৎপাদন-উপায়ের আকার— ঠিক তাই, যা ক উৎপাদন করছে। যে ক্রিয়ার মাধ্যমে ক তার উৎপাদিত পণ্য-মূলধনে অর্থ-রূপ পুনরুদ্ধার করে, ঠিক সেই একই ক্রিয়ার মাধ্যমে খ তার মূলধনকে তার উৎপাদনশীল-রূপে প্রত্যার্পণ করে, তাকে অর্থ-রূপ থেকে উৎপাদনের উপায় এবং শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত করে; একই পরিমাণ অর্থ কাজ করে দ্বি-মুখী প্রক্রিয়ায় যেমন প্রত্যেকটি সরল ক্রয়ের প—অ-এর ক্ষেত্রে। অন্য দিকে, যখন ক তার অর্থকে পুনঃরূপান্তরিত করে উৎপাদনের উপায়ে, সে ক্রয় করে গ-এর কাছ থেকে, এবং এই লোকটি এর সাহায্যে খ-কে তার প্রাপ্য দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এই ভাবে লেনদেনটির ব্যাখ্যা মিলবে। কিন্তু:

পণ্যের সঞ্চলনে সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির কোনটিই (Buch I, Kap. III)* উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ধনতান্ত্রিক চরিত্রের দ্বারা কোনো ভাবে পরিবর্তিত হয় না।

অতএব যখন কেউ বলে যে অর্থের আকারে অগ্রিম দেয় সমাজের আবর্তনশীল মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে £৫০০, তখম সে এটা হিসাবে ধরে নিয়েই বলে যে এটা এক দিকে যুগপৎ অগ্রিম-দত্ত পরিমাণ এবং অন্য দিকে এটা £৫০০-এর চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল মূলধনকে গতিশীল করে, কারণ তা পালাক্রমে কাজ করে বিভিন্ন উৎপাদনশীল মূলধনের অর্থ-ভাণ্ডার হিসাবে। তা হলে, যে অর্থের অস্তিত্বটা তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, এই ধরনের ব্যাখ্যা তার অস্তিত্বটাকে আগে থেকে ধরে নিয়েই অগ্রসর হয়।

আরো বলা যেতে পারে: ধনিক ক জিনিস উৎপাদন করে, যা ধনিক খ পরিভোগ করে ব্যক্তিগত ভাবে, অনুৎপাদনশীল ভাবে। সুতরাং খ-এর অর্থ ক-এর পণ্য-মূলধনকে পরিণত করে অর্থে এবং এই ভাবে একই অর্থের অংক কাজ করে খ-এর উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং ক-এর আবর্তনশীল স্থির মূলধন বাস্তবায়িত করতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি তখনো মীমাংসার অপেক্ষায় থেকে যায়, সেটিকে আরো সরাসরি ধরে নেওয়া হয় যেন তার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে; সেই প্রশ্নটি হল: খ সেই অর্থ টা কোথা থেকে পায় যা তৈরি করে তার অর্থ? তার উৎপন্ন-সামগ্রীর উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশটি সে নিজে কেমন করে বাস্তবায়িত করল?

এটাও বলা যেতে পারে যে আবর্তনশীল অস্থির মূলধনের যে অংশটি ক তার শ্রমিকদের নিয়মিত ভাবে অগ্রিম দেয়, সেই অংশটি সঞ্চলন থেকে তার কাছে

* বাংলা সংস্করণ: ১ম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।—সম্পাদক

নিয়মিত ভাবে ফিরে আসে, এবং কেবল তার একটি কম-বেশি অংশই সব সময়ে তার কাছে থাকে মজুরি দেবার জন্য। কিন্তু ব্যয় করা এবং ফিরে আসার মধ্যে কিছুটা সময় কেটে যায়, এবং ইতিমধ্যে মজুরি ও অন্যান্য বাবদে প্রদত্ত অর্থ উদ্বৃত্ত-মূল্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে পারে।

কিন্তু প্রথমতঃ আমরা জানি যে এই সময় যত দীর্ঘতর হবে, ধনিক ক গোপনে যত অর্থ সর্বদা প্রস্তুত রাখবে, তার সরবরাহ তত বৃহত্তর হবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক অর্থ ব্যয় করে, তার বিনিময়ে পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করে এবং এই ভাবে তাদের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য স্বতঃই অর্থে রূপান্তরিত করে। অতএব যে অর্থ অস্থির মূলধনের আকারে অগ্রিম দেওয়া হয়, সেই একই অর্থ স্বতঃই আবার উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে রূপান্তরিত করার কাজ করে। এই মুহূর্তে এই প্রশ্নটির গভীরে আর প্রবেশ না করে, আপাততঃ এই মাত্র বলা যাক যে সমগ্র ধনিক শ্রেণী ও তার পোষ্যবর্গের পরিভোগ শ্রমিক শ্রেণীর পরিভোগের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে; অতএব শ্রমিকেরা সঞ্চলনে অর্থ নিক্ষেপের সঙ্গে যুগপৎ ধনিকদেরও তাতে অর্থ নিক্ষেপ করতে হবে—তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্য আয় হিসাবে ব্যয় করার জন্য। সুতরাং তার জন্য সঞ্চলন থেকে অবশ্যই অর্থ তুলে নিতে হবে। এই ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণে কেবল হ্রাসই ঘটায়, তার উচ্ছেদ ঘটায় না।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে: স্থিতিশীল মূলধন যখন প্রথম বিনিয়োজিত হয়, তখন একটি বিরাট পরিমাণ অর্থ নিরন্তর সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং যে এই অর্থটা সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল, সে কয়েক বছর বাদে ক্রমে ক্রমে, টুকরো টুকরো ভাবে, সেটা পুনরুদ্ধার করে। এই অংকটাই কি যথেষ্ট নয় উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে রূপান্তরিত করতে?

এর উত্তর অবশ্যই এই হবে যে সম্ভবত এই অংকটা, £৫০০, (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত তহবিলের জন্য মজুদ-গঠন) নির্দেশ করে স্থিতিশীল মূলধন হিসাবে তার নিয়োগ—যে ব্যক্তি তাকে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল, যদি তার দ্বারা না-ও হয়, তবে অন্য কারো দ্বারা। তা ছাড়া, স্থিতিশীল মূলধন হিসাবে যেগুলি কাজ করে, এমন সব উৎপন্ন-দ্রব্য সংগ্রহের জন্য যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, তার সম্পর্কে এটা আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সেগুলির মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্যও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে; এবং প্রশ্নটা ঠিক সেটাই: কোথা থেকে এই অর্থ আসে।

সাধারণ উত্তরটি আগেই দেওয়া হয়েছে: যদি x গুণ £১,০০০ মূল্যের একটি পণ্যসম্ভারকে সঞ্চলন করতে হয়, তা হলে এই সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণে তা একেবারেই কোনো পরিবর্তন ঘটায় না—তা এই পণ্য-সম্ভারের মূল্য কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য ধারণ করুক আর না-ই করুক; এই পণ্যসম্ভার ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়ে থাক আর না-ই হয়ে থাক। সুতরাং খোদ

সমস্যাটারই অস্তিত্ব থাকে না। অর্থ চলাচলের গতিবেগ ইত্যাদির মত বাকি সমস্ত অবস্থাগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ; এই সব পণ্যের প্রত্যক্ষ ক্রয়কারীদের ভাগে এই মূল্যটির কত বেশি বা কত কম পড়ে, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যদি এখানে কোনো সমস্যা থেকে থাকে, তা হলে তা সাধারণ সমস্যার সঙ্গে এক হয়ে যায়। একটি দেশের পণ্য সঞ্চলনের জন্য যে অর্থ আবশ্যক হয়, তা কোথা থেকে আসে?

যাই হোক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি বিশেষ সমস্যার মত একটা কিছু বাস্তবিকই থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে ধনিক নিজেই প্রতিভাত হয় সূচনা-বিন্দু হিসাবে, যে সঞ্চলনে অর্থ নিক্ষেপ করে। শ্রমিক তার জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তা আগেই অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপ হিসাবে ছিল এবং শ্রম-শক্তি ক্রয়ের বা তার মজুরি দানের মাধ্যম হিসাবে শুরুতে ধনিকের দ্বারা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। অধিকন্তু, ধনিক সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে সেই অর্থ, যা শুরুতে থাকে তার স্থির স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধন; সে তা ব্যয় করে শ্রমের হাতিয়ার এবং উৎপাদনের সামগ্রী বাবদে—ক্রয়ের বা মূল্যদানের উপায় হিসাবে। কিন্তু তার বাইরে ধনিক আর কখনো সঞ্চলনশীল অর্থের সূচনা-বিন্দু হিসাবে দেখা দেয় না। এখন থাকে কেবল দুটি সূচনা-বিন্দু: ধনিক এবং শ্রমিক। তৃতীয় বর্গের সমস্ত ব্যক্তি তাদের কাজের জন্য হয় অর্থ পায় এই দুটি শ্রেণী থেকে, নয়তো, প্রতিদানে কোনো কাজ না করেই যদি অর্থ পেয়ে থাকে, তা হলে তারা হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের—খাজনা সুদ ইত্যাদির আকারে—যৌথ মালিক। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবটাই যে শিল্প-ধনিকের পকেটে থাকে না, পরন্তু ভাগ করে নিতে হয় অন্যান্যের সঙ্গে, তা বর্তমান প্রশ্নটিকে কোনো ভাবেই প্রভাবিত করে না। প্রশ্নটি হচ্ছে কিভাবে সে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে রূপান্তরিত করে; প্রশ্নটি এই নয় যে প্রাপ্ত অর্থ কিভাবে পরে ভাগ হয়। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে ধনিককে এখনো উদ্বৃত্ত-মূল্যের একমাত্র মালিক বলে গণ্য করা যায়। শ্রমিকের ক্ষেত্রে, আগেই বলা হয়েছে যে শ্রমিক সঞ্চলনে যে অর্থ নিক্ষেপ করে, সে তার গৌণ সূচনা-বিন্দু মাত্র; মুখ্য সূচনা-বিন্দু হচ্ছে ধনিক। যে অর্থকে প্রথমে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল অস্থির মূলধন হিসাবে, তাই এখন অতিক্রম করে তার দ্বিতীয় সঞ্চলনের মধ্য দিয়ে, যখন শ্রমিক তা ব্যয় করে জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের বাবদে।

অতএব, অর্থের সঞ্চলনে ধনিক শ্রেণীই হল একমাত্র সূচনা-বিন্দু। যদি তাদের প্রয়োজন হয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ক্রয় করতে £৪০০ এবং শ্রম-শক্তির মজুরি দিতে £১০০, তা হলে তারা সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে £৫০০। কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের হার শতকরা ১০০ ভাগ সহ, উৎপন্ন সামগ্রীতে অন্তর্ভুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য মূল্যের হিসাবে £১০০-এর সমান। তা হলে যখন তারা ক্রমাগত কেবল £৫০০ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে, তখন তারা তা থেকে £৬০০ তুলে নেয় কি করে? শূন্য থেকে শূন্যই আসে। আগে

যা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয় নি, সমগ্র ভাবে ধনিক শ্রেণী সঞ্চলন থেকে তা তুলে নিতে পারে না।

আমরা এখানে এই ঘটনাটি উপেক্ষা করছি যে £৪০০, যখন দশ বার প্রতিবর্তিত হয়, তখন তা £৪,০০০ মূল্যের উৎপাদনের উপায় এবং £১,০০০ মূল্যের শ্রম-শক্তি সঞ্চলন করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে এবং বাকি £১০০ অনুরূপ ভাবে £১,০০০ মূল্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য সঞ্চলন করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। সঞ্চলিত পণ্যসমূহের মূল্যের সঙ্গে অর্থের অংকের অনুপাত এখানে গুরুত্বহীন। সমস্যাটা থেকে যায় একই। যদি একই সংখ্যক অর্থমুদ্রা কয়েকবার সঞ্চলন না করে, তা হলে অবশ্যই £৫,০০০ পরিমাণ মূলধন সঞ্চলনে নিক্ষেপ করতে হবে, এবং £১,০০০ দরকার হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে রূপান্তরিত করতে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথা থেকে এই অর্থ আসে, সেটা কি £১,০০০, কিংবা £১০০? যাই হোক, সেটা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত অর্থ-মূলধনের অতিরিক্ত। বাস্তবিক পক্ষে, প্রথম দৃষ্টিতে আপাত-বিরোধী বলে প্রতীয়মান হলেও, ধনিক শ্রেণী নিজেই সঞ্চলনে সেই অর্থ নিক্ষেপ করে, যে অর্থ পণ্যসমূহের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বাস্তবায়িত করার কাজ করে। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে তা সেই অর্থকে অগ্রিম-দত্ত অর্থ হিসাবে, অর্থাৎ মূলধন হিসাবে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে না। তা সেটাকে ব্যয় করে তার ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য ক্রয়ের উপায় হিসাবে। সুতরাং অর্থটা ধনিক শ্রেণীর দ্বারা অগ্রিম প্রদত্ত হয় না, যদিও এ হচ্ছে সেটার সঞ্চলনের সূচনা-বিন্দু।

কোন একজন ব্যক্তিগত ধনিকের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, যে তার ব্যবসায়ে কেবল নেমেছে, যেমন একজন খামার-মালিক। প্রথম বছরে সে অগ্রিম দেয়, ধরা যাক, £৫,০০০ পরিমাণ অর্থ-মূলধন, যা থেকে উৎপাদন-উপায়ের জন্য ব্যয় করে £৪,০০০ এবং শ্রম-শক্তির জন্য £১,০০০। ধরা যাক, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০%, তার দ্বারা আয়ত্তীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ £১,০০০। উল্লিখিত £৫,০০০-এর উপাদান হল অর্থ-মূলধন হিসাবে তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত সমস্ত অর্থ। কিন্তু লোকটিকে বাঁচতেও হবে, এবং বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কোনো অর্থ নেয় না। ধরুন তার পরিভোগের পরিমাণ দাঁড়ায় £১,০০০। কিন্তু এই অগ্রিম, এখানে যার আছে কেবল একটি বিষয়ীগত তাৎপর্য, তা এ কথা ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না যে প্রথম বছরে সে তার ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য তার শ্রমিকদের বিনা-মজুরির উৎপাদন থেকে ব্যয় নির্বাহ না করে, করবে তার নিজের পকেট থেকে। সে এই অর্থ মূলধন হিসাবে অগ্রিম দেয় না। সে এই অর্থ ব্যয় করে, এটা খরচ করে জীবন ধারণের উপায়-উপকরণের বাবদে প্রতি-মূল্য হিসাবে, যে উপায়-উপকরণগুলি সে পরিভোগ করে। এই মূল্য সে ব্যয় করেছে অর্থে, সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছে এবং তা থেকে তুলে নিয়েছে পণ্য-মূল্যের আকারে। এই পণ্য-মূল্যগুলি সে পরিভোগ করেছে। সুতরাং তাদের মূল্যের সঙ্গে সে আর মোটেই সম্পর্কিত নেই।

যে অর্থের সাহায্যে সে এই মূল্য দিয়েছে তা এখন আছে সঞ্চলনশীল অর্থের একটি উপাদান হিসাবে। কিন্তু এই অর্থের মূল্য সে সঞ্চলন থেকে তুলে নিয়েছে উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে; এবং এখন, যে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে তা বিধৃত ছিল, সেগুলির সঙ্গে এই মূল্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গোটা মূল্যটারই অবসান ঘটে। কিন্তু বছরের শেষে সে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে £৬,০০০ মূল্যের পণ্যসম্ভার এবং সেগুলি বিক্রয় করে। এই ভাবে সে পুনরুদ্ধার করে: (১) তার অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধন £৫,০০০, বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্য £১,০০০। সে মূলধন হিসাবে অগ্রিম দিয়েছে, সঞ্চলন নিক্ষেপ করেছে, £৫,০০০, এবং তা থেকে সে তুলে নেয় £৬,০০০—যার মধ্যে £৫,০০০ তার মূলধনকে প্রতিস্থাপন করে এবং £১,০০০ তার উদ্বৃত্ত-মূল্য। এই শেষোক্ত £১,০০০ অর্থে পরিবর্তিত হয় সেই অর্থের সাহায্যে, যা সে নিজেই সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছে, যা সে অগ্রিম দেয়নি, ব্যয় করেছে ধনিক হিসাবে নয়, পরিভোক্তা হিসাবে। তা এখন তার কাছে ফিরে আসে তার দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে। এবং এখন থেকে এই প্রক্রিয়াটি প্রতি বৎসর পুনরাবর্তিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর থেকে শুরু করে, এই £১,০০০ যা সে ব্যয় করে, তা তার দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিরন্তর ভাবে রূপান্তরিত রূপ, অর্থ-রূপ। সে তা ব্যয় করে প্রতি বৎসর এবং তা তার কাছে ফিরে আসে প্রতি বৎসর।

যদি তার মূলধন বৎসরে আরো ঘন ঘন প্রতিবর্তিত হত, তা হলেও এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটত না, কিন্তু সময়ের দৈর্ঘ্যকে প্রভাবিত করত, এবং সেই হেতু প্রভাবিত করত সেই পরিমাণটিকে, যা তাকে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করতে হত তার ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য, তার অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের অতিরিক্ত।

এই অর্থ ধনিক সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে মূলধন হিসাবে নয়। কিন্তু যত দিন উদ্বৃত্ত-মূল্য ফিরে আসতে শুরু না করে, ততদিন তার নিজের অধিকারে যে সংস্থান থাকে, তার উপরেই জীবন-যাপনের সক্ষমতা ধনিকের একটি নিশ্চিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, তার মূলধনের প্রথম প্রতিদান না আসা পর্যন্ত, ধনিক যে পরিমাণ অর্থ তার ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য ব্যয় করে, তা সে যে-উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করেছিল, তার ঠিক সমান, এবং অতএব অবশ্যই পরিণত হবে অর্থে। এটা ধরে নেওয়া—ব্যক্তিগত ধনিকের সঙ্গে সেটা যতটা সম্পর্কিত—স্পষ্টতঃই একটা খেয়াল-খুশির ব্যাপার। কিন্তু সরল পুনরুৎপাদন ধরে নিয়ে, গোটা ধনিক শ্রেণীর প্রতি প্রয়োগ করলে, এটা অবশ্যই হবে সঠিক। যা ধরে নেওয়া হয়েছে, এটা সেই একই জিনিস প্রকাশ করে; যথা, গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটাই, এবং একমাত্র এটাই—সুতরাং মূল মূলধন সংভারের ('স্টক'-এর) কোনো ভগ্নাংশই নয়—পরিভুক্ত হয় অনুৎপাদনশীল ভাবে।

এটা আগে ধরে নেওয়া হয়েছে যে মহার্ঘ ধাতুসমূহের মোট উৎপাদন (£৫০০-এর

সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে) কেবল অর্থের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিস্থাপনের পক্ষেই যথেষ্ট।

সোনা উৎপাদনকারী ধনিকেরা তাদের সমগ্র উৎপন্নকে ধারণ করে সোনার আকারে—সেই অংশটি যা প্রতিস্থাপন করে অস্থির মূলধনকে এবং সেই সঙ্গে তাকে যা গঠিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে। সুতরাং সামাজিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ গঠিত হয় সোনা দিয়ে—এমন একটি উৎপন্ন দিয়ে নয়, যা কেবল সঞ্চলনের প্রক্রিয়াতেই পরিবর্তিত হয় সোনায়। এটা শুরু থেকেই থাকে সোনা এবং নিক্ষিপ্ত হয় সঞ্চলনে, যাতে করে এ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বের করে আনা যায়। একই জিনিস এখানে মজুরির ক্ষেত্রে, অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রে, এবং অগ্রিম-প্রদত্ত স্থির মূলধন প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, যেখানে ধনিক শ্রেণীর একটি অংশ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে তাদের দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের চেয়ে বৃহত্তর (উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের দ্বারা বৃহত্তর) মূল্যের পণ্যসম্ভার, তখন ধনিকদের আরেকটি অংশ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে সোনা উৎপাদনের জন্য সঞ্চলন থেকে তারা নিরন্তর যে পণ্যসামগ্রী তুলে নেয় তার চেয়ে বৃহত্তর মূল্যের (উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের দ্বারা বৃহত্তর) অর্থ। যেখানে ধনিকদের একটা অংশ যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনে ঢালে, সব সময়েই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ তা থেকে বার করে নেয়, সেখানে যে-অংশটি সোনা উৎপাদন করে, তারা উৎপাদনের উপায় বাবদে যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চলন থেকে বার করে নেয়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ সব সময়েই তার মধ্যে প্রবেশ করায়।

যদিও সোনার আকারে £৫০০ মূল্যের এই উৎপন্নের একটি অংশ সোনা-উৎপাদনকারীদের উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা হলেও, গোটা পরিমাণটি উদ্দিষ্ট কেবল পণ্যের সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক অর্থকে প্রতিস্থাপন করার উদ্দেশ্যে। এই সোনার কতটা অংশ পণ্যসমূহের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে পরিবর্তিত করে এবং এর কতটা অংশ তাদের অন্যান্য মূল্য-উপাদান, সেটা এই উদ্দেশ্যে গুরুত্বহীন।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে সোনার উৎপাদন স্থানান্তরিত করলে ব্যাপারটিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ক দেশের সামাজিক শ্রম-শক্তির এবং উৎপাদনের সামাজিক উপায়সমূহের একটি অংশ রূপান্তরিত হয় একটি উৎপন্নে, যেমন কাপড়ে, যার মূল্য £৫০০, এবং যা রপ্তানি করা হয় খ দেশে সেখানে সোনা কেনার জন্য। ক দেশে এই উৎপাদনশীল মূলধন যদি সরাসরি সোনার উৎপাদনেই নিয়োজিত হত, তা হলে সে দেশে এই ভাবে নিয়োজিত উৎপাদনশীল মূলধনের চেয়ে তা অধিকতর পণ্য সে দেশের বাজারে উপস্থিত করত না; এখানে পণ্য বলতে অর্থ নয়। ক-এর এই উৎপন্ন-সামগ্রী সোনার আকারে £৫০০-এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই দেশের সঞ্চলনে প্রবেশ করে অর্থ হিসাবে। এই উৎপন্ন-সামগ্রীতে সামাজিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটি বিধৃত থাকে, তা ক দেশটির জন্য অবস্থান করে

সরাসরি অর্থের রূপে—এবং কখনো অন্য কোনো রূপে নয়। যদিও সোনা-উৎপাদনকারী ধনিকদের পক্ষে উৎপন্ন-সামগ্রীর কেবল একটি অংশই উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং আরেকটি অংশ প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিস্থাপনী মূলধনের, তবু, এই সোনার কতটা অংশ—আবর্তনশীল স্থির মূলধনের বাইরে—অস্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপিত করে এবং তার কতটা অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, এই প্রশ্নটি নির্ভর করে একান্ত ভাবেই সঞ্চলনশীল পণ্যসমূহের মূল্যের সঙ্গে যথাক্রমে মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের উপরে। যে-অংশটি গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, সেটি ধনিক শ্রেণীর বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বন্টিত হয়। যদিও সেই অংশটি ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য ক্রমাগত ব্যয় করা হয় এবং নোতুন উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়—ঠিক এই ক্রয়-বিক্রয়ই তাদের মধ্যে সঞ্চলন করে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ—তা হলেও ধনিকদের পকেটে পকেটে থাকে, অর্থের আকারে, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে হলেও, সামাজিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, ঠিক যেমন শ্রমিকদের পকেটে পকেটে থাকে, অর্থের আকারে, মজুরির একটা অংশ অন্তত: সপ্তাহ-কালের একটি অংশ। এবং এই অংশটি অর্থ-উৎপন্নের সেই অংশটির দ্বারা সীমিত হয় না, যেটি শুরুতে গঠন করে সোনা-উৎপাদনকারী ধনিকদের উদ্বৃত্ত-মূল্য, কিন্তু, যে কথা আগেই বলেছি, সীমিত হয় সেই অনুপাতের দ্বারা, যে-অনুপাতে £৫০০ মূল্যের উল্লিখিত উৎপন্ন সামগ্রী সাধারণ ভাবে বন্টিত হয় ধনিকদের এবং শ্রমিকদের মধ্যে, এবং যাতে সঞ্চলনীয় পণ্য-সরবরাহ গঠিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মূল্যের অন্যান্য উপাদানসমূহের দ্বারা।

যাই হোক, উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটি অন্যান্য পণ্যে অবস্থান করে না, অবস্থান করে তাদের পাশাপাশি অর্থের আকারে, সেই অংশটি গঠিত হয় বার্ষিক উৎপাদিত সোনার একটি অংশ দিয়ে কেবল ততটা পর্যন্ত, যতটা পর্যন্ত সোনার বার্ষিক উৎপাদনের একটা অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাস্তবায়নের জন্য সঞ্চলন করে। অর্থের বাকি অংশটা, যা বিভিন্ন অংশে ক্রমাগত থাকে ধনিকদের হাতে, তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থ-রূপ হিসাবে, তা বার্ষিক উৎপাদিত সোনার একটি উপাদান নয়, দেশে পূর্ব-সঞ্চয়ীকৃত অর্থ-সম্ভারের একটি উপাদান।

আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে, সোনার বার্ষিক উৎপাদন, £৫০০, অর্থের ঠিক বার্ষিক ক্ষয়-ক্ষতিটাই পূরণ করে। যদি আমরা কেবল এই £৫০০-এর কথা মনে রাখি এবং বার্ষিক উৎপাদিত পণ্য-সম্ভারের সেই অংশটি উপেক্ষা করি যে অংশটি সঞ্চলিত হয় পূর্ব-সঞ্চয়ীকৃত অর্থের সাহায্যে, তা হলে পণ্য-রূপেও উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় তার অর্থে রূপান্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে যাবে-এই সহজ কারণে যে অন্য দিকে উদ্বৃত্ত-মূল্য বার্ষিক উৎপাদিত হয় সোনার

আকারে। এই একই জিনিস খাটে স্বর্ণ-উৎপন্নের অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রেও, যেগুলি প্রতিস্থাপন করে অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনকে।

এখন, এখানে দুটি জিনিসের উপরে নজর দিতে হবে।

প্রথমতঃ, এটা অনুসরণ করে যে ধনিকেরা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থ-রূপে ব্যয় করে এবং সেই সঙ্গে তারা যে অস্থির ও অন্য উৎপাদনশীল মূলধন অর্থ-রূপে অগ্রিম দেয়, তা বস্তুতঃ পক্ষে শ্রমিকদেরই, যথা স্বর্ণ-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদেরই উৎপন্ন সামগ্রী। তারা স্বর্ণ-উৎপন্নের কেবল সেই অংশই উৎপাদন করে না, যা মজুরি হিসাবে তাদের "অগ্রিম" দেওয়া হয়, স্বর্ণ-উৎপন্নের সেই অংশটিও উৎপাদন করে, যা ধনিক স্বর্ণ-উৎপাদকের উদ্বৃত্ত-মূল্যেরও প্রতিনিধিত্ব করে। সর্বশেষে, স্বর্ণ-উৎপন্নের যে অংশটি প্রতিস্থাপন করে কেবল তার উৎপাদনের জন্য অগ্রিম-দত্ত স্থির মূলধন-মূল্যকে, তার সম্পর্কে উল্লেখ্য যে তা অর্থ-রূপে (বা সাধারণ ভাবে উৎপন্ন রূপে পুনরাবির্ভূত হয় কেবল শ্রমিকদের বার্ষিক কাজের মাধ্যমেই। যখন ব্যবসাটি শুরু হয়েছিল, তা গোড়ায় ধনিক কর্তৃক ব্যয়িত হয়েছিল অর্থের আকারে, যা নোতুন উৎপাদিত হয় নি, বরং যা ছিল সামাজিক অর্থ-সম্ভারের একটি অংশ। কিন্তু যে মাত্রায় তা একটি নোতুন উৎপন্নের দ্বারা, অতিরিক্ত স্বর্ণের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, সেই মাত্রায় তা শ্রমিকের বার্ষিক উৎপন্ন। ধনিকের প্রদত্ত অগ্রিমও এখানে প্রতিভাত হয় এমন একটি রূপে, যার অস্তিত্ব উদ্ভূত হয় এই ঘটনাটি থেকে যে শ্রমিক তার নিজের উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকও নয় কিংবা অন্য শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত জীবন-ধারণের উপায়-সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষমও নয়।

দ্বিতীয়তঃ, অবশ্য, যে-অর্থ-সম্ভার অবস্থান করে এই £৫০০-এর বার্ষিক প্রতিস্থাপন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে অংশতঃ সঞ্চলনশীল অর্থের আকারে, সেই অর্থ-সম্ভার সম্পর্কে উল্লেখ্য যে তার ক্ষেত্রেও ব্যাপারগুলি শুরুতে অবশ্যই হবে, কিংবা অবশ্যই হয়েছে, ঠিক সেই রকম, যে-রকম বাৎসরিক হয় এই £৫০০-এর ক্ষেত্রে। এই উপ-পরিচ্ছেদের শেষে আমরা আবার এই বিষয়ে ফিরে আসব।* কিন্তু তার আগে আমরা আরো কিছু মন্তব্য করতে চাই।

প্রতিবর্তন সম্পর্কে আমাদের অনুশীলনে আমরা দেখেছি যে, বাকি সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, প্রতিবর্তন-কালের দৈর্ঘ্যে পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক হয় অর্থ-মূলধনের পরিমাণে পরিবর্তন—যাতে করে একই আয়তনে উৎপাদন পরিচালনা করা যায়। সুতরাং অর্থ-সঞ্চলনের স্থিতিস্থাপকতা অবশ্যই পর্যাপ্ত হবে যাতে করে তা সম্প্রসারণ ও সংকোচনের এই পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে।

* এই গ্রন্থের ৯৪-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আমরা যদি আরো ধরে নেই যে বাকি সমস্ত অবস্থাগুলি—কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য, তীব্রতা ও উৎপাদনশীলতা সহ—অপরিবর্তিতই আছে," কিন্তু মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে **উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যের বণ্টনে পার্থক্য** ঘটেছে, যাতে করে হয় প্রথমটি বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়টি হ্রাস পায়, নয়তো উল্‌টোটা ঘটে, তা হলে তার ফলে সঞ্চলনশীল অর্থ-সম্ভারে কোনো প্রভাব পড়ে না। এই পরিবর্তন ঘটতে পারে অর্থের পরিমাণে কোনো সম্প্রসারণ বা সংকোচন ছাড়াই। বিশেষ ভাবে সেই ক্ষেত্রটা বিবেচনা করা যাক, যেখানে ঘটে মজুরির একটি সাধারণ বৃদ্ধি, যাতে করে আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, সেখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে ঘটবে একটি সাধারণ হ্রাস, কিন্তু এ ছাড়াও, আমরা যা ধরে নিয়েছি সেই অনুসারেই, সঞ্চলনশীল পণ্য-সম্ভারের মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। অস্থির মূলধন হিসাবে যে-অর্থ-মূলধনকে অগ্রিম দিতে হবে, এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই তাতে, এবং, অতএব, যে-অর্থের পরিমাণ এই কাজটি সম্পাদন করে, তাতে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং, সেই কারণে, তার বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণও ঠিক সেই একই পরিমাণে হ্রাস পায়, যে পরিমাণে অস্থির মূলধনের কার্যের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে পণ্য-মূল্য বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণ, এই পণ্য-মূল্য নিজে যতটা পরিবর্তিত হয়, তার চেয়ে বেশি পরিবর্তিত হয় না। ব্যক্তিগত ধনিকের ক্ষেত্রে উৎপাদন-দাম বেড়ে যায় কিন্তু তার সামাজিক উৎপাদন-ব্যয় অপরিবর্তিতই থাকে। মূল্যের স্থির অংশটি ছাড়া যা পরিবর্তিত হয়, তা হল সেই অনুপাতটি, যে-অনুপাতে পণ্যের উৎপাদন-দাম মজুরি এবং মুনাফার মধ্যে বিভক্ত হয়।

কিন্তু, যুক্তি দেওয়া হয় যে, অস্থির অর্থ-মূলধনের বৃহত্তর ব্যয় (অবশ্য, অর্থের মূল্যটি স্থির আছে ধরে নিয়ে) নির্দেশ করে শ্রমিকদের হাতে বৃহত্তর পরিমাণ অর্থ। এর ফলে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে পণ্যের চাহিদা বৃহত্তর হয়। তার ফলে আবার পণ্যের দামে বৃদ্ধি ঘটে।—অথবা বলা হয়ঃ মজুরি যদি বৃদ্ধি পায়, ধনিকেরা তাদের পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে।—যে কোনো ক্ষেত্রে, মজুরি সাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পেলে পণ্যের মূল্যে বৃদ্ধি ঘটে। অতএব পণ্য সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক হয় বৃহত্তর পরিমাণ অর্থ, দাম বৃদ্ধির কারণ যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন।

প্রথম বক্তব্যের জবাবঃ মজুরি বৃদ্ধির কারণে জীবন-ধারণের আবশ্যিক দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাবে। বিলাস-দ্রব্যাদির জন্য তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে অল্পতর মাত্রায়, কিংবা সেই সব জিনিসের চাহিদা তৈরি হবে, যেসব জিনিস আগে তাদের পরিভোগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণের চাহিদায় আকস্মিক ও বৃহৎ আয়তনে বৃদ্ধির ফলে নিঃসন্দেহে তাদের দামে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটবে। তার পরিণামঃ সামাজিক মূলধনের একটি বৃহত্তর অংশ নিয়োজিত হবে জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনে এবং একটি

অল্পতর অংশ নিয়োজিত হবে বিলাস-দ্রব্যাদি উৎপাদনে, যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য হ্রাস পাবার দরুন এগুলির দাম পড়ে যায় এবং তার ফলে এই সব জিনিসের জন্য ধনিকদের চাহিদাও পড়ে যায়। অন্য দিকে, যেহেতু শ্রমিকেরা নিজেরাই বিলাস-দ্রব্যাদি ক্রয় করে, সেই হেতু তাদের মজুরিতে বৃদ্ধি ঘটার ফলে জীবন-ধারণের দ্রব্য-সামগ্রীর দামে বৃদ্ধি ঘটে না, কেবল বিলাস-দ্রব্যাদির ক্রেতাদের স্থানচ্যুত করে। শ্রমিকেরা আগের তুলনায় বেশি বিলাস-দ্রব্যাদি পরিভোগ করে এবং ধনিকেরা করে আগের তুলনায় কম। Voila tout. কিছু ওঠা-নামার পরে সঙ্কলনশীল পণ্যসম্ভারের মূল্য আবার আগের মত একই দাঁড়ায়। সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধিসমূহের ব্যাপারে বলা যায় যে, অ-নিয়োজিত অর্থ-মূলধন, যা এত দিন শেয়ার-বাজারে ফাটকা কারবারে কিংবা বিদেশে নিয়োজিত হবার সুযোগ খুঁজত, সেই অর্থ-মূলধনকে অভ্যন্তরীণ পরিভোগে নিয়োগ করা ছাড়া, এই হ্রাস-বৃদ্ধিগুলি আর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয় বক্তব্যের জবাব: ধনিক উৎপাদনকারীদের হাতে যদি এই ক্ষমতা থাকত যে তারা খুশিমত পণ্যের দাম বাড়াতে পারে, তা হলে মজুরিতে কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই তারা তা করতে পারত এবং করত। যদি পণ্যের দাম পড়ে যেত, মজুরি কখনো বৃদ্ধি পেত না। ধনিক শ্রেণী কখনো ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা করত না, যদি তারা এখন যা করছে ব্যতিক্রম হিসাবে, নির্দিষ্ট, বিশেষ, বলা যায় স্থানীয়, অবস্থায় যা করছে তা তারা সর্বদা এবং সকল অবস্থায় করতে পারত, অর্থাৎ পণ্যের দাম আরো উঁচুতে তোলার জন্য প্রত্যেকটি মজুরি-বৃদ্ধির সুযোগ নিতে পারত এবং এই ভাবে আরো বেশি মুনাফা হস্তগত করতে পারত।

বিলাস-দ্রব্যাদির চাহিদা কমে যায় বলে (এই বাবদে ধনিকদের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ায় এগুলির হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদার দরুন) ধনিকেরা সেগুলির দাম বাড়াতে পারে—এই উক্তিটি যোগান ও চাহিদার নিয়মটির একটি অতি সাধারণ প্রয়োগ। যেহেতু এটা কেবল বিলাস-দ্রব্য-ক্রেতাদের স্থানচ্যুতিই নয়, শ্রমিকদের দ্বারা ধনিকদের স্থানচ্যুতিই নয়—এবং এই স্থানচ্যুতি যতটা অবধি ঘটে, ততটা অবধি শ্রমিকদের চাহিদা আবশ্যিক দ্রব্যাদির দামে বৃদ্ধি ঘটায় না, কারণ শ্রমিকেরা তাদের বর্ধিত মজুরির যে অংশ বিলাস-সামগ্রীতে খরচ করে, সেই অংশটি আবশ্যিক দ্রব্যাদিতে খরচ করতে পারে না—সেই হেতু চাহিদা হ্রাস পাবার দরুন বিলাস-সামগ্রীর দামও হ্রাস পায়। সুতরাং বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদন থেকে মূলধন তুলে নেওয়া হয়, যে পর্যন্ত না তাদের সরবরাহ সেই মাত্রায় হ্রাস পায়, যা সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তিত ভূমিকার অনুরূপ হয়। এই ভাবে তাদের উৎপাদন হ্রাস পাবার ফলে, তাদের দাম বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক মানে উপনীত হয়—তাদের মূল্য অন্যথা অপরিবর্তিত থাকে। যে পর্যন্ত এই সংকোচন বা সমীভবনের প্রক্রিয়া, স্থায়ী হয়, এবং আবশ্যিক দ্রব্য-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়, সেই

পর্যন্ত এই দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে ততটা পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করা হয়, যতটা পরিমাণ উৎপাদনের অন্যান্য শাখা থেকে তুলে নেওয়া হয়, যে পর্যন্ত না চাহিদার পূর্তি ঘটে। তখন আবার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির পরিণতি দাঁড়ায় এই যে সামাজিক মূলধন এবং, অতএব অর্থ-মূলধন জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিলাস দ্রব্যাদির উৎপাদনের মধ্যে একটি ভিন্ন অনুপাতে বিভক্ত হয়।

গোটা আপত্তিটাই হচ্ছে ধনিকদের এবং তাদের তল্পিবাহকদের দ্বারা তৈরি করা একটা জুজু।

এই জুজুর সমর্থনে যে তথ্যগুলিকে অছিলা হিসাবে হাজির করা হয়, সেগুলি তিন রকমের:

১) অর্থ-সঞ্চলনের এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, সঞ্চলনশীল পণ্যসমূহের মোট দামে বৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণেও বৃদ্ধি ঘটে, তা মোট দামে এই বৃদ্ধি একই পরিমাণ পণ্যসম্ভারে প্রযুক্ত হোক বা একটি বৃহত্তর পরিমাণ পণ্যসম্ভারে প্রযুক্ত হোক। সে ক্ষেত্রে ফলকে হেতুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বাড়ার সঙ্গে মজুরিও বাড়ে (যদিও এই বৃদ্ধি বিরল, এবং আনুপাতিক কেবল ব্যতিক্রম হিসাবে)। মজুরি-বৃদ্ধি পণ্য-দামে বৃদ্ধির হেতু নয়, ফল।

২) আংশিক বা স্থানীয় মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে—অর্থাৎ উৎপাদনের কয়েকটি মাত্র শাখায় মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে—এই শাখাগুলির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের স্থানীয় দামে বৃদ্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু এটাও নির্ভর করে অনেকগুলি অবস্থার উপরে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, মজুরি যদি অস্বাভাবিক ভাবে কম এবং অতএব মুনাফার হার যদি অস্বাভাবিক ভাবে বেশি না থাকে; এই সব দ্রব্যের বাজার যদি দাম বৃদ্ধির ফলে সংকুচিত না হয় (সুতরাং যদি সেগুলির দাম বৃদ্ধির আগে সেগুলির সরবরাহ সংকোচনের প্রয়োজন না হয়), ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩) মজুরি সাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পেলে, উৎপন্ন পণ্যসমূহের দাম শিল্পের সেই সব শাখায় বৃদ্ধি পায়, যেখানে অস্থির মূলধনের প্রাধান্য আর সেই সব শাখায় হ্রাস পায়, যেখানে স্থির, বা স্থিতিশীল, মূলধনের প্রাধান্য।

পণ্যের সরল সঙ্কলন সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনায় আমরা দেখেছিলাম (Buch I, Kap. III, 2)* যে, যে-কোনো পরিমাণ পণ্যের অর্থ-রূপ সঙ্কলনের পরিধির অভ্যন্তরে স্বল্পস্থায়ী মাত্র, তবু কোন একটি পণ্যের রূপান্তরণের সময়ে একজন ব্যক্তির হাতে স্বল্প-স্থায়ী ভাবে স্থিত এই অর্থ অবশ্যই চলে যায় আর একজনের হাতে, যাতে করে প্রথমতঃ পণ্য কেবল সর্বদা বিনিমিতই হয় না, কিংবা পরস্পরকে প্রতিস্থাপিতই করে না, উপরন্তু, এই প্রতিস্থাপন পরিপোষিত ও সহবর্তিত হয়, অর্থের একটি সর্বতোমুখী ত্বরিত-বৃদ্ধির (precipitation) দ্বারা। "যখন একটি পণ্য আরেকটি পণ্যকে প্রতিস্থাপন করে, তখন অর্থ-পণ্য সর্বদাই কোন-না-কোন তৃতীয় ব্যক্তির হাতে লেগে থাকে। সঙ্কলন অর্থের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম ঝরিয়ে দেয়।" (Buch I, S. 92)** পণ্যের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে একই অভিন্ন ঘটনা অভিব্যক্ত হয় অর্থ-মূলধনের আকারে নিরন্তর বিদ্যমান মূলধনের একটি অংশের দ্বারা এবং মালিকদের হাতে নিরন্তর উপস্থিত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশের দ্বারা—একই ভাবে অর্থের আকারে।

এ ছাড়া, যেহেতু **অর্থের আবর্ত**—অর্থাৎ প্রস্থান-বিন্দুতে অর্থের প্রত্যাগমন—মূলধনের প্রতিবর্তনে একটি পর্যায়, সেই হেতু তা **অর্থের চলাচল**[৩৩] থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমনকি বিপরীত, একটি ঘটনা। অর্থের চলাচল বোঝায় সূচনা-বিন্দু

* বাংলা সংস্করণ: ১ম খণ্ড—তৃতীয় অধ্যায়।

** বাংলা সংস্করণ: ১ম খণ্ড—পৃঃ ৮৫-৮৬ (ইং ১১৩)

(৩৩) যদিও ফিজিওক্র্যাটরা এখনো এই দুটি ব্যাপারকে গুলিয়ে ফেলেন, তাঁরাই প্রথমে সঙ্কলনের মর্মগত রূপ হিসাবে—সঙ্কলনের সেই রূপ হিসাবে যা পুনরুৎপাদনের সহায়তা করে—গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার সূচনা-বিন্দুতে অর্থের প্রতি-প্রবাহের উপরে। "অর্থনৈতিক সারণীর (Tableau Economique-এর) প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে উৎপাদনশীল শ্রেণী অর্থের সংস্থান করে, যার দ্বারা বাকি শ্রেণীগুলি তার কাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করে, এবং পরের বছর তারা যখন সেই একই জিনিস ক্রয় করতে আসে তখন সেই অর্থ ফেরৎ দেয়। ...তা হলে ব্যয়ের পরে পুনরুৎপাদন, এবং পুনরুৎপাদনের পরে ব্যয়—এই চক্রটি ছাড়া আরো কোনো চক্র দেখতে পাবেন না; এই চক্রটি রচিত হয় অর্থের সঙ্কলনের দ্বারা এবং এটি পরিমাপ করে ব্যয় এবং পুনরুৎপাদন।" (Quesnay, Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans, Daire edition, Physiocrats, 1, qq. 208,209.) "মূলধনের এই ক্রমাগত অগ্রগমন এবং প্রত্যাগমনকে অভিহিত করা উচিত অর্থের সঙ্কলন বলে, এই উপযোগপূর্ণ ও উর্বর সঙ্কলন যা সমাজের সমস্ত শ্রমকে প্রাণ দান করে, যা

থেকে ক্রমাগত প্রস্থান—বারংবার হাত-বদলের মধ্য দিয়ে। (Buch I, S 94.)* যাই হোক, প্রতিবর্তন ত্বরান্বিত হলে অর্থ-চলাচলও স্বতঃই ত্বরান্বিত হয়।

প্রথমতঃ অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রেঃ যদি একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ-মূলধন, ধরুন £৫০০, বছরে অস্থির মূলধনের আকারে প্রতিবর্তিত হয় দশ বার, তা হলে এটা স্পষ্ট যে অর্থের সঞ্চলনশীল পরিমাণের এই একাংশটি সঞ্চলন করে তার মূল্যের দশ গুণ কিংবা £৫০০০। ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে এটা বছরে সঞ্চলন করে দশ বার। অর্থের সঞ্চলনশীল পরিমাণটির ঐ একই একাংশ দিয়ে শ্রমিককে মজুরি দেওয়া হয় বছরে দশ বার, এবং শ্রমিকও তা ব্যয় করে সেইভাবে। উৎপাদনের আয়তন অপরিবর্তিত থেকে, যদি একই অস্থির মূলধন বছরে প্রতিবর্তিত হত মাত্র একবার, তা হলে ঘটত কেবল £৫০০০-এর একটি মূলধন প্রতিবর্তন।

অধিকন্তুঃ ধরা যাক, আবর্তনশীল মূলধনের স্থির অংশটি £১০ ০-এর সমান। যদি মূলধনটি প্রতিবর্তিত হয় দশ বার, তা হলে ধনিক তার পণ্য, অতএব তার মূল্যের সঞ্চলনশীল অংশটি, বিক্রয় করে বছরে দশ বার। অর্থের সঞ্চলনশীল পরিমাণের এই একাংশটি (সমান £১,০০০) তার মালিকদের হাত থেকে ধনিকদের হাতে যায় বছরে দশ বার। এই অর্থ হাত বদল করে দশ বার। দ্বিতীয়তঃ, ধনিক উৎপাদনের উপায় উপকরণ ক্রয় করে বছরে দশ বার। এর ফলে আবার এক হাত থেকে আরেক হাতে অর্থের দশ বার। £১০০০ পরিমাণ সঞ্চলন ঘটে অর্থ দিয়ে শিল্প-ধনিক বিক্রয় করে £১০,০০০ মূল্যের পণ্যসম্ভার এবং আবার ক্রয় করে £১০,০০০ মূল্যের পণ্যসম্ভার। অর্থের অংকে £১,০০০-এর ২০টি সঞ্চলনের মাধ্যমে সঞ্চলিত হয় £২০,০০০।

সর্বশেষে, প্রতিবর্তনের ত্বরণের (গতির ক্রমবৃদ্ধির) সঙ্গে, অর্থের সেই অংশ, যা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বাস্তবায়িত করে, তাও সঞ্চলিত হয় দ্রুততর গতিতে।

কিন্তু, বিপরীত দিকে, অর্থসঞ্চলনের ত্বরণ ঘটলে আবশ্যিক ভাবেই মূলধনের, এবং সেই কারণে অর্থের ত্বরণ ঘটবে, এটা অনুসরণ করে না; তার মানে এটা অনুসরণ করে না যে আবশ্যিক ভাবেই পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংকোচন এবং আরো দ্রুত পুনর্নবীভবন ঘটবে।

অর্থের আরো দ্রুত সঞ্চলন ঘটে তখনি, যখন একই পরিমাণ অর্থের দ্বারা সম্পাদিত হয় একটি বৃহত্তর সংখ্যক লেন-দেন। অর্থ সঞ্চলনের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধায় পরিবর্তনের ফলে মূলধন পুনরুৎপাদনের একই সময়কালেও এটা

সমাজ দেহের সক্রিয়তা ও প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করে, এবং যাকে সঠিক ভাবেই জীবদেহের রক্ত সঞ্চলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।" (Turgot, Reflexions, etc. Oeuvres, Daire edition, I,P. 45.)

* বাংলা সংস্করণ: ১ম খণ্ড—পৃঃ ৮৭-৮৮ (ইং ১১৪-১৫)

ঘটতে পারে। অধিকন্তু, যে সমস্ত লেন-দেন যথার্থ পণ্য-বিনিময়ের প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়াই (শেয়ার বাজারে প্রান্তিক লেনদেন ইত্যাদি) অর্থ সঙ্কলন করে, সেই সমস্ত লেন-দেনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্য দিকে, অর্থের কিছু কিছু সঙ্কলন সমগ্র ভাবেই বাদ পড়ে যেতে পারে, যেমন সেখানে চাষী নিজেই জমির মালিক সেখানে চাষী এবং ভূস্বামীর মধ্যে কোনো অর্থ-সঙ্কলন ঘটেনা ; যেখানে শিল্প-ধনিক নিজেই মূলধনের মালিক, সেখানে তার এবং মহাজনদের মধ্যে কোনো অর্থ-সঙ্কলন ঘটেনা।

কোন দেশে একটি আদিম অর্থ মজুদ-গঠন এবং কয়েক জনের দ্বারা তার আয়ত্তীকরণ সম্পর্কে এখানে বিশদ ভাবে আলোচনা করা অনাবশ্যক।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি—যার ভিত্তি হচ্ছে মজুরি-শ্রম, অর্থের আকারে শ্রমিককে মজুরি দান, এবং সাধারণ ভাবে দ্রব্যের আকারে প্রদত্ত মূল্যসমূহকে অর্থের আকারে রূপান্তর সাধন—তা বৃহত্তর আয়তন ধারণ এবং অধিকতর উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে কেবল সেখানেই যেখানে একটি দেশে রয়েছে তার দ্বারা অনুপ্রেরিত অর্থের এমন একটি পরিমাণ (সংরক্ষিত ভাণ্ডার ইত্যাদি), যা সঙ্কলন এবং একটি মজুদ-গঠনের পক্ষে যথেষ্ট। এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক শর্ত যদিও এর তাৎপর্য এই নয় যে আগে একটি যথেষ্ট পরিমাণ মজুদ গঠিত হয় এবং তার পরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন শুরু হয়। তার জন্য যে যে অবস্থার প্রয়োজন, সেগুলির বিকাশের সঙ্গে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনও যুগপৎ বিকাশ লাভ করে, এই অবস্থাগুলির একটি হচ্ছে মহার্ঘ ধাতুসমূহের সরবরাহ। অতএব ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ইতিহাসে একটি আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে ষোড়শ শতক থেকে মহার্ঘ ধাতুসমূহের বর্ধিত সরবরাহ। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে অর্থ-সামগ্রীর অবশ্য প্রয়োজনীয় অধিকতর সরবরাহের ব্যাপারে, আমরা এক দিকে দেখতে পাই উৎপন্নদ্রব্যসমূহকে অর্থে রূপান্তরণের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন, তা ছাড়াই সেগুলির মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সঙ্কলনে নিক্ষেপণ, এবং অন্য দিকে দেখতে পাই উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের অর্থে রূপান্তরণ ছাড়াই সোনার আকারে উদ্বৃত্ত মূল্য।

অর্থে রূপান্তরণীয় অতিরিক্ত পণ্যসমূহ হাতের কাছেই পায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে অর্থ, কেননা অন্য দিকে পণ্যে রূপান্তরণের জন্য উদ্দিষ্ট অতিরিক্ত সোনা (এবং রূপা) সঙ্কলনে নিক্ষিপ্ত হয়, বিনিময়ের মাধ্যমে নয়, পরন্তু স্বয়ং উৎপাদনেরই মাধ্যমে।

২. সঞ্চয়ন এবং সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদন

যেহেতু সঞ্চয়ন সংঘটিত হয় সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের আকারে, এটা পরিষ্কার যে তা অর্থ-সঞ্চলনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা উপস্থিত করে না।

প্রথমতঃ, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীল মূলধনের কর্ম-তৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধনের ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, ধনিকেরা, আয়ের অর্থ-রূপ হিসাবে নয়, অর্থ-মূলধন হিসাবে, বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত মূল্যের যে-অংশটি সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে, সেই অংশটিই তা সরবরাহ করে। উক্ত অর্থ ধনিকদের হাতেই আছে। তার বিনিয়োগটাই কেবল আলাদা।

অবশ্য এখন অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের দরুন, তার উৎপন্ন সামগ্রী, একটি অতিরিক্ত পণ্যসম্ভার, সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়। এই অতিরিক্ত পণ্য-পরিমাণের সঙ্গে, তার বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত অর্থের একটি অংশও সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হয়, যেহেতু এই পণ্য-সম্ভারের মূল্য তাদের উৎপাদনে পরিভুক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের সমান। এই অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ অগ্রিম দেওয়া হয়েছে ঠিক অর্থ-মূলধন হিসাবেই, এবং সেই কারণে তা ধনিকের কাছে ফিরে যায় তার মূলধনের প্রতিবর্তনের মাধ্যমে। এখানে উপরের প্রশ্নটির মত সেই একই প্রশ্ন আবার দেখা দেয়। এখন পণ্যের আকারে বিধৃত রয়েছে যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য, তা বাস্তবায়িত করতে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে, সেই অতিরিক্ত অর্থ কোথা থেকে আসবে ?

সাধারণ জবাব সেই একই। সঞ্চলনশীল পণ্যসমূহের মোট দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে নয় যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, বরং এই কারণে যে আগেকার সঞ্চলনশীল পণ্যসম্ভারের তুলনায় এখনকার সঞ্চলনশীল পণ্য-সম্ভার বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ দামে কোনো হ্রাস ঘটেনি। এই বৃহত্তর মূল্যের বৃহত্তর পরিমাণ পণ্যের সঞ্চলনের যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে, হয়, সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণটির ব্যবহারে অধিকতর মিতব্যয়ের দ্বারা—দেনা-পাওনায় সমতা সাধন ক'রে, একই মুদ্রাসমূহের সঞ্চলন ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে—নয়তো, মজুদের আকার থেকে অর্থকে সঞ্চলনশীল মাধ্যমে রূপান্তরিত ক'রে। দ্বিতীয়টি কেবল এটাই নির্দেশ করে না যে অলস অর্থ-মূলধন কাজ করতে শুরু করছে ক্রয় ও প্রদানের উপায় হিসাবে, কিংবা সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে কার্যরত অর্থ-মূলধন তার মালিকের জন্য এই কার্য সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের জন্যও সক্রিয় ভাবে সঞ্চলন করছে (ব্যাংক আমানতের মত, যা সব সময়েই ধার দেওয়া হয়) এবং এই ভাবে একটি দ্বৈত ভূমিকা সম্পাদন করছে। এটা আরো নির্দেশ করে যে, নিষ্ক্রিয় সংরক্ষিত মুদ্রা-ভাণ্ডারও যেন মিতব্যয়িতা হয়।

"যাতে করে অর্থ অবিরাম মুদ্রা হিসাবে প্রবাহিত হতে পারে, তার জন্য মুদ্রাকে নিরন্তর ঘনীভূত হতে হবে অর্থে। মুদ্রার ক্রমাগত চলাচল নির্ভর করে সংরক্ষিত মুদ্রা-ভাণ্ডারে তার, বেশি বা কম পরিমাণে, ক্রমাগত ঘনীভবনের উপরে—যে সংরক্ষিত মুদ্রা-ভাণ্ডারের উদ্ভব ঘটে সঞ্চলনের পরিধি জুড়ে এবং তার প্রয়োজনও ঘটায়; এই সংরক্ষিত ভাণ্ডারগুলির গঠন, বণ্টন, অবসান এবং পুনর্গঠন পর-পর নিরন্তর ঘটে; এগুলির অবস্থান নিরন্তর অন্তর্ধান করে, এবং অন্তর্ধান নিরন্তর অবস্থান করে। মুদ্রার এই অবিরত অর্থে রূপান্তর এবং অর্থের এই অবিরত মুদ্রায় রূপান্তরকে অ্যাডাম স্মিথ এই কথা বলে ব্যক্ত করেছেন যে প্রত্যেক পণ্য-মালিককে অবশ্যই যোগানে রাখতে হবে—সে যে পণ্য বিক্রয় করে, তা ছাড়াও—সর্বজনীন পণ্যের বিশেষ একটা পরিমাণ, যা দিয়ে সে ক্রয় করে। **প—অ—প** সঞ্চলনকে আমরা দেখেছিলাম যে দ্বিতীয় সদস্য **অ—প** নিরন্তর ভাগ হয়ে যায় কতকগুলি ক্রয়ের একটি পরম্পরায়, যে ক্রয়গুলি এক সঙ্গে ঘটে না, ঘটে কিছু সময় অন্তর অন্তর, যার দরুন অ-এর একটি অংশ যখন মুদ্রা হিসাবে চলমান, তখন অন্য অংশটি স্থিত থাকে অর্থ হিসাবে। বস্তুতঃ পক্ষে অর্থ তখন কেবল মুলতুবি মুদ্রা এবং চলমান মুদ্রা-সম্ভারের বিভিন্ন অংশগুলি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে এখন এই আকারে, তখন ঐ আকারে—ক্রমাগত পর-পর। সুতরাং সঞ্চলন-মাধ্যমের এই প্রথম অর্থে রূপান্তরণ প্রকাশ করে কেবল স্বয়ং অর্থ-সঞ্চলনেরই একটি প্রকরণগত ('টেকনিকাল')" দিক (কার্ল মার্কস, Zur Kritik der Politischen Oekonomie, 1859, SS 105, 106) ("মুদ্রা" কথাটিকে এখানে অর্থ থেকে আলাদা ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কেবল সঞ্চলনের নিছক একটি মাধ্যম হিসাবে অর্থ যে কাজ করে তা বোঝাতে—অন্য সব কাজের বিপরীত ভাবে।)

যখন এই সবগুলি ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত হয় না, তখন অতিরিক্ত সোনা অবশ্যই উৎপাদন করতে হবে, অথবা, যার মানে দাঁড়ায় একই, অতিরিক্ত উৎপন্ন সামগ্রীর একটি অংশকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সোনার সঙ্গে বিনিময় করতে হবে—সেইসব দেশের উৎপন্ন সামগ্রী, যেখানে মহার্ঘ ধাতুসমূহ খনি থেকে আহরণ করা হয়।

সঞ্চলনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার্য সোনা ও রূপার বার্ষিক উৎপাদন বাবদে ব্যয়িত শ্রম-শক্তি ও সামাজিক উৎপাদন-উপায়সমূহের গোটা পরিমাণটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাধারণ ভাবে পণ্য উৎপাদনের, সমগ্র ব্যবস্থার একটি বিরাট উপাদান। উৎপাদন ও পরিভোগের যতগুলি সম্ভব অতিরিক্ত উপায়ের, প্রকৃত সম্পদের, সামাজিক ব্যবহার থেকে, এটা একটি সমমূল্য নিষ্কর্ষণ (equivalent abstraction)। উৎপাদনের আয়তন কিংবা তার প্রসারণের মাত্রা স্থির থেকে, এই ব্যয়বহুল সঞ্চলন-যন্ত্রের খরচ যে মাত্রায় হ্রাস পায়, সামাজিক শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা সেই মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অতএব, ক্রেডিট-ব্যবস্থার সঙ্গে

বিকাশশীল এই সুবিধাগুলি যে পরিমাণে অনুরূপ ফল প্রসব করে, সেই পরিমাণে সেগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে ধনতান্ত্রিক সম্পদ বৃদ্ধি করে—হয়, প্রকৃত অর্থের কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই সামাজিক উৎপাদন এবং শ্রম-প্রক্রিয়ার একটি বৃহৎ অংশ সম্পাদন ক'রে, আর নয়তো প্রকৃতই কার্যরত অর্থের পরিমাণটির কার্য-ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন ক'রে।

এ থেকে এই অদ্ভুত প্রশ্নটিরও জবাব পাওয়া যায় যে, ক্রেডিট ব্যবস্থা বাদ দিয়ে (এমনকি যদি কেবল এদিক থেকেও দেখা হয়), অর্থাৎ একমাত্র ধাতব মুদ্রার সঙ্কলনের সাহায্যেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন তার বর্তমান আয়তনে সম্ভব কিনা। স্পষ্টতঃই তা নয়। বরং সে ক্ষেত্রে তা মহার্ঘ ধাতুসমূহের উৎপাদনের আয়তনে বিবিধ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হ'ত। অন্য দিকে, যেখানে অর্থ-মূলধন সরবরাহ করে বা তাকে গতিশীল করে, সেখানে ক্রেডিট-ব্যবস্থার উৎপাদন-ক্ষমতায় কারো কোনো কাল্পনিক মোহ পোষণ করা উচিত হবে না। এখানে এই বিষয়টি নিয়ে আরো আলোচনা স্থানোপযোগী হবে না।

আমাদের এখন পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে কোনো প্রকৃত সঞ্চয়ন ঘটে না অর্থাৎ উৎপাদন আয়তনের কোনো প্রত্যক্ষ প্রসারণ হয় না, কিন্তু যেখানে বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ দীর্ঘ বা হ্রস্ব কালের জন্য সঞ্চয়ীকৃত হয় একটি সংরক্ষিত অর্থ-ভাণ্ডার হিসাবে, যাতে করে পরবর্তী কালে সেটা রূপান্তরিত হতে পারে উৎপাদনশীল মূলধনে।

যেহেতু এইভাবে সঞ্চয়ীকৃত অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ, সেইহেতু ব্যাপারটির কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটা হতে পারে কেবল সোনা-উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে আনীত উদ্বৃত্ত-সোনার একটি অংশ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে, যে-স্বদেশী উৎপন্ন-দ্রব্যটির বিনিময়ে এই সোনা আমদানি করা হয়, সেটি আর সংশ্লিষ্ট দেশটিতে নেই। সেটি সোনার বিনিময়ে বিদেশে রপ্তানি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আমরা যদি ধরে নেই যে আগের মত সেই একই পরিমাণ অর্থ এখনো দেশে রয়েছে, তা হলে সঞ্চয়ীকৃত এবং সঞ্চীয়মান অর্থ এসেছে সঙ্কলন থেকে। কেবল তার ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হয়েছে। তা রূপান্তরিত হয়েছে সঙ্কলনশীল অর্থ থেকে সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনে, যা ক্রমশঃ আকার ধারণ করছে।

এক্ষেত্রে যে-অর্থ সঞ্চয়ীকৃত হয়েছে, তা হচ্ছে বিক্রীত পণ্যসমূহের অর্থ-রূপ, বিশেষ করে তাদের মূল্যের সেই অংশটি, যেটি গঠন করে তাদের মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য। (এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ক্রেডিট ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই।) যে ধনিক এই অর্থ সঞ্চয়ীকৃত করে, সে ক্রয় না করে কেবল বিক্রয়ই করেছে।

এই প্রক্রিয়াটিকে যদি আমরা দেখি একটি একক ঘটনা হিসাবে, তা হলে ব্যাখ্যা করার কিছু থাকে না। ধনিকদের একটি অংশ তাদের উৎপন্ন-সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অর্থ—(আদায়) বাস্তবায়িত করে, প্রতিদানে বাজার থেকে উৎপন্ন সামগ্রী তুলে না নিয়ে—তার একটি অংশ রেখে দেয়। অন্য দিকে, ধনিকদের অন্য একটি অংশ তাদের অর্থকে সমগ্রভাবে রূপান্তরিত করে উৎপন্ন-দ্রব্যে—ব্যবসা চালিয়ে যাবার জন্য অর্থ-মূলধন নিরন্তর বারংবার প্রয়োজন হয়, কেবল সেইটুকু ছাড়া। উদ্বৃত্ত-মূল্যের ধারক হিসাবে বাজারে নিক্ষিপ্ত উৎপন্ন-দ্রব্যাদির একটি অংশ গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়ের দ্বারা অথবা অস্থির মূলধনের প্রকৃত উপাদন-সমূহের, জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপকরণ-সমূহের দ্বারা। সুতরাং তা তৎক্ষণাৎ উৎপাদন সম্প্রসারণের কাজে লাগতে পারে। কেননা এটা আদৌ ধরে নেওয়া হয়নি যে ধনিকদের একটি অংশ অর্থ-মূলধন সঞ্চয়ীকৃত করে আর অন্য অংশটি উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সমগ্র ভাবে পরিভোগ করে; বরং একটি অংশ তার সঙ্কলন-ক্রিয়াটি সম্পাদন করে অর্থের আকারে; গঠন করে সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন, আর অন্য দিকে অন্য অংশটি প্রকৃতই সঙ্কলন করে; তার মানে, উৎপাদনের আয়তনকে বৃহত্তর করে, প্রকৃতই তার উৎপাদনশীল মূলধনকে সম্প্রসারিত করে। সঙ্কলনের প্রয়োজন পূরণের পক্ষে উপস্থিত অর্থের পরিমাণ যথেষ্টই থাকে, এমনকি যদি পালাক্রমে ধনিকদের একটি অংশ অর্থ সঞ্চয়ন করে এবং অন্য অংশটি উৎপাদনের আয়তন বর্ধিত করে, এবং উল্টোটাও। অধিকন্তু, একদিকে অর্থ-সঞ্চয়ন অগ্রসর হতে পারে এমনকি নগদ অর্থ ছাড়াও—কেবল অ-পরিশোধিত দাবি-সমূহের সঞ্চয়নের মাধ্যমে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন আমরা অর্থ-মূলধনের ব্যক্তিগত সঞ্চয়নকে না ধরে, ধরি ধনিক শ্রেণীর অর্থ-মূলধনের সাধারণ সঞ্চয়নকে। আমরা ধরে নিয়েছি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ ও একান্ত আধিপত্য তদনুসারে এই শ্রেণীটি ছাড়া আদৌ আর কোনো শ্রেণীই নেই, একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া। শ্রমিক শ্রেণী যা কিছু ক্রয় করে তার যোগফল সেই শ্রেণীর মজুরির সমান, গোটা ধনিক শ্রেণী কর্তৃক অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের মোট পরিমাণের সমান। শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে তার উৎপন্ন-সামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে এই অর্থ আবার ধনিক শ্রেণীর কাছে ফিরে যায়। তার অস্থির মূলধন তাই আবার তার অর্থ রূপ পরিগ্রহ করে। ধরা যাক যে, অস্থির মূলধনের মোট পরিমাণ হচ্ছে x গুণ £ ১০০, অর্থাৎ বৎসর-কালে, অগ্রিম-দত্ত নয়, বিনিয়োজিত, অস্থির মূলধনের মোট পরিমাণ। বৎসরকালে, প্রতিবর্তনের গতিবেগ অনুযায়ী, কত বেশি বা কত কম অর্থের প্রয়োজন হয় এই অস্থির মূলধন-মূল্যকে অগ্রিম দেবার জন্য, আলোচ্য প্রশ্নটি তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই x গুণ £ ১০০-এর সাহায্যে ধনিক শ্রেণী ক্রয় করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-শক্তি, কিংবা মজুরি দেয় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে—প্রথম লেনদেন। শ্রমিকেরা এই একই পরিমাণ অর্থের সাহায্যে ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসম্ভার, যার ফলে ধনিকদের হাতে ফিরে যায় x গুণ £ ১০০ পরিমাণ অর্থ—দ্বিতীয় লেনদেন। এবং এটার বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। সুতরাং x গুণ £ ১০০ এই পরিমাণটি কখনো শ্রমিক শ্রেণীকে সক্ষম করে না উৎপন্ন-সামগ্রীর সেই অংশটি ক্রয় করতে, যা স্থির মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে; যে অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে ধনিক-শ্রেণীর উদ্বৃত্ত-মূল্যের, তার কথা নাইবা উল্লেখ করা হল। এই x গুণ £ ১০০ দিয়ে শ্রমিকেরা কখনো ক্রয় করতে পারে না সামাজিক উৎপন্ন-সামগ্রীর মূল্যের একটি অংশের বেশি, যা মূল্যটির সেই অংশের সমান যা প্রতিনিধিত্ব করে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের মূল্যটির।

যে ক্ষেত্রে অর্থের এই সর্বজনীন সঞ্চয়ন বিভিন্ন ব্যক্তিগত ধনিকের মধ্যে প্রবর্তিত অতিরিক্ত মহার্ঘ ধাতুর বণ্টন ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে না, তা যে অনুপাতেই হোক না কেন, সে ক্ষেত্রে কি করে ধারণা করা হয় যে গোটা ধনিক শ্রেণীটাই অর্থ সঞ্চয়ন করে?

তাদের সকলকেই তাদের উৎপন্ন-সামগ্রীর একটা অংশ বিক্রয় করতে হবে—প্রতিদানে কোনো কিছু ক্রয় না করেই। এই ঘটনাটিকে ঘিরে রহস্যজনক এমন কিছু নেই যে তাদের সকলেরই আছে একটি নির্দিষ্ট অর্থ-ভাণ্ডার, যা তারা সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে তাদের পরিভোগের জন্য সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে, এবং যার একটি নির্দিষ্ট অংশ তাদের প্রত্যেকের কাছেই আবার ফিরে আসে সঞ্চলন থেকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থে রূপান্তরণের ফলে, এই অর্থ-ভাণ্ডারটি থাকে ঠিক একটি সঞ্চলন ভাণ্ডার হিসাবেই, এবং কোন ক্রমেই থাকে না সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন হিসাবে।

বাস্তবে ব্যাপারটি যে ভাবে ঘটে, আমরা যদি সেই ভাবে তাকে দেখি, আমরা দেখতে পাই যে সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন, যা সঞ্চয়ীকৃত হয় ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য, তা গঠিত হয়:

(১) ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের দ্বারা; এবং ব্যাংকের হাতে সত্য সত্যই যে পরিমাণ অর্থ থাকে, তুলনামূলক ভাবে তা তুচ্ছ। অর্থ-মূলধন এখানে সঞ্চয়ীকৃত হয় কেবল নামে মাত্র। আসলে যা সঞ্চয়ীকৃত হয়, তা হল অপরিশোধিত দাবিসমূহ, যে গুলিকে, (যদি কখনো দরকার পড়ে, তা হলে) অর্থে রূপান্তরিত করা যায়, কেবল এই কারণে যে তুলে নেওয়া অর্থ এবং জমা দেওয়া অর্থের মধ্যে একটা বিশেষ অনুপাতের উদ্ভব ঘটে। ব্যাংকের হাতে যে-পরিমাণ অর্থ থাকে, সেটি আপেক্ষিক ভাবে একটি ক্ষুদ্র অংক।

(২) সরকারী ঋণ পত্রের দ্বারা। এগুলি আদৌ মূলধনই নয়, পরন্তু দেশের বার্ষিক উৎপাদনের উপরে অপরিশোধিত দাবি।

(৩) স্টক (Stock) এর দ্বারা। যেগুলি মেকি নয়, সেগুলি কিছু নিগমবদ্ধ প্রকৃত মূলধনের মালিকানার উপরে 'টাইটেল' (title) এবং তা থেকে উৎপন্ন বার্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপরে 'ড্রাফ্‌ট্' (draft)।

এই ক্ষেত্রগুলির কোনোটাতেই অর্থের কোনো সঞ্চয়ন নেই। একদিকে যা প্রতিভাত হয় অর্থ-মূলধনের সঞ্চলন হিসাবে, অন্য দিকে তাই আবার প্রতিভাত হয় অর্থের ক্রমাগত প্রকৃত ব্যয় হিসাবে। এই অর্থের যে মালিক, সে নিজে এই অর্থ ব্যয় করে, নাকি অন্যেরা, দেনাদারেরা, তা ব্যয় করে, সেটা গুরুত্বহীন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে কেবল একটি মজুদের গঠন নিজেই কখনো একটি শেষ লক্ষ্য হতে পারে না; কিন্তু সেটা হতে পারে, সঞ্চলনে নিশ্চলতা ঘটার ফলে—যে পরিমাণ অর্থ সাধারণতঃ মজুদের আকার ধারণ করে, তার চেয়ে বৃহত্তর পরিমাণ অর্থ সেই আকার ধারণ করার ফলে, আর নয়তো প্রতিবর্তনের দ্বারা প্রয়োজিত সঞ্চয়নের ফলে, কিংবা, সর্বশেষে, মজুদ হল কেবল সাময়িক ভাবে নিহিত আকারে অবস্থিত এবং উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে কাজ করার জন্য অভিপ্রেত অর্থ-মূলধনের সৃষ্টি।

অতএব, যদি একদিকে অর্থরূপে বাস্তবায়িত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং মজুদ হিসাবে সঞ্চয়ীকৃত করা হয়, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের আরেকটি অংশ একই সময়ে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয় উৎপাদনশীল মূলধনে। ধনিক শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে অতিরিক্ত মহার্ঘ ধাতুসমূহের বণ্টনকে বাদ দিলে, অর্থের আকারে সঞ্চয়ন কখনো যুগপৎ সমস্ত বিন্দুতে ঘটে না।

বার্ষিক উৎপন্নের যে অংশটি পণ্যের আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, তার ক্ষেত্রে যা সত্য, তার অন্য অংশটির ক্ষেত্রেও তা সত্য। তার সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে যে বার্ষিক উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ, ধনিক যেমন তার মালিক, অর্থের এই পরিমাণটির মালিকও তেমন ধনিক। শুরুতে ধনিক শ্রেণী নিজেই এই পরিমাণটিকে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে। সঞ্চলনের মাধ্যমেই এটি নিরন্তর ধনিক শ্রেণীর মধ্যে পুনর্বণ্টিত হয়ে যায়। ঠিক যেমন সাধারণ ভাবে মুদ্রা-সঞ্চলনের ক্ষেত্রে ঘটে, তেমন এ ক্ষেত্রেও এই পরিমাণটির একটি অংশ চির-পরিবর্তনশীল বিন্দুগুলিতে নিশ্চলতা-প্রাপ্ত হয়, যখন আরেকটি অংশ ক্রমাগত সঞ্চলন করে। এই সঞ্চয়নের একটি অংশ উদ্দেশ্যমূলক কিনা—অর্থ-মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে হোক অথবা না হোক, তাতে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

সঞ্চলনের সেই সব অভিযাত্রার প্রতি এখানে কোনো নজর দেওয়া হয়নি, যেগুলিতে একজন ধনিক আরেক জনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ হস্তগত করে এবং এইভাবে অর্থ-মূলধনের, এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনশীল মূলধনেরও, একপেশে সঞ্চয়ন ও কেন্দ্রীভবন সংঘটিত করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ক কর্তৃক অর্থ-মূলধন হিসাবে সঞ্চয়ীকৃত ছিনিয়ে-নেওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ খ-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ হতে পারে, যা তার কাছে ফিরে যায় না।

তৃতীয় বিভাগ

মোট সামাজিক মূলধনের পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলন

অষ্টাদশ অধ্যায়[৩৪]

১. পরীক্ষিত বিষয়

মূলধন উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে তার শ্রম ও আত্ম-প্রসারণ প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে পণ্য-উৎপন্ন এবং যার অপ্রতিরোধ্য তাড়না হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন।

মূলধন পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত করে উৎপাদনের এই প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াটিকে এবং নিয়মিত সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার দুটি পর্যায়কে অর্থাৎ সমগ্র আবর্তটিতে —যা, একটি সময়ক্রমিক প্রক্রিয়ার রূপে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ক্রমাগত নিজের পুনরাবৃত্তি করে—তাই রচনা করে মূলধনের প্রতিবর্তন।

আমরা আবর্তটিকে অ…অ´ রূপেই অনুশীলন করি বা ফ…ফ´ রূপেই অনুশীলন করি, উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া স্বয়ং ফ সর্বদাই গঠন করে আবর্তটিকে একটি মাত্র গ্রন্থি। একটি রূপে এটা প্রতিভাত হয় সঞ্চলন-প্রক্রিয়াই অনুপ্রেরক হিসাবে; অন্যটিতে সঞ্চলন প্রক্রিয়াই প্রতিভাত হয় এটার অনুপ্রেরক হিসাবে। এটার নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নবীভবন, উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে মূলধনের পুনরাবির্ভাব, উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয় সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় তার রূপান্তরণের দ্বারা। অন্য দিকে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পুনর্নবীকৃত উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি হচ্ছে রূপান্তরসমূহের শর্ত, যেগুলির মধ্য দিয়ে সঞ্চলন ক্ষেত্রে, অর্থ-মূলধন এবং পণ্য-মূলধন হিসাবে তার পালাক্রমে আবির্ভাবের ক্ষেত্রে, মূলধন নিত্য নোতুন ভাবে অতিক্রম করে।

৩৪. দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে।—এঙ্গেলস

যাই হোক, প্রত্যেকটি ব্যক্তি মূলধন হচ্ছে মোট সামাজিক মূলধনের কেবল একটি ব্যক্তি-রূপায়িত ভগ্নাংশ, যেন ব্যক্তি-জীবনের দ্বারা সমন্বিত একটি ভগ্নাংশ, ঠিক যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি-ধনিক হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর একটি ব্যক্তি-উপাদান। সামাজিক মূলধনের গতিক্রিয়া গঠিত হয় তার ব্যক্তি-রূপায়িত ভগ্নাংশগুলির গতি-ক্রিয়াসমূহের সামগ্রিকতার দ্বারা, ব্যক্তি-মূলধনগুলির প্রতিবর্তনসমূহের সামগ্রিকতার দ্বারা। ঠিক যেমন একটি ব্যক্তি-পণ্যের রূপান্তর হচ্ছে পণ্য-জগতের রূপান্তরসমূহের —পণ্যসম্ভারের সঞ্চলনের—ক্রম-পরম্পরায় একটি গ্রন্থি, ঠিক তেমনি ব্যক্তি-মূলধনের রূপান্তর, তার প্রতিবতন, হচ্ছে সামাজিক মূলধন কর্তৃক রচিত আবর্তটিতে একটি গ্রন্থি।

এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত করে উভয়কে—উৎপাদনশীল পরিভোগ (উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া) এবং তৎসহ সেই রূপান্তরসমূহকে, (বস্তুগত ভাবে বিবেচনা করলে, বিনিময়সমূহকে,) যা তা সংঘটিত করে আর ব্যক্তিগত পরিভোগ এবং তৎসহ সেই রূপান্তরসমূহকে বা বিনিময়সমূহকে, যার দ্বারা তা সংঘটিত হয়। এক দিকে তা বিধৃত করে অস্থির মূলধনের শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরকে, এবং, অতএব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রম-শক্তির অন্তর্ভুক্তিকে। এখানে শ্রমিক কাজ করে তার পণ্যের, শ্রম-শক্তির, বিক্রেতা হিসাবে, এবং ধনিক তার ক্রেতা হিসাবে। কিন্তু অন্যদিকে পণ্যসম্ভারের বিক্রয় সেই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বারা সেগুলির ক্রয়ও, অতএব সেগুলির ব্যক্তিগত পরিভোগও। সুতরাং শ্রমিক-শ্রেণী আবির্ভূত হয় ক্রেতা হিসাবে এবং ধনিকরা আবির্ভূত হয় শ্রমিকদের কাছে পণ্য-বিক্রেতা হিসাবে।

পণ্য-মূলধনের সঞ্চলন অন্তর্ভুক্ত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঞ্চলন, অতএব সেই সব ক্রয় ও বিক্রয়, যার দ্বারা ধনিকেরা তাদের ব্যক্তিগত পরিভোগ উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিভোগ সম্পাদন করে।

সামাজিক মূলধন হিসাবে ব্যক্তিগত মূলধনসমূহের মোট সমষ্টির আবর্ত, অতএব সামগ্রিক হিসাবের বিচারে, কেবল মূলধনের সঞ্চলনকেই অন্তর্ভুক্ত করে না, পরন্তু পণ্য-দ্রব্যাদির সাধারণ সঞ্চলনকেও অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয়টি শুরুতে গঠিত হতে পারে কেবল দুটি উপাদান দিয়ে (১) সঠিক মূলধনের আবর্ত এবং (২) সেই সব পণ্যের আবর্ত যেগুলি প্রবেশ করে ব্যক্তিগত পরিভোগে, কাজে কাজেই সেই সব পণ্য যেগুলির জন্য শ্রমিক ব্যয় করে তার মজুরি এবং ধনিক ব্যয় করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য (কিংবা তার অংশ-বিশেষ)। যাই হোক, যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য হল পণ্য-মূলধনেরই একটি অংশ, সেই হেতু মূলধনের আবর্তটি অন্তর্ভুক্ত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঞ্চলনকেও, এবং অনুরূপ ভাবে, অস্থির মূলধনের শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরণ, মজুরি প্রদান। কিন্তু পণ্য দ্রব্যাদির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য ও পণ্যদ্রব্যের মজুরির এই ব্যয় মূলধনের সঞ্চলনে কোন গ্রন্থি রচনা করে না, যদিও অন্ততঃ মজুরির এই ব্যয় এই সঞ্চলনের পক্ষে অপরিহার্য।

প্রথম গ্রন্থে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল একটি একক ক্রিয়া হিসাবে এবং সেই সঙ্গে পুনরুৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে: উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন এবং স্বয়ং মূলধনেরই উৎপাদন। সঞ্চলনের ক্ষেত্রে মূলধন যেসব রূপগত ও সত্তাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, সেগুলিকে কোনো আলোচনা ছাড়াই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এটা আগে থেকেই ধারণা করে নেওয়া হয়েছিল যে, এক দিকে ধনিক উৎপন্ন-সামগ্রী বিক্রয় করে তার মূল্যে এবং অন্য দিকে সে সঞ্চলন-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরেই পেয়ে যায় প্রক্রিয়াটিকে আবার শুরু করার এবং চালু রাখার জন্য উৎপাদনের বাস্তব উপায়-উপকরণ। সঞ্চলনের অভ্যন্তরস্থ একমাত্র যে-ক্রিয়াটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, সেটি হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌল শর্ত হিসাবে শ্রম-শক্তির ক্রয় এবং বিক্রয়।

এই দ্বিতীয় গ্রন্থের* প্রথম বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে মূলধন তার চক্রাকার গতিক্রিয়ায় যে বিবিধ রূপ ধারণ করে, সেই রূপগুলি এবং স্বয়ং এই গতিক্রিয়ারই বিবিধ রূপগুলি। প্রথম গ্রন্থে** আলোচিত কর্ম-কালের সঙ্গে এখন অবশ্যই যোগ করতে হবে সঞ্চলন-কাল।

দ্বিতীয় বিভাগে আবর্তটিকে অনুশীলন করা হয়েছিল সময়ক্রমিক হিসাবে, অর্থাৎ একটি প্রতিবর্তন হিসাবে। এক দিকে দেখানো হয়েছিল কোন্ ভাবে মূলধনের উপাদানগুলি (স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল) বিভিন্ন সময়কালে এবং বিভিন্ন পন্থায় রূপগত আবর্তনগুলি সম্পন্ন করে; অন্য দিকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল সেই অবস্থাসমূহকে, যেগুলি নিয়ন্ত্রিত করে কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কালের দৈর্ঘ্যকে। আবর্তটির সময়কাল এবং তার সংগঠনী অংশগুলির বিভিন্ন অনুপাত স্বয়ং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আয়তন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক হারের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও দেখানো হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে, যেখানে প্রথম বিভাগে আমরা অনুশীলন করেছিলাম মূলধন কর্তৃক ক্রমাগত গৃহীত এবং পরিত্যক্ত পরাম্পরাগত রূপগুলিকে, সেখানে দ্বিতীয় বিভাগে আমরা দেখিয়েছি কেমন করে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূলধন একই সময়ে, যদিও বিভিন্ন অনুপাতে, এই প্রবাহ ও রূপ-পরম্পরার অভ্যন্তরে, বিভক্ত হয় বিভিন্ন রূপে: উৎপাদনশীল মূলধন, অর্থ-মূলধন, এবং পণ্য-মূলধন, যাতে করে সেগুলি কেবল পরস্পরের সঙ্গে পালা বদল করে না, তদুপরি মোট মূলধন-মূল্যটির বিভিন্ন অংশ নিরন্তর পাশাপাশি থাকে এবং কাজ করে এই বিভিন্ন অবস্থায়। বিশেষ করে অর্থ-মূলধন এগিয়ে এসেছিল এমন সব বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ নিয়ে, যেগুলি প্রথম গ্রন্থে** দেখানো হয়নি।

* বাংলা সংস্করণের তৃতীয় গ্রন্থের।—অনুবাদক।
** বাংলা সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থের—অনুবাদক।

কতকগুলি নিয়ম দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, সেগুলি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট মূলধনের বিবিধ বড় বড় উপাদানকে, প্রতিবর্তনের অবস্থাবলী অনুযায়ী, ক্রমাগত অগ্রিম দিতে এবং নবীকরণ করতে হবে—অর্থ-মূলধনের রূপে যাতে করে একটি নির্দিষ্ট আকারের মূলধনকে নিরন্তর কার্যরত রাখা যায়।

কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি বিভাগেই এটা সব সময়েই ছিল কেবল কোন ব্যক্তি-মূলধনের প্রশ্ন, সামাজিক মূলধনের ব্যক্তি-রূপায়িত অংশের গতিক্রিয়ার প্রশ্ন।

যাই হোক, ব্যক্তি-মূলধনগুলির আবর্তসমূহ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়, পরস্পরকে পূর্বাবধি ধরে নেয় এবং আবশ্যক করে, এবং ঠিক এই পারস্পরিক গ্রন্থনের মধ্যেই গঠন করে মোট সামাজিক মূলধনের গতিক্রিয়া। ঠিক যেমন পণ্যের সরল সঞ্চলনে একটি পণ্যের সার্বিক রূপান্তর প্রতিভাত হয়েছিল পণ্য-জগতের রূপান্তর-পরম্পরার মধ্যে একটি গ্রন্থি হিসাবে, তেমনি ব্যক্তি মূলধনের রূপান্তর এখানে প্রতিভাত হয় সামাজিক মূলধনের রূপান্তর-পরম্পরার মধ্যে একটি গ্রন্থি হিসাবে। কিন্তু যেখানে সরল পণ্য-সঞ্চলন কোনক্রমেই আবশ্যিক ভাবে মূলধন-সঞ্চলনকে অন্তর্ভুক্ত করে না—কেননা তা ঘটতে পারে অ-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে—সেখানে মোট সামাজিক মূলধনের আবর্ত, যে কথা আগেই বলা হয়েছে, অন্তর্ভুক্ত করে ব্যক্তি-মূলধনের আবর্তের বাইরে অবস্থিত পণ্য-সঞ্চলনকেও অর্থাৎ যে-পণ্যসমূহ মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে না, সেগুলির সঞ্চলন পদ্ধতিকেও।

আমাদের এখন অনুধাবন করতে হবে মোট সামাজিক মূলধনের সংগঠনী অংশগুলি হিসাবে ব্যক্তি-মূলধনের সঞ্চলন-প্রক্রিয়াকে (যা সমগ্র ভাবে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ারই একটি রূপ), অর্থাৎ এই মোট সামাজিক মূলধনের সঞ্চলন-প্রক্রিয়াকে।

২। অর্থ-মূলধনের ভূমিকা

[যদিও নিম্নলিখিত অংশটি এই বিভাগের একটি পরবর্তী পরিচ্ছেদের অন্তর্গত, আমরা এখানেই এটি বিশ্লেষণ করব : মোট সামাজিক মূলধনের একটি সংগঠনী অংশ হিসাবে অর্থ-মূলধনের পর্যালোচনা।]

ব্যক্তি-মূলধনের প্রতিবর্তন আলোচনায় অর্থ-মূলধনের দুটি দিক প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রথমতঃ, এটা গঠন করে সেই রূপটি, যে-রূপটিতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মূলধন আত্ম-প্রকাশ করে এবং মূলধন হিসাবে তার প্রক্রিয়াকে খুলে দেয়। অতএব এটা প্রতিভাত হয় প্রধান উদ্দীপক হিসাবে, যা সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

দ্বিতীয়তঃ, অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যের যে অংশটিকে অর্থের আকারে ক্রমাগত অগ্রিম দিতে হবে এবং নবীকৃত করতে হবে, সেটি উৎপাদনশীল মূলধনের সঙ্গে—তার দ্বারা গতি-সঞ্চারিত উৎপাদনশীল মূলধনের সঙ্গে—তার অনুপাতে, অর্থাৎ উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন আয়তনের সঙ্গে তার অনুপাতে, প্রতিবর্তন-কালের দৈর্ঘ্য এবং তার দুটি অংশের মধ্যে—কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কালের মধ্যে—অনুপাত অনুযায়ী, বিভিন্ন হয়। কিন্তু এই অনুপাত যাই হোক না কেন, প্রক্রিয়ারত মূলধন-মূল্যের যে অংশটি ক্রমাগত উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে কাজ করতে পারে, সেটি সব সময়েই অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সেই অংশটি, যেটি সব সময়েই অবশ্যই থাকবে উৎপাদনশীল মূলধনের পাশে অর্থের আকারে। এখানে প্রশ্নটি কেবল মামুলি প্রতিবর্তনের, একটি অমূর্ত গড়ের। সঞ্চলনের বাধা-বিরতির ক্ষতিপূরণের জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন প্রত্যাশিত।

প্রথম বিষয়টি প্রসঙ্গে: পণ্য-উৎপাদন ধরে নেয় পণ্য-সঞ্চলন এবং পণ্য-সঞ্চলন ধরে নেয় অর্থের রূপে পণ্যের প্রকাশ, অর্থের সঞ্চলন; একটি পণ্যের পণ্যে এবং অর্থে বিভাজন হচ্ছে পণ্য হিসাবে উৎপন্নের প্রকাশের একটি নিয়ম। অনুরূপ ভাবে ধনতান্ত্রিক পণ্য-উৎপাদন—সামাজিক ভাবেই বিবেচনা করা হোক কিংবা ব্যক্তিগত ভাবেই বিবেচনা করা হোক—ধরে নেয় অর্থের আকারে মূলধন, অথবা অর্থ-মূলধন দুটিকেই প্রত্যেকটি নবজাত ব্যবসায়ের পক্ষে প্রধান উদ্দীপক হিসাবে এবং তার অবিরাম উদ্দীপক হিসাবে। আবর্তনশীল মূলধন বিশেষ ভাবে নির্দেশ করে যে অর্থ-মূলধন কাজ করে একটি উদ্দীপক হিসাবে—অল্প সময় অন্তর অন্তর, অবিরাম পুনরাবৃত্তি সহকারে। গোটা অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যটাই, অর্থাৎ পণ্য, শ্রম-শক্তি, শ্রম-উপকরণ এবং উৎপাদন-সামগ্রী নিয়ে গঠিত মূলধনের সব কটা উপাদানই অর্থের বিনিময়ে বারংবার ক্রয় করতে হবে। ব্যক্তি মূলধন সম্পর্কে এখানে যেটা সত্য, সেটা সামাজিক মূলধন সম্পর্কেও সত্য, যা কাজ করে কেবল অনেকগুলি ব্যক্তি মূলধনের আকারে। কিন্তু যেমন আমরা দেখিয়েছিলাম প্রথম গ্রন্থে, এ থেকে আদৌ এটা অনুসরণ করেনা যে মূলধনের কর্মক্ষেত্র, উৎপাদনের আয়তন নির্ভর করে—এমনকি ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতেও—তার **অনাপেক্ষিক** মাত্রার জন্য কর্মরত অর্থ-মূলধনের পরিমাণের উপরে।

মূলধনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় উৎপাদনের সেই সব উপাদান, যেগুলি বিশেষ সীমার মধ্যে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আয়তন থেকে থাকে নিরপেক্ষ। যদিও শ্রম-শক্তির মজুরি প্রদান একই হতে পারে, তাকে শোষণ করা যেতে পারে কম-বেশি ব্যাপ্ত ভাবে বা তীব্র ভাবে। যদি এই বর্ধিত শোষণের ফলে অর্থ-মূলধন বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ যদি মজুরি বাড়ানো হয়), তা হলেও তা আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায় না, অতএব মোটেই হারাহারি নয়।

উৎপাদনশীল ভাবে শোষিত প্রকৃতি-প্রদত্ত সামগ্রীসমূহ—মাটি, সাগর, আকর,

বন ইত্যাদি—যেগুলি মূলধন-মূল্যের উপাদান নয়, সেগুলি একই পরিমাণ শ্রম-শক্তির অধিকতর অনুশীলনের দ্বারা আরো তীব্র ভাবে বা ব্যাপ্ত ভাবে শোষিত হয়—অগ্রিম-দেয় অর্থ-মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি না করেই। এই ভাবে অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন না সংযোজিত করেই উৎপাদনশীল মূলধনের প্রকৃত উপাদানগুলিকে বহুগুণিত করা হয়। কিন্তু যেখানে এই ধরনের সংযোজন আবশ্যক হয় অতিরিক্ত সহায়ক সামগ্রীসমূহের জন্য, সেখানে অর্থ-মূলধন—যাতে মূলধন-মূল্য অগ্রিম দেওয়া হয়, তা উৎপাদনশীল মূলধনের বর্ধিত কর্মক্ষমতার সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে বর্ধিত হয় না, অতএব মোটেই হারাহারি ভাবে বর্ধিত হয় না।

সেই একই শ্রম-উপকরণসমূহ, এবং তাই সেই একই স্থিতিশীল মূলধন, ব্যবহার করা যেতে পারে আরো কার্যকর ভাবে সেগুলির দৈনিক ব্যবহারের সময়কে আরো বিস্তৃত করে এবং সেগুলিকে আরো তীব্রতর ভাবে কাজে লাগিয়ে—স্থিতিশীল মূলধন বাবদে অতিরিক্ত অর্থ-ব্যয় ছাড়াই। সেক্ষেত্রে ঘটে স্থিতিশীল মূলধনের পক্ষে একটি দ্রুততর প্রতিবর্তন, কিন্তু তা হলে তার পুনরুৎপাদনের উপাদানগুলির সরবরাহও হয় দ্রুততর।

প্রাকৃতিক বস্তুগুলি ছাড়া, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে, কম-বেশি বর্ধিত কার্যকরিতাসম্পন্ন প্রবর্তক হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় এমন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যাতে কিছু ব্যয় করতে হয় না। তাদের কার্যকরতা নির্ভর করে বিবিধ পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক বিকাশের উপরে, যেগুলির জন্য ধনিককে কিছু ব্যয় করতে হয় না।

উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত শ্রম-শক্তি এবং ব্যক্তি-শ্রমিকদের সঞ্চিত দক্ষতার সম্মিলন সম্পর্কেও এই একই কথা সত্য। ক্যারি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ভূম্যধিকারী কখনো পর্যাপ্ত পায় না, কারণ ভূমিকে তার বর্তমান উৎপাদনশীলতায় সমৃদ্ধ করতে স্মরণাতীত কাল থেকে তাতে যে মূলধন বা শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে, তার সমস্তটার জন্য তাকে তার প্রাপ্য দেওয়া হয় না। (অবশ্য, ভূমি থেকে যে উৎপাদনশীলতা লুটে নেওয়া হয়, তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি।) এই অনুযায়ী হিসাব করলে প্রত্যেক শ্রমিককে মজুরি দিতে হবে তার কাজ অনুসারে—বন্য-মানুষকে আধুনিক যন্ত্র-কুশলীতে বিকশিত করে তুলতে সমগ্র মানবজাতিকে যা কিছু করতে হয়েছিল, সেই অনুসারে। উল্‌টো, এ কথাই ভাবা উচিত যে মাটিতে যে-পরিমাণ বিনা-মূল্য শ্রম ভূস্বামী ও ধনিকের দ্বারা বিনিয়োজিত ও অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে, তা যদি-যোগ করা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে এই মাটিতে, যখন যতটা মূলধন বিনিয়োজিত হয়েছে, তার সবটাই চড়া সুদ সমেত বারংবার শোধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সমাজ বারংবার ভূমি-সম্পত্তিকে দায়মুক্ত করেছে।

সত্য বটে যে, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতায় বৃদ্ধি-প্রাপ্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তা মূলধন-

মূল্যের অতিরিক্ত বিনিয়োগ সূচিত না করে, তা প্রথমত; বৃদ্ধি করে কেবল উৎপন্ন-সামগ্রীর পরিমাণটাকেই, তার মূল্যকে নয়—যদি না তার ফলে সম্ভব হয় একই শ্রমের সাহায্যে অধিকতর পরিমাণ স্থির মূলধন পুনরুৎপাদন করা এবং এই ভাবে তার মূল্য সংরক্ষণ করা। কিন্তু একই সময়ে তা গঠন করে মূলধনের জন্য নোতুন সামগ্রী, অতএব মূলধনের বর্ধিত সঞ্চয়নের বনিয়াদ।

যেখানে স্বয়ং সামাজিক শ্রমের সংগঠন, এবং এই ভাবে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতায় বৃদ্ধিসাধন, দাবি করে বৃহদায়তন উৎপাদন এবং সেই কারণে ব্যক্তিগত ধনিকদের দ্বারা বিরাট বিরাট পরিমাণ অর্থ-মূলধনের অগ্রিম-প্রদান, সেখানে, যা আমরা প্রথম গ্রন্থে দেখিয়েছি* যে, এটা সম্পাদিত হয় অংশতঃ কয়েক জন মাত্রের হাতে মূলধনের কেন্দ্রীভবনের দ্বারা—কার্যরত মূলধন-মূল্যসমূহের, এবং ফলতঃ যে-অর্থ-মূলধনের আকারে তারা অগ্রিম-দত্ত হয়, তার আয়তনে অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি সাধনের প্রয়োজন না ঘটিয়েই। ব্যক্তিগত মূলধনগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারে কয়েক জন মাত্রের হাতে কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে—সেগুলির সামাজিক যোগফলে কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই। এটা ব্যক্তিগত মূলধনগুলির কেবল একটি পরিবর্তিত বণ্টন।

সর্বশেষে, পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা দেখিয়েছি, প্রতিবর্তন-কালের হ্রাস-সাধন করলে একই উৎপাদনশীল মূলধনকে অল্পতর পরিমাণ অর্থ-মূলধনের দ্বারা কিংবা অধিকতর উৎপাদনশীল মূলধনকে একই অর্থ-মূলধনের দ্বারা গতি সঞ্চার করা যায়।

কিন্তু এটা পরিষ্কার যে স্বয়ং অর্থ-মূলধনের প্রশ্নে এই সব ব্যাপারের কিছুই করার নেই। এটা কেবল দেখায় যে অগ্রিম মূলধন—যা গঠিত হয় একটি নির্দিষ্ট মূল্যসমষ্টি তার মুক্ত রূপে, তার মূল্য-রূপে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে—তা, উৎপাদনশীল মূলধনে তার রূপান্তরের পরে, অন্তর্ভুক্ত করে এমন উৎপাদনশীল ক্ষমতাসমূহকে, যাদের সীমা তার মূল্যের সীমা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, পরন্তু যারা বিভিন্ন মাত্রার ব্যাপকতা বা তীব্রতা সহকারে কয়েকটি গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলির—উৎপাদনের উপায় এবং শ্রম-শক্তির—দাম যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে পণ্য হিসাবে অস্তিত্বশীল এই উৎপাদন-উপায়সমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমান ক্রয়ের জন্য যে-অর্থ-মূলধন আবশ্যক, তার আয়তনও থাকে নির্ধারিত অথবা অগ্রিম প্রদেয় মূলধন-মূল্যের আয়তনও থাকে নির্ধারিত। কিন্তু যে-মাত্রা পর্যন্ত এই মূলধন কাজ করে মূল্যের ও উৎপন্ন-দ্রব্যের স্রষ্টা হিসাবে, তা স্থিতিস্থাপক ও পরিবর্তনীয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি প্রসঙ্গে: এটা স্বতঃস্পষ্ট যে ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা প্রতিস্থাপন করার জন্য যে অর্থ উৎপাদন বা ক্রয় করতে হয়, তার বাবদে সামাজিক শ্রম এবং উৎপাদন-উপায়ের যে অংশ বার্ষিক ব্যয় করতে হয়, সেটা সামাজিক উৎপাদনের আয়তনের একটি আনুপাতিক বিয়োজন। কিন্তু যে অর্থ-মূল্য কাজ করে অংশতঃ একটি সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে এবং অংশতঃ একটি মজুদ হিসাবে, সেটা কেবল

সেখানে, অর্জিত, শ্রম-শক্তির পাশাপাশি বর্তমান উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়, এবং সম্পদের প্রাকৃতিক উৎসসমূহ। সেটাকে এই সমস্ত জিনিসের একটি সীমা বলে গণ্য করা যায় না। উৎপাদনের উপাদানসমূহে তার রূপান্তরের মাধ্যমে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার বিনিময়ের মাধ্যমে, উৎপাদনের আয়তন প্রসারিত করা যেতে পারে। অবশ্য, এতে ধরে নেওয়া হয় যে অর্থ চিরকালই সম্পাদন করে বিশ্ব-অর্থ হিসাবে তার একই ভূমিকা।

উৎপাদনশীল মূলধনকে গতিশীল করতে হলে চাই প্রতিবর্তন-কালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কম বা বেশি অর্থ-মূলধন। আমরা আরো দেখেছি যে কর্ম-কাল এবং সঞ্চলন-কালে প্রতিবর্তন-কালে ভাগ করতে হলে চাই অর্থের আকারে নিহিত বা স্থগিত মূলধনের বৃদ্ধি।

যেহেতু প্রতিবর্তন-কাল নির্ধারিত হয় কর্ম-কালের দৈর্ঘ্যের দ্বারা, সেই হেতু, বাকি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, তা নির্ধারিত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বস্তুগত প্রকৃতির দ্বারা—এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিশেষ সামাজিক চরিত্রের দ্বারা নয়। যাই হোক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের জন্য আবশ্যক হয় বেশ দীর্ঘ কালের জন্য অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের বিরাট বিরাট পরিমাণ। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন নির্ভর করে ব্যক্তিগত ধনিকের হাতে যে অর্থ-মূলধন থাকে তার আয়তনের উপরে। এই সীমাবদ্ধতা ভেঙে দেয় ক্রেডিট-ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে জড়িত সংগঠনগুলি, যেমন স্টক-কোম্পানি। সুতরাং টাকার বাজারে বিশৃংখলা ঘটলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কারবার বন্ধ হয়ে যায়; অন্য দিকে আবার এই প্রতিষ্ঠানগুলিই টাকার বাজারে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।

উৎপাদনের যে-সমস্ত শাখা ক্রমাগত বা বছরে কয়েকবার শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে কেবল তুলেই নেয় না, উপরন্তু জীবন-ধারণ ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সরবরাহও করে থাকে, সেই শাখাগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, যে-কর্মকাণ্ডসমূহ—যেগুলি অন্তবর্তী কালে উপযোগী জিনিস হিসাবে কোনো উৎপন্ন-দ্রব্য সরবরাহ না করে দীর্ঘ কালের জন্য শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণ কেবল তুলেই নেয়—সেগুলিকে কোন্ আয়তনে চালিয়ে যাওয়া যায়, সমাজীকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে তা অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে। সমাজীকৃত এবং ধনতান্ত্রিক উভয় উৎপাদনের অধীনেই, যে-সমস্ত শ্রমিক হ্রস্বতর কর্মকাল-সমন্বিত শিল্পশাখাগুলিতে কাজ করে তারা প্রতিদানে কোনো উৎপন্ন-সামগ্রী না দিয়ে, আগেকার মতই, একটি হ্রস্বকালের জন্য উৎপন্ন-সামগ্রী তুলে নেবে; অন্য দিকে দীর্ঘ কর্মকাল-সমন্বিত শিল্প-শাখাগুলি, প্রতিদানে কিছু না দিয়ে, দীর্ঘ কাল ধরে উৎপন্ন-সামগ্রী তুলে নেয়। তা হলে এই ঘটনাটির উদ্ভব ঘটে বিশেষ শ্রম-প্রক্রিয়ার বাস্তব চরিত্র থেকে, তার সামাজিক রূপ থেকে নয়। সমাজীকৃত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থ-মূলধন বাদ পড়ে যায়। শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের উপায়-

উপকরণকে সমাজ উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বণ্টন করে দেয়। উৎপাদনকারীরা পেতে পারে কেবল কাগুজে প্রমাণপত্র ('ভাউচার'), যা তাদের অধিকার দেবে, ভোগ্য সামগ্রীর সামাজিক সরবরাহ থেকে তাদের শ্রম-সময় অনুযায়ী একটি পরিমাণ তুলে নিতে। এই 'ভাউচার'গুলি অর্থ নয়। সেগুলি সঞ্চলন করে না।

আমরা দেখতে পাই যে, অর্থ-মূলধনের প্রয়োজন যে-পরিমাণে উদ্ভূত হয় কর্ম-কালের দৈর্ঘ্য থেকে, সেই পরিমাণে তা দুটি জিনিসের শর্ত-সাপেক্ষ: **প্রথমতঃ,** সাধারণ ভাবে অর্থ হচ্ছে সেই বিশেষ রূপ, যে রূপটিতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মূলধন (ক্রেডিট ছাড়া) নিজেকে উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করার জন্য আত্মপ্রকাশ করবে ; এটা অনুসরণ করে সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং পণ্য-উৎপাদনের প্রকৃতি থেকে। **দ্বিতীয়তঃ,** প্রয়োজনীয় অর্থের আয়তন নির্ভর করে এই ঘটনার উপরে যে, শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের উপায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য সমাজ থেকে ক্রমাগত তুলে নেওয়া হয়, সেই সময়ের জন্য সমাজকে প্রতিদানে কোনো উৎপন্ন-সামগ্রী না দিয়ে, যাকে অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। অগ্রিম প্রদেয় মূলধনকে অর্থের রূপে অগ্রিম দিতে হবে—এই যে প্রথম শর্ত, এই অর্থের রূপের দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়ে যায় না, তা সেটা ধাতব-অর্থই হোক, ক্রেডিট অর্থই হোক, বা প্রতীক-অর্থই হোক। দ্বিতীয় শর্তটি কোনো ক্রমেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না যে কোন্ অর্থ-মাধ্যমের দ্বারা কিংবা উৎপাদনের কোন্ রূপে শ্রম, জীবন-ধারণের উপায় এবং উৎপাদনের উপায় তুলে নেওয়া হয়—প্রতিদানে সঞ্চলনে কোনো সমার্ঘ সামগ্রী না দিয়েই।

উনবিংশ অধ্যায়[৩৫]

বিষয়টি প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী বিভিন্ন উপস্থাপনা

১। ফিজিওক্র্যাটবৃন্দ

কেনে'র 'অর্থনৈতিক সারণী' (Tableau Economique) মোটামুটি দেখিয়েছে কেমন করে জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক ফল, যা প্রকাশ করে একটি নির্দিষ্ট মূল্য, তা সঞ্চয়নের মাধ্যমে এমন ভাবে বণ্টিত হয় যে, বাকি অবস্থাবলী অপরিবর্তিত থাকলে, সরল পুনরুৎপাদন, অর্থাৎ একই আয়তনে পুনরুৎপাদন, সংঘটিত হতে পারে। উৎপাদন-কালের সূচনা-বিন্দু হল সঠিক ভাবে আগের বছরের ফসল। সঞ্চলনের অসংখ্য পৃথক পৃথক ক্রিয়া তাদের বিশিষ্ট সামাজিক সমষ্টিগত গতি-প্রক্রিয়ায়—কার্যগত ভাবে নির্ধারিত সমাজের দুটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চলনে—তৎক্ষণাৎ একত্রে আনীত হয়। এখানে আমাদের আগ্রহ এই ব্যাপারটিতে: মোট উৎপন্ন-সামগ্রীর একটি অংশ—যা তার বাকি প্রত্যেকটি অংশের মতই একটি ব্যবহারগত বিষয়, গত বছরের শ্রমের একটি নোতুন ফল—তা একই সময়ে পুরাতন মূলধন-মূল্যের আধার মাত্র, যা পুনরাবির্ভূত হয় একই দৈহিক রূপে। সেটা সঞ্চলন করে না, পরন্তু থাকে উৎপাদনকারীদের—কৃষক-শ্রেণীর হাতে, সেখানে মূলধন হিসাবে আবার তার কাজ শুরু করার জন্য। বার্ষিক উৎপন্ন-সামগ্রীর এই অংশে, স্থির মূলধনে, কেনে অন্তর্ভুক্ত করেন অপ্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহকে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি-পরিধির সীমাবদ্ধতার দরুন, তাঁর চোখ পড়ে সেই প্রধান জিনিসটির উপরে, যার মধ্যে কৃষিকর্মই হচ্ছে মনুষ্য-শ্রম বিনিয়োগের একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে উৎপাদিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য; অতএব ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র প্রকৃতই উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে। পুনরুৎপাদনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া তার বিশেষ সামাজিক চরিত্র যাই হোক না কেন, তা সব সময়েই এই ক্ষেত্রটিতে (কৃষিকর্মে) গ্রথিত হয়ে যায় পুনরুৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে। এই দ্বিতীয়টির প্রকট অবস্থাবলী প্রথমটির অবস্থাবলীর উপরে আলোকসম্পাত করে এবং চিন্তার একটি বিভ্রান্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে—সঞ্চলনের একটি মরীচিকা থেকে যার উদ্ভব ঘটে।

৩৫. অষ্টম পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভ।—এঙ্গেলস

কোন একটি প্রণালীর নাম-পরিচয় অন্যান্য জিনিসের নাম-পরিচয় থেকে যেসব ব্যাপারে ভিন্ন সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে এই ঘটনাটি যে তা কেবল ক্রেতাকেই প্রতারিত করে না, প্রায়শঃ বিক্রেতাকেও প্রতারিত করে। কেনে এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গ তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক সাইনবোর্ডে বিশ্বাস করতেন। আমাদের বৈয়াকরণরাও তাই আজও পর্যন্ত বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ফিজিওক্র্যাটদের প্রণালীটিই হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রথম প্রণালীবদ্ধ ধারণা। শিল্প-মূলধনের প্রতিনিধি—প্রজা শ্রেণী—পরিচালনা করে সমগ্র অর্থনৈতিক কর্ম-প্রবাহটি। কৃষিকার্য পরিচালিত হয় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একজন ধনিক কৃষকের বৃহদায়তন উদ্‌যোগ; জমির প্রত্যক্ষ চাষী হচ্ছে মজুরি-শ্রমিক। উৎপাদন সৃষ্টি করে কেবল ব্যবহার্য দ্রব্যাদিই নয়, সৃষ্টি করে সেগুলির মূল্যও; উৎপাদনের অমোঘ তাড়না হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সংগ্রহণ, যার জন্মভূমিই হচ্ছে উৎপাদনের ক্ষেত্র—সঞ্চলনের ক্ষেত্র নয়। সঞ্চলনের দ্বারা সংঘটিত পুনরুৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার বাহন হিসাবে যে তিনটি শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে তাদের মধ্যে "উৎপাদনশীল" শ্রমের প্রত্যক্ষ শোষক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদক* ধনতান্ত্রিক কৃষক, তাদের থেকে আলাদা, যারা উদ্বৃত্ত-মূল্য কেবল আত্মসাৎই করে।

এমনকি তার কুসুমিত হবার সময়কালেও ফিজিওক্র্যাট মতবাদটি বিরোধিতার উদ্রেক করেছিল; এক দিকে লিংগুয়েৎ এবং ম্যাবলি, এবং অন্য দিকে ছোট ছোট লাখেরাজ সম্পত্তি-মালিকদের প্রবক্তারা তাঁকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছিলেন।

পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে অ্যাডাম স্মিথের পশ্চাদ্‌মুখী পদক্ষেপ[৩৬] আরো বেশি লক্ষ্যণীয় এই কারণে যে তিনি কেবল কেনে-র নির্ভুল বিশ্লেষণগুলিকেই আরো বিশদ করেন নি, যেমন তাঁর "avances primitives" এবং avances annuelles"-এর সাধারণীকরণ করে তাদেরকে যথাক্রমে "স্থিতিশীল" এবং "আবর্তনশীল" মূলধন বলেই অভিহিত করেন নি,[৩৭] উপরন্তু কোন কোন জায়গায়

* মার্কস কেনে-র 'অর্থনৈতিক সারণী'-কে তাঁর 'Theories of Surplus Value'-তে আরো সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। (দ্রষ্টব্য: ইংরেজি সংস্করণ, [Capital Vol. IV] প্রথম বিভাগ, মস্কো ১৯৬৩, পৃঃ ২৯৯—৩৩৩ এবং ৩৬৭—৬৯)।

৩৬. Kapital Band I, 2 Ausgabe, S 612 Note 32 (Eng, Ed, Moscow, 1914, p. 591, Note 1)

৩৭. এমনকি এক্ষেত্রেও কয়েকজন ফিজিওক্র্যাট, বিশেষ করে তুর্গো, তাঁর পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তুর্গো কেনে-র চেয়েও বেশি বার avances-এর

তিনি পুরোপুরি ভাবে ফিজিওক্র্যাটদের ভুলগুলির মধ্যেও অধঃপাতিত হয়েছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যে-কোনো ধনিকের তুলনায় কৃষক অধিকতর মূল্য উৎপাদন করে—এটা প্রমাণ করতে গিয়ে, তিনি বলেন, "কৃষকের মূলধন যে-পরিমাণ উৎপাদনশীল শ্রমকে গতিশীল করে, সম-পরিমাণ আর কোনো মূলধন তা করে না। কেবল তার শ্রমকারী ভৃত্যরাই নয়, তার শ্রমকারী গবাদি পশুগুলিও উৎপাদনশীল শ্রমিক।" (শ্রমকারী ভৃত্যদের জন্য চমৎকার প্রশংসাই বটে)! "কৃষিকার্যেও প্রকৃতি **শ্রম করে** মানুষের সঙ্গে এবং যদিও **তার শ্রমের জন্য কিছু ব্যয় নেই**, তার উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্য আছে, যেমন আছে সবচেয়ে ব্যয়বহুল কর্মীদের উৎপন্ন-দ্রব্যের। কৃষির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলি, বোধ হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ততটা উদ্দিষ্ট নয় যদিও তা, তারা করে, যতটা উদ্দিষ্ট মানুষের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক উদ্ভিজ্জ-সমূহের উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকৃতির উর্বরতাকে পরিচালিত করা। ঝোপ-ঝাড়ে ভরা একটা মাঠ অনেক সময়েই উৎপাদন করে সবচেয়ে ভাল ভাবে কর্ষিত আঙুর ক্ষেত বা শস্য-ক্ষেতের সম-পরিমাণ শাক-সব্জি। বপন ও কর্ষণ প্রকৃতির সক্রিয় উর্বরতাকে ততটা সঞ্জীবিত করে না, যতটা তা তাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে; এবং তাদের সমস্ত শ্রমের পরেও, কাজের একটা বিরাট অংশই থেকে যায় প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন হবার অপেক্ষায়। সুতরাং কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা এবং শ্রমকারী গবাদি পশুগুলি (sic!), শিল্প-কর্মীদের মত, কেবল তাদের নিজেদের পরিভোগের, কিংবা তার মালিকের মুনাফা-সমেত তাদের নিয়োগকারী মূলধনের, সম-পরিমাণ একটি মূল্যেরই পুনরুৎপাদন সংঘটিত করে না, তদুপরি একটি বৃহত্তর পরিমাণ মূল্যেরও পুনরুৎপাদন সংঘটিত করে। কৃষকের মূলধন এবং তার যাবতীয় মুনাফা ছাড়াও, তারা নিয়মিত ভাবে জমিদারের খাজনারও পুনরুৎপাদন সংঘটিত করে। এই খাজনাকে বিবেচনা করা যেতে পারে প্রকৃতির সেই সমস্ত শক্তির উৎপন্ন হিসাবে, যেগুলির ব্যবহার জমিদার কৃষককে ধার দিয়েছে। ঐ শক্তিগুলির অনুমিত মাত্রা অনুযায়ী, অর্থাৎ জমির প্রকৃতিগত বা উন্নয়ন-ঘটিত উর্বরতার অনুমিত মাত্রা অনুযায়ী, এই খাজনা বেশি বা কম হয়। এটা হচ্ছে প্রকৃতির কাজ যেটা থেকে যায় মানুষের কাজ বলে যা কিছু গণ্য করা যায়, সেই সব কিছু বিয়োগ বা প্রতিপূরণ করার পরে। এটা কদাচিৎ মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশের কম এবং প্রায়শঃই এক-তৃতীয়াংশের বেশি হয়। শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত

বদলে মূলধন কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং শিল্প-মালিকের avances-কে বা capitaux-কে আরো বেশি করে কৃষকদের avances ইত্যাদির সঙ্গে এক করে দেখেছেন। নমুনা হিসাবে, "এদের (entrepreneurs-manufacturers), তারা (lesfermiers অর্থাৎ ধনিক কৃষকেরা) প্রত্যাগত মূলধন ছাড়াও পাবে, ইত্যাদি।" (Turgot, Oeuvres, Daire edition, Paris. 1844, Vol I, P, 40)।

সম-পরিমাণ কোনো মূলধনই এত বৃহৎ পুনরুৎপাদন সংঘটিত করতে পারে না। সেখানে প্রকৃতি কিছুই করে না, মানুষই সব করে ; এবং পুনরুৎপাদন সব সময়েই হবে সেই উপাদানগুলির শক্তির সঙ্গে আনুপাতিক, যেগুলি তাকে সংঘটিত করে। সুতরাং কৃষিকার্যে নিয়োজিত মূলধন যে কেবল শিল্পোৎপাদনে নিয়োজিত যে-কোনো সম-পরিমাণ মূলধনের চেয়ে একটি বৃহত্তর পরিমাণ উৎপাদনশীল শ্রমকে গতিশীল করে, তাই নয় উপরন্তু তা যে-পরিমাণ উৎপাদনশীল শ্রম নিয়োগ করে, তার অনুপাতেও তা দেশের ভূমি ও শ্রমের বার্ষিক উৎপন্নের সঙ্গে, তার অধিবাসীদের প্রকৃত ধন ও আয়ের সঙ্গে, অনেক বৃহত্তর একটি মূল্য সংযোজিত করে।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৪২)।

অ্যাডাম স্মিথ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বলেন, "বীজের গোটা মূল্যটাও সঠিক ভাবে একটি স্থিতিশীল মূলধন।" এখানে তা হলে মূলধন সমান মূলধন-মূল্য ; এটা অবস্থান করে একটি "স্থিতিশীল" রূপে। "যদিও এটি (বীজটি) ক্ষেত এবং গোলাঘরের মধ্যে সামনে এবং পিছনে যাতায়াত করে তা কখনো তার মালিক বদল করে না, আর সেই কারণে ঠিক ভাবে সঞ্চলনও করে না। কৃষক তার মুনাফা কামায় এটি বিক্রয় করে নয়, এটি বৃদ্ধি করে।" (পৃঃ ১৮৬)। জিনিসটা যে কত আজগুবি, তা দেখা যায় এই ঘটনাটিতে যে, তাঁর পূর্ববর্তী কেনে-র মত, একটি পুনর্নবীকৃত রূপে স্থির মূলধনের মূল্যের পুনরাবির্ভাব তাঁর চোখে পড়ে না, আর সেই কারণেই তিনি দেখতে পান না পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে আর সেই কারণেই উপহার দেন আবর্তনশীল এবং স্থিতিশীল মূলধনের মধ্যে তাঁর পার্থক্যের আরো একটি দৃষ্টান্তকে—তাও আবার একটি ভুল দৃষ্টান্তকে। "avances primitives" এবং "avances annuelles" কথা দুটির "স্থিতিশীল মূলধন" এবং "আবর্তনশীল মূলধন" হিসাবে স্মিথ যে অনুবাদ করেছেন, তাতে যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে, সেটুকু নিহিত আছে "মূলধন" কথাটিতে—যার ধারণাটি নির্বিশেষ, এবং ফিজিওক্র্যাটদের দ্বারা পরিপোষিত "কৃষিসংক্রান্ত" ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিশেষ বিবেচনাটি থেকে নিরপেক্ষ ; প্রতিগতি নিহিত আছে এই ঘটনাটিতে যে, "স্থিতিশীল" এবং "আবর্তনশীল"-কে গণ্য করা হয় সর্বোত্তর পার্থক্য হিসাবে, এবং পোষণ করাও হয় সেই হিসাবেই।

২. অ্যাডাম স্মিথ

১. স্মিথের সাধারণ বক্তব্যসমূহ

প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪২ পৃষ্ঠায় অ্যাডাম স্মিথ বলেন, "প্রত্যেক সমাজেই প্রত্যেকটি পণ্যের দাম শেষ পর্যন্ত নিজেকে পর্যবসিত করে এই তিনটি অংশের (মজুরি, মুনাফা, খাজনা) কোন-না-কোন একটিতে বা সব কটিতে, এবং প্রত্যেকটি

উন্নত সমাজে তিনটির সব কটিই কম-বেশি মাত্রায় প্রবেশ করে পণ্যসমূহের বিপুল বৃহত্তর অংশের দামের মধ্যে—উক্ত দামের উপাদান হিসাবে।"৩৮ কিংবা যেমন তিনি আরো বলেন, পৃঃ ৬৩ : "মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা হচ্ছে সমস্ত আয়ের এবং **সমস্ত বিনিময়যোগ্য** মূল্যের **মূল উৎস**।" "পণ্যের দামের" কিংবা "সমস্ত বিনিময়যোগ্য মূল্যের" উপাদানসমূহ সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের এই তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা নীচে আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করব।

তিনি আরো বলেন, "যেহেতু এটাই ঘটনা, সেই হেতু প্রত্যেকটি বিশেষ পণ্যকে, আলাদা আলাদা ভাবে নিয়ে, তার সম্পর্কে একই জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছে; প্রত্যেক দেশের সমস্ত পণ্য, যেগুলি গঠন করে ভূমি ও শ্রমের **সমগ্র বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভার**, সেগুলিকে সামূহিক ভাবে নিলেও, তাদের সম্পর্কেও এই একই ব্যাপার ঘটবে। উক্ত বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভারের **গোটা দাম বা বিনিময়যোগ্য** মূল্য নিজেকে **পর্যবসিত করবে** একই তিনটি অংশে এবং বন্টিত হবে দেশের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে—তাদের শ্রমের **মজুরি** হিসাবে, তাদের মূলধনের **মুনাফা** হিসাবে কিংবা তাদের জমির **খাজনা** হিসাবে। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৯০।)

সমস্ত পণ্যের দামকে অ্যাডাম স্মিথ এই ভাবে আলাদা আলাদা করে "গোটা দাম বা বিনিময়যোগ্য মূল্যকে···প্রত্যেক দেশের ভূমি ও শ্রমের বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভারের···"মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায়—মজুরি-শ্রমিক, পুঁজি-মালিক এবং জমিদারদের আয়ের তিনটি উৎসে—পর্যবসিত করার পরে, তার নিশ্চয়ই আবশ্যক হবে ঘোরানো পথে একটি চতুর্থ উপাদানকে চোরা-চালান করার; সেটি হচ্ছে মূলধনের উপাদান। এটা সম্পাদন করা হয় মোট আয় এবং নীট আয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য টেনে; "একটি বিরাট দেশের সমস্ত অধিবাসীর **মোট আয়** অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ভূমি ও শ্রমের **সমগ্র বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভার**; নীট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় যা তাদের হাতে থাকে প্রথমতঃ তাদের **স্থিতিশীল** মূলধনের এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের **আবর্তনশীল মূলধনের, পরিপোষণের ব্যয় বাদ দিয়ে দেবার পরে**; অথবা যা, তাদের মূলধনের উপরে হস্তক্ষেপ না ক'রে, তারা তাদের

---

৩৮ যাতে "পণ্যসমূহের বিপুল বৃহত্তর অংশের দাম" কথাটির অর্থ সম্পর্কে পাঠক ভুল ব্যাখ্যা না করেন, সেজন্য অ্যাডাম স্মিথ নিজে তার কি ব্যাখ্যা দেন সেটা নীচে উল্লিখিত হল। যেমন, সমুদ্রের মাছের জন্য কোনো খাজনা দিতে হয় না, কেবল মজুরি এবং মুনাফা, কেবল মজুরিই প্রবেশ করে স্কচদেশীয় নুড়ির দামে। তিনি বলেন, "স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন অংশে কিছু গরিব মানুষ সমুদ্রের তীরে 'স্কচ-নুড়ি' নামে বিচিত্র সব পাথর কুড়িয়ে বিক্রি করে। মণিকার তাদের যে দাম দেয় তা হল তাদের শ্রমের মজুরি; খাজনা বা মুনাফা তার কোনো অংশই নয়।

স্টকে সংরক্ষিত রাখতে পারে আশু পরিভোগের জন্ত কিংবা ব্যয় করতে পারে জীবনধারণ, স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য। তাদের প্রকৃত ধনও তাই তাদের মোট আয়ের অনুপাতে নয়, নীট আয়ের অনুপাতে। (ঐ, পৃঃ ১৯০)।

এ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই :

(১) অ্যাডাম স্মিথ এখানে স্পষ্টতঃই আলোচনা করেছেন সরল পুনরুৎপাদন নিয়ে, সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদন, বা সঞ্চয়ন নিয়ে নয়। তিনি কেবল কার্যরত মূলধনের "পরিপোষণের" ব্যয়ের কথাই এখানে বলেছেন। "নীট" আয় হচ্ছে বার্ষিক উৎপন্নের সেই অংশের সমান, তা সে সমাজেরই হোক আর ব্যক্তিগত ধনিকেরই হোক, সেই অংশটি যেটি যেতে পারে "পরিভোগের ভাণ্ডারে", কিন্তু এই ভাণ্ডারের আয়তন এমন হতে হবে, যা কার্যরত "মূলধনের উপরে হস্তক্ষেপ" করবে না। তা হলে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উৎপন্নের—উভয়েরই মূল্যের একটি অংশ মজুরি বা মুনাফা বা খাজনায় পর্যবসিত হয় না, পর্যবসিত হয় মূলধনে।

(২) অ্যাডাম স্মিথ তাঁর নিজের তত্ত্ব থেকেই পালিয়ে যাচ্ছেন—কথার মারপ্যাচের মাধ্যমে, "মোট এবং নীট আয়"-এর মধ্যে পার্থক্যের মাধ্যমে। উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ধনিক এবং সমগ্র ধনিক শ্রেণী, কিংবা তথাকথিত জাতি, প্রাপ্ত হয় একটি পণ্য-উৎপন্ন, যার মূল্য—এই উৎপন্নটির আনুপাতিক অংশগুলি দিয়ে একে প্রকাশ করা যায়—প্রতিস্থাপিত করে, এক দিকে, ব্যয়িত মূল্যটিকে এবং এইভাবে গঠন করে একটি আয়, কিংবা আরো আক্ষরিক ভাবে, একটি প্রতি-আয় (revenue, pp of revenir—ফিরে আসা), কিন্তু, লক্ষ্য করুন, মূলধনের উপরে প্রতি-আয়, অথবা মূলধনের উপরে আয় ; অন্য দিকে, মূল্যের উপাদান-সমূহ, "যা বণ্টিত হয়ে যায় দেশের বিভিন্ন অধিবাসীর মধ্যে—তাদের শ্রমের মজুরি হিসাবে, তাদের (stock) মুনাফা হিসাবে কিংবা তাদের জমির খাজনা হিসাবে", যাকে সচরাচর বলা হয় আয় (income)। অতএব সমগ্র উৎপন্ন-সম্ভারের মূল্য গঠন করে কারো আয়—হয় কোনো ব্যক্তিগত ধনিকের আয় নয়তো গোটা দেশের, কিন্তু এটা একদিকে মূলধনের উপরে আয়, এবং অন্য দিকে একটি প্রতি-আয়, যা আয় থেকে ভিন্ন। কাজে কাজেই, পণ্যের মূল্যকে তার উপাদানসমূহে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে জিনিসটাকে বাদ দেওয়া হয়, তাকেই আবার পাশ-দুয়োর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—"প্রতি-আয়" কথাটির দ্ব্যর্থতা। কিন্তু উৎপন্ন সামগ্রীর কেবল সেই মূল্য উপাদানগুলিকেই "অন্তর্ভুক্ত করা যায়" যেগুলি তার মধ্যেই বিদ্যমান। যদি মূলধনকে আসতে হয় প্রতি-আয় হিসাবে, তা হলে নিশ্চয়ই মূলধন আগে ব্যয়িত হয়েছে।

অ্যাডাম স্মিথ আরো বলেন "মুনাফার নিম্নতম মামুলি হার সব সময়ে অবশ্যই হবে সেই সমস্ত সাময়িক লোকসানের ক্ষতিপূরণের পক্ষে যতটা যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশি—বিনিয়োজিত স্টক যে সমস্ত লোকসানের মুখে পড়তে পারে। এই

উদ্বৃত্তটাই কেবল নীট বা পরিষ্কার মূলধন।" [মুনাফা বলতে ধনিক কি বোঝে, মূলধনের আবশ্যিক ব্যয়?] "যাকে বলা হয় মোট মুনাফা, তা প্রায়শঃই অন্তর্ভুক্ত করে কেবল এই উদ্বৃত্তকেই নয়, উপরন্তু এই ধরনের আচমকা লোকসানগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য যা রাখা হয়, তাও।" (প্রথম খণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃঃ ৭২।) এটা আর কিছুই বোঝায় না কেবল এইটুকু ছাড়া যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মোট মুনাফার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করলে তার একটি অংশ অবশ্যই তৈরি করবে উৎপাদনের পক্ষে একটি বীমা-ভাণ্ডারে। এই বীমা-ভাণ্ডারটি সৃষ্টি করা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ নিয়ে, যা সেই মাত্রা অবধি সরাসরি উৎপাদন করে মূলধন অথবা পুনরুৎপাদনের জন্য উদ্দিষ্ট ভাণ্ডার। স্থিতিশীল মূলধনের "পরিপোষণের" ব্যয় ইত্যাদি (উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি দ্রষ্টব্য) সম্পর্কে বলা যায়, নোতুন একটি স্থিতিশীল মূলধন দিয়ে একটি পরিভুক্ত মূলধনের প্রতিস্থাপন মানে একটি নোতুন মূলধনের ব্যয় নয়; এটা কেবল পুরানো মূলধন মূল্যের একটি নোতুন রূপে নবীকরণ মাত্র। এবং স্থিতিশীল মূলধনের মেরামতি, যাকে অ্যাডাম স্মিথ ধরেন পরিপোষণ-ব্যয়ের মধ্যে, তার সম্পর্কে বলা যায় যে, এই ব্যয় যায় অগ্রিমদত্ত মূলধনের দামের সঙ্গে। এর সবটাই যে একসঙ্গে বিনিয়োগ করার বদলে ধনিক যে এটা বিনিয়োগ করে মূলধনটির কার্যকালে ক্রমে ক্রমে, আবশ্যক-মত, এবং সেটা বিনিয়োগ করতে পারে ইতিমধ্যেই আয়ত্তীকৃত মুনাফা থেকে—এই যে ঘটনা, এটা এই মুনাফার উৎসে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। যে মূল্য-উপাদানটি নিয়ে তা গঠিত, সেটা কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, শ্রমিক বীমা তহবিল এবং মেরামতি তহবিল—এই উভয়ের জন্যই উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রদান করে।

তারপরে অ্যাডাম স্মিথ আমাদের বলেন যে নীট প্রত্যাগম থেকে, অর্থাৎ কথাটির নির্দিষ্ট অর্থে প্রত্যাগম থেকে, বাদ দিতে হবে গোটা স্থিতিশীল মূলধনটি এবং সেই সঙ্গে আবর্তনশীল মূলধনের সেই গোটা অংশটি যেটি আবশ্যক হয় স্থিতিশীল মূলধনের সংরক্ষণ ও মেরামতির জন্য এবং তার নবীকরণের জন্য, বস্তুতঃ পক্ষে গোটা মূলধনটিই যা দৈহিক আকারে পরিভোগ-ভাণ্ডারের জন্য উদ্দিষ্ট নয়।

"স্থিতিশীল মূলধন সংরক্ষণের সমগ্র ব্যয়টিকে স্পষ্টতই বাদ দিতে হবে সমাজের নীট প্রত্যাগম থেকে। না তাদের দরকারি মেশিন ও হাতিয়ারপাতি চালু রাখার জন্য আবশ্যক ব্যবসায়িক সামগ্রীসমূহ···না সেই সব সামগ্রীকে সঠিক রূপে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যসমূহ—কোনটাই কখনো তার একটি অংশ হতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে, সেই শ্রমের দামটি তার একটি অংশ হতে পারে; কেননা এইভাবে নিযুক্ত কর্মীরা তাদের মজুরির গোটা মূল্যটাকেই রেখে দিতে পারে আশু পরিভোগের জন্য সংরক্ষিত তাদের স্টকে। কিন্তু অন্যান্য প্রকারের শ্রমে, দাম (অর্থাৎ এই শ্রমের জন্য প্রদত্ত মজুরি) এবং এই উৎপন্ন-সামগ্রী (যার মধ্যে এই শ্রম বিধৃত) যায় এই স্টকে; দাম যায় কর্মীদের স্টকে, উৎপন্ন সামগ্রী

যায় অন্য লোকজনদের স্টকে, যাদের জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ, স্বাচ্ছন্দ্যসমূহ এবং আমোদ-প্রমোদ ঐ কর্মীদের শ্রমের দ্বারা বর্ধিত হয়।" (দ্বিতীয় খণ্ড; দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৯০, ১৯১।)

অ্যাডাম স্মিথ এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যে উপনীত হন—**উৎপাদনের উপায়-উপকরণ** উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক এবং **ভোগ্য দ্রব্যাদির** প্রত্যক্ষ উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য। প্রথমোক্ত শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের মূল্য বিধৃত করে এমন একটি সংগঠনী উপাদান যা মজুরি-সমষ্টির সমান, অর্থাৎ মূলধনের যে অংশ শ্রম-শক্তি ক্রয়ে বিনিয়োজিত হয়, তার মূল্যের সমান। মূল্যের এই অংশটি দৈহিক ভাবে অবস্থান করে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনের উপায়-উপকরণে একটি বিশেষ পরিমাণ হিসাবে। মজুরি হিসাবে তারা যে অর্থ পায়, সেটা তাদের প্রত্যাগম, কিন্তু তাদের শ্রম এমন কোনো জিনিস উৎপাদন করে নি, যা তারা নিজেরা বা অন্যরা পরিভোগ করতে পারে। সুতরাং এই উৎপন্নগুলি বার্ষিক উৎপাদনের সেই অংশের কোনো উপাদান নয়, যে-অংশটি উদ্দিষ্ট হয় একটি সামাজিক পরিভোগ-ভাণ্ডার গঠনের জন্য, একমাত্র যার মধ্যেই কেবল একটি "নীট প্রত্যাগম"-কে বাস্তবায়িত করা যায়। অ্যাডাম স্মিথ এখানে বলতে ভুলে গিয়েছেন যে, সেই একই জিনিস, যা খাটে মজুরির ক্ষেত্রে, তা আবার উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্যের সেই উপাদানটির ক্ষেত্রেও খাটে, যেটি, উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে, (সর্ব-প্রথম ও সর্বাগ্রে) গঠন করে শিল্প-ধনিকের প্রত্যাগম—মুনাফা এবং খাজনা শিরোনামের অধীনে। এই মূল্য-উপাদানসমূহ অনুরূপ ভাবে অবস্থান করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে, অ-পরিভোগ্য জিনিসগুলিতে। দ্বিতীয় প্রকারের শ্রমিকদের দ্বারা তারা পরিভোগ্য সামগ্রী-সমূহকে তাদের দামের অনুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করাতে পারে না, যদি তাদের অর্থে রূপান্তরিত করা না হয়ে গিয়ে থাকে কেবল তখনি তারা পারে ঐ জিনিসগুলিকে তাদের মালিকদের ব্যক্তিগত পরিভোগ-ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করতে। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের আরো এতটা দেখা উচিত ছিল যে, বার্ষিক উৎপাদিত উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্যের যে-অংশটি উৎপাদন-পরিধির অভ্যন্তরে কার্যরত উৎপাদন-উপায়সমূহের—যে উৎপাদন-উপায়ের দ্বারা নোতুন উৎপাদন-উপায় তৈরি হয়—তাদের মূল্যের সমান, অতএব মূল্যের এমন একটি ভাগ যা এখানে বিনিয়োজিত স্থির মূলধনের মূল্যের সমান, সেই অংশটি সম্ভবতঃ প্রত্যাগম-গঠনকারী একটি মূল্য উপাদান হতে পারে না; এটা কেবল এই কারণে নয় যে তা একটি দৈহিক রূপে অবস্থান করে, এই কারণেও যে তা মূলধন হিসাবে কাজ করে।

দ্বিতীয় প্রকারের শ্রমিকদের সম্পর্কে, যারা সরাসরি ভোগ্য-দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাদের সম্পর্কে, অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাগুলি খুব যথাযথ নয়। কেননা তিনি

বলেন যে, এই ধরনের বিভিন্ন শ্রমের ক্ষেত্রে শ্রমের দাম এবং উৎপন্ন-দ্রব্যটি উভয়ই "যায়" আশু পরিভোগের জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডারে, "দামটা" (অর্থাৎ মজুরি হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ) যায় "**শ্রমিকদের** ঐ ভাণ্ডারে এবং **উৎপন্ন-দ্রব্য** যায় **অন্যান্য লোকজনের** ভাণ্ডারে, যাদের জীবন-ধারণ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ-প্রমোদ ঐ শ্রমিকদের শ্রমের দ্বারা বর্ধিত হয়।" কিন্তু শ্রমিক কেবল তার শ্রমের দামের উপরে, মজুরি হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের উপরে বেঁচে থাকতে পারে না ; তা দিয়ে ভোগ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করে সে এই অর্থকে বাস্তবায়িত করে! এই ভোগ্য-দ্রব্যাদি অংশতঃ সেই শ্রেণীর পণ্যও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যা সে নিজে উৎপাদন করে। অন্য দিকে তার নিজের উৎপন্ন-দ্রব্য এমন হতে পারে যা যায় শ্রম-শোষণকারীদের ভোগে।

এইভাবে স্থিতিশীল মূলধনকে দেশের "নীট প্রত্যাগম" থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেবার পরে অ্যাডাম স্মিথ আরো বলেন :

"যদিও স্থিতিশীল মূলধন সংরক্ষণের সমগ্র ব্যয়কে সমাজের নীট প্রত্যাগম থেকে এই রকম আবশ্যিক ভাবেই বাদ দেওয়া হয়, আবর্তনশীল মূলধন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু তা করা হয় না। এই দ্বিতীয় প্রকারের মূলধন যে চারটি অংশের দ্বারা গঠিত হয়—অর্থ, খাদ্য-সংস্থান, দ্রব্য-সামগ্রী এবং সম্পাদিত কাজ, সেগুলির মধ্যে শেষ তিনটিকে নিয়মিত ভাবে তা থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং স্থাপন করা হয় সমাজের স্থিতিশীল মূলধনের মধ্যে অথবা তাদের আশু পরিভোগের জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডারে। এই সমস্ত পরিভোগ্য সামগ্রীর যা কিছু প্রথমোক্ত মূলধনের" [স্থিতিশীল মূলধনের] "সংরক্ষণে নিয়োজিত হয় না, তার সবটাই যায় দ্বিতীয়োক্তটিতে" [আশু পরিভোগের ভাণ্ডারে] "এবং পরিণত হয় সমাজের নীট প্রত্যাগমের একটি অংশে। সুতরাং আবর্তনশীল মূলধনের ঐ তিনটি অংশের সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক উৎপাদনের কোনো অংশই সমাজের নীট প্রত্যাগম থেকে তুলে নেওয়া হয় না—স্থিতিশীল মূলধন সংরক্ষণের জন্য যতটা প্রয়োজন, ততটা ছাড়া।" (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৯২।)

এ কথা বলা কেবল একই জিনিসের পুনরুক্তি করা যে, আবর্তনশীল মূলধনের যে-অংশটি উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদনের কাজে লাগে না, সেই অংশটি যায় ভোগ্য দ্রব্যাদির তালিকায়, অর্থাৎ বার্ষিক উৎপাদনের সেই অংশে যা উদ্দিষ্ট হয় সমাজের পরিভোগ-ভাণ্ডার গঠনের জন্য। যাই হোক, ঠিক নীচেই যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

"কোন সমাজের আবর্তনশীল মূলধন একজন ব্যক্তির অনুরূপ মূলধন হতে এই দিক থেকে ভিন্ন। একজন ব্যক্তির আবর্তনশীল মূলধনকে সমগ্র ভাবে বাদ দেওয়া হয় তার নীট প্রত্যাগমের কোনো অংশ গঠন করা থেকে, যা সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত হবে তার মুনাফা দিয়ে। কিন্তু যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির আবর্তনশীল মূলধনই সমাজের আবর্তনশীল মূলধনের একটি অংশ, যে সমাজের সে অন্তর্ভুক্ত, তাই হলেও

ঐ কারণে তাকে তাদের নীট প্রত্যাগমের একটি অংশ গঠন করা থেকে সমগ্র ভাবে বাদ দেওয়া হয় না। যদিও একজন সওদাগরের দোকানের সমস্ত জিনিস কোন-ক্রমেই তার আশু পরিভোগের জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডারে রাখা যাবে না, তা হলেও অন্য লোকজনের অনুরূপ ভাণ্ডারে তা রাখা যেতে পারে, যারা অন্যান্য ভাণ্ডার হতে প্রাপ্ত প্রত্যাগম থেকে, নিয়মিত ভাবে তাদের মূল্য, মুনাফা সমেত, তার হাতে প্রতিস্থাপন করতে পারে—তার কিংবা অন্যান্যদের মূলধনে কোনো হ্রাস না ঘটিয়ে।" (ঐ)

অতএব, এখানে আমরা জানতে পাই যে :

(১) ঠিক যেমন স্থিতিশীল মূলধনকে, এবং তার পুনরুৎপাদন (তার কি কাজ তা তিনি ভুলে গিয়েছেন) এবং সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক আবর্তনশীল মূলধনকে, সমগ্র ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকের **নীট** প্রত্যাগম থেকে, যা গঠিত হতে পারে কেবল মুনাফার দ্বারা, তেমনি বাদ দেওয়া হয়েছে ভোগ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদনে নিয়োজিত আবর্তনশীল মূলধনকেও। অতএব, তার পণ্য-উৎপন্নের সেই অংশ, যা প্রতিস্থাপন করে তার মূলধনকে, তা নিজেকে পর্যবসিত করতে পারে না মূল্যের উৎপাদনে, যা তার জন্য গঠন করে কোনো প্রত্যাগম।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকের আবর্তনশীল মূলধন গঠন করে সমাজের আবর্তনশীল মূলধনের একটি অংশ, ঠিক যেমন করে থাকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত স্থিতিশীল মূলধন।

(৩) সমাজের আবর্তনশীল মূলধন, যদিও তা ব্যক্তিগত আবর্তনশীল মূলধন-সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে, তবু প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকের আবর্তনশীল মূলধন থেকে তার আছে একটি ভিন্ন চরিত্র। এই দ্বিতীয়োক্ত আবর্তনশীল মূলধন কখনো পারে না **তার নিজের প্রত্যাগমের** কোনো অংশ গঠন করতে ; যাই হোক, প্রথমোক্ত আবর্তনশীল মূলধনের একটি অংশ (যা পরিভোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা গঠিত) একই সময়ে গঠন করতে পারে **সমাজের প্রত্যাগমের** একটি অংশ, অথবা যে-ভাবে তিনি উপরে প্রকাশ করেছেন, তা সমাজের নীট প্রত্যাগম থেকে আবশ্যিক ভাবেই বিয়োগ করবে না বার্ষিক উৎপন্ন-সামগ্রীর কোনো অংশ। বস্তুতঃ পক্ষে, অ্যাডাম স্মিথ এখানে যাকে বলেন আবর্তনশীল মূলধন তা গঠিত হয় সেই বার্ষিক উৎপাদিত পণ্য-মূলধনের দ্বারা, যা ভোগ্য-দ্রব্য-উৎপাদনকারী ধনিকেরা বৎসর-কালে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে। তাদের এই সমগ্র বাৎসরিক পণ্য-উৎপন্ন গঠিত হয় ভোগ্য-সামগ্রী দিয়ে এবং সেই কারণে তা গঠন করে সেই ভাণ্ডার, যাতে সমাজের নীট প্রত্যাগমটি (মজুরি সহ) বাস্তবায়িত বা ব্যয়িত হয়। তাঁর দৃষ্টান্তের জন্য সওদাগরের দোকানে জিনিস বাছাই না করে, অ্যাডাম স্মিথের উচিত ছিল শিল্প ধনিকদের গুদাম-ঘরগুলিতে সরিয়ে রাখা জিনিস-পত্রের স্তূপগুলিকে বাছাই করা।

প্রথমে অ্যাডাম স্মিথ যাকে বলেন স্থিতিশীল মূলধন, তার পুনরুৎপাদন সম্বন্ধে এবং পরে যাকে বলেছেন আবর্তনশীল মূলধন, তার পুনরুৎপাদন সম্বন্ধে অনুশীলন তাঁর উপরে যে বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলি চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলিকে তিনি যদি একত্র গ্রথিত করতেন, তা হলে এই সিদ্ধান্তে আসতেন :

(১) সমাজের বার্ষিক উৎপাদন গঠিত হয় দুটি বিভাগ নিয়ে; একটি বিভাগ ধারণ করে উৎপাদনের উপায়সমূহকে, অন্যটি পরিভোগের দ্রব্যসমূহকে। প্রত্যেকটিকে গণ্য করতে হবে আলাদা আলাদা ভাবে।

(২) বার্ষিক উৎপাদনের যে অংশটি ধারণ করে **উৎপাদনের উপায়-সমূহকে,** তার মোট মূল্য বিভক্ত হয় নিম্নলিখিত ভাবে : উক্ত মূল্যের একটি অংশ প্রকাশিত করে সেই উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য, যেগুলি পরিভুক্ত হয়েছে সেগুলিরই নির্মাণকার্যে; এটা কেবল নবীকৃত রূপে পুনরাবির্ভূত মূলধন-মূল্য; আরেকটি অংশ শ্রম-শক্তি বাবদে ব্যয়িত মূলধনের মূল্যের সমান, অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধনিক কর্তৃক প্রদত্ত মোট মজুরির সমান। সর্বশেষে, উক্ত মূল্যের তৃতীয় একটি অংশ হচ্ছে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত শিল্প-ধনিকদের মুনাফার উৎস—ভূমি-খাজনা সমেত।

প্রথম সংগঠনী অংশটি, অ্যাডাম স্মিথের মতে এই প্রথম বিভাগে নিয়োজিত সমস্ত ব্যক্তি-মূলধনের অন্তর্গত স্থিতিশীল মূলধনের পুনরুৎপাদিত অংশটি, ব্যক্তিগত ধনিকের কিংবা সমাজের, "নীট প্রত্যাগমের" কোনো অংশ গঠন করা থেকে "সম্পূর্ণ ভাবে বাদ"। এটা সব সময়েই কাজ করে মূলধন হিসাবে, কখনো প্রত্যাগম হিসাবে নয়। সেই মাত্রা অবধি প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকের "স্থিতিশীল মূলধন" কোনক্রমেই সমাজের স্থিতিশীল মূলধন থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু উৎপাদনের উপায়সমূহ দিয়ে গঠিত সমাজের বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভারের মূল্যের অপর অংশগুলি—অতএব মূল্যের যে অংশগুলি অবস্থান করে উৎপাদন-উপায়সমূহের মোট পরিমাণের বিবিধ অংশের মধ্যে—সেগুলি বস্তুতঃ পক্ষে যুগপৎ গঠন করে উৎপাদনে নিযুক্ত সমস্ত উপাদানের জন্য প্রত্যাগম, শ্রমিকদের জন্য মজুরি, ধনিকদের জন্য মুনাফা ও ভূমি-খাজনা। কিন্তু সেগুলি **সমাজের জন্য** প্রত্যাগম গঠন করে না, গঠন করে মূলধন, যদিও সমাজের বার্ষিক উৎপাদন গঠিত হয় কেবল ঐ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত ধনিকদের উৎপন্ন-সামগ্রীর মোট সমষ্টির দ্বারা। প্রকৃতিগত ভাবে সেগুলি সাধারণতঃ উপযুক্ত কেবল উৎপাদনের উপায় হিসাবেই কাজ করতে, এমনকি যেগুলি, দরকার হলে, ভোগের সামগ্রী হিসাবেও কাজ করতে পারে, সেগুলিও উদ্দিষ্ট হয় নোতুন উৎপাদনের কাঁচামাল বা সহায়ক দ্রব্য হিসাবে কাজ করার জন্য। কিন্তু সেগুলি এইভাবে কাজ করে—অতএব মূলধন হিসাবে কাজ করে—তাদের উৎপাদনকারী-দের হাতে নয়, তাদের ব্যবহারকারীদের হাতে, যথা :

(৩) দ্বিতীয় বিভাগের ধনিকেরা, **ভোগ্য-দ্রব্যাদির** প্রত্যক্ষ উৎপাদন-

কারীরা। ভোগ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনকে তারা প্রতিস্থাপিত করে এই ধনিকদের জন্য (যতটা পর্যন্ত এই মূলধন রূপান্তরিত হয় "না শ্রম-শক্তিতে এবং সেই হেতু হয় না এই দ্বিতীয় বিভাগের শ্রমিকদের মোট মজুরি); অন্য দিকে এই পরিভুক্ত মূলধন, যা এখন অবস্থান করে ভোগ্য-দ্রব্যাদির রূপে সেগুলির উৎপাদনকারী ধনিকের হাতে—সামাজিক ভাবে বললে—তাই আবার **গঠন করে সেই পরিভোগ-ভাণ্ডার, যার মধ্যে প্রথম বিভাগের ধনিকেরা এবং শ্রমিকেরা বাস্তবায়িত করে তাদের প্রত্যাগম।**

যদি অ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিশ্লেষণকে এই পর্যন্ত চালিয়ে যেতেন, তবে সমগ্র সমস্যাটির সমাধানের জন্য সামান্যই বাকি থাকত। তিনি প্রায় ঠিক জায়গাটিতেই হাত দিয়েছিলেন, কেননা তিনি ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, সমাজের মোট বার্ষিক উৎপাদন গঠনকারী এক ধরনের পণ্য-মূলধনসমূহের (উৎপাদনের উপায়-সমূহের) কতকগুলি মূল্য-অংশ বাস্তবিকই গঠন করে সেগুলির উৎপাদনে ব্যাপৃত ব্যক্তিগত শ্রমিকদের ও ধনিকদের জন্য প্রত্যাগম, কিন্তু গঠন করে না সমাজের প্রত্যাগমের একটি অঙ্গ-গঠক উপাদান; অন্য দিকে, বাকি ধরনটির (ভোগ্য-দ্রব্যাদির) একটি মূল্য-অংশ, যদিও তা প্রকাশ করে তার ব্যক্তিগত মালিকদের, বিনিয়োগের এই ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ধনিকদের জন্য মূলধন-মূল্য, তা সামাজিক প্রত্যাগমের একটি অংশ মাত্র।

কিন্তু উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কার যে:

প্রথমতঃ, যদিও সামাজিক মূলধন কেবল ব্যক্তিগত মূলধনগুলির সমষ্টির সমান, এবং এই কারণে সমাজের বার্ষিক পণ্য-উৎপন্ন (কিংবা পণ্য-মূলধন) এই ব্যক্তিগত মূলধনগুলির পণ-উৎপন্ন সমূহের সমষ্টির সমান; এবং অতএব যদিও তার অঙ্গ-গঠক উপাদানসমূহে পণ্য-সম্ভারের মূল্যের বিশ্লেষণ প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত পণ্য-মূলধনের পক্ষে সিদ্ধ—এবং কার্যতঃ পরিশেষে সিদ্ধ বলেই প্রতিপন্ন হয়—তবু পুনরুৎপাদনের সামূহিক সামাজিক প্রক্রিয়ায় এই অঙ্গ-গঠক উপাদানগুলি যে বাহ্য-রূপ ধারণ করে, তা **ভিন্নতর**।

দ্বিতীয়তঃ, এমনকি সরল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রেও কেবল মজুরির (অস্থির মূলধনের) এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদনই ঘটে না, নোতুন স্থির মূলধন-মূল্যেরও সরাসরি উৎপাদন ঘটে, যদিও একটি কর্ম-দিবস গঠিত হয় দুটি অংশ নিয়ে—একটি অংশ যাতে শ্রমিক প্রতিস্থাপন করে অস্থির মূলধনকে, বস্তুতঃ পক্ষে উৎপাদন করে তার শ্রম-শক্তি ক্রয় করার মত সম-মূল্য এবং বাকি অংশ যাতে সে উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য (মুনাফা, খাজনা) ইত্যাদি।

উৎপাদনের উপায়-উপকরণ পুনরুৎপাদনে যে দৈনিক শ্রম ব্যয়িত হয়—এবং যার মূল্য গঠিত হয় মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে—তা নিজেকে বাস্তবায়িত করে

উৎপাদনের নোতুন উপায়-উপকরণে, যা প্রতিস্থাপিত করে ভোগ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদনে ব্যয়িত স্থির মূলধনের অংশটিকে।

প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি, যার বেশির ভাগটারই সমাধান পূর্ববর্তী পাঠে হয়ে গিয়েছে, সেগুলি আমাদের মুখোমুখি হয়, যখন আমরা সঞ্চয়ন নিয়ে অনুশীলন করি তখন নয়, যখন আমরা অনুশীলন করি সরল পুনরুৎপাদন নিয়ে তখন। এই কারণে, অ্যাডাম স্মিথ (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং কেনে ('অর্থ নৈতিক সারণী') সরল পুনরুৎপাদনকেই করেন তাঁদের সূচনা-বিন্দু, যখনি প্রশ্ন ওঠে সমাজের বার্ষিক উৎপন্নের গতিবিধির এবং সঞ্চলনের মাধ্যমে তার পুনরুৎপাদনের।

২. অ্যাডাম স্মিথ বিনিময়-মূল্যকে পর্যবসিত করেন অ+উ-তে

অ্যাডাম স্মিথের বদ্ধ-ধারণা যে কোন পণ্যের দাম, বা "বিনিময়যোগ্য মূল্য"— এবং অতএব সমাজের বার্ষিক উৎপাদন গঠনকারী সমস্ত পণ্যের সমষ্টিগত দাম, বা "বিনিময়যোগ্য মূল্য" (তিনি সঠিক ভাবেই সর্বত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধরে নিয়েছেন)—গঠিত হয় তিনটি "উপাদান" দিয়ে কিংবা "নিজেকে পরিণত করে" মজুরি, মুনাফা, এবং খাজনায়, এই যে বদ্ধ-ধারণা তাকে পর্যবসিত করা যায় এই সূত্রে : পণ্য-মূল্য অ+উ, অর্থাৎ অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান। এবং অ্যাডাম স্মিথের প্রকাশ্য অনুমতি অনুসারেই আমরা মুনাফা এবং খাজনাকে পর্যবসিত করতে পারি উ নামের একটি অভিন্ন এককে; অ্যাডাম স্মিথের এই অনুমতি প্রকাশিত হয়েছে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিসমূহে, যেগুলিকে আমরা প্রথমে এক পাশে সরিয়ে রাখছি সমস্ত ছোটখাটো পয়েণ্টকে—অর্থাৎ, পণ্য-মূল্য গঠিত হয় যেগুলিকে আমরা বলি অ+উ, একান্ত ভাবেই সেই উপাদানগুলি দিয়ে—অ্যাডাম স্মিথের এই বদ্ধ-ধারণাটি থেকে কোনো আপাত বা প্রকৃত বিচ্যুতিকে।

ম্যানুফ্যাকচারে : "শ্রমিকেরা সামগ্রীর সঙ্গে যে মূল্য সংযোজন করে··· তা নিজেকে পর্যবসিত করে···দুটি অংশে, যার মধ্যে একটি অংশ তাদেরকে দেয় মজুরি, এবং অন্য অংশটি দেয় তাদের নিয়োগকর্তাকে মুনাফা—সে যে গোটা সামগ্রীসম্ভার ও মজুরি অগ্রিম দিয়েছিল, তার বাবদে।" (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৪১।) "যদিও ম্যানুফ্যাকচারকারী তার মালিকের কাছ থেকে তার মজুরি অগ্রিম পায়, তবু আসলে সে তাকে কিছু ব্যয় করায় না; যে বিষয়ের উপর সে তার শ্রম অর্পণ করে, তার বর্ধিত মূল্যে শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরি, মুনাফা সমেত, সাধারণতঃ ফিরে পাওয়া যায়।" (দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ২২১।) স্টকের যে অংশ, "তার (নিয়োগকর্তার) কাছে একটি মূলধন হিসাবে কাজ করার পরে······উৎপাদনশীল

কর্মীদের ভরণপোষণের জন্য" ব্যয় হয়, তা গঠন করে "তাদের (কর্মীদের) প্রত্যাগম।" (দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ২২৩।)

উল্লিখিত অধ্যায়ে অ্যাডাম স্মিথ পরিষ্কার ভাবে বলেন্: "প্রত্যেক দেশের ভূমি ও শ্রমের সমগ্র বার্ষিক উৎপাদন বিভক্ত হয় দুটি ভাগে। সেই দুটি ভাগের মধ্যে একটি, এবং প্রায়শঃই বৃহত্তরটি, প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট হয় একটি মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য, কিংবা রসদ, মাল-মসলা এবং তৈরি কাজ—যা তুলে নেওয়া হয়েছিল—তা নবীকরণের জন্য; অপরটি এই মূলধনের মালিকের কাছে—তার (মজুদের) স্টকের মুনাফা বাবদে কিংবা তার জমির খাজনা বাবদে প্রত্যাগম হিসাবে" (পৃঃ ২২)। অ্যাডাম যা বললেন, মূলধনের কেবল একটি অংশই একই সময়ে কারো জন্য গঠন করে একটি প্রত্যাগম, যথা, যে-অংশটি বিনিয়োজিত হয় উৎপাদনশীল কর্মী ক্রয় করার জন্য। এই অংশটি—অস্থির মূলধন—প্রথমে "তার জন্য একটি মূলধন হিসাবে কাজ করে" এবং তার পরে স্বয়ং উৎপাদনশীল কর্মীর জন্যই "গঠন করে একটি প্রত্যাগম।" ধনিক তার মূলধন-মূল্যের এক অংশকে রূপান্তরিত করে শ্রম-শক্তিতে এবং ঠিক তারই মাধ্যমে অস্থির মূলধনে; এটা কেবল এই রূপান্তরণের কারণেই যে মূলধনের একমাত্র এই অংশটাই নয়, তার সমগ্র মূলধনটাই কাজ করে শিল্প-মূলধন হিসাবে। শ্রমিক—শ্রম-শক্তির বিক্রেতা—শ্রম-শক্তির মূল্য পায় মজুরি হিসাবে। তার হাতে শ্রম-শক্তি কেবল একটা বিক্রয়যোগ্য পণ্য, এমন একটি পণ্য যা বিক্রয় করে সে জীবিকা নির্বাহ করে, সুতরাং যা তার প্রত্যাগমের একমাত্র উৎস; শ্রম-শক্তি তার ক্রেতার হাতে কাজ করে কেবল একটি অস্থির মূলধন হিসাবে, এবং ধনিক তার ক্রয়-দাম অগ্রিম দেয় কেবল বাহ্যতঃ, কেননা তার মূল্য শ্রমিক আগেই সরবরাহ করেছে।

ম্যানুফ্যাকচারে একটি উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্য যে সমান সমান অ+উ (উ মানে ধনিকের মুনাফা), সেটা এই ভাবে দেখাবার পরে, অ্যাডাম স্মিথ আমাদের বলেন যে কৃষিকার্যে শ্রমিকেরা "মালিকদের মুনাফা সমেত তাদের নিজেদের পরিভোগের সমান কিংবা তাদের নিয়োগকারী [অস্থির] মূলধনের সমান একটি মূল্যের পুনরুৎপাদন ছাড়াও এবং, অধিকন্তু, "কৃষকের সমস্ত মূলধন এবং, তার মুনাফারও উপরে সংঘটিত করে জমিদারের খাজনার পুনরুৎপাদন।" (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ২৪৩)। খাজনা যে জমিদারের হাতে যায়, আলোচ্য প্রশ্নটির ক্ষেত্রে তার কোনো গুরুত্ব নেই। তার হাতে যাবার আগে, তা অবশ্যই থাকবে কৃষকের হাতে অর্থাৎ একজন শিল্পী-ধনিকের হাতে। কারো জন্য প্রত্যাগমে পরিণত হবার আগে, তা অবশ্যই হবে উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্যের একটি গঠনকারী অংশ। সুতরাং, খাজনা এবং মুনাফা দুটিই স্বয়ং অ্যাডাম স্মিথের মতে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের গঠনকারী অংশ এবং তার নিজের মজুরির সঙ্গে, অর্থাৎ অস্থির মূলধনের সঙ্গে, উৎপাদনশীল শ্রমিক ক্রমাগত খাজনা এবং মুনাফাও পুনরুৎপাদিত করে। অতএব খাজনা এবং

মুনাফা উভয়েই উদ্বৃত্ত-মূল্য উ-এর অংশ এবং তাই অ্যাডাম স্মিথের কাছে, সমস্ত পণ্যেরই দাম নিজেকে পর্যবসিত করে অ+উ-তে।

সমস্ত পণ্যের (অতএব, বার্ষিক পণ্য-উৎপাদনের) দাম নিজেকে পর্যবসিত করে মজুরি যোগ মুনাফা যোগ ভূমি-খাজনায়—এই যে বদ্ধ মত, তা এমনটি স্মিথের গ্রন্থের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত গূঢ়ার্থবোধক অংশগুলির মধ্যেও ধারণ করে এই আকার যে প্রত্যেকটি পণ্যের, অতএব সমাজের বার্ষিক পণ্য-উৎপন্নেরও, মূল্য হচ্ছে অ+উ-এর সমান, শ্রম-শক্তির বাবদে ব্যয়িত এবং শ্রমিকদের দ্বারা ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত মূল্য যোগ নিজেদের কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদের দ্বারা সংযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান।

অ্যাডাম স্মিথের এই চূড়ান্ত ফল আমাদের কাছে একই সঙ্গে প্রকাশ করে দেয় —নীচে আরো দ্রষ্টব্য—তাঁর একদেশদর্শী বিশেষণের উৎস, পণ্যের মূল্য নিজেকে যে যে অংশে পর্যবসিত করে তাদের সম্পর্কে একদেশদর্শী বিশ্লেষণের উৎস। তারা যে একই সময়ে, উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য, প্রত্যাগমের বিভিন্ন উৎস—এই ঘটনার সঙ্গে এই বিবিধ অংশগুলির এবং তাদের মূল্যসমূহের আয়তন নির্ধারণের কোনো সম্পর্ক নেই।

সব রকমের লেনদেনকে (quid proquo) এক সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়, যখন অ্যাডাম স্মিথ বলেন: "মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা সেই সঙ্গে সমস্ত বিনিময়যোগ্য মূল্যের, তিনটি মূল উৎস বাকি সমস্ত প্রত্যাগম শেষ পর্যন্ত আসে এই তিনটির মধ্যে কোনো না কোনো একটি থেকে।" (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৪৮)।

(১) পুনরুৎপাদনের কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত নয় সমাজের এমন সমস্ত সদস্য, শ্রম দিয়ে বা না দিয়ে, বার্ষিক পণ্য-উৎপন্ন তাদের অংশ, অর্থাৎ ভোগ্য-দ্রব্যাদি, পেতে পারে—প্রাথমিক ভাবে সেই শ্রেণীগুলির হাত থেকে, যাদের কাছে ঐ উৎপন্ন প্রথম সন্নিবিষ্ট হয়, উৎপাদনশীল শ্রমিক, শিল্প-ধনিক এবং জমিদার। তত দূর অবধি তাদের বিবিধ প্রত্যাগম বস্তুগত ভাবে উদ্ভূত হয় মজুরি (উৎপাদনশীল শ্রমিকদের), মুনাফা এবং খাজনা থেকে এবং সেই জন্য প্রতিভাত হয় প্রাথমিক প্রত্যাগম থেকে আলাদা ভাবে উপজাত প্রত্যাগম হিসাবে। কিন্তু অন্য দিকে এই প্রত্যাগমসমূহের, এই অর্থে উপজাত প্রত্যাগমনসমূহের, প্রাপকেরা তা পেয়ে থাকে তাদের সামাজিক কার্যাবলীর দরুণ—রাজা পুরোহিত অধ্যাপক, বারবনিতা, সৈনিক ইত্যাদি হিসাবে এবং এই কারণে তারা এই কার্যাবলীকেই গণ্য করতে পারে তাদের প্রত্যাগমের মূল উৎস হিসাবে।

(২) —আর এইখানেই অ্যাডাম স্মিথের হাস্যকর বিভ্রান্তিটি চরমে পৌছায়। পণ্য-সমূহের মূল্যের অঙ্গগঠক অংশগুলিকে এবং তাদের মধ্যে বিধৃত মূল্য-উৎপন্নের মোট ফলকে সঠিক ভাবে নির্ণয় এবং তারপরে, কিভাবে এই অঙ্গগঠক অংশগুলি

গঠন করে প্রত্যাগমের বিভিন্ন উৎস, তা প্রতিপন্ন করার পরে,[৩৯] এই ভাবে প্রত্যাগমনসমূহকে মূল্য থেকে উদ্‌গত বলে প্রদর্শন করার পরে তিনি যাত্রা করেন বিপরীত দিকে—আর এটাই তাঁর কাছে হয়ে পড়ে সর্বপ্রধান ধারণা—এবং প্রত্যাগমসমূহকে "অঙ্গগঠক অংশ" থেকে পরিবর্তিত করেন "সমস্ত বিনিময়যোগ্য মূল্যের **মূল উৎসে**", এবং এই ভাবে হাতুড়ে অর্থনীতির কাছে দরজা অবারিত করে দেন। (আমাদের রশার-কে দেখুন*)

৩। মূলধনের স্থির অংশ

এখন দেখা যাক অ্যাডাম স্মিথ কিভাবে চেষ্টা করেন পণ্য-মূল্য থেকে মূলধন-মূল্যকে উধাও করে দিতে।

"দৃষ্টান্ত হিসাবে, ফসলের দামে একটি অংশ জমিদারকে খাজনা দেয়।" মুনাফা এবং মজুরি হিসাবে মূল্যের অন্যান্য উপাদানগুলি গঠন করে প্রত্যাগমের উৎস—এই যে ঘটনা, এর সঙ্গে ঐ উপাদানগুলির মূল্যের যে সম্পর্ক, তার তুলনায় মূল্যের এই উপাদানটি যে নেওয়া হয় জমিদারকে এবং তার জন্য তা গঠন করে খাজনার আকারে একটি প্রত্যাগম—এই যে ঘটনা তার সঙ্গে ঐ উপাদানটির উৎপত্তির যে সম্পর্ক, তা বেশি নয়।

অন্য একটি [অংশ] দেয় উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের" [এবং, তিনি যোগ করেছেন, "শ্রমকারী গবাদি পশুর"] মজুরি বা ভরণপোষণ, এবং তৃতীয়টি দেয় কৃষি-মালিকের মুনাফা। এই তিনটি অংশ বোধহয়" [বাস্তবিকই বোধহয়!]

(৩৯) আমি এই বাক্যটি পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু তুলে দিলাম, যদিও এই বাক্যটির আগে এবং পরে যা আছে, তাকে এটি খণ্ডন করে। এই আপাত-বিরোধটির সমাধান পাওয়া যায় আরো নীচে ৪ নম্বরে: অ্যাডাম স্মিথে মূলধন এবং প্রত্যাগম।—এঙ্গেলস।

* এখানে মার্কসের মনে আছে রশার-এর System der volkswirtschaft. Band I : Die grundlagen der Nationalokonomie. Dritte, vermehrte and verbesserte Auflage. Stuttgart und Augsburg, 1858.—Ed.

"সঙ্গে সঙ্গেই বা শেষ পর্যন্ত গঠন করে ফসলের গোটা দাম।[৪০] এই গোটা দাম অর্থাৎ তার আয়তন-নির্ধারণ, তিন ধরনের লোকের মধ্যে বণ্টন থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ। "একটি চতুর্থ অংশ, বোধহয় ভাবা যেতে পারে, আবশ্যক হয় কৃষি-মালিকের স্টক প্রতিস্থাপন কিংবা শ্রমকারী গবাদি পশুর এবং অন্যান্য কৃষি-উপকরণের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার জন্য। কিন্তু এটাও বিবেচনা করতে হবে যে যে-কোন কৃষি উপকরণের, যেমন একটি শ্রমকারী ঘোড়ার, দাম নিজেই গঠিত হয় একই তিনটি অংশের দ্বারা : জমির খাজনা যার উপরে সে প্রতিপালিত হয়, তাকে, লালন-পালন করার শ্রম এবং কৃষি-মালিকের মুনাফা, যে অগ্রিম দেয় এই জমির খাজনা এবং এই শ্রমের মজুরি। যদিও সেই কারণে ফসলের দাম দিতে পারে ঘোড়ার এবং তার খোরপোষের দাম, তা হলেও গোটা দাম নিজেকে পর্যবসিত করে, হয় তৎক্ষণাৎ, নয়তো শেষ পর্যন্ত সেই একই তিনটি অংশে—খাজনা, শ্রম" (বোঝাতে চান মজুরি) "এবং মুনাফা।" (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৪২।)

তাঁর অদ্ভুত মতবাদের সমর্থনে অ্যাডাম স্মিথের যা কিছু বলার আছে, তা এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে। একই উক্তির পুনরুক্তিতেই তাঁর প্রমাণ নিবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি স্বীকার করেন যে, ফসলের দাম কেবল অ+উ গঠিত হয় না, উক্ত ফসলের উৎপাদনে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের দাম, অতএব কৃষি-মালিকের দ্বারা শ্রম-শক্তিতে বিনিয়োজিত নয় এমন একটি মূলধন-মূল্য, নিয়েও গঠিত হয়। কিন্তু তিনি বলেন, উৎপাদনের এই সমস্ত উপায়-উপকরণের দামগুলি নিজেদের পর্যবসিত করে অ+উ-তে, ফসলের দামের সঙ্গে যা একই। অবশ্য, তিনি যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন : এবং, অধিকন্তু তাদের নিজেদের উৎপাদনে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সমূহের দামে। উৎপাদনের একটি শাখা থেকে তিনি আমাদের আরেকটি শাখায় এবং তা থেকে তৃতীয় একটি শাখায় নিয়ে যান। পণ্যসমূহের সমগ্র দাম নিজেকে পর্যবসিত করে "তৎক্ষণাৎ" বা "শেষ পর্যন্ত" অ+উ-তে—এই যে প্রতিপাদ্য, তা কেবল তখনি একটি ফাঁকা কৌশলে পরিণত হত না যদি তিনি দেখাতে পারতেন যে, যে-সব পণ্যের দাম তৎক্ষণাৎ পর্যবসিত হয় স (পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়)+অ+উ-তে,

৪০. তাঁর দৃষ্টান্তটি বেছে নিতে অ্যাডাম স্মিথ যে এখানে বিশেষ ভাবে অসুবিধায় পড়েছেন, এই ঘটনাটি আমরা এখানে উপেক্ষা করছি। শস্যের দাম নিজেকে পর্যবসিত করে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায় কেবল এই কারণে যে, শ্রমকারী গবাদি পশু যে খাদ্য পরিভোগ করে তাকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রমকারী গবাদি পশুর মজুরি হিসাবে এবং ঐ পশুগুলিকে মজুরি-শ্রমিক হিসাবে, যার দরুন মজুরি-শ্রমিককেও বর্ণনা করা হয়েছে শ্রমকারী গবাদি পশু হিসাবে। (দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে সংযোজিত।—এঙ্গেলস)

সেগুলি শেষ পর্যন্ত সেই সব পণ্যের দ্বারা প্রতিপূরিত হয়, যেগুলি ঐ পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায় সমূহকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিস্থাপিত করে, এবং যেগুলি নিজেরা উৎপাদিত হয় কেবল অস্থির মূলধনের বিনিয়োগের দ্বারা অর্থাৎ কেবল শ্রম-শক্তিতে মূলধনের বিনিয়োগের দ্বারা: এই সর্বশেষ পণ্য-উৎপন্নসমূহের দাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই হবে অ+উ। অতএব পূর্বোক্ত স+অ+উ-এর, যেখানে স মানে মূলধনের স্থির অংশ তার, দামও শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হবে অ+উ-তে। অ্যাডাম স্মিথ নিজে বিশ্বাস করতেন না-যে স্কচ নুড়ি কুড়ানিয়াদের দৃষ্টান্তটি দিয়ে তিনি এমন একটি প্রমাণ হাজির করে ফেলেছেন, যারা তাঁর মতে, (১) কোন রকমেরই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে কেবল তাদের নিজেদের মজুরি, এবং (২) নিয়োগ করে না উৎপাদনের কোনো উপায়-উপকরণ (অবশ্য তারা তা করে, যেমন তারা ব্যবহার করে ঝুড়ি, থলি এবং অন্যান্য পাত্র—নুড়ি বয়ে আনার জন্য।)

আমরা আগেই উপরে দেখেছি যে, অ্যাডাম স্মিথ নিজেই পরে তাঁর নিজের তত্ত্বটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন—নিজের স্ববিরোধগুলি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে। কিন্তু সেগুলির উৎস পাওয়া যাবে ঠিক তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যেই। শ্রমে রূপান্তরিত মূলধন তার নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য উৎপাদন করে। কেমন করে? অ্যাডাম স্মিথ বলেন: উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকেরা যে জিনিসগুলির উপরে কাজ করে, সেগুলিতে তারা এমন একটি মূল্য সঞ্চারিত করে যা কেবল তাদের নিজেদের খরিদ-দামের সম-মূল্য নয়, উপরন্তু একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যও (মুনাফা এবং খাজনা), যা তারা পায় না, পায় তাদের নিয়োগকর্তারা। যা তারা করে এবং যা তারা করতে পারে, তা এই। এবং এক দিনের শিল্প-শ্রমের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা গোটা বছরে সমগ্র ধনিক শ্রেণীর দ্বারা গতি-সঞ্চারিত শ্রমের ক্ষেত্রেও সত্য। অতএব, সমাজের দ্বারা উৎপাদিত বার্ষিক মূল্যের মোট সম্ভারটি নিজেকে পর্যবসিত করে কেবল অ+উ-তে, একটি সমপরিমাণ মূল্যে—যার দ্বারা শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত মূলধন-মূল্যকে প্রতিস্থাপন করে, এবং একটি অতিরিক্ত মূল্যে—যা, তারা এই সমমূল্যটি ছাড়াও তাদের নিয়োগ-কর্তাদের বাড়তি দিতে বাধ্য। কিন্তু পণ্য-মূল্যের এই দুটি উপাদান একই সময়ে গঠন করে পুনরুৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রত্যাগমের বিবিধ উৎস: প্রথমটি হচ্ছে মজুরির, শ্রমিকদের প্রত্যাগমের উৎস; দ্বিতীয়টি হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস, যার একটি অংশ শিল্প ধনিক রেখে দেয় মুনাফার আকারে, এবং আরেকটি অংশ ছেড়ে দেয় খাজনা হিসাব—জমিদারের প্রত্যাগম। তা হলে, মূল্যের আরেকটি অংশ কোথা থেকে আসবে, যখন বার্ষিক মূল্য-উৎপন্নটি অ+উ ছাড়া আর কিছুই ধারণ করে না? আমরা এখানে অগ্রসর হচ্ছি সরল পুনরুৎপাদন থেকে। যেহেতু বার্ষিক শ্রমের সমগ্র পরিমাণটি নিজেকে পর্যবসিত করে শ্রম-শক্তিতে ব্যয়িত মূলধন-মূল্যের পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনের জন্য

প্রয়োজনীয় শ্রমে, সেই হেতু শ্রম-শক্তিতে ব্যয়িত হয়নি এমন একটি মূলধন-মূল্য উৎপাদনের জন্য শ্রম কোথা থেকে আসবে ?

ব্যাপারটা এই রকম :

১) শ্রমের বিষয়টিতে মজুরি-শ্রমিক যে-পরিমাণ শ্রম সংযোজন করে, তার দ্বারা অ্যাডাম স্মিথ একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। তিনি তাকে আক্ষরিক ভাবেই বলেন "সামগ্রী", যেহেতু তিনি আলোচনা করেছেন 'ম্যানুফ্যাকচার' নিয়ে, যা নিজেই হল শ্রম-জাত দ্রব্যের উৎপাদন-প্রক্রিয়া। কিন্তু তাতে ব্যাপারটাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। শ্রমিক একটি জিনিসে যে মূল্য সংযোজন করে (এবং এই "সংযোজন করে" কথাটি অ্যাডাম স্মিথের নিজের), তা যে-জিনিসটিতে মূল্য সংযোজিত হল সেই জিনিসটির—এই সংযোজনের **আগে**—কোনো মূল্য ছিল কি ছিল না, তার থেকে নিরপেক্ষ। সুতরাং শ্রমিক মূল্য উৎপাদন করে একটি পণ্যের আকারে। অ্যাডাম স্মিথের মত অনুসারে এটা অংশতঃ তার শ্রমের তুল্য-মূল্য, এবং তা হলে, এই অংশটি নির্ধারিত হয় তার মজুরির মূল্যের আয়তনের দ্বারা ; সেই আয়তনের উপরে নির্ভর করে তাকে শ্রম সংযোজিত করতে হবে, যাতে করে সে তার মজুরির মূল্যের সমান মূল্য উৎপাদন বা পুনরুৎপাদন করতে পারে। অন্য দিকে, এই ভাবে নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে শ্রমিক আরো শ্রম সংযোজিত করে, এবং এটাই তার নিয়োগকর্তা ধনিকের জন্য সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য সমগ্র ভাবেই ধনিকের হাতে থাকে কিনা অথবা সে তার কিছু কিছু অংশ তৃতীয় ব্যক্তিদের জন্য ছেড়ে দেয় কিনা, তা শ্রমিকের দ্বারা সংযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের গুণগত (এটা আদৌ উদ্বৃত্ত-মূল্য কিনা) কিংবা পরিমাণগত (আয়তন) নির্ধারণকে মোটেই পরিবর্তিত করে না। উৎপন্ন-দ্রব্যটির অন্য যে-কোনো অংশের মূল্যের মত এটাও সেই একই রকমের মূল্য, কিন্তু একটা ব্যাপারে পার্থক্য আছে, যেটা এই যে তার জন্য শ্রমিক কোনো প্রতিমূল্য পায় না এবং পরেও কিছু পাবে না ; বরং উল্টো, ধনিক কোনো প্রতিমূল্য না দিয়েই এই মূল্যটি আত্মসাৎ করে। একটি পণ্যের মোট মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে শ্রমিক কতটা শ্রম ব্যয় করেছে, তার পরিমাণ দ্বারা ; এই মোট মূল্যের একটি অংশ নির্ধারিত হয় এই ঘটনাটির দ্বারা যে এটা মজুরির মূল্যের সমান, তার সমার্ঘ। অতএব দ্বিতীয় অংশটি, উদ্বৃত্ত-মূল্য, অবশ্য অবশ্যই অনুরূপ ভাবে নির্ধারিত হয় এই হিসাবে : উক্ত উৎপন্ন-দ্রব্যটির মোট মূল্য বিয়োগ তার মূল্যের সেই অংশটি, যে অংশটি মোট মজুরির সমান ; সুতরাং পণ্যটির মধ্যে বিধৃত মূল্যের যে-অংশটি মজুরির সমান, তার উপরে সেটির নির্মাণে যে বাড়তি মূল্য উৎপাদিত-হয়েছে, তার সমান।

২) কোন ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যক্তিগত শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা শিল্পের সমস্ত শাখার বার্ষিক উৎপন্নের ক্ষেত্রেও সমগ্র ভাবে সত্য। কোন ব্যক্তিগত উৎপাদনশীল শ্রমিকের গোটা দিনের কাজের ক্ষেত্রে

যা সত্য, তা উৎপাদনশীল শ্রমিকদের গোটা শ্রেণীর দ্বারা গতি-সঞ্চারিত গোটা বছরের কাজের ক্ষেত্রেও সত্য। বার্ষিক উৎপন্নে তা "ধার্য করে দেয়" (অ্যাডাম স্মিথের ভাষা) একটা মোট মূল্য, যা নির্ধারিত হয় ব্যয়িত বার্ষিক শ্রমের পরিমাণের দ্বারা, এবং এই মোট মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করে দুটি অংশে, যার একটি অংশ নির্ধারিত হয় বার্ষিক শ্রমের সেই অংশটি দিয়ে, যা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি করে তার মজুরির সমান একটি মূল্য, বস্তুতঃ পক্ষে সৃষ্টি করে তার মজুরি, এবং আরেকটি অংশ যা নির্ধারিত হয় সেই বাড়তি বার্ষিক শ্রম দিয়ে, যা দিয়ে শ্রমিক তার নিয়োগকর্তার জন্য সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য। অতএব বার্ষিক উৎপন্নের মধ্যে বিধৃত বার্ষিক মূল্য-উৎপন্ন গঠিত হয় কেবল দুটি উপাদান দিয়ে: যথা শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা প্রাপ্ত বার্ষিক মজুরির তুল্যমূল্য এবং ধনিক শ্রেণীর জন্য বার্ষিক প্রদত্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য। এখন, বার্ষিক মজুরি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যাগম, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বার্ষিক পরিমাণ হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর প্রত্যাগম; সুতরাং তাদের উভয়ই প্রতিনিধিত্ব করে বার্ষিক পরিভোগ-ভাণ্ডারে আপেক্ষিক দুটি অংশের (সরল পুনরুৎপাদনের বর্ণনায় এই মতটি সঠিক) এবং বাস্তবায়িত হয় তারই মধ্যে। তা হলে স্থির মূলধন-মূল্যের জন্য আর কোনো জায়গা খালি থাকে না—উৎপাদনের উপায়-উপকরণের আকারে কার্যরত মূলধন পুনরুৎপাদনের জন্য। এবং অ্যাডাম স্মিথ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট ভাবে বলেন যে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যের সমস্ত অংশ, যেগুলি কাজ করে প্রত্যাগম হিসাবে, মিলে যায় সামাজিক পরিভোগ-ভাণ্ডারের জন্য উদ্দিষ্ট বার্ষিক শ্রম-ফলের সঙ্গে: "বিরাট জনসমষ্টির প্রত্যাগম কি নিয়ে গঠিত, অথবা, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে যে-ভাণ্ডারগুলি সরবরাহ করেছে তাদের বার্ষিক পরিভোগ, সেগুলির প্রকৃতিই বা কি, তা ব্যাখ্যা করাই প্রথম চারটি খণ্ডের উদ্দেশ্য।" (পৃঃ ১২।) এবং ভূমিকার প্রথম বাক্যটিতেই আমরা পাই: "প্রত্যেক জাতির বার্ষিক শ্রমই হল সেই ভাণ্ডার, যা মূলতঃ তাকে সরবরাহ করে জীবনের যাবতীয় আবশ্যিক ও স্বাচ্ছন্দ্যমূলক দ্রব্যাদি, যেগুলি সে পরিভোগ করে, এবং যেগুলি গঠিত হয় সেই শ্রমের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন দিয়ে কিংবা ঐ উৎপন্নের সাহায্যে অন্যান্য জাতির কাছ থেকে যা ক্রয় করা হয়, তা দিয়ে।" (পৃঃ ১১।)

এখন অ্যাডাম স্মিথের প্রথম ভুল হল **নোতুন উৎপাদিত বার্ষিক মূল্যের** সঙ্গে বার্ষিক **উৎপন্নকে** সমীকরণ করা। প্রথমটি হচ্ছে **কেবল** বিগত বছরের শ্রমের ফল আর দ্বিতীয়টি অন্তর্ভুক্ত করে, বার্ষিক উৎপন্ন তৈরি করার প্রক্রিয়ায় পরিভুক্ত মূল্যের যাবতীয় উপাদান ছাড়াও, সেই উপাদানগুলিকে যেগুলি উৎপাদিত হয়েছিল **অংশতঃ পূর্ববর্তী বছরে এবং অংশতঃ তারও পূর্ববর্তী বছরগুলিতে**: উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, যাদের মূল্য কেবল **পুনরাবির্ভূতই হয়**—যাদের মূল্য বিগত বছরটিতে ব্যয়িত শ্রমের দ্বারা উৎপাদিতও হয়নি, পুনরুৎপাদিতও হয়নি। এই বিভ্রান্তির দ্বারা অ্যাডাম স্মিথ বার্ষিক উৎপন্নের

মূল্যের স্থির অংশটিকে উধাও করে দেন। এই বিভ্রান্তিটির মূল রয়েছে তাঁর মৌল ধারণায় আরেকটি ভুলের মধ্যে: তিনি স্বয়ং শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য করেন না: শ্রমের সেই চরিত্র, যা শ্রম-শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি করে, এবং শ্রমের সেই চরিত্র, যা মূর্ত, প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে সৃষ্টি করে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (ব্যবহার-মূল্য)। বছরে তৈরি পণ্য-সমূহের মোট পরিমাণ, অর্থাৎ **মোট বার্ষিক উৎপাদন** হচ্ছে বিগত বছরটিতে ক্রিয়াশীল **প্রয়োজনীয়** শ্রমের উৎপন্ন-ফল; এই সব পণ্য যে আছে তার কারণ শুধু এই ঘটনা যে সামাজিক ভাবে নিযুক্ত শ্রম ব্যয়িত হয়েছিল বিবিধ প্রয়োজনীয় প্রকারের শ্রমের এক বহু শাখায়িত ব্যবস্থায়; একমাত্র এই ঘটনার জন্যই পণ্য-উৎপাদনে পরিভুক্ত এবং নোতুন দৈহিক আকারে পুনরাবির্ভূত উৎপাদন-উপায় সমূহের মূল্য সংরক্ষিত হয় তাদের সামগ্রিক মূল্যে। তা হলে, মোট **বার্ষিক উৎপাদন** হচ্ছে বৎসরকালে ব্যয়িত **প্রয়োজনীয়** শ্রমের ফল; কিন্তু বার্ষিক **উৎপাদনের মূল্যের** মাত্র একটি অংশ বৎসরকালে সৃষ্ট হয়েছে; এই অংশটি হচ্ছে বার্ষিক **মূল্য উৎপন্ন**, যার মধ্যে প্রকাশিত হয় বৎসর-কালে গতি-সঞ্চারিত শ্রমের পরিমাণ।

অতএব, এখানে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে অ্যাডাম স্মিথ যদি বলেন: "প্রত্যেক জাতির বার্ষিক শ্রমই হচ্ছে সেই ভাণ্ডার, যা তাকে মূলতঃ সরবরাহ করে জীবনের যাবতীয় আবশ্যিক ও স্বাচ্ছন্দ্যমূলক দ্রব্যাদি, যা সে বৎসরকালে পরিভোগ করে, ইত্যাদি," তা হলে তিনি একমাত্র প্রয়োজনীয় শ্রমেরই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, যা বস্তুতঃ পক্ষে জীবন-ধারণের এই উপকরণগুলিকে দিয়েছে তাদের পরিভোগযোগ্য রূপ। কিন্তু তিনি ভুলে যান যে আগেকার বছরগুলির কাছ থেকে পাওয়া শ্রমের হাতিয়ার ও জিনিসগুলির সহায়তা ছাড়া এটা ছিল অসম্ভব, এবং, অতএব, "বার্ষিক শ্রম", যদিও মূল্য সৃষ্টি করেছিল, তা হলেও তার দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের গোটা মূল্যটাই সৃষ্টি করেনি; উৎপাদিত দ্রব্যটির মূল্যের চেয়ে নোতুন উৎপাদিত মূল্যটি কম।

যদিও তাঁর সমস্ত উত্তরসূরীদের তুলনায় এই বিশ্লেষণে আরো এগিয়ে না যাবার জন্য আমরা অ্যাডাম স্মিথকে ভৎ'সনা করতে পারি না (যদিও ফিজিওক্র্যাটদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সঠিক দিকেই একটি পদক্ষেপ), তিনি পরবর্তী কালে একটি গোলমালে হারিয়ে যান আর তার প্রধান কারণ এই যে সাধারণ ভাবে পণ্যের মূল্য সম্পর্কে তাঁর "নিগূঢ়" ধারণাটিকে নিরন্তর লংঘিত হয়েছে তাঁর অ-গূঢ় ধারণাগুলির দ্বারা, যা মোটের উপরে তাঁর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং তবু তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি তাঁর নিগূঢ় দৃষ্টিকোণটিকে মাঝে মাঝে আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়।

৪. অ্যাডাম স্মিথে মূলধন এবং প্রত্যাগম

প্রত্যেক পণ্যের (অতএব বার্ষিক উৎপন্নেরও) সেই অংশটি যেটি মজুরির সমার্ঘ, সেটি শ্রম-শক্তির জন্য ধনিকের অগ্রিম-প্রদত্ত মূলধনের সমান; অর্থাৎ অগ্রিম-প্রদত্ত মোট মূলধনের অস্থির অংশের সমান। মজুরি-শ্রমিকদের দ্বারা সরবরাহ-কৃত পণ্য-সম্ভারের নোতুন উৎপাদিত মূল্যের একটি অংশের মাধ্যমে ধনিক এই অংশটি পুনরুদ্ধার করে। অস্থির মূলধনটি এই অর্থে স্থানান্তরিত হয় কিনা যে, একটি উৎপন্ন সামগ্রী যা এখনো বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হয়নি, কিংবা প্রস্তুত হয়ে গেলেও এখনো বিক্রয় হয়নি, তাতে শ্রমিকের যে অংশ, তার বাবদে ধনিক তাকে অর্থের আকারে তার প্রাপ্য দেয় কিনা, অথবা শ্রমিকের দ্বারা ইতিপূর্বে সরবরাহ-কৃত পণ্যের বিক্রয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে লব্ধ অর্থের সাহায্যে তাকে তার প্রাপ্য দেয় কিনা অথবা সে এই অর্থ ক্রেডিটের মাধ্যমে আগাম সংগ্রহ করেছে কিনা—এই সব ক্ষেত্রেই ধনিক ব্যয় করে অস্থির মূলধন যা শ্রমিকদের হাতে যায় অর্থের আকারে, এবং অন্য দিকে তার অধিকারে থাকে এই মূলধন-মূল্যের সমার্ঘ—তার পণ্যসম্ভারের মূল্যের সেই অংশটিতে, যার মধ্যে শ্রমিক নোতুন করে উৎপাদন করেছে এর মোট মূল্যে তার নিজের ভাগ, অর্থাৎ যার মধ্যে সে উৎপাদন করেছে তার নিজের মজুরির মূল্য। তার নিজের উৎপন্নের দৈহিক আকারেই মূল্যের এই অংশটি তাকে দেবার বদলে, ধনিক তাকে সেটা দেয় অর্থের আকারে। ধনিকের দিক থেকে তার অগ্রিম-দত্ত মূলধন-মূল্যের অস্থির অংশটি এখন থাকে পণ্যের আকারে; অন্য দিকে, শ্রমিক বিক্রীত শ্রম-শক্তির জন্য শ্রমিক তার প্রতিমূল্য পেয়ে গিয়েছে অর্থের আকারে।

এখন, যখন ধনিকের অগ্রিম-দত্ত মূলধনের সেই অংশটি, যেটি শ্রম-শক্তির ক্রয়ের দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে অস্থির মূলধনে সেটি খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কাজ করে কর্মরত শ্রম-শক্তি হিসাবে এবং এই শ্রম-শক্তি ব্যয়ের দ্বারা নোতুন করে উৎপাদিত হয় একটি নোতুন মূল্য হিসাবে, পণ্যের আকারে, অর্থাৎ পুনরুৎপাদিত হয়—অতএব, অগ্রিম-দত্ত মূলধন মূল্যের একটি পুনরুৎপাদন কিংবা নোতুন উৎপাদন—শ্রমিক তার বিক্রীত শ্রম-শক্তির মূল্য বা দাম ব্যয় করে জীবনধারণের উপায়-উপকরণ তার শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনের উপায়-উপকরণ বাবদে। অস্থির মূলধনের সমান একটি অর্থের পরিমাণ গঠন করে তার আয়, অতএব তার প্রত্যাগম, যা থাকে কেবল তত কাল, যত কাল সে তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে পারে ধনিকের কাছে।

মজুরি-শ্রমিকের পণ্যটি—তার শ্রম-শক্তি—কাজ করে একটি পণ্য, হিসাবে কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ধনিকের মূলধনে, কাজ করে মূলধন হিসাবে; অন্য দিকে, শ্রম-শক্তি ক্রয়ের বাবদে ধনিক যে মূলধন ব্যয় করে

অর্থ-মূলধন হিসাবে, তা কাজ করে শ্রম-শক্তির বিক্রেতার, তথা মজুরি-শ্রমিকের, হাতে প্রত্যাগম হিসাবে।

এখানে সঞ্চলন এবং উৎপাদনের নানাবিধ প্রক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়, যেগুলির মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ কোন পার্থক্য করেন নি।

প্রথমতঃ সঞ্চলনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিবিধ ক্রিয়া। শ্রমিক ধনিকের কাছে তার পণ্য—শ্রম-শক্তি—বিক্রয় করে; যে অর্থের সাহায্যে ধনিক তা ক্রয় করে তার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অতএব অর্থ-মূলধনের, উৎপাদনে বিনিয়োজিত অর্থ; এটা খরচ নয়, এটা অগ্রিম। (অগ্রিম কথাটির আসল অর্থ এই—ফিজিওক্র্যাটরা যে অর্থে ব্যবহার করেন avance—ধনিক কোথা থেকে এই অর্থ পেল, তাতে কিছু এসে যায় না। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ধনিক যে অর্থ ব্যয় করে, তার প্রত্যেকটি কপর্দকই তার দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রিম-দত্ত অর্থ, তা আগে বা পরে (post festum) যখনি ঘটুক না কেন; এটা অগ্রিম দেওয়া হয় খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়াকেই পণ্য-বিক্রয়ের অন্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যা ঘটে, এখানেও তাই ঘটে: বিক্রেতা দেয় একটি ব্যবহার-মূল্য (এ ক্ষেত্রে তার শ্রম-শক্তি) এবং তার মূল্য পায় (তাকে বাস্তবায়িত করে) অর্থের আকারে; ক্রেতা দেয় তার অর্থ এবং প্রতিদানে পায় খোদ পণ্যটাকে—এ ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তিকে।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ক্রয়-করা শ্রম-শক্তি এখন গঠন করে কর্মরত মূলধনের একটি অংশ, এবং শ্রমিক নিজে এখানে কাজ করে এই মূলধনের কেবল একটি বিশেষ দৈহিক রূপে—উৎপাদনের উপায়-উপকরণের দৈহিক রূপে—বিদ্যমান তার উপাদানগুলি থেকে যা আলাদা। প্রক্রিয়াটি চলাকালে, তার শ্রম-শক্তি ব্যয় করে, শ্রমিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলিতে মূল্য সংযোজন করে; এই উপায়-উপকরণগুলিকে সে রূপান্তরিত করে উৎপন্ন-দ্রব্যে যার মূল্য তার শ্রম-শক্তির সমান (উদ্বৃত্ত-মূল্য বাদ দিয়ে); সুতরাং সে ধনিকের জন্য পণ্যের আকারে পুনরুৎপাদন করে তার মূলধনের সেই অংশটি, যেটি সে তাকে অগ্রিম দিয়েছে বা দেবে মজুরি হিসাবে, তার জন্য উৎপাদন করে মজুরির সমান একটি মূল্য; অতএব, ধনিকের জন্য সে পুনরুৎপাদন করে সেই মূলধন যা ধনিক আবার অগ্রিম দিতে পারে শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য।

তৃতীয়তঃ, কোনো পণ্যের বিক্রয়ে তার বিক্রয়-দামের একটি অংশ প্রতিস্থাপন করে ধনিকের অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনকে, যার দরুন এক দিকে সে সক্ষম হয় নোতুন করে শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে, অন্য দিকে শ্রমিক সক্ষম হয় শ্রম-শক্তিকে নোতুন করে বিক্রয় করতে।

পণ্যের সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ে—যেখানে কেবল এই লেনদেনগুলিই আলোচ্য—এটা একেবারেই গুরুত্বহীন যে তার পণ্যের জন্য বিক্রেতা যে অর্থ পায়, তার কি হয় এবং ক্রেতা যে জিনিসগুলি ক্রয় করে, তার হাতে সেগুলিরই বা কি হয়।

অতএব, যেখানে কেবল সঞ্চলন প্রক্রিয়াটিরই ব্যাপারে, এটা একেবারেই গুরুত্বহীন যে, ধনিক যে শ্রম-শক্তি ক্রয় করে, তা তার জন্য পুনরুৎপাদন করে মূলধন-মূল্য এবং অন্য দিকে শ্রমিক তার শ্রম-শক্তির ক্রয়-দাম হিসাবে যে অর্থ পায় তা গঠন করে তার প্রত্যাগম। শ্রমিকের বাণিজ্য-সামগ্রীর, তার শ্রম-শক্তির, মূল্যের আয়তন তা দিয়ে তার জন্য "প্রত্যাগম" গঠনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কিংবা এই যে ঘটনা যে, ক্রেতার দ্বারা এই বাণিজ্য-সামগ্রীটির ব্যবহার ক্রেতার জন্য পুনরুৎপাদন করে মূলধন-মূল্য, তার দ্বারাও প্রভাবিত হয় না।

যেহেতু শ্রম-শক্তির মূল্য—অর্থাৎ এই পণ্যটির উপযুক্ত বিক্রয় দাম নির্ধারিত হয় তার পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজিত শ্রমের পরিমাণটির দ্বারা, এবং শ্রমের এই পরিমাণটি নিজেই নির্ধারিত হয় শ্রমিকের জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণ উৎপাদনের জন্য, অতএব তার ভরণ-পোষণের জন্য, প্রয়োজিত শ্রমের দ্বারা, সেই হেতু মজুরিই হয় সেই প্রত্যাগম, যার উপরে শ্রমিকের তার জীবন নির্বাহ করতে হয়।

অ্যাডাম স্মিথ সম্পূর্ণ ভুল করেন, যখন তিনি বলেন (পৃঃ ২২৩): "উৎপাদনশীল কর্মীদের ভরণ-পোষণের জন্য যা ব্যয় করা হয়, **স্টকের সেই অংশটি**··· তার (ধনিকের) পক্ষে একটি মূলধনের ভূমিকায় কাজ করার পরে তাদের (শ্রমিকদের) পক্ষে গঠন করে একটি প্রত্যাগম," সে যে শ্রম-শক্তি ক্রয় করে, তার জন্য ধনিক যে অর্থ দিয়ে মজুরি দেয়, তা "তার পক্ষে কাজ করে মূলধনের ভূমিকায়," কেননা তার দ্বারা সে তার মূলধনের বস্তুগত উপাদানগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রম-শক্তি এবং এই ভাবে তার মূলধনকে সক্ষম করে সমগ্র ভাবে উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে কাজ করতে। আমাদের অবশ্যই এই পার্থক্যটি করতে হবে: শ্রমিকের হাতে শ্রম-শক্তি একটি **পণ্য**, মূলধন নয় এবং সেটা তার জন্য গঠন করে একটি প্রত্যাগম—যত কাল পর্যন্ত সে অবিরাম তার শ্রম-শক্তির বিক্রয়ের পুনরাবৃত্তি করতে পারে, সেটা মূলধন হিসাবে কাজ করে তার বিক্রয়ের **পরে**, ধনিকের হাতে, খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়া চলাকালে। এখানে যেটা দুবার কাজ করে, সেটা হল শ্রম-শক্তি: শ্রমিকের হাতে—একটি পণ্য হিসাবে, যা বিক্রয় হয় তার মূল্যে; ধনিকের হাতে—একটি শক্তি-উৎপাদনকারী মূল্য এবং ব্যবহার-মূল্য হিসাবে, যে ধনিক তাকে ক্রয় করেছে। কিন্তু শ্রমিক ধনিকের কাছ থেকে টাকাটা পায় কেবল তার শ্রম-শক্তির ব্যবহার তাকে দিয়ে দেবার পরে, শ্রম-জাত দ্রব্যের মূল্যে তা বাস্তবায়িত হয়ে যাবার পরে। ধনিক আগে এই মূল্য হস্তগত করে এবং তার পরে শ্রম-শক্তির জন্য মজুরি দেয়। অতএব যেটা দুবার কাজ করে সেটা টাকাটা নয়: প্রথমে, অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপে এবং তার পরে মজুরি হিসাবে। উল্টো, যেটা দুবার কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে শ্রম-শক্তি: প্রথমতঃ শ্রম-শক্তির বিক্রয়-কালে একটি পণ্য হিসাবে কি পরিমাণ মজুরি দিতে হবে, তা নির্দেশ করতে গিয়ে অর্থ

কাজ করে মূল্যের কেবল একটা ভাবগত পরিমাপ হিসাবে এবং তা এমনকি ধনিকের হাতে থাকারও আবশ্যকতা নেই); দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, যেখানে তা কাজ করে **মূলধন** হিসাবে অর্থাৎ ধনিকের হাতে একটি উপাদান হিসাবে, যা সৃষ্টি করে ব্যবহার-মূল্য ও মূল্য। শ্রমিককে যে প্রতিমূল্য দিতে হবে, শ্রম-শক্তি ইতিপূর্বেই তা পণ্য-দ্রব্যাদির আকারে সরবরাহ করেছে—ধনিক অর্থের আকারে তাকে তা দেবার আগেই। অতএব শ্রমিক নিজেই সেই ভাণ্ডার সৃষ্টি করে, যা থেকে ধনিক তাকে তার মজুরি দেয়। কিন্তু এটাই সব নয়।

শ্রমিক যে অর্থ পায়, তা সে ব্যয় করে তার শ্রম-শক্তিকে রক্ষা করার জন্য, অথবা—শ্রমিক শ্রেণীকে এবং ধনিক শ্রেণীকে তাদের সামগ্রিকতায় বিচার করলে—ধনিকের জন্য সেই উপকরণটি রক্ষা করার জন্য, একমাত্র যে উপাদানটির সাহায্যে সে থাকতে পারে একজন ধনিক।

এই ভাবে শ্রম-শক্তির অবিরাম বিক্রয় এবং ক্রয় এক দিকে শ্রম-শক্তিকে অব্যাহত রাখে মূলধনের একটি উপাদান হিসাবে, যার কল্যাণে শেষোক্তটি প্রতিভাত হয় পণ্যসমূহের, ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের, স্রষ্টা হিসাবে, যার কল্যাণে, অধিকন্তু, মূলধনের সেই অংশটি যা ক্রয় করে শ্রম-শক্তি, তা ক্রমাগত শ্রম-শক্তির নিজের উৎপন্নের দ্বারাই ক্রমাগত প্রতিপূরিত হয়, এবং কাজে কাজেই শ্রমিক নিজেই নিরন্তর সৃষ্টি করে সেই মূলধন ভাণ্ডার, যা থেকে তাকে দেওয়া হয় তার মজুরি। অন্য দিকে, শ্রম-শক্তির নিরন্তর বিক্রয় পরিণত হয় শ্রমিকের ভরণ-পোষণের এমন একটি উৎসে, যা সব সময়েই নিজেকে নবীকৃত করে চলে; অতএব তার শ্রম-শক্তিই প্রতিভাত হয় সেই ক্ষমতা হিসাবে, যার মাধ্যমে সে অর্জন করে সেই প্রত্যাগম, যার সাহায্যে সে বেঁচে থাকে। প্রত্যাগম এখানে বোঝায় কেবল একটি পণ্যের (শ্রম-শক্তি) পৌনঃপুনিক বিক্রয়ের দ্বারা সংঘটিত মূল্যসমূহের আত্মীকরণ; এই মূল্যসমূহ কাজ করে কেবল বিক্রয়ার্থে পণ্যটির ক্রমাগত পুনরুৎপাদনের জন্য। এবং তত দূর পর্যন্ত স্মিথ নির্ভুল, যখন তিনি বলেন যে শ্রমিকের নিজের দ্বারা সৃষ্ট উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যটির সেই অংশটি, যার জন্য ধনিক তাকে মজুরির আকারে দেয় একটি প্রতিমূল্য, সেটি শ্রমিকের কাছে পরিণত হয় প্রত্যাগমের উৎসে। কিন্তু উৎপাদনের উপায়সমূহের মূল্য এই ঘটনার দ্বারা যতটা পরিবর্তিত হয় যে সেগুলি কাজ করে মূলধন মূল্য হিসাবে, অথবা একটি সরল রেখার প্রকৃতি ও আয়তন এই ঘটনার দ্বারা যতটা পরিবর্তিত হয় যে, তা কাজ করে কোন একটি ত্রিকোণের ভিত্তিরেখা হিসাবে কিংবা কোন একটি উপবৃত্তের ব্যাস হিসাবে, তার তুলনায় এর ফলে উক্ত পণ্যটির মূল্যের দ্বারা অংশটির প্রকৃতি ও আয়তন বেশি পরিবর্তিত হয় না। উৎপাদনের উপায়-সমূহের মূল্যের মত শ্রম-শক্তির মূল্যও থাকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দিষ্ট। একটি পণ্যের মূল্যের এই অংশটি এই মূল্য-অংশ রচনাকারী একটি স্বতন্ত্র উপাদান-স্বরূপ প্রত্যাগম নিয়ে

গঠিত হয় না কিংবা এটি নিজেকে প্রত্যাগমে পর্যবসিতও করে না। যদিও শ্রমিকের দ্বারা নিরন্তর পুনরুৎপাদিত এই নোতুন মূল্য গঠন করে তার প্রত্যাগমের একটি উৎস, তা হলেও, বিপরীত দিক থেকে, তার প্রত্যাগমটি কিন্তু তার দ্বারা উৎপাদিত নোতুন মূল্যটির একটি গঠনকারী উপাদান নয়। তার দ্বারা সৃষ্ট নোতুন মূল্যটির যে অংশ তাকে দেওয়া হয়, তা তার প্রত্যাগমের মূল্য-আয়তন নির্ধারণ করে কিন্তু উল্টোটা সত্য নয়। নোতুন সৃষ্ট মূল্যটির এই অংশ তার জন্য গঠন করে একটি প্রত্যাগম—এই যে ঘটনা, তা কেবল বোঝায় এটার কি হয়, দেখায় এর প্রয়োগের প্রকৃতি, এবং অন্য যে-কোনো মূল্যের গঠনের চেয়ে এর গঠনের ব্যাপারে তার বেশি কিছু করার নেই। যদি আমার পাওনা হয় সপ্তাহে দশ শিলিং, তা দশ শিলিং-এর মূল্যের প্রকৃতিতে কিংবা তাদের আয়তনে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। অন্য প্রত্যেকটি পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শ্রম-শক্তির ক্ষেত্রেও, তার মূল্য নির্ধারিত হয় তার পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের দ্বারা; এই শ্রমের পরিমাণ নির্ধারিত হয় শ্রমিকের জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণের মূল্যের দ্বারা; অতএব তা তার জীবনের খোদ অবস্থাগুলিরই পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সমান—সেটা এই পণ্যের (শ্রম-শক্তি) পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক, কিন্তু এই ঘটনার চেয়ে বেশি বৈশিষ্ট্যসূচক নয় যে শ্রমকারী গবাদি পশুর মূল্য নির্ধারিত হয় তাদের ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যক জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের মূল্যের দ্বারা। অর্থাৎ এই জীবন-ধারনের উপায়-উপকরণগুলির উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মনুষ্য-শ্রমের পরিমাণের দ্বারা।

কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের এত সব ক্ষতিকর বিভ্রান্তির জন্য দোষ দিতে হয় এই ধরনের "প্রত্যাগম"-কে। বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাগম তাঁর কাছে গঠন করে বার্ষিক উৎপাদিত, নোতুন সৃষ্ট, পণ্য-মূল্যের "অঙ্গ-গঠক অংশ" অন্য দিকে, বিপরীত পক্ষে এই পণ্য-মূল্য ধনিকের জন্য নিজেকে যে-দুটি অংশে পর্যবসিত করে—শ্রম ক্রয় করা-কালে অর্থের আকারে অগ্রিম-দত্ত তার অস্থির মূলধনের তুল্যমূল্য, এবং মূল্যের বাকি অংশ তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা অনুরূপ ভাবে যায় তারই দখলে, অথচ যার জন্য তার কিছু খরচ হয়নি—সেই দুটি অংশ গঠন করে প্রত্যাগমের উৎস। অস্থির মূলধনটির তুল্যমূল্য আবার অগ্রিম দেওয়া হয় শ্রম-শক্তির জন্য এবং ততটা অবধি তা গঠন করে শ্রমিকের জন্য একটি প্রত্যাগম—মজুরির আকারে; যেহেতু বাকি অংশটি, উদ্বৃত্ত-মূল্য, ধনিকের জন্য কোন অগ্রিম-দত্ত মূলধন প্রতিস্থাপনের কাজ করে না, সেই হেতু সে তা খরচ করতে পারে ভোগ্য-দ্রব্যাদি (আবশ্যিক ও বিলাস দ্রব্যাদি) বাবদে অথবা পরিভোগ করতে পারে প্রত্যাগম হিসাবে—কোনো-রকমের মূলধন-মূল্য গঠন না করে। পণ্য-মূল্য নিজেই হচ্ছে এই প্রত্যাগমের পূর্ব-শর্ত এবং ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, তার গঠনকারী অংশগুলি বিভিন্ন হয় কেবল এই পর্যন্ত যে তারা গঠন করে তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অস্থির

মূলধনের জন্য হয় একটি তুল্যমূল্য, নয়তো তার উপরে একটি বাড়তি। তাদের উভয়েই গঠিত হয় শ্রম-শক্তির দ্বারা, যা ব্যয়িত হয়েছে পণ্য-উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, যা বহমান হয়েছে শ্রমে। তারা গঠিত হয় ব্যয়ের দ্বারা, আয় বা প্রত্যাগমের দ্বারা নয়; ব্যয় মানে শ্রমের ব্যয়।

যে লেন-দেনের মাধ্যমে পণ্য-মূল্য প্রত্যাগমের উৎস না হয়ে, প্রত্যাগম হয়ে পণ্য-মূল্যের উৎস, সেই লেন-দেন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য বিবিধ প্রত্যাগমের দ্বারা "গঠিত" একটি বাহ্যরূপ; এই প্রত্যাগমসমূহ নির্ধারিত হয় পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে, এবং পণ্য-সমূহের মোট মূল্য নির্ধারিত হয় এই প্রত্যাগমগুলির সংযোজনের দ্বারা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে: এই যে প্রত্যাগমসমূহ, যারা পণ্য-মূল্য গঠন করে বলে ধরা হয়, তাদের প্রত্যেকের মূল্য কি ভাবে নির্ধারণ করা যায়? মজুরির ক্ষেত্রে এটা করা যায়, কেননা মজুরি প্রতিনিধিত্ব করে তাদের পণ্যের, শ্রম-শক্তির, মূল্য, এবং এই মূল্য নির্ধারণ করা যায় (বাকি সব পণ্যের মূল্যের মত একই এই পণ্যটির পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রমের দ্বারা। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য, অথবা অ্যাডাম স্মিথ যাকে বলেন, মুনাফা এবং খাজনা, তা কি ভাবে নির্ধারিত হয়? এখানে অ্যাডাম স্মিথের কেবল বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এক জায়গায় তিনি মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যকে (কিংবা মজুরি এবং মুনাফাকে) উপস্থিত করেন পণ্যের মূল্যের বা দামের গঠনকারী অংশ হিসাবে; অন্যত্র প্রায় একই নিঃশ্বাসে, তিনি তাদের উপস্থিত করেন দুটি অংশ হিসাবে—পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য নিজেকে যে অংশ দুটিতে পর্যবসিত করে; কিন্তু তার মানে দাঁড়ায়, উলটো, এই যে পণ্য-মূল্যই হচ্ছে সেই জিনিস, যেটি দেওয়া হয় প্রথমে এবং এই প্রদত্ত মূল্যটির বিভিন্ন অংশ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ভাগে পড়ে বিভিন্ন প্রত্যাগম হিসাবে। এটা কখনো এই ধারণাটির সঙ্গে অভিন্ন নয় যে মূল্য "গঠিত" হয় এই তিনটি "গঠনকারী অংশ" দিয়ে। আমি যদি তিনটি সরল রেখার দৈর্ঘ্য স্বতন্ত্র ভাবে নির্ধারণ করি, এবং তার পরে এই তিনটি "গঠনকারী অংশ" থেকে তাদের যোগ-ফলের সমান চতুর্থ একটি সরল রেখা অঙ্কন করি, তবে এটা সেই একই পদ্ধতি হবে না, যখন আমি আমার সামনে পাই একটি নির্দিষ্ট সরল রেখা এবং কোন কারণে সেটাকে ভাগ করি, তাকে "পর্যবসিত" করি, ধরা যাক, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে। প্রথম ক্ষেত্রটিতে এই লাইনটি যে তিনটি লাইনের যোগফল, সেই লাইনগুলির দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হবার সঙ্গে এই লাইনটির দৈর্ঘ্যও সব সময়ে পরিবর্তিত হবে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে, এই লাইনটির তিনটি অংশের দৈর্ঘ্য গোড়া থেকেই এই ঘটনাটির দ্বারা সীমাবদ্ধ যে, তারা একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইনের অংশ মাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা যদি স্মিথের বক্তব্যের সেই অংশের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকি, যেটি নির্ভুল, যথা বার্ষিক শ্রমের দ্বারা নোতুন সৃষ্ট এবং বার্ষিক সামাজিক পণ্য-উৎপন্নের মধ্যে বিধৃত (প্রত্যেকটি একক পণ্য, বা প্রত্যেকটি

প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি উৎপন্ন-সামগ্রীর মত একই), মূল্যটি সমান সমান অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন (অর্থাৎ নোতুন শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট মূল্য-অংশ) যোগ সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য যা ধনিক বাস্তবায়িত করতে পারে তার ব্যক্তিগত পরিভোগের উপায়-উপকরণে—ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরল উৎপাদন বিদ্যমান এবং অন্যান্য সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তিত ; আমরা যদি আরো মনে রাখি যে, অ্যাডাম স্মিথ দু'রকম শ্রমকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন—এক রকমের শ্রম, যা সৃষ্টি করে মূল্য এবং যা হচ্ছে শ্রম-শক্তির ব্যয়, এবং আরেক রকমের শ্রম, যা সৃষ্টি করে ব্যবহার-মূল্য অর্থাৎ যা ব্যয়িত হয় একটি উপযোগিতাপূর্ণ যথোচিত ভঙ্গিতে—তা হলে গোটা ধারণাটা দাঁড়ায় এই : প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্যই শ্রমের উৎপন্ন ; অতএব বার্ষিক শ্রমের উৎপন্নের, কিংবা সমাজের বার্ষিক পণ্য-উৎপন্নের, মূল্যের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। কিন্তু যেহেতু সমস্ত শ্রম নিজেকে পর্যবসিত করে (১) আবশ্যিক শ্রম-সময়ে, যখন শ্রমিক পুনরুৎপাদন করে তার শ্রম-শক্তি ক্রয়ে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের জন্য একটি প্রতিমূল্য, এবং (২) উদ্বৃত্ত-শ্রমে, যার দ্বারা সে ধনিককে সরবরাহ করে এমন একটি মূল্য, যার জন্য ধনিক কোনো প্রতিমূল্য অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্য দেয় না, সেই হেতু এটা অনুসরণ করে যে সমস্ত পণ্য-মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করতে পারে কেবল এই দুটি গঠনকারী অংশ, যাতে করে শেষ পর্যন্ত এটা গঠন করে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য একটি প্রত্যাগম মজুরির আকারে, এবং ধনিক শ্রেণীর জন্য একটা প্রত্যাগম উদ্বৃত্ত-মূল্যের আকারে। স্থির মূলধন-মূল্যের ব্যাপারে, অর্থাৎ বার্ষিক উৎপন্নের সৃজনে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্যের ব্যাপারে, বক্তব্য এই যে, কেমন করে এই মূল্যটা নোতুন উৎপন্নের সেই অংশটির মধ্যে প্রবেশ করে সেটা ব্যাখ্যা করা যায় না (এই কথাটি বাদ দিলে পরে যে, তার জিনিস বিক্রয়ের ক্রিয়ায় ধনিক ক্রেতার কাছ থেকে এটা আদায় করে), কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যেহেতু উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলি নিজেরাই শ্রমের উৎপন্ন, সেই হেতু মূল্যের এই অংশটিও আবার গঠিত হয় অস্থির মূলধনের একটি তুল্যমূল্য এবং এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে, আবশ্যিক শ্রমের উৎপন্ন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে। এই যে ঘটনা যে, উৎপাদনের এই উপায়-উপকরণগুলির মূল্যসমূহ তাদের নিয়োগকর্তাদের হাতে কাজ করে মূলধন-মূল্য হিসাবে, তা তাদের নিবারণ করে না একেবারে শুরুতে অন্যদের হাতে—যদি আমরা ব্যাপারটির মূলে যাই, এমন কি যদি কোনো পূর্ববর্তী সময়েও হয়, তা হলেও—মূল্যের একই দুটি অংশে, অতএব প্রত্যাগমের দুটি বিভিন্ন অংশে, নিজেদের পর্যবসিত করা থেকে।

এখানে একটা জিনিস ঠিক : প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মূলধনকে আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করলে, তার জন্য ব্যাপারটি নিজেকে যেভাবে উপস্থিত করে, তা থেকে, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, সেটি সামাজিক মূলধনের গতিক্রিয়ায় অর্থাৎ ব্যক্তি-মূলধনসমূহের সামগ্রিক গতিক্রিয়ায় নিজেকে

ভিন্নতর ভাবে উপস্থিত করে। প্রথমটির জন্য পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করে (১) একটি স্থির উপাদানে (অ্যাডাম স্মিথের ভাষায়, একটি চতুর্থ উপাদানে) এবং (২) মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের, কিংবা মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার যোগফলে। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে, অ্যাডাম স্মিথের চতুর্থ উপাদানটি, স্থির মূলধন-মূল্যটি, অন্তর্হিত হয়ে যায়।

৫. সংক্ষিপ্তাবৃত্তি

মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা—এই তিনটি প্রত্যাগম গঠন করে পণ্যের মূল্যের তিনটি "গঠনকারী অংশ", এই আজগুবি ধারণাটি অ্যাডাম স্মিথের কাছে উদ্ভূত হয়েছে এই অপেক্ষাকৃত আপাত-গ্রাহ্য ধারণাটি থেকে যে পণ্যের মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করে এই তিনটি "গঠনকারী অংশে"। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পণ্যের মূল্য বিভাজ্য কেবল পরিভুক্ত শ্রম-শক্তির তুল্য মূল্যে এবং তার দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যে, তা হলেও সেটা সমান ভাবেই ভুল। কিন্তু এখানেও ভুলটির মূল প্রোথিত রয়েছে একটি গভীরতর, যথার্থ ভিত্তিভূমির মধ্যে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এই ঘটনার উপরে ভিত্তিশীল যে উৎপাদনশীল শ্রমিক তার নিজের শ্রমকে ধনিকের কাছে বিক্রয় করে তার পণ্য হিসাবে; সেই ধনিকের হাতে তা তখন কাজ করে তার উৎপাদনশীল মূলধনের কেবল একটি উপাদান হিসাবে। এই যে লেনদেন, যা সঞ্চলনের অন্তর্গত—শ্রম-শক্তির ক্রয় এবং বিক্রয়—তা কেবল উৎপাদন প্রক্রিয়ারই সূচনা করে না, তা সেই সঙ্গে নিহিত ভাবে নির্ধারণ করে তার বিশিষ্ট চরিত্রটিকে। একটি ব্যবহার-মূল্যের, এবং এমনকি একটি পণ্যের, উৎপাদন (কেননা তা পরিচালিত হতে পারে স্বাধীন উৎপাদনশীল শ্রমিকদের দ্বারাও) হল এখানে একজন ধনিকের জন্য অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের একটি উপায়। এই কারণে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন নির্ধারণ করে (১) দৈহিক শ্রম-প্রক্রিয়ার মেয়াদ এবং (২) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সমগ্র সামাজিক ও কারিগরি চেহারা। এই প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে বাস্তবায়িত হয় কেবল মূল্যের (স্থির মূলধন-মূল্যের সংরক্ষণ, অগ্রিম-দত্ত মূলধনের (শ্রম-শক্তির তুল্যমূল্যের) বাস্তব পুনরুৎপাদন (শ্রম-শক্তির তুল্যমূল্যের) বাস্তব পুনরুৎপাদন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অর্থাৎ যে-মূল্যের জন্য ধনিক আগে কোনো তুল্যমূল্য অগ্রিম দেয় নি কিংবা পরেও অগ্রিম দেবে না, সেই মূল্যের উৎপাদন।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের—ধনিক কর্তৃক অগ্রিম-দত্ত মূল্যের সমার্ঘের চেয়ে বাড়তি একটি মূল্যের—আত্মীকরণ, যদিও সূচিত হয় শ্রম-শক্তির ক্রয় এবং বিক্রয়ের দ্বারা, তবু

তা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নিজের মধ্যেই সম্পাদিত একটি ক্রিয়া এবং গঠন করে তার একটি অপরিহার্য উপাদান।

প্রারম্ভিক ক্রিয়াটি, যা গঠন করে সঞ্চলনের একটি ক্রিয়া—শ্রম-শক্তির ক্রয় এবং বিক্রয়—তা নিজেই নির্ভর করে উৎপাদনের **উপাদানসমূহের** একটি বণ্টনের উপরে, যা সামাজিক উৎপন্নসমূহের বণ্টনের আগে ঘটে এবং তাকে ধরে নেয়, যথা অ-শ্রমিকদের সম্পত্তি হিসাবে উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে শ্রমিকের পণ্য হিসাবে শ্রম-শক্তির পৃথগীভবনের উপরে।

যাই হোক, উদ্বৃত্ত মূল্যের এই আত্মীকরণ, কিংবা অগ্রিম-দত্ত মূল্যের পুনরুৎপাদনে মূল্যের উৎপাদনের এই পৃথগীভবন এবং একটি নোতুন মূল্যের উৎপাদন, যে-মূল্য কোনো তুল্যমূল্যকে প্রতিস্থাপিত করে না, তা স্বয়ং মূল্যের সারবস্তুকে কিংবা মূল্য উৎপাদনের প্রকৃতিকে কোনো রকমে পরিবর্তিত করে না। মূল্যের সারবস্তু ব্যয়িত শ্রম-শক্তি ছাড়া—এই শ্রমের বিশিষ্ট, ব্যবহারগত চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র শ্রম ছাড়া—আর কিছুই নয় এবং আর কিছুই হয় না; এবং মূল্যের উৎপাদন এই ব্যয়ের প্রক্রিয়াটি ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একজন ভূমিদাস তার শ্রম-শক্তি ব্যয় করে ছয় দিন ধরে, শ্রম করে ছয় দিন ধরে এবং ব্যয়ের এই ঘটনাটি এই ব্যাপারটির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না যে, সে তিন দিন তার নিজের জন্য তার মনিবের ক্ষেতে কাজ করতে পারে। তার নিজের জন্য তার স্বেচ্ছামূলক শ্রম এবং তার মনিবের জন্য তার বাধ্যতামূলক শ্রম—উভয় শ্রমই সমান ভাবে শ্রম; যখন এই শ্রমকে বিবেচনা করা হয় তার দ্বারা সৃষ্ট মূল্যের বা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রসঙ্গে তখন এই ছয় দিনের শ্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তার ছয় দিনের শ্রম-সময়ের দুটি অর্ধেক কালে তার শ্রম-শক্তির ব্যয় যে বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা আয়োজিত হয় কেবল সেই প্রসঙ্গেই পার্থক্যের উল্লেখ করা হয়। মজুরি-শ্রমিকের আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

উৎপাদনের প্রক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয় পণ্যে। সেটা তৈরি করতে যে শ্রম-শক্তি ব্যয়িত হয়েছিল, সেই ঘটনাটি এখন দেখা দেয় উক্ত পণ্যটির বস্তুগত গুণ হিসাবে, মূল্য অধিকারের গুণ হিসাবে। এই মূল্যের আয়তন পরিমাপ করা হয় হয় ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা: পণ্যের মূল্য নিজেকে এ ছাড়া আর কিছুতেই পর্যবসিত করে না এবং আর কিছু দিয়েই গঠিত হয় না। আমি যদি একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সরল রেখা এঁকে থাকি, আমাকে শুরু করতে হবে এই বলে যে, আমি একটি সরল রেখা "উৎপাদন করেছি (অবশ্য, প্রতীকী ভাবে, যা আমরা আগে থেকেই জানি) —অঙ্কনের শিল্পকলা অবলম্বন করে, যা অনুশীলিত হয় এমন কয়েকটি রীতি (নিয়ম) অনুসারে যেগুলি আত্ম-নিরপেক্ষ। এই রেখাটিকে যদি আমি তিন ভাগে ভাগ করি (যা একটি সম্পাদ্যের অনুরূপ হতে পারে), তা হলে এই ভাগগুলির

প্রত্যেকটিই থাকে একটি সরল রেখা, এবং এই গোটা রেখাটি, ঐ তিনটি ভাগ যার অংশ, তা এই ভাগের মাধ্যমে নিজেকে পর্যবসিত করে না একটি সরল রেখা ছাড়া অন্য কিছুতে, যেমন একটি বক্র-রেখায়। একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেখাকে আমি এমন ভাবেও বিভক্ত করতে পারি না যে এই ভাগগুলির যোগফল স্বয়ং অবিভক্ত রেখাটির চেয়ে দীর্ঘতর হতে পারে; অতএব অবিভক্ত রেখাটির দৈর্ঘ্য তার অংশ-গুলির খুশিমত ধার্য্য দৈর্ঘ্যসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। উল্‌টো দিকে এই অংশগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যসমূহও গোড়া থেকে সীমাবদ্ধ থাকে ঐ রেখাটির আকারের দ্বারা, এগুলি যার বিবিধ অংশ।

এ ব্যাপারে একজন স্বাধীন শ্রমিকের দ্বারা কিংবা মেহনতি মানুষের সমষ্টির দ্বারা কিংবা ক্রীতদাসদের দ্বারা উৎপাদিত একটি পণ্য ধনিকের দ্বারা উৎপাদিত একটি পণ্য থেকে ভিন্ন হয় না। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে, শ্রমের সমগ্র উৎপন্নটি সেই সঙ্গে তার সমগ্র মূল্যটিও হয় ধনিকের মালিকানা-ভুক্ত। অন্য প্রত্যেকটি উৎপাদন-কারীর মত তাকেও তার পণ্যকে রূপান্তরিত করতে হবে অর্থে যাতে করে সে তাকে আরো কোনো কাজে লাগাতে পারে; সে তাকে অবশ্যই রূপান্তরিত করবে বিশ্বজনীন সমার্ঘে।

অর্থে রূপান্তরিত হবার আগে পণ্য-উৎপন্নটিকে পরীক্ষা করা যাক। এটা সম্পূর্ণ ভাবে ধনিকের মালিকানাধীন। অন্য দিকে, শ্রমের একটি উপযোগিতাপূর্ণ উৎপন্ন হিসাবে, একটি ব্যবহার-মূল্য হিসাবে, এটা সমগ্র ভাবেই একটি অতীত শ্রম-প্রক্রিয়ার উৎপন্ন ফল।

তার মূল্য তেমন নয়। এই মূল্যের একটা অংশ হচ্ছে উক্ত পণ্যটির উৎপাদনে ব্যয়িত এবং একটি নোতুন রূপে পুনরাবির্ভূত উৎপাদনের উপায়-উপকরণ। এই পণ্যটির উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এই মূল্য উৎপাদিত হয়নি, কেননা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আগেই উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহ, তা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, এই মূল্যের অধিকারী ছিল; তারা এই প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছিল এই, মূল্যের ধারক হিসাবে; কেবল তার আবির্ভাবের রূপটিই নবীকৃত এবং পরিবর্তিত হয়েছে। পণ্যটির মূল্যের এই অংশ ধনিকের জন্য গঠন করে উক্ত পণ্যের উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত ও পরিভুক্ত স্থির মূলধন-মূল্যের একটি অংশ। আগে তা ছিল উৎপাদনের উপায়-উপকরণের আকারে; এখন তা আছে নোতুন উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের একটি গঠনকারী অংশ হিসাবে। যে মুহূর্তে এই পণ্য অর্থে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে থাকে, সেই মুহূর্তে অর্থের আকারে বিদ্যমান মূল্যটিকে অবশ্যই উৎপাদনের উপায়-উপকরণে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দ্বারা এবং তাতে তার কাজের দ্বারা নির্ধারিত মূল্য রূপে, পুনঃ রূপান্তরিত করতে হবে। মূলধন হিসাবে এই মূল্যের কাজের দ্বারা একটি মূল্যের চরিত্রে কিছুই পরিবর্তিত হয় না।

একটি পণ্যের মূল্যের একটি দ্বিতীয় অংশ হল মজুরি-শ্রমিকের দ্বারা ধনিকের

কাছে বিক্রীত শ্রম-শক্তির মূল্য। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্যের মত একই ভাবে, এটা নির্ধারিত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ ভাবে—যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রম-শক্তি প্রবেশ করবে এবং এটা স্থিত থাকে সঞ্চলনের একটি ক্রিয়ায়, শ্রম-শক্তির ক্রয় এবং বিক্রয়ে—শ্রম-শক্তি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করার আগে। তার কাজের মাধ্যমে—শ্রম-শক্তি ব্যয়ের মাধ্যমে, মজুরি-শ্রমিক উৎপাদন করে একটি পণ্য-মূল্য যা তার শ্রম-শক্তি ব্যবহার করার জন্য ধনিক তাকে যা দেবে, সেই মূল্যের সমান। এই মূল্যটি সে ধনিককে দেয় একটি পণ্যের রূপে এবং ধনিক তাকে তার জন্য দেয় অর্থ। পণ্য-মূল্যের এই অংশ যে ধনিকের পক্ষে, তার মজুরি হিসাবে দেয় অস্থির মূলধনের একটি প্রতিমূল্য, তা কোনো ক্রমেই এই ঘটনাকে পরিবর্তিত করে না যে এটা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় নোতুন সৃষ্ট একটি পণ্য-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য যা দিয়ে গঠিত, তা থেকে ভিন্নতর অন্য কিছু দিয়ে গঠিত নয়, অর্থাৎ অতীতে ব্যয়িত শ্রম-শক্তি। এই সত্যটি এই ঘটনার দ্বারাও ক্ষুন্ন হয়না যে, মজুরির আকারে ধনিক শ্রমিককে শ্রম-শক্তির যে মূল্য দেয়, তা শ্রমিকের কাছে গঠন করে একটি প্রত্যাগম, এবং তার দ্বারা যে কেবল শ্রম-শক্তিই ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয়, তাই নয়, সেই সঙ্গে পুনরুৎপাদিত হয় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক-শ্রেণী এবং এই ভাবে সমগ্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিটিও।

যাই হোক, মূল্যের এই দুটি অংশের যোগফল সমগ্র পণ্য-মূল্যকে ধারণ করে না। তাদের দুটির উপরেও থাকে একটি বাড়তি—একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য। মূল্যের যে-অংশ মজুরি হিসাবে প্রদত্ত অস্থির মূলধনকে প্রতি-স্থাপিত করে, তার মত এটাও উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট একটি নোতুন মূল্য—ঘনীভূত শ্রম। এর জন্য এই গোটা উৎপন্ন সামগ্রীর মালিকের কোনো খরচ হয় না। এই ঘটনা ধনিককে বাস্তবে সুযোগ দেয় সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যটাকে প্রত্যাগম হিসাবে পরিভোগ করার—যদি না অন্যান্য শরিককে তার এর কিছু কিছু ভাগ দিতে হয়, যেমন জমিদারকে খাজনা, যে ক্ষেত্রে এই ভাগগুলি তৃতীয় ব্যক্তিদের জন্য রচনা করে প্রত্যাগম। এই ঘটনাই ছিল সেই অদম্য তাড়না, যা আমাদের ধনিকের তাড়িত করেছিল পণ্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হতে। কিন্তু না তার উদ্বৃত্ত-মূল্য ছিনিয়ে নেবার মূল মহৎ অভিপ্রায় না তার প্রত্যাগম হিসাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরবর্তী ব্যয়—কোনটাই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে প্রভাবিত করে না। এই ব্যাপারগুলি এই ঘটনাটিকে ক্ষুন্ন করে না যে এটা হচ্ছে মজুরি বঞ্চিত ঘনীভূত শ্রম; এগুলি এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনকেও ক্ষুন্ন করছে না, যা নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থাবলীর দ্বারা।

যাই হোক, এমন কি যখন তিনি পণ্যের মূল্য নিয়ে অনুশীলন করছিলেন, তখনো যদি অ্যাডাম স্মিথ সমগ্র পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এই মূল্যের বিবিধ অংশের ভূমিকা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইতেন, যেমন তিনি করেছিলেন, তা হলে এটা স্পষ্ট হয়ে যেত যে, যখন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ কাজ করে প্রত্যাগম

হিসাবে, তখন অন্যগুলি কাজ করে মূলধন হিসাবে একই রকম অবিরামে ভাবে—এবং, অতএব, তাঁর যুক্তি অনুযায়ী, সেগুলি অভিহিত হওয়া উচিত ছিল পণ্য-মূল্যের গঠনকারী অংশসমূহ হিসাবে, অথবা, এই মূল্য যে অংশগুলিতে নিজেকে পর্যবসিত করে সেই অংশসমূহ হিসাবে।

সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে অ্যাডাম স্মিথ পণ্য-উৎপাদনকে এক করে দেখেন; তাঁর কাছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহ শুরু থেকেই "মূলধন" শ্রম শুরু থেকেই মজুরি-শ্রম, এবং সেই কারণে "প্রয়োজনীয় ও উৎপাদনশীল শ্রমিকের সংখ্যা···সর্বত্রই মূলধনের স্টকের সঙ্গে আনুপাতিক যা বিনিয়োগ করা হয় তাদের কর্মে প্রবৃত্ত করতে।" (Introduction, p. 12) সংক্ষেপে, শ্রম-প্রক্রিয়ার বিবিধ উপাদান—বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত উভয়েই—শুরু থেকেই প্রতিভাত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক মুখোস পরে। যে মাত্রা পর্যন্ত এই মূল্য, এক দিক থেকে, বিনিয়োজিত মূলধনের একটি প্রতিমূল্য মাত্র এবং, অন্য দিক থেকে, কোন্ মাত্রা পর্যন্ত তা গঠন করে "মুক্ত" মূল্য, কোনো অগ্রিম-দত্ত মূলধনের প্রতিস্থাপন নয়, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য, তার বিবেচনার সঙ্গে পণ্য-মূল্যের বিশ্লেষণ তাই সরাসরি মিলে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করলে, পণ্য-মূল্যের কিছু অংশ নিজেদেরকে অলক্ষিত ভাবে রূপান্তরিত করে তার স্বাধীন "গঠনকারী অংশসমূহে" এবং শেষ পর্যন্ত "সমস্ত মূল্যের উৎস-সমূহে"। আরো একটি সিদ্ধান্ত এই যে পণ্য-মূল্য গঠিত হয়, কিংবা "নিজেকে পর্যবসিত করে" বিবিধ প্রকারের প্রত্যাগমে, যার দরুন প্রত্যাগমগুলি পণ্য-মূল্য দিয়ে রচিত হয় না, বরং পণ্য-মূল্যই রচিত হয় "প্রত্যাগম-সমূহ" দিয়ে। মূলধন হিসাবে তাদের কাজ করার ফলে একটি পণ্য-মূল্যের প্রকৃতি কিংবা অর্থের প্রকৃতি যত সামান্য পরিবর্তিত হয়, ঠিক তত সামান্যই পরিবর্তিত হয় একটি পণ্য-মূল্যের প্রকৃতি পরবর্তী সময়ে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যাগম হিসাবে কাজ করার ফলে। যে পণ্যটি নিয়ে অ্যাডাম স্মিথকে কাজ করতে হয়েছে শুরু থেকে, সেটি হল পণ্য-মূলধন (যা গঠিত হয় পণ্যটির উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধন-মূল্য এবং সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্য দিয়ে) সুতরাং এটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ভাবে উৎপাদিত একটি পণ্য, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফল। তা হলে এটা আবশ্যক হত প্রথমে এই প্রক্রিয়াটিকে এবং সেই সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্ত মূল্যের আত্ম-প্রসারণের এবং গঠনের প্রক্রিয়াটিকেও। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি আবার পণ্য-সঞ্চলনের পূর্বশর্তের উপরে সাপেক্ষ, সেই হেতু তার বিবরণের জন্য আবার আবশ্যক হয় পণ্যের একটি প্রাথমিক ও স্বতন্ত্র বিশ্লেষণও। যাই হোক, যেখানে অ্যাডাম স্মিথ সঠিক জিনিসটির উপরেও হাত দিয়েছেন, সেখানেও তিনি মূল্যের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কেবল পণ্যের বিশ্লেষণ অর্থাৎ পণ্য-মূলধনের বিশ্লেষণ সঙ্গে ঘটনাক্রমে।

---

৩. পরবর্তী অর্থনীতিবিদগণ[৪১]

অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটিকে রিকার্ডো প্রায় হুবহু আবার হাজির করেন: "এটা বুঝতে হবে যে একটি দেশের সমস্ত উৎপাদনই পরিভুক্ত হয়; কিন্তু যারা তা পুনরুৎপাদন করে তারা পরিভোগ করছে নাকি যারা আরেকটি মূল্য পুনরুৎপাদন করে না, তারা তা পরিভোগ করছে—এটা কল্পনীয় বৃহত্তম পার্থক্য সৃষ্টি করে। আমরা যখন বলি প্রত্যাগম রক্ষিত হল এবং মূলধনের সঙ্গে সংযোজিত হল, তখন আমরা যা বোঝাই, তা এই যে প্রত্যাগমের যে অংশটি মূলধনের সঙ্গে সংযোজিত হয় বলে বলা হয়, সেই অংশটি পরিভুক্ত হয় অনুৎপাদনশীল শ্রমিকদের পরিবর্তে উৎপাদনশীল শ্রমিকদের দ্বারা।" (Principles, p. 163)

বাস্তবিক পক্ষে, পণ্যের দাম মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে (কিংবা অস্থির মূলধন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে) পর্যবসিত হওয়া সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটি রিকার্ডো পুরোপুরি গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে তর্কের বিষয়গুলি এই: (১) উদ্বৃত্ত-মূল্যের গঠনকারী অংশসমূহ: জমির খাজনাকে তিনি উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে বাদ দিয়ে দেন; (২) রিকার্ডো পণ্যের দামকে **বিভক্ত করেন** এই গঠনকারী অংশগুলিতে। তা হলে মূল্যের রাশি (magnitude) দাঁড়ায় prius। গঠনকারী অংশগুলির সমষ্টিকে ধরা হয় একটি নির্দিষ্ট রাশি বলে; এটাই হল সূচনা-বিন্দু, অথচ পরে গঠনকারী অংশসমূহের সমষ্টির মাধ্যমে মূল্যের রাশি নির্ণয় ক'রে তিনি প্রায়শঃই কাজ করেন ঠিক উলটো ভাবে—তাঁর নিজের সঠিক বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধে।

রিকার্ডোর বিরুদ্ধে র‍্যামসে এই মন্তব্য করেন, যেন তা মজুরি এবং মুনাফার মধ্যে বিভক্ত; স্থিতিশীল মূলধনকে প্রতিস্থাপন করতেও যে একটা অংশ আবশ্যক, তা তিনি ভুলে যান।" (An Essay on the Distribution of Wealth, Edinburgh, 1836, p. 174) স্থিতিশীল মূলধন বলতে র‍্যামসে একই জিনিস বোঝান যা আমি বোঝাই স্থির মূলধন দিয়ে: "স্থিতিশীল মূলধন অবস্থান করে এমন একটি রূপে, যে-রূপে তা শ্রমিকদের পরিপোষণ করে না, যদিও ভবিষ্যৎ পণ্য সৃজনে সহায়তা করে।" (Ibid, p. 59)

মজুরি এবং পণ্যে, অতএব কেবল প্রত্যাগমে, পণ্যের মূল্যের, অতএব সামাজিক বার্ষিক উৎপন্নের, পর্যবসিত হওয়া সম্পর্কে তাঁর যে বক্তব্য অ্যাডাম স্মিথ সেই বক্তব্য থেকে অনুসৃত অবশম্ভাবী সিদ্ধান্তটির বিরোধিতা করেন; সিদ্ধান্তটি এই যে এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বার্ষিক উৎপন্নটিই পরিত্যক্ত হতে পারে। মৌল চিন্তাকাররা কখনো অসম্ভব সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন না। সে কাজটা ছেড়ে দেন সে (Says) এবং ম্যাক-কুলকদের হাতে।

৪১. **এখান থেকে এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে একটি** সংযোজন।—**ফ্রে. এঙ্গেলস।**

বস্তুতঃ পক্ষে সে' (Say) খুব সহজেই ব্যাপারটি মীমাংসা করে ফেলেন। যা একের পক্ষে মূলধনের অগ্রিম-দান, তাই আবার অন্যের পক্ষে প্রত্যাগম এবং নীট উৎপন্ন। মোট এবং নীট উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্যটা বিষয়ীগত, এবং "এই ভাবে সমস্ত উৎপন্নের মোট মূল্যটি সমাজে বণ্টিত হয়ে গিয়েছিল প্রত্যাগম হিসাবে।" (Say, Traite d' Economie Politique, 1817 II p. 64,) "প্রত্যেকটি উৎপন্নের মোট মূল্য গঠিত হয় জমিদার, ধনিক এবং যারা শিল্পগত বৃত্তি-নির্বাহ করে, তাদের মুনাফা দিয়ে", (মজুরি এখানে দেখানো হয় শিল্পগত বৃত্তি-নিযুক্তদের মুনাফা হিসাবে) "যারা তার উৎপাদনে অবদান যুগিয়েছে। এর ফলে সমাজের প্রত্যাগম হয় **মোট উৎপাদিত মূল্যের** সমান, মৃত্তিকার নীট উৎপন্নসমূহের সমান নয়, এক গোষ্ঠীর অর্থনীতিবিদরা যেমন বিশ্বাস করতেন" (ফিজিওক্র্যাটরা)। (পৃঃ ৬৩)

সে'র এই আবিষ্কারটি যাঁরা আত্মসাৎ করেছিলেন, প্রুধোঁ তাঁদের অন্যতম।

স্টর্চ, যিনি অনুরূপ নীতিগত ভাবে অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটি গ্রহণ করেন, তিনি অবশ্য দেখতে পান যে এই তত্ত্বটির বাস্তব প্রয়োগ, যা সে' করেছিলেন, তা সঠিক নয়। "যদি এটা স্বীকার করা হয় যে একটি জাতির প্রত্যাগম তার মোট উৎপন্নের সমান, যার মানে কোনো মূলধন নয়" (বলা উচিত: কোনো স্থির মূলধন নয়) "বিয়োগ দিতে হবে, তা হলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে এই জাতিটি, তার ভবিষ্যৎ প্রত্যাগমে সামান্যতম কোনো হানি না ঘটিয়ে, তার বার্ষিক উৎপন্নের গোটা মূল্যটা অনুৎপাদনশীল ভাবে পরিভোগ করতে পারে । যে উৎপন্ন সম্ভার জাতির (স্থির) "মূলধনের" প্রতিনিধিত্ব করে, তা পরিভোগ-যোগ্য নয়।" Storch, Considerations sur la nature du revenu national, Paris, 1824, pp. 147, 150.)

যাই হোক, স্টর্চ আমাদের বলতে ভুলে গিয়েছেন কি ভাবে মূলধনের এই স্থির অংশটির অস্তিত্ব স্মিথের দাম-সংক্রান্ত বিশ্লেষণের সঙ্গে—যা তিনি গ্রহণ করেন, তার সঙ্গে—সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; এই বিশ্লেষণ অনুসারে পণ্যের মূল্য ধারণ করে কেবল মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য; কিন্তু স্থির মূলধনের কোনো অংশকেই তা ধারণ করে না। তিনি কেবল সে'র মাধ্যমেই উপলব্ধি করেন যে দামের এই বিশ্লেষণ অসম্ভব সব ফলাফলের জন্ম দেয়, এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই শেষ কথা হল: "আবশ্যিক দামটিকে তার সরলতম উপাদানসমূহে পর্যবসিত করা অসম্ভব।" (Cours d' Economie Politique, Petersburg, 1815, II, p 141.)

সিসমঁদি, যিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন বিশেষ করে প্রত্যাগমের সঙ্গে মূলধনের সম্পর্কের ব্যাপারে, এবং বাস্তবে এই সম্পর্কটির স্ববিশিষ্ট সূত্রায়নটিকে পরিণত করেন তাঁর Nouveaux Principes-এর defferentia specifica-তে, একটিও বিজ্ঞান সম্মত শব্দ বলেননি, তিনি এই সমস্যাটির নিরসনে এক বিন্দুও যোগ করেন নি।

বার্টন, র‍্যামসে এবং শেরবুলিয়েজ চেষ্টা করেন অ্যাডাম স্মিথের সূত্রটিকে ছাড়িয়ে যেতে। তাঁরা ব্যর্থ হন, তাঁরা স্থির ও অস্থির মূলধন-মূল্যের মধ্যে এবং স্থিতিশীল ও আবর্তনশীল মূলধনের মধ্যে পার্থক্যকে পরিষ্কার করতে না পেরে, গোড়া থেকেই সমস্যাটিকে উপস্থিত করেন একপেশে ভাবে।

অনুরূপ ভাবে জন স্টুয়ার্ট মিলও, তাঁর স্বভাবসুলভ আড়ম্বর সহকারে, পুনরুদ্ধৃত করেন, অ্যাডাম স্মিথ তাঁর অনুগামীদের যে-তত্ত্বটি দিয়ে গিয়েছেন, সেই তত্ত্বটিকেই। তার ফলে, স্মিথের চিন্তার বিভ্রান্তিটি এখনো পর্যন্ত থেকে গিয়েছে এবং তাঁর সূত্রটি পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্বের একটি গোঁড়া বিশ্বাসে।

বিংশতি অধ্যায়

সরল পুনরুৎপাদন

১. প্রশ্নটির সূত্রায়ন

আমরা যদি অনুশীলন করি সামাজিক মূলধনের বার্ষিক ক্রিয়াকাণ্ড—অতএব মোট মূলধনের ব্যষ্টিগত মূলধনগুলি গঠন করে যার কেবল বিবিধ কার্যগত অংশ, যাদের গতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের ব্যষ্টিগত গতিক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে মোট মূলধনের গতিক্রিয়ায় একটি সংযোজনী গ্রন্থি—তার বার্ষিক ক্রিয়াকাণ্ড, এবং তার ফলাফল, অর্থাৎ আমরা যদি অনুশীলন করি বৎসর-কালে সমাজের দ্বারা সরবরাহ-কৃত পণ্য-উৎপন্ন, তা হলে এটা অবশ্যই স্পষ্ট হয় কি ভাবে সামাজিক মূলধনের পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়, একটি ব্যষ্টিগত মূলধনের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে এই পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াটি—কি কি বিষয়ে ভিন্ন আবার উভয়ের মধ্যেই কি কি বিষয়ে অভিন্ন। বার্ষিক উৎপন্ন অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক উৎপন্নের সেই সেই অংশ, যেগুলি মূলধনকে প্রতিস্থাপন করে, অর্থাৎ সামাজিক পুনরুৎপাদন, এবং সেই সঙ্গে সেই সব অংশ যেগুলি যায় পরিভোগ-ভাণ্ডারে, যেগুলি পরিভুক্ত হয় শ্রমিকদের এবং ধনিকদের দ্বারা, অর্থাৎ উৎপাদনশীল এবং ব্যক্তিগত পরিভোগ উভয়ই। এটা আরো অন্তর্ভুক্ত করে ধনিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর পুনরুৎপাদন (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ) এবং এই ভাবে গোটা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ধনতান্ত্রিক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পুনরুৎপাদন।

আমাদের যেটা বিশ্লেষণ করতে হবে, স্পষ্টতঃই সেটা হচ্ছে এই সঙ্কলন

সূত্রটি : প′— { অ—প···ক···প′ ; অ—প } এবং পরিভোগ স্বভাবতঃই এতে সম্পাদন করে

একটি ভূমিকা, কেননা প্রস্থান বিন্দু প′ = প + প, পণ্য-মূলধন অন্তর্ভুক্ত করে স্থির ও অস্থির মূলধন উভয়কেই এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যকেও। সুতরাং এর গতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে ব্যক্তিগত এবং উৎপাদনশীল পরিভোগ উভয়কেই। অ—প···ক···প′—অ′ এবং ক···প′—অ′—প···ক—এই আবর্ত সমূহে মূলধনটির গতিক্রিয়াই হচ্ছে সূচনা বিন্দু এবং সমাপ্তি বিন্দু। এবং অবশ্যই এগুলিকে যুক্ত করে পরিভোগে, কারণ পণ্যটিকে, উৎপন্নটিকে, বিক্রি করতেই হবে। যখন এটা ধরে নেওয়া হয় যে

তা করা হয়েছে, তা হলে ব্যক্তিগত মূলধনের গতিক্রিয়ার পক্ষে এটা গুরুত্বহীন যে পরবর্তী সময়ে পণ্যগুলির কি হয়। অন্য দিকে **প**´ প´-এর গতিক্রিয়ায় সামাজিক পুনরুৎপাদনের অবস্থাবলী ঠিক এই ঘটনা থেকেই বোধগম্য হয় যে এই মোট উৎপন্নটির, **প**´-এর, মূল্যের প্রত্যেকটি অংশের কি হয়, তা অবশ্যই দেখাতে হবে। এই ক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনের মোট প্রক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত করে পরিভোগের প্রক্রিয়াটিকে, যা সংঘটিত হয় যতটা সঞ্চলনের দ্বারা ঠিক ততটাই স্বয়ং মূলধনের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা।

আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে পুনরুৎপাদনের এই প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে মূল্যের প্রতিস্থাপন এবং **প**´-এর ভিন্ন ভিন্ন গঠনকারী অংশসমূহের মর্মবস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্যক্তিগত ধনিক তার পণ্য বিক্রয় করে তার মূলধনের গঠনকারী অংশগুলিকে প্রথমে অর্থে রূপান্তরিত করতে পারে, এবং তারপরে পণ্য বাজারে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে নোতুন করে ক্রয় করে সেগুলিকে উৎপাদনশীল মূলধনে পুনঃ-রূপান্তরিত করতে পারে—এটা আমরা ব্যষ্টি-মূলধনের উৎপন্নের মূল্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধরে নিয়েছিলাম কিন্তু এই **ধারণাটি** নিয়ে আমরা আর এখন সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। যখন ঐ উৎপাদনের উপাদানগুলি প্রকৃতিগত ভাবেই বস্তুগত, তখন সেগুলি একক তৈরি দ্রব্যের মত সমান পরিমাণেই সামাজিক মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে—যে একক তৈরি দ্রব্যটি সেগুলির বদলে বিনিমিত হয় এবং সেগুলির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। উল্টোদিকে, সামাজিক পণ্য উৎপন্নের যে অংশটি শ্রমিক পরিভোগ করে তার মজুরি খরচ করায় এবং ধনিক পরিভোগ করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের খরচ করায় সেই অংশের গতিক্রিয়ার, সেটি কেবল মোট উৎপন্নটির গতিক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য অংশই গঠন করে না, তদুপরি একক মূলধনগুলির গতিক্রিয়াসমূহের সঙ্গেও মিশে যায়; অতএব এই প্রক্রিয়াটিকে কেবল ধরে নিলেই তার ব্যাখ্যা হয়ে যায় না।

যে প্রশ্নটি সরাসরি আমাদের মুখোমুখি হয়, সেটি এই: উৎপাদনে পরিভুক্ত **মূলধনকে** কি ভাবে প্রতিস্থাপন করা যায় বার্ষিক উৎপন্নটি থেকে এবং কিভাবে এই প্রতিস্থাপনের মূল্যটি গ্রথিত হয়ে যায় ধনিকদের দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং শ্রমিকদের দ্বারা মজুরি পরিভোগের সঙ্গে? তা হলে এটা প্রথমে হচ্ছে সরল আয়তনে পুনরুৎপাদনের ব্যাপার। আরো ধরে নেওয়া হয় যে, উৎপন্নসমূহ বিনিমিত হয় তাদের মূল্যে এবং উৎপাদনশীল মূলধনের গঠনকারী অংশসমূহের মূল্যগুলিতে কোনো বিপ্লব ঘটে না। দাম মূল্য থেকে পৃথক হয়—এই যে ঘটনা, তাও অবশ্য সামাজিক মূলধনের গতিক্রিয়ার উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মোটের উপর, একই পরিমাণ উৎপন্নের বদলে একই বিনিময় ঘটে, যদিও ব্যক্তিগত ধনিকেরা এমন মূল্য-সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় যা আর তাদের নিজ নিজ অগ্রিমের সঙ্গে এবং তাদের প্রত্যেকে একক ভাবে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণগুলির সঙ্গে আনুপাতিক নয়। মূল্যে বিপ্লব ইত্যাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তারা মোট বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য-গঠক অংশগুলির মধ্যে

সম্পর্কসমূহে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, যদি তারা সর্বজনীন এবং সমান ভাবে বণ্টিত হয়। কিন্তু তারা যে পরিমাণে আংশিক ও অসমান ভাবে বণ্টিত হয়, সেই পরিমাণে তারা প্রতিনিধিত্ব করে সেই ব্যাঘাতগুলির যেগুলিকে **প্রথম ক্ষেত্রে, অপসরণ** হিসাবে বোঝা যায় কেবল তখনি যখন সেগুলিকে গণ্য করা হয় অপরিবর্তিত মূল্য-সম্পর্কসমূহ থেকে পার্থক্য হিসাবে, কিন্তু, **দ্বিতীয় ক্ষেত্রে**, একবার যদি নিয়মটির প্রমাণ মিলে যায় —যা বলে যে বার্ষিক উৎপন্নের একটি অংশ প্রতিস্থাপিত করে স্থির মূলধনকে, আরেকটি করে অস্থির মূলধনকে—তা হলে স্থির বা অস্থির মূলধনের মূল্যে একটি বিপ্লব এই নিয়মটিতে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। তা কেবল পরিবর্তন ঘটাবে মূল্যের অংশগুলির আপেক্ষিক আয়তনসমূহে, যারা কাজ করে কোনো না কোনো ভূমিকায়, কারণ অন্যান্য মূল্য মূল মূল্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করে।

যতক্ষণ আমরা মূল্যের উৎপাদন এবং মূলধনের উৎপন্নের মূল্যকে ব্যষ্টিগতভাবে দেখেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের দৈহিক রূপটি ছিল বিশ্লেষণের পক্ষে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন, তা সেটা মেশিনই হোক কিংবা, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আয়না বা ফসলই হোক। এটা সব সময়েই ছিল একটা উদাহরণ দেবার ব্যাপারে, এবং উৎপাদনের যে কোনো শাখাই সে কাজটি সমান ভাল ভাবে সম্পাদন করতে পারত। যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তা হল প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি স্বয়ং, যা প্রত্যেকটি বিন্দুতে আত্মপ্রকাশ করে কোনো ব্যষ্টিগত মূলধনের প্রক্রিয়া হিসাবে। যেখানে মূলধন-পুনরুৎপাদনের ব্যাপার, সেখানে এটা ধরে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল পণ্যের আকারে উৎপন্নের সেই অংশটি, যা প্রতিনিধিত্ব করে মূলধন-মূল্যের, তা সঞ্চলনের ক্ষেত্রে সুযোগ পায় নিজেকে উৎপাদনের বিবিধ উপাদানে, এবং অতএব তার উৎপাদনশীল মূলধনের রূপে, পুনঃরূপান্তরিত করার, ঠিক যেমন এটা ধরে নেওয়া যথেষ্ট ছিল যে, শ্রমিক এবং ধনিক উভয়েই বাজারে পায় সেই সব পণ্য, যার বাবদে তারা ব্যয় করে তাদের মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য। মোট সামাজিক মূলধনের এবং তার উৎপন্ন-সামগ্রীর মূল্যের অনুশীলনে এই নিছক আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা-ভঙ্গিটি আর পর্যাপ্ত নয়। উৎপন্ন সামগ্রীর একটি অংশের মূল্যের মূলধনে পুনঃরূপান্তর এবং ধনিকের ও সেইসঙ্গে শ্রমিকের ব্যক্তিগত পরিভোগে তার প্রবেশ স্বয়ং উৎপন্নটির মূল্যের অভ্যন্তরে নিজেই রচনা করে একটি গতিক্রিয়া, যার মধ্যে অভিব্যক্তি পায় মোট মূলধনের ফল ; এবং এই গতিক্রিয়াটি কেবল মূল্যের প্রতিস্থাপনাই নয়, সেই সঙ্গে সেটি সামগ্রীতেও প্রতিস্থাপনা আর সেই কারণে সেটি মোট সামাজিক উৎপন্নের মূল্য-গঠক অংশগুলির আপেক্ষিক অনুপাতসমূহের সঙ্গে যেমন বাঁধা তাদের ব্যবহার মূল্যের সঙ্গে, তাদের বস্তুগত আকারের সঙ্গেও বাঁধা।

সরল[৪৩] পুনরুৎপাদন, একই আয়তনে পুনরুৎপাদন, প্রতিভাত হয় একটি অমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে, কেননা, একদিকে, সমস্ত সঞ্চয়নের কিংবা সম্প্রসারিত আয়তনে

৪৩. অষ্টম পাণ্ডুলিপি থেকে।—এঙ্গেলস

পুনরুৎপাদনের অনুপস্থিতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি অদ্ভুত ধারণা, এবং অন্য দিকে, উৎপাদনের অবস্থাবলী বিভিন্ন বছরে হুবহু একই থাকে না (এবং সেটাই ধরে নেওয়া হয়েছে)। ধরে নেওয়া হয় যে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের সামাজিক মূলধন উৎপাদন করে গত বছরের মত একই পণ্য-মূল্য এবং সরবরাহ করে একই পরিমাণ অভাব, যদিও পণ্য সমূহের রূপগুলি পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বদ্‌লে যেতে পারে। যাই হোক, যখন সঞ্চয়ন সংঘটিত হয়, তখন সরল পুনরুৎপাদন সব সময়েই তার একটি অংশ, এবং সেই কারণে স্বতন্ত্র ভাবে অনুশীলিত হতে পারে, এবং সঞ্চয়নের একটি বাস্তব উপাদান। বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যটি কমে যেতে পারে; যদিও ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণ একই থেকে যেতে পারে; অথবা মূল্য একই থেকে যেতে পারে যদিও ব্যবহার মূল্যের পরিমাণ কমে যায়; অথবা মূল্যের এবং পুনরুৎপাদিত ব্যবহার-মূল্য-সমূহের পরিমাণ একই সঙ্গে কমে যেতে পারে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে আগেকার বা পরের আরো কঠিন অবস্থার তুলনায়—যার দরুন পুনরুৎপাদন হতে পারে ত্রুটিপূর্ণ, দোষযুক্ত—তার তুলনায় পুনরুৎপাদন অনুষ্ঠিত হতে পারে অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থায়। এই সবকিছু প্রযুক্ত হতে পারে কেবল পুনরুৎপাদনের বিবিধ উপাদানের পরিমাণগত দিকের ক্ষেত্রে, সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে পুনরুৎপাদনকারী মূলধন হিসাবে কিংবা পুনরুৎপাদিত প্রত্যাগম হিসাবে, তারা যে ভূমিকা সম্পাদন করে, তার ক্ষেত্রে নয়।

২. সামাজিক উৎপাদনের দুটি বিভাগ[৪৪]

সমাজের মোট উৎপন্নকে, অতএব মোট উৎপাদনকে, দুটি বড় বিভাগে ভাগ করা যায়:

১ **উৎপাদনের উপায়,** পণ্য-সমূহের যেগুলির এমন একটি রূপ থাকে, যে-রূপে সেগুলি উৎপাদনশীল পরিভোগে অবশ্যই প্রবেশ করবে কিংবা অন্ততঃ, করলেও করতে পারে।

২. **পরিভোগের সামগ্রী,** পণ্যসমূহের যেগুলি এমন একটি রূপে থাকে, যে-রূপে সেগুলি প্রবেশ করে ধনিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিভোগে।

এই দুটি বিভাগের প্রত্যেকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের বিবিধ শাখাসমূহ গঠন করে এক-একটি একক বিরাট শাখা—এক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়সমূহের বিভাগ, অন্য ক্ষেত্রে পরিভোগের সামগ্রী-সমূহের বিভাগ। উৎপাদনের এই দুটি শাখার প্রত্যেকটিতেই নিয়োজিত মোট মূলধন গঠন করে সামাজিক মূলধনের একটি আলাদা বৃহৎ বিভাগ।

৪৪. প্রধানতঃ দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে, প্রকল্পগুলি অষ্টম পাণ্ডুলিপি থেকে।- এঙ্গেলস।

প্রত্যেকটি বিভাগেই মূলধন গঠিত হয় দুটি অংশ নিয়ে :

১) **অস্থির মূলধন**। এই মূলধন, যেখানে বিবেচ্য তার **মূল্য**, সেখানে তা এই উৎপাদন-শাখায় নিয়োজিত সামাজিক শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান ; অন্য ভাবে বলা যায়, এটা এই শ্রম-শক্তির জন্য প্রদত্ত মজুরি-সমষ্টির সমান। যেখানে বিবেচ্য তার মর্মবস্তু, সেখানে তা গঠিত হয় ক্রিয়াশীল শ্রম-শক্তি দিয়ে অর্থাৎ এই মূলধন-মূল্যের দ্বারা গতি-সঞ্চারিত জীবন্ত শ্রম দিয়ে।

২) **স্থির মূলধন**। এটা হল এই শাখায় উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের মূল্য। এগুলি আবার বিভক্ত **স্থিতিশীল** মূলধনে, অর্থাৎ মেশিন, শ্রমের হাতিয়ার, বাড়ি মেহনতকারী পশু ইত্যাদিতে, এবং **আবর্তনশীল** মূলধনে, অর্থাৎ উৎপাদনের সামগ্রী যেমন কাঁচামাল, সহায়ক সামগ্রী, আধা-তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি।

দুটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে এই মূলধনের সাহায্যে সৃষ্ট বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য গঠিত হয় দুটি অংশ দিয়ে—একটি অংশ, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে স্থির মূলধন স-এর যা পরিভুক্ত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এবং কেবল স্থানান্তরিত হয় উৎপন্ন-সামগ্রীতে তার মূল্য অনুযায়ী, আরেকটি অংশ যেটি সংযোজিত হয় বছরের সমগ্র শ্রমের দ্বারা। এই দ্বিতীয় অংশটি আবার বিভক্ত হয় অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন অ এবং তার উপরে বাড়তি, যা গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য উ। এবং প্রত্যেকটি একক পণ্যের মূল্যের মত, প্রত্যেক বিভাগের সমগ্র বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যও গঠিত হয় স+অ+উ দিয়ে।

মূল্যের স অংশটি, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে উৎপাদনে **পরিভুক্ত** স্থির মূলধনের, সেটি উৎপাদনে **নিয়োজিত** স্থির মূলধনের সঙ্গে মিলে যায় না। সত্য বটে, উৎপাদনের সামগ্রীগুলি সমগ্র ভাবে পরিভুক্ত হয় এবং সেগুলির মূল্য সম্পূর্ণ ভাবে উৎপন্নে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু নিয়োজিত **স্থিতিশীল** মূলধনের কেবল একটি অংশই পুরোপুরি পরিভুক্ত হয়। স্থিতিশীল মূলধনের আরেকটি অংশ, যেমন মেশিন, বাড়ি ইত্যাদি, টিকে থাকে এবং আগের মতই কাজ করে চলে, যদিও বার্ষিক ক্ষয়-ক্ষতি অনুসারে তার অবচয় ঘটে। স্থিতিশীল মূলধনের এই টিকে থাকা অংশটি আমাদের কাছে অস্তিত্বহীন, যখন আমরা উৎপন্নটির মূল্য বিবেচনা করি। এটা মূলধন-মূল্যের একটি অংশ, যা এই নোতুন উৎপাদিত পণ্য-মূল্য থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু তার পাশাপাশি অবস্থান করে। ব্যষ্টিগত মূলধনের উৎপন্নের মূল্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এটা আগেই দেখানো হয়েছে (Buch I, Kap. VI, p. 192)।* যাই হোক, আপাততঃ আমরা, সেখানে যে বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেটি একপাশে সরিয়ে রাখব। ব্যক্তিগত মূলধনের উৎপন্নের মূল্য অনুশীলনে আমরা দেখেছিলাম যে,

* ইং সং: অষ্টম অধ্যায়।—সম্পাদক।

ক্ষয়-ক্ষতির দরুন স্থিতিশীল মূলধন যে-মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়, সেই মূল্যটি স্থানান্তরিত হয় ক্ষয়-ক্ষতি চলাকালেই সৃষ্ট উৎপন্ন সামগ্রীতে—এই স্থিতিশীল মূলধনের কোনো অংশ এইভাবে স্থানান্তরিত মূল্য থেকে এই সময়ে দ্রব্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় কিনা, তা নির্বিশেষে। যাইহোক, মোট সামাজিক উৎপন্নের এবং তার মূল্যের অনুশীলনে এই বিন্দুতে আমরা বাধ্য হই, অন্ততঃ আপাততঃ, হিসাবের বাইরে রাখতে মূল্যের সেই অংশটি, যেটি ক্ষয়-ক্ষতির দরুন স্থানান্তরিত হয় স্থিতিশীল মূলধন থেকে বাৎসরিক উৎপন্ন সামগ্রীতে, যদি না স্থিতিশীল মূলধন বছরের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়। এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলির একটিতে আমরা এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।

আমাদের সরল পুনরুৎপাদনের অনুশীলনকে আমরা এই প্রকল্পের উপরে দাঁড় করাব, যে প্রকল্পটিতে স নির্দেশ করে স্থির মূলধন, অ নির্দেশ করে অস্থির মূলধন এবং উ উদ্বৃত্ত-মূল্য ; ধরে নেওয়া হচ্ছে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার $\frac{\text{উ}}{\text{অ}}$ হল শতকরা ১০০ ভাগ। সংখ্যাগুলি বোঝাতে পারে কোটি কোটি মার্ক, ফ্রাঁ বা পাউণ্ড স্টার্লিং।

১. উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন :

মূলধন··· $৪,০০০_{\text{স}} + ১,০০০_{\text{অ}} = ৫,০০০$

পণ্য-উৎপন্ন $৪,০০০_{\text{স}} + ১,০০০_{\text{অ}} + ১,০০০_{\text{উ}} = ৬,০০০$

উৎপাদনের উপায়সমূহে অবস্থিত।

২. পরিভোগ সামগ্রীর উৎপাদন :

মূলধন··· ··· $২,০০০_{\text{স}} + ৫০০_{\text{অ}} = ২,৫০০$

পণ্য-উৎপন্ন ···$২,০০০_{\text{স}} + ৫০০_{\text{অ}} + ৫০০_{\text{উ}} = ৩,০০০$

পরিভোগের সামগ্রীসমূহে অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত আকারে : মোট বার্ষিক পণ্য উৎপন্ন।

১. $৪,০০০_{\text{স}} + ১,০০০_{\text{অ}} + ১,০০০_{\text{উ}} = ৬,০০০$ উৎপাদনের উপায়

২. $২,০০০_{\text{স}} + ৫০০_{\text{অ}} + ৫০০_{\text{উ}} = ৩,০০০$ পরিভোগের সামগ্রী

আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে মোট মূল্য ৯,০০০, তার স্বাভাবিক রূপে টিকে থাকা স্থিতিশীল মূলধনকে বাদ দিয়ে।

এখন আমাদের যদি পরীক্ষা করতে হয় সরল পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে আবশ্যক রূপান্তরসমূহকে, যেখানে সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যটাই পরিভুক্ত হয় অনুৎপাদনশীল ভাবে, এবং আপাততঃ একপাশে সরিয়ে রাখতে হয় সেই অর্থ-সঙ্কলনকে, যা সেগুলিকে সংঘটিত করে, তা হলে শুরুতেই আমরা পাব তিনটি বিরাট অবলম্বন :

(১) ২নং বিভাগে, $৫০০_{অ}$, যা নির্দেশ করে শ্রমিকদের মজুরি, এবং $৫০০_{উ}$, যা নির্দেশ করে ধনিকদের উদ্বৃত্ত-মূল্য, অবশ্যই ব্যয়িত হবে পরিভোগের সামগ্রীতে। কিন্তু সেগুলির মূল্য অবস্থান করে ২নং বিভাগের ধনিকদের হস্তস্থিত ১,০০০ মূল্য সমন্বিত পরিভোগ-সামগ্রীতে, যা প্রতিস্থাপন করে অগ্রিম-দত্ত $৫০০_{স}$ এবং প্রতিনিধিত্ব করে $৫০০_{উ}$-এর। অতএব, ২নং বিভাগের মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য এই বিভাগের অভ্যন্তরে বিনিমিত হয় এই একই বিভাগের উৎপন্ন-সমূহের পরিবর্তে। তার ফলে ২নং বিভাগের পরিভোগ-সামগ্রী, যার পরিমাণ $(৫০০_{অ}+৫০০_{উ})$ ২ = ১,০০০, মোট উৎপন্ন থেকে বাদ যায়।

২) ১নং বিভাগের $১,০০০_{অ}$ যোগ $১,০০০_{উ}$ অনুরূপ ভাবে অবশ্যই ব্যয়িত হবে পরিভোগ সামগ্রী বাবদে, অর্থাৎ ২নং বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাবদে। অতএব সেগুলি অবশ্যই বিনিমিত হবে এই উৎপন্নের বাকি অংশের পরিবর্তে, যা সমান স্থির মূলধন-অংশ, $২,০০০_{স}$। ২নং বিভাগ প্রতিদানে পায় সম-পরিমাণ উৎপাদন-উপায়—১নং বিভাগের উৎপন্ন—যার মধ্যে ১নং বিভাগের $১,০০০_{অ}+১,০০০_{উ}$ অন্তর্ভুক্ত। তার ফলে, ২নং$_{স}$ বিভাগের ২,০০০ এবং $(১,০০০_{অ}+১,০০০_{উ})$ ১ হিসাব থেকে বাদ যায়।

৩) ১নং বিভাগে তবু থেকে যায় $৪,০০০_{স}$। এগুলি গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহ দিয়ে, যেগুলি ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ১নং বিভাগে তার পরিভুক্ত স্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপন করার জন্য, এবং সেই জন্য লেনাদেনা হয়ে যায় ১নং বিভাগের ব্যক্তিগত ধনিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে, ঠিক যেমন $৫০০_{অ}+৫০০_{উ}$ ২নং বিভাগের শ্রমিক এবং ধনিকদের মধ্যে, কিংবা ব্যক্তিগত ধনিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে।

নীচে যা আসছে, তা বোঝার সুবিধার জন্য এখন এই পর্যন্তই থাক।

৩. দুটি বিভাগের মধ্যে বিনিময়

$১_{(অ+উ)}$ বনাম $২_{স}$ [৪৫]

আমরা শুরু করছি দুটি শ্রেণীর মধ্যে বৃহৎ বিনিময়টি দিয়ে, ১নং বিভাগের ($১,০০০_{অ}+১০০০_{উ}$)—নিজেদের উৎপাদনকারীদের হস্তস্থিত এই মূল্যগুলি, যেগুলি স্বীয় স্বাভাবিক রূপে উৎপাদনের উপায়সমূহ দিয়ে গঠিত, সেগুলি বিনিমিত হয় ২নং বিভাগের $২,০০০_{স}$-এর সঙ্গে, স্বীয় দৈহিক-রূপে ভোগ্য-দ্রব্যাদি দিয়ে গঠিত মূল্যের সঙ্গে। সুতরাং ২ নম্বরের ধনিক শ্রেণী তার ২০০০ পরিমাণ স্থির মূলধনকে পুনঃ রূপান্তরিত করে ভোগ্য-দ্রব্যাদির রূপ থেকে ভোগ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপায়-সমূহের রূপে, এমন একটি রূপে যাতে তা আরো একবার কাজ করতে পারে শ্রম-প্রক্রিয়ার একটি উপাদান হিসাবে এবং মূল্যের আত্ম-প্রসারণের উদ্দেশ্যে স্থির মূলধন-মূল্য হিসাবে। অন্য দিকে, ১ নম্বরের শ্রম-শক্তির তুল্যমূল্য ($১,০০০_{অ}$) ১ নম্বরের ধনিকদের উদ্বৃত্ত-মূল্য ($১,০০০_{উ}$) তার ফলে বাস্তবায়িত হয় ভোগ্য-দ্রব্যসমূহে, উভয়েই তাদের উৎপাদনের উপায়ের দৈহিক রূপ থেকে এমন একটি দৈহিক রূপে রূপান্তরিত হয়, যাতে তারা প্রত্যাগম হিসাবে পরিভুক্ত হতে পারে।

এখন, এই পারস্পরিক বিনিময় সম্পাদিত হয় একটি অর্থ-সঞ্চলনের দ্বারা, যা এক দিকে যেমন তাকে প্রণোদিত করে, অন্য দিকে তেমন তাকে দুর্বোধ্য করে তোলে, কিন্তু যার গুরুত্ব চূড়ান্ত, কারণ মূলধনের অস্থির অংশটিকে ক্রমাগত অর্থের রূপ ধারণ করতে হবে—অর্থের রূপ থেকে শ্রম-শক্তির রূপে নিজেকে রূপান্তরকারী অর্থ-মূলধন হিসাবে। সমাজের সমগ্র পরিধি জুড়ে যুগপৎ পরস্পরের পাশাপাশি পরিচালিত উৎপাদনের সমস্ত শাখায় অস্থির মূলধন অগ্রিম দিতে হবে অর্থের রূপে—তারা ১নং বিভাগের অন্তর্ভুক্ত না ২নং বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তা নির্বিশেষে। শ্রম-শক্তি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রবেশের আগে ধনিক তাকে ক্রয় করে, কিন্তু তাকে তার মজুরি দেয় কেবল চুক্তি-নির্দিষ্ট সময়ে—ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনে শ্রম-শক্তি ব্যয়িত হবার পরে। উৎপন্নের বাকি অংশটি সমেত সে সেই অংশটিরও মালিক থাকে যা শ্রম-শক্তির মজুরি বাবদে প্রদত্ত অর্থের একটি সমার্ঘ মাত্র, উৎপন্নের মূল্যের সেই অংশ যা অস্থির মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে। মূল্যের এই অংশটিতে শ্রমিক ধনিককে ইতিমধ্যেই সরবরাহ করেছে তার মজুরির সমার্ঘ। কিন্তু যেটা ধনিককে ফিরিয়ে দেয় তার অস্থির মূলধন অর্থ-মূলধনের রূপে, যেটা সে আবার অগ্রিম দিতে পারে শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য, সেটা হল পণ্যসমূহের অর্থে পুনঃ রূপান্তরণ।

৪৫. এখানে পাণ্ডুলিপি ৮ পুনরারম্ভিত—এফ. এঙ্গেলস।

তা হলে ১নং বিভাগে সমূহ ধনিক শ্রমিকদেরকে দিয়েছে £১,০০০ (আমি বলছি পাউণ্ড একমাত্র এটাই বোঝাতে যে এটা হল অর্থের রূপে মূল্য) সমান ১০০০অ—১নং বিভাগের উৎপন্নের মূল্যের বাবদে, যা ইতিমধ্যেই উপস্থিত অ-অংশ হিসাবে অর্থাৎ তাদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্যের অ-অংশ হিসাবে। এই £১০০০ দিয়ে শ্রমিকেরা ২নং বিভাগের ধনিকদের কাছ থেকে একই মূল্যের ভোগ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করে, এই ভাবে ২নং বিভাগের স্থির মূলধনের অর্ধেককে রূপান্তরিত করে অর্থে; ২ নম্বরের ধনিকেরা আবার এই £ ১০০০ দিয়ে ১ নম্বরের ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে ১০০০ মূল্যের উৎপাদন-উপায়; এই ভাবে, ১ নম্বরের ধনিকদের ক্ষেত্রে, অস্থির মূলধন-মূল্য সমান ১,০০০অ—যা তাদের উৎপন্নের অংশ হবার দরুন, বিদ্যমান ছিল উৎপাদন-উপায়ের দৈহিক রূপে—পুনঃরূপান্তরিত হয় অর্থে এবং এখন নোতুন করে কাজ করতে পারে ১ নম্বরের ধনিকদের হাতে অর্থ মূলধন হিসাবে, যা রূপান্তরিত হয় শ্রম-শক্তিতে, অতএব উৎপাদনশীল মূলধনের সর্বাপেক্ষা আবশ্যক অংশে। এইভাবে তাদের অস্থির মূলধন তাদের কাছে ফিরে যায় অর্থের আকারে—তাদের পণ্য-মূলধনের কিছু অংশের বাস্তবায়নের ফল হিসাবে।

২ নম্বরের স্থির মূলধনের দ্বিতীয়ার্ধের পরিবর্তে ১ নম্বরের পণ্য-মূল্যের উ-অংশ বিনিময় করার জন্য যে অর্থ আবশ্যক, তার সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, তাকে অগ্রিম দেওয়া যায় নানা ভাবে। বাস্তবে, এই সঙ্কলন অন্তর্ভুক্ত করে উভয় বর্গের ব্যক্তিগত ধনিকদের দ্বারা সম্পাদিত সংখ্যাতীত ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় এবং বিক্রয়কে; যে কোনো অবস্থাতেই অর্থ আসে এই ধনিকদের কাছ থেকে, কারণ শ্রমিকদের দ্বারা সঙ্কলনে নিক্ষেপিত অর্থের হিসাব আমরা আগেই দিয়েছি। নিজের উৎপাদনশীল মূলধন ছাড়াও তার যে অর্থ-মূলধন আছে, তা দিয়ে ২নং বর্গের একজন ধনিক ১নং বর্গের একজন ধনিকের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারে উৎপাদনের উপায় উপকরণ বিপরীত ভাবে, ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ মূলধন-ব্যয়ের জন্য নয়—অর্থ-তহবিলের সাহায্যে ১নং বর্গের একজন ধনিক ২নং বর্গের ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারে ভোগের দ্রব্যসামগ্রী। ধরে নিতে হবে যে, মূলধনের অগ্রিম দানে কিংবা প্রত্যাগমের ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হবার জন্য, উৎপাদনশীল মূলধন ছাড়াও, একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থের সরবরাহ সব সময়েই ধনিকদের হাতে আছে। ধরে নেওয়া যাক—এখানে অনুপাতটা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন—তাদের স্থির মূলধন প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ক্রয়ের জন্য ২নং বর্গের ধনিকেরা ঐ অর্থের অর্ধেকটা ব্যয় করে এবং অন্য দিকে, বাকি অর্ধেকটা ব্যয় করে ১নং বর্গের ধনিকেরা ভোগের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য। সে ক্ষেত্রে, ২নং বিভাগ ১নং বিভাগ থেকে উৎপাদনের উপায় ক্রয় করার জন্য অগ্রিম দেয় £ ৫০০; তার দ্বারা প্রতিস্থাপন করে (১নং বিভাগের শ্রমিকদের কাছ থেকে আসা উল্লিখিত £ ১০০০ সমেত) তার স্থির মূলধনের তিন-চতুর্থাংশ জিনিস পত্রের আকারে; এইভাবে প্রাপ্ত

£ ৫০০ দিয়ে ১নং বিভাগ ২নং বিভাগ থেকে ক্রয় করে ভোগের দ্রব্য সামগ্রী ; তার দ্বারা তার পণ্য-মূলধনের উ-অংশের অর্ধেকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করে অ—প—অ আবর্তটি, এবং এই ভাবে তার উৎপন্নকে বাস্তবায়িত করে পরিভোগ ভাণ্ডারে। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে £ ৫০০ ফিরে আসে ২ নম্বরের হাতে অর্থ-মূলধন হিসাবে, অবস্থান করে তার উৎপাদনশীল মূলধনের পাশে। অন্য দিকে, ১নং, এখনো উৎপন্ন হিসাবে স্টোরে রয়েছে তার যে পণ্য-মূলধন তার উ-অংশের অর্ধেকটার বিক্রি পূর্বানুমান ক'রে, ২ নম্বরের ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য ব্যয় করে £ ৫০০ পরিমাণ অর্থ। ঐ একই £ ৫০০ দিয়ে ২ নম্বর ১ নম্বরের কাছ থেকে ক্রয় করে উৎপাদনের উপায় এবং এইভাবে জিনিসপত্রের আকারে প্রতিস্থাপন করে সমগ্র স্থির মূল্যটিকে (১,০০০+৫০০+৫০০ =২,০০০,) যখন ১ নম্বর তার সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যটিকে বাস্তবায়িত করে পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রীতে। মোটের উপর, £ ৪,০০০-এর পরিমাণে পণ্য-সমূহের সমগ্র বিনিময়টি সংঘটিত হয় £ ২,০০০-এর অর্থ-সঞ্চলনে, যে পরিমাণটি অর্জিত হয় কেবল এই কারণে যে সমগ্র বার্ষিক উৎপন্নটি বর্ণিত হয়ে থাকে থোকে, কয়েকটি বড় বড় দফায়, বিনিমিত হিসাবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই ২ নম্বর, পরিভোগ-সামগ্রী হিসাবে পুনরুৎপাদিত, কেবল তার স্থির মূলধনকেই উৎপাদনের উপায়ের আকার পুনঃরূপান্তরিত করেনি, উপরন্তু তা ছাড়াও উৎপাদনের উপায় ক্রয় করার জন্য সঞ্চলনে তা যে £ ৫০০ অগ্রিম দিয়ে ছিল, সেটিকেও পুনরুদ্ধার করেছে, এবং, অনুরূপ ভাবে, ১ নম্বরও আবার আয়ত্ত করে কেবল তার অস্থির মূলধনই নয়, যা সে পুনরুৎপাদন করেছিল উৎপাদন-উপায়ের রূপে অর্থ-রূপে, অর্থ-মূলধন হিসাবে—যা আবার সরাসরি রূপান্তরিত করা যায় শ্রম-শক্তিতে, উপরন্তু আয়ত্ত করে, তার মূলধনের উ-অংশের বিক্রয়ের পূর্বানুমানের ভিত্তিতে, ভোগ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত £ ৫০০-ও। এই £ ৫০০ তার কাছে ফিরে আসে কৃত-ব্যয়ের কারণে নয়, ফিরে আসে তার পণ্য-উৎপন্নের একটি অংশের—যা বিধৃত করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেকটা—তার পরবর্তী বিক্রয়ের কারণে।

উভয় ক্ষেত্রেই এটা কেবল এই নয় যে, ২ নম্বরের স্থির মূলধনটিই পুনঃরূপান্তরিত হয় একটি উৎপন্নের রূপ থেকে উৎপাদন-উপায়ের দৈহিক রূপে—একমাত্র যে-রূপটিতে তা কাজ করতে পারে মূলধন হিসাবে ; সেই রকম, এটা কেবল এই নয় যে, ১ নম্বরের মূলধনের অস্থির অংশটিই রূপান্তরিত হয় তার অর্থ-রূপে, এবং ১ নম্বরের উৎপাদন-উপায়ের উদ্বৃত্ত-মূল্য অংশটিই রূপান্তরিত হয় তার পরিভোগ্য রূপে—যে রূপটিতে তা ব্যবহৃত হতে পারে প্রত্যাগম হিসাবে। এটা আরো এই যে, তার স্থির মূলধনের মূল্যের আনুষঙ্গিক প্রতিপূরক অংশটির—ভোগ্য উপকরণের রূপে বিদ্যমান অংশটির—বিক্রয়ের পূর্বে উৎপাদন-উপায়ের ক্রয়ের জন্য ২ নম্বরের দ্বারা অগ্রিম-দত্ত £ ৫০০ পরিমাণ অর্থ-মূলধন, ফিরে আসে ২ নম্বরে ; এবং আরো ১ নম্বরে ফিরে আসে সেই £ ৫০০ যা পূর্বানুমানের ভিত্তিতে তার দ্বারা ব্যয়িত হয়েছিল ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য। যদি তার পণ্য-উৎপন্নের স্থির অংশটির বিনিময়ে ২ নম্বর কর্তৃক অগ্রিম-দত্ত অর্থ এবং তার

পণ্য-উৎপন্নের উদ্বৃত্ত-মূল্য অংশটির বিনিময়ে ১ নম্বর কর্তৃক অগ্রিম-দত্ত অর্থ তাদের কাছে আবার ফিরে আসে, এটা একমাত্র এই কারণে যে এক শ্রেণীর ধনিকেরা ২ নম্বরে পণ্যের আকারে বিদ্যমান স্থির মূলধনের উপরে অতিরিক্ত £ ৫০০ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে, এবং অন্য শ্রেণীটি ১ নম্বরে পণ্যের আকারে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপরে অতিরিক্ত অনুরূপ একটি পরিমাণ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে। শেষ বিশ্লেষণে, দুটি বিভাগই তাদের নিজ নিজ পণ্যের আকারে তুল্য মূল্য বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের দেনা-পাওনা পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছে। এই পণ্য-বিনিময় সংঘটিত করার উপায় হিসাবে, তারা তাদের পণ্য মূল্যের অতিরিক্ত যে অর্থ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল, তা সঞ্চলন থেকে তাদের কাছে ফিবে আসে তারা সঞ্চলনে যে যেমন নিক্ষেপ করেছিল সেই অনুপাত অনুযায়ী। এর ফলে তাদের কেউই এক কপর্দক ধনী হয়নি। ২ নম্বরের অধিকারে ছিল ভোগ্য দ্রব্যের আকারে ২০০০ পরিমাণ স্থির মূলধন সহ অর্থের অংকে ৫০০ ; এখন তার অধিকারে আছে উৎপাদন-উপায়ের আকারে ২০০০ পরিমাণ স্থির মূলধন যোগ অর্থের অংকে ৫০০, আগে যা ছিল তাই, একই ভাবে ১ নম্বরের অধিকারে আছে, আগের মতই, ১,০০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য (পণ্য, উৎপাদনের উপায়, যা এখন ভোগ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত—এই নিয়ে গঠিত) যোগ অর্থের অংকে ৫০০। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই : তাদের নিজেদের পণ্য-সঞ্চলন সম্পাদন করতে শিল্প-ধনিকেরা যে অর্থ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে—তা সে পণ্য-মূল্যের স্থির অংশটির বিনিময়েই হোক কিংবা পণ্যের মধ্যে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিনিময়েই হোক, যতটা পর্যন্ত তা ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে—সেই অর্থের তারা যে যতটা অর্থ-সঞ্চলনের জন্য অগ্রিম দিয়েছিল ততটাই যথাক্রমে ফিরে আসে তাদের হাতে।

১নং শ্রেণীর অস্থির মূলধনের অর্থের রূপে পুনঃরূপান্তর প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১ নম্বরের ধনিকেরা একে মজুরিতে বিনিয়োগ করার পরে, এই মূলধন তাদের জন্য অবস্থান করে প্রথমে পণ্যের সেই রূপে, যে রূপে শ্রমিকেরা তাদের হাতে তা যুগিয়েছিল। এই মূলধন তারা শ্রমিকদের দিয়েছিল অর্থের রূপে তাদের শ্রম-শক্তির দাম হিসাবে। এই মাত্রা পর্যন্ত ধনিকেরা তাদের পণ্য-উৎপন্নের মূল্যের সেই অংশের জন্য দাম দিয়েছে, যে অংশটি অর্থের আকারে ব্যয়িত মূলধনের সমান। এই কারণে তারা পণ্য-উৎপন্নের এই অংশেরও মালিক। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ তাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়, সেই অংশ তার দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ক্রয় করে না ; এই শ্রমিকেরা ক্রয় করে ২ নম্বরের দ্বারা উৎপাদিত পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী। অতএব শ্রম-শক্তির মজুরি-দামে ১ নম্বরের ধনিকেরা যে-মূলধন অগ্রিম দিয়েছে, তা সরাসরি তাদের কাছে ফিরে আসে না। শ্রমিকদের দ্বারা ক্রয়ের মাধ্যমে তা চলে যায় সেই পণ্যসমূহের ধনিক উৎপাদনকারীদের হাতে, যেগুলি মেহনতি মানুষদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তাদের নাগালের মধ্যে ; অর্থাৎ, তা চলে যায় ২ নম্বরের ধনিকদের হাতে। এবং যে পর্যন্ত না

এরা উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ক্রয় করতে ঐ অর্থ ব্যয় করে, সে পর্যন্ত এই ঘোরালো পথে তা ১ নম্বরের ধনিকদের হাতে ফিরে আসে না।

এ থেকে অনুসরণ করে যে, সরল পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে, ১ নম্বরের পণ্য মূলধনের অ+উ-এর মূল্য-সমষ্টি (এবং অতএব, ১ নম্বরের মোট পণ্য-উৎপন্নের একটি তদনুপাতিক অংশ) অবশ্যই হবে ২ নম্বরের স্থির মূলধন স-এর সমান, যাকে আবার নেওয়া হয় ২নং বিভাগের মোট পণ্য-উৎপন্নের একটি আনুপাতিক অংশ হিসাবে; কিংবা ১ (অ+উ) = ২ স।

৪. ২নং বিভাগের অভ্যন্তরে বিনিময়। জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদি এবং বিলাস-দ্রব্যাদি

২নং বিভাগের পণ্য-উৎপন্নের মূল্যের এখনো যা অনুশীলনী করা বাকি, তা হল তার অ+উ অংশ দুটি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি যা এখানে আমাদের মনোযোগ জুড়ে আছে, তার সঙ্গে এই বিশ্লেষণের কিছু করার নেই; সেই প্রশ্নটি হল: প্রত্যেকটি ব্যষ্টিগত ধনতান্ত্রিক পণ্য-উৎপন্নের মূল্যের স+অ+উ-তে বিভাজন—এমনকি তা যদি প্রকাশের বিভিন্ন রূপের দ্বারাও সংঘটিত হয়—কোন্ মাত্রা অবধি মোট বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায় একদিকে ২ স-এর সঙ্গে ১ (অ+উ)-এর বিনিময়ে, এবং অন্য দিকে ১-এর বার্ষিক উৎপন্ন ১ স এর পুনরুৎপাদনের অনুশীলনে, যা পরে করা হবে। যেহেতু ২ (অ+উ) অবস্থান করে ভোগ্য দ্রব্যাদির দৈহিক রূপে, যেহেতু তাদের শ্রম-শক্তির মজুরি হিসাবে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন, সাধারণ ভাবে বললে, তারা অবশ্যই ব্যয় করবে ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য; এবং যেহেতু পণ্য-মূল্যের উ-অংশ, সরল পুনরুৎপাদন ধরে নিলে, কার্যতঃ ব্যয় করা হয় ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য, সেই হেতু এটা স্বতঃই স্পষ্ট যে ২ নম্বরের ধনিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মজুরির সাহায্যে ২ নম্বরের শ্রমিকেরা ফেরৎ কিনে নেয় তাদের নিজেদের উৎপন্নেরই একটি অংশ—মজুরি হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ মূল্যের পরিমাণের অনুরূপ। তদ্দ্বারা ২ নম্বরের ধনিক শ্রেণী শ্রম-শক্তির মজুরি দিতে যে অর্থ মূলধন অগ্রিম দিয়েছিল, সেটাকে পুনঃরূপান্তরিত করে অর্থের রূপে। এটা ঠিক একই ব্যাপারে যেন সেই শ্রেণী শ্রমিকদের মজুরি দিয়েছিল নিছক মূল্য-প্রতীকের আকারে। যত শীঘ্র শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের দ্বারা উৎপাদিত কিন্তু ধনিকদের মালিকানাভুক্ত পণ্যসমূহের একটি অংশ ক্রয় করে এই মূল্য প্রতীকগুলিকে বাস্তবায়িত করবে, তত শীঘ্র এই প্রতীকগুলি

ধনিকদের হাতে ফিরে যাবে। কেবল এইটুকু যে, এই প্রতীকগুলি শুধু মূল্যের প্রতিনিধিত্বই করে না, তাকে ধারণ করে—সোনা বা রূপার আকারে। এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে শ্রমিক শ্রেণী দেখা দেয় ক্রেতা হিসাবে এবং ধনিক শ্রেণী বিক্রেতা হিসাবে, এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থের রূপে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের এই যে প্রতি-প্রবাহ তার সম্পর্কে পরে আমরা আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করব। এখানে অবশ্য একটি ভিন্নতর বিষয় বিচার্য যেটি অবশ্যই আলোচনা করতে হবে অস্থির মূলধনের তার প্রস্থান-বিন্দুতে এই যে প্রত্যাবর্তন, সেই প্রসঙ্গে।

পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের ২নং বর্গটি গঠিত হয় উৎপাদনের বহু বিচিত্র শাখা নিয়ে, যেগুলিকে অবশ্য তাদের উৎপন্ন অনুসারে দুটি বৃহৎ উপ-বিভাগে :

ক) ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী, যেগুলি প্রবেশ করে শ্রমিক-শ্রেণীর পরিভোগ, এবং যতটা পর্যন্ত সেগুলি জীবন-ধারণের আবশ্যিক দ্রব্য, ততটা পর্যন্ত তা গঠন করে ধনিক শ্রেণীর পরিভোগের একটি অংশও—এমনকি যদিও সেগুলি গুণমান ও মূল্যের দিক থেকে ভিন্নও হয়। আমাদের আলোচনার জন্য আমরা এই সমগ্র উপবিভাগটিকে অভিহিত করতে পারি পরিভোক্তার **আবশ্যিক দ্রব্যাদি**—এমন একটি দ্রব্য, যেমন তামাক, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে **আবশ্যিক দ্রব্য** কিনা, তা নির্বিশেষে। এটাই যথেষ্ট যে অভ্যাসগত ভাবে এটা একটা আবশ্যিক দ্রব্য।

খ) **বিলাস দ্রব্যাদি**, যেগুলি কেবল ধনিক শ্রেণীর পরিভোগেই প্রবেশ করে এবং সেই কারণে বিনিময়িত হতে পারে কেবল ব্যয়িত উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গেই, যা কখনো শ্রমিকের ভাগে পড়ে না।

প্রথম বর্গটি সম্পর্কে এটা পরিষ্কার যে, তার অন্তর্গত পণ্যসম্ভারের উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনটির অর্থ-রূপে অবশ্যই প্রতি-প্রবাহিত হবে সরাসরি ধনিক শ্রেণী ২-এর সেই অংশটির (অর্থাৎ ধনিকগোষ্ঠী ২ ক-এর) কাছে, যারা জীবনের এই আবশ্যিক দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করেছে। মজুরি হিসাবে তাদের নিজেদের শ্রমিকদের তারা যে অস্থির মূলধন দিয়েছে, কেবল সেই পরিমাণেই তারা তাদের কাছে বিক্রয় করে। ধনিক শ্রেণী ২-এর এই গোটা ক-উপবিভাগটির ক্ষেত্রে এই প্রতিপ্রবাহটি **সরাসরি**, শিল্পের সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহের ধনিকদের মধ্যে লেনদেনগুলি—যেগুলির মাধ্যমে প্রতি-প্রবাহিত অস্থির মূলধন হারাহারি ভাবে (pro-rate) বণ্টিত হয়—সেগুলি যত অসংখ্যই হোক না কেন। এগুলি হল সঞ্চলনের প্রক্রিয়া, যাদের সঞ্চলনের উপায়সমূহ সরাসরি সরবরাহ-কৃত হয় শ্রমিকদের দ্বারা ব্যয়িত অর্থের দ্বারা। উপবিভাগ ২ খ-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। এই উপবিভাগে উৎপাদিত মূল্যের সমগ্র অংশটি, ২ খ (অ+উ), অবস্থান করে বিলাস-দ্রব্যাদির দৈহিক রূপে, অর্থাৎ সেই সব দ্রব্য সামগ্রী যেগুলি শ্রমিকেরা উৎপাদনের উপায়-উপকরণের আকারে অবস্থিত পণ্য-মূল্য ১ অ যে-পরিমাণে ক্রয় করতে পারে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্রয় করতে পারে না—যদিও ঘটনাটি এই যে বিলাসের দ্রব্য-সামগ্রী এবং উৎপাদনের

উপায়-উপকরণ উভয়ই হচ্ছে এই শ্রমিকদের উৎপন্ন। অতএব যে প্রতি-প্রবাহের দ্বারা এই উপবিভাগে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনটি তার অর্থ-রূপে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-কারীদের কাছে ফিরে যায়, তা কখনো সরাসরি হতে পারে না—১ অ-এর মত তাকেও যেতে হবে মধ্যস্থের মাধ্যমে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে অ = ৫০০ এবং উ = ৫০০, যেমন তারা করেছিল সমগ্র ২ নং শ্রেণীটির ক্ষেত্রে; কিন্তু অস্থির মূলধনটি এবং আনুষঙ্গিক উদ্বৃত্ত-মূল্যটি বন্টিত এইভাবে :

উপবিভাগ ক, জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদি : অ = ৪০০; উ = ৪০০; অতএব পরিভোগ্য আবশ্যিক দ্রব্যাদিতে এমন পরিমাণ পণ্য যার মূল্য ৪০০ $_{অ}$ + ৪০০$_{উ}$ = ৮০০, কিংবা ২ক (৪০০$_{অ}$ + ৪০০$_{উ}$)।

উপবিভাগ খ, বিলাস-দ্রব্যাদি, যার মূল্য ১০০ $_{অ}$ + ১০০$_{উ}$ = ২০০; কিংবা ২ খ (১০০ $_{অ}$ + ১০০$_{উ}$)।

২ খ-এর শ্রমিকেরা তাদের শ্রম-শক্তির মজুরি হিসাবে পেয়েছে অর্থের আকারে ১০০, কিংবা £ ১০০। এই অর্থ দিয়ে তারা ২ খ-এর ধনিকদের কাছ থেকে কেনে একই পরিমাণে ভোগ্য দ্রব্যাদি। ঐ একই অর্থ দিয়ে এই শ্রেণীর ধনিকেরা কেনে £ ১০০ মূল্যের ২ খ-এর পণ্যসামগ্রী, এবং এইভাবে ২ ক-এর ধনিকদের অস্থির মূলধন অর্থের আকারে ফিরে যায় তাদের কাছে।

২ ক-এ ধনিকদের হাতে আবার আসে অর্থের আকারে ৪০০$_{অ}$, যা পাওয়া গিয়েছে তাদের নিজেদের শ্রমিকদের সঙ্গেই বিনিময়ের মাধ্যমে। তা ছাড়া, কিন্তু উৎপন্ন-সামগ্রীর তার চার ভাগের এক ভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে ২ খ-এর শ্রমিকদের কাছে, এবং বিনিময়ে বিলাস দ্রব্যের আকারে পাওয়া গিয়েছে ২ খ (১০০ $_{অ}$)।

এখন যদি ধরা যায় যে ২ ক এবং ২ খ-এর ধনিকেরা তাদের প্রত্যাগমের ব্যয়কে জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদি এবং বিলাস-দ্রব্যাদির মধ্যে ভাগ করে একই অনুপাতে—যেমন আবশ্যিক দ্রব্যাদির জন্য তিন-পঞ্চমাংশ এবং বিলাস-দ্রব্যাদির জন্য দুই পঞ্চমাংশ—তা হলে ২ ক উপ-শ্রেণীর ধনিকেরা উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে তাদের প্রত্যাগমের ৪০০ উ-এর তিন পঞ্চমাংশ, বা ২৪০, ব্যয় করবে তাদের নিজেদেরই উৎপন্ন জীবনের আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য, এবং দুই পঞ্চমাংশ, বা ১৬০, বিলাস দ্রব্যাদির জন্য। ২ খ উপ-শ্রেণীর ধনিকেরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যকে, ১০০ উ-কে, ভাগ করবে একই ভাবে : তিন পঞ্চমাংশ, বা ৬০, আবশ্যিক দ্রব্যাদির জন্য,এবং দুই পঞ্চমাংশ, বা ৪০, বিলাস দ্রব্যাদির জন্য—দ্বিতীয়টি উৎপাদিত এবং পরিভুক্ত হয় তাদের নিজেদেরই উপ-শ্রেণীতে।

বিলাস-দ্রব্যাদিতে (২ক) উ-এর দ্বারা প্রাপ্ত ১৬০ ২ক ধনিকদের হাতে চলে যায়

এইভাবে: যেমন আমরা দেখেছি (২ক) ৪০০$_{উ}$-এর ১০০ বিনিমিত হয় আবশ্যিক দ্রব্যাদির আকারে সম-পরিমাণ (২খ) $_{অ}$-এর বদলে, যা থাকে বিলাস-দ্রব্যাদির আকারে, এবং আরো ৬০, গঠিত আবশ্যিক দ্রব্যাদি দিয়ে (২খ) ৬০ $_{উ}$-এর বদলে, গঠিত বিলাস দ্রব্যাদি দিয়ে। মোট হিসাবটা তা হলে দাঁড়ায় এই রকম:

২ক: ৪০০ $_{অ}$+৪০০$_{উ}$; ২খ: ১০০ $_{অ}$+১০০ $_{উ}$।

১) ৪০০ $_{অ}$ (ক) পরিভুক্ত হয় ২ ক-এর শ্রমিকদের দ্বারা, যার উৎপন্ন সামগ্রীর একটি অংশ (আবশ্যিক দ্রব্যাদি) তারা গঠন করে। শ্রমিকেরা সেগুলি ক্রয় করে তাদের নিজেদের উপ-বিভাগের ধনিক উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে। এই ধনিকেরা এইভাবে পুনরুদ্ধার করে অর্থের আকারে £৪০০, যেটা হচ্ছে এই একই মজুরদের মজুরি হিসাবে দেওয়া তাদের ৪০০ পরিমাণ অস্থির মূলধনের মূল্য। এ দিয়ে এখন তারা আবার শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে পারে।

২) ৪০০$_{উ}$ (ক)-এর একটা অংশ, সমান ১০০$_{অ}$ (খ), উদ্বৃত্ত-মূল্য (ক)-এর এক-চতুর্থাংশ বিলাস-দ্রব্যাদিতে বাস্তবায়িত হয় এইভাবে: শ্রমিকেরা (খ) তাদের উপ-বিভাগ (খ)-এর ধনিকদের কাছ থেকে মজুরি হিসাবে পেয়েছিল £১০০। এই পরিমাণটির সাহায্যে তারা ক্রয় করে উদ্বৃত্ত-মূল্য (ক)-এর এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদি নিয়ে গঠিত পণ্যসম্ভার। এই অর্থ দিয়ে (ক)-এর ধনিকেরা ক্রয় করে একই পরিমাণ বিলাস দ্রব্যাদি, যা হয় ১০০$_{অ}$ (খ)-এর সমান, অথবা বিলাস দ্রব্যের সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেক। এইভাবে খ ধনিকেরা ফিরে পায় তাদের অস্থির মূলধন অর্থের আকারে এবং সক্ষম হয় শ্রম-শক্তি ক্রয় করে পুনরুৎপাদন আবার শুরু করতে, কেননা সমগ্র বর্গ ২-এর গোটা স্থির মূলধনটাই ২$_{স}$-এর বদলে ১ (অ+উ) -এর বিনিময়ের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়েছে। অতএব, বিলাস শ্রমিকদের শ্রম-শক্তি নোতুন করে বিক্রয়যোগ্য হয় কেবল এই কারণে যে, তাদের মজুরির তুল্যমূল্য হিসাবে সৃষ্ট তাদের নিজেদের উৎপন্নের অংশটি ২ ক-এর ধনিকদের দ্বারা গৃহীত হয় তাদের পরিভোগ-ভাণ্ডারে, রূপান্তরিত হয় অর্থে। (১-এর শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় একই জিনিস, কেননা ২$_{স}$—যার সঙ্গে বিনিমিত হয় ১ (অ+উ) —গঠিত হয় বিলাস দ্রব্য এবং আবশ্যিক দ্রব্য উভয়ের দ্বারা, এবং যা নবীকৃত হয় ১ (অ+উ) -এর দ্বারা, তাই গঠন করে বিলাস দ্রব্য এবং আবশ্যিক দ্রব্য উভয়েরই উৎপাদনের উপায়।)

৩) আমরা এখন আসি ক এবং খ-এর মধ্যেকার বিনিময়ে; যা কেবল দুটি উপবিভাগের ধনিকদের মধ্যে বিনিময় মাত্র। এই পর্যন্ত আমরা ক-এর অন্তর্ভুক্ত অস্থির মূলধন (৪০০ $_{অ}$) এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ (১০০$_{উ}$), এবং খ-এর

অন্তর্ভুক্ত অস্থির মূলধন ($১০০_{\text{অ}}$)-এর ব্যবস্থা করেছি। আমরা আরো ধরে নিয়েছি যে ধনিক প্রত্যাগমের ব্যয়ের গড় অনুপাত উভয় শ্রেণীতেই বিলাস-সামগ্রীর জন্য দুই-পঞ্চমাংশ এবং আবশ্যিক সামগ্রীর জন্য তিন-পঞ্চমাংশ। বিলাস-সামগ্রীর জন্য ইতি-মধ্যেই ব্যয়িত ১০০ ছাড়া, গোটা ক উপবিভাগটিকে এখনো বিলাস-সামগ্রীর জন্য বরাদ্দ করতে হবে ৬০, এবং খ-কে বরাদ্দ করতে হবে আনুপাতিক ভাবে ৪০।

তা হলে (২ক) $_{\text{উ}}$ বিভক্ত হয় আবশ্যিক সামগ্রীর জন্য ২৪০ এবং বিলাস-সামগ্রীর জন্য ১৬০ এ, অথবা $২৪০ + ১৬০ = ৪০০_{\text{উ}}$ (২ক)।

(২খ) $_{\text{উ}}$ বিভক্ত হয় আবশ্যিক সামগ্রীর জন্য ৬০ এবং বিলাস সামগ্রীর ৪০-এ, $৬০ + ৪০ = ১০০_{\text{উ}}$ (২খ)। শেষোক্ত ৪০ পরিভুক্ত হয় এই শ্রেণীর দ্বারা তার নিজেরই উৎপন্ন থেকে (তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের দুই-পঞ্চমাংশ); আবশ্যিক সামগ্রীতে ৬০ এই শ্রেণীর দ্বারা অর্জিত হয় $৬০_{\text{উ}}$ (ক)-এর সঙ্গে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের ৬০-এর বিনিময়ের মাধ্যমে।

তা হলে, গোটা ধনিক শ্রেণী ২-এর জন্য আমাদের থাকে এই (অ যোগ উ— আবশ্যক দ্রব্যাদি নিয়ে গঠিত উপবিভাগ [ক-] এবং বিলাস দ্রব্যাদি নিয়ে গঠিত [খ-]) :

২ক ($৪০০_{\text{অ}} + ৪০০_{\text{উ}}$) + ২খ ($১০০_{\text{অ}} + ১০০_{\text{উ}}$) = ১,০০০ ; এই গতি-ক্রিয়ার ফলে এই ভাবে বাস্তবায়িত হয় : $৫০০_{\text{অ}}$ (ক + খ) [$৪০০_{\text{অ}}$ (ক) এবং $১০০_{\text{উ}}$ (ক)-এ বাস্তবায়িত] + $৫০০_{\text{উ}}$ (ক + খ) [$৩০০_{\text{উ}}$ (ক) + $১০০_{\text{অ}}$ (খ) + $১০০_{\text{উ}}$ (খ)-এ বাস্তবায়িত] = ১,০০০।

ক এবং খ-এর ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবে হিসাব করলে, আমরা পাই নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন :

$$\text{ক)}\quad \frac{\text{অ}}{৪০০_{\text{অ}}\,(\text{ক})} + \frac{\text{উ}}{২৪০_{\text{উ}}\,(\text{ক}) + ১০০_{\text{অ}}\,(\text{খ}) + ৬০_{\text{উ}}\,(\text{খ})} = ৮০০$$

$$\text{খ)}\quad \frac{\text{অ}}{১০০_{\text{উ}}\,(\text{ক})} + \frac{\text{উ}}{৬০_{\text{উ}}\,(\text{ক}) + ৪০_{\text{উ}}\,(\text{খ})} = \frac{২০০}{১,০০০}$$

সরলতার স্বার্থে আমরা যদি অস্থির এবং স্থির মূলধনের মধ্যে একই অনুপাত ধরে নেই (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যা আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই), তা হলে আমরা পাই ৪০০ অ (ক)-এর জন্য ১,৬০০ পরিমাণ স্থির মূলধন এবং ১০০ অ (খ)-এর জন্য ৪০০ পরিমাণ স্থির মূলধন। তা হলে আমরা ২-এ পাই নিম্নোক্ত দুটি উপবিভাগ, ক এবং খ :

২ক) $১,৬০০_{স} + ৪০০_{অ} + ৪০০_{উ} = ২,৪০০$

২খ) $৪০০_{স} + ১০০_{অ} + ১০০_{উ} = ৬০০$

যোগ করলে দাঁড়ায়ঃ

$২,০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} = ৩,০০০$

অনুরূপ ভাবে ভোগ্য দ্রব্যাদিতে ২,০০০ $২_{স}$-এর ১,৬০০, যা বিনিমিত হয় ২,০০০ $১_{(অ+উ)}$-এর সঙ্গে, তা বিনিমিত হয় জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে এবং ৪০০ বাকি বিনিমিত হয় বিলাস দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপায়-সমূহের সঙ্গে।

সুতরাং ২,০০০ ১ (অ+উ) পর্যবসিত হবে ($৮০০_{অ} + ৮০০_{উ}$) ১-এ—ক-এর ক্ষেত্রে, সমান আবশ্যিক দ্রব্যাদির ১,৬০০ উৎপাদন-উপায়, এবং ($২০০_{অ} + ২০০_{উ}$) ১-এ—খ-এর ক্ষেত্রে, সমান বিলাস-দ্রব্যাদির ৪০০ উৎপাদন-উপায়।

শ্রমের হাতিয়ার এবং কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর একটি প্রভূত অংশ দুটি ক্ষেত্রের জন্য একই। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটা মোট উৎপন্ন $১_{(অ+উ)}$-এর মূল্যের বিবিধ অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেখানে এই ধরনের বিভাজন হবে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। উল্লিখিত ১-এর $৮০০_{অ}$ এবং ১-এর $২০০_{অ}$ উভয়ই বাস্তবায়িত হয় কারণ মজুরি ব্যয়িত হয় ভোগের দ্রব্যসামগ্রী ১,০০০ $২_{স}$-এর জন্য; সুতরাং এই উদ্দেশ্যে অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধন তার প্রত্যাগমনের পরে সমভাবে বণ্টিত হয় ১-এর ধনিক উৎপাদনকারীদের মধ্যে, তাদের অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন হারাহারি ভাবে (pro rata) প্রতিস্থাপিত হয় অর্থের আকারে। অন্য দিকে, যেখানে ১,০০০ $১_{উ}$ সংশ্লিষ্ট, সেখানে ধনিকেরা অনুরূপ সমভাবে গ্রহণ করবে (তাদের উ-এর আয়তন অনুপাতে) $২_{স}$-এর সমগ্র দ্বিতীয় অংশটি থেকে ভোগের উপকরণে ৬০০ ২ক এবং ৪০০ ২খ, সমান ১,০০০; কাজে কাজেই যারা প্রতিস্থাপন করবে ২ক-এর স্থির মূলধন, তারাই গ্রহণ করবে।

$৬০০_{স}$ (২ক)-এর ৪৮০ (তিন-পঞ্চমাংশ) এবং $৪০০_{স}$ (২খ)-এর ৩২০, (দুই-পঞ্চমাংশ) মোট ৮০০; যারা প্রতিস্থাপন করবে ২খ-এর স্থির মূলধন, তারা গ্রহণ করবে।

$৬০০_{স}$ (২ক)-এর ১২০ (তিন-পঞ্চমাংশ) এবং $৪০০_{স}$ (২খ)-এর ৮০ (দুই-পঞ্চমাংশ), যা সমান ২০০। সামগ্রিক মোট ১,০০০।

যেটা এখানে খুশিমত ধরে নেওয়া হয়েছে, 'সেটা হল ১ এবং ২ উভয়কেই স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের অনুপাত; ১ ও ২ এবং তাদের উপ-বিভাগগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাতের অভিন্নতাও তাই। এই অভিন্নতা সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে সরলতার স্বার্থে, এবং যদি আমরা বিভিন্ন অনুপাতও ধরে নিতাম, তা হলেও তা কোনো ক্রমেই সমস্যার এবং তার সমাধানের অবস্থাবলীতে পরিবর্তন ঘটাত না। যাই-হোক, সরল পুনরুৎপাদনের ধারণার ভিত্তিতে এইসব কিছুর অবশ্যম্ভাবী ফল হল নিম্নরূপ:

১) এক বছরের শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের উপায়ের দৈহিক রূপে সৃষ্ট নোতুন মূল্য (অ+উ-তে বিভাজ্য) বার্ষিক শ্রমের অপর অংশের দ্বারা সৃষ্ট এবং ভোজ্য দ্রব্যাদির হিসাবে পুনরুৎপাদিত উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যের মধ্যে বিধৃত স্থির মূলধন স-এর সমান। যদি সেটা হত $২_{স}$-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর, তা হলে তার স্থির মূলধনকে সমগ্র ভাবে প্রতিস্থাপন করা হত অসম্ভব; যদি সেটা হত বৃহত্তর, তা হলে একটি উদ্বৃত্ত থাকত অব্যবহৃত। যে কোনো ক্ষেত্রেই সরল পুনরুৎপাদনের যে অবস্থাটা ধরে নেওয়া হয়েছে, সেটা লঙ্ঘিত হত।

২) ভোগ্য দ্রব্যাদির রূপে যে বার্ষিক উৎপন্ন পুনরুৎপাদিত হয়, তার ক্ষেত্রে অস্থির মূলধন অ, যা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে অর্থের রূপে, তা তার প্রাপকদের দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে—যেহেতু তারা বিলাস দ্রব্য-উৎপাদনকারী শ্রমিক—জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদির কেবল সেই অংশটিতে, যা তাদের ধনিক উৎপাদনকারীদের জন্য স্পষ্টতঃই মূর্ত করে তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যকে; অতএব বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদনে ব্যয়িত ঐ অ মূল্যের দিক থেকে আবশ্যিক দ্রব্যাদির রূপে উৎপাদিত উ এর একটি অনুরূপ অংশের সমান, এবং অতএব অবশ্যই হবে এই উ-এর গোটাটার চেয়ে অর্থাৎ $২(ক)_{স}$-এর চেয়ে, কম, এবং বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদনকারী ধনিকদের দ্বারা অস্থির মূলধনটি তাদের কাছে অর্থের রূপে ফিরে আসে কেবল উ-এর এই অংশে অ-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এই ঘটনাটি $২_{স}$-এ $১_{(অ+উ)}$-এর বাস্তবায়নের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ—এইটুকু ছাড়া যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে $(২খ)_{অ}$ নিজেকে বাস্তবায়িত করে (২ক) উ-এর একই মূল্যের একটি অংশ। মোট বার্ষিক উৎপন্নের প্রত্যেকটি বণ্টনে এই অনুপাতগুলিই থাকে পরিমাণগত ভাবে নির্ধারক, কেননা সঙ্কলনের দ্বারা সংঘটিত বার্ষিক উৎপাদন-প্রক্রিয়াটির মধ্যে তা কার্যতঃই প্রবেশ করে। $১_{(অ+উ)}$-কে বাস্তবায়িত করা যায় কেবল $২_{স}$-এ, ঠিক যেমন $২_{স}$ কার্য ক্ষেত্রে নবীকৃত হতে পারে, কেবল এই বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মূলধনের একটি গঠনকারী অংশ হিসাবে, একই ভাবে, $(২খ)_{অ}$ বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল $(২ক)_{উ}$-এর একটি অংশ-

মাত্রে এবং (২ খ) $_{অ}$ কেবল এই ভাবেই পুনঃরূপান্তরিত হতে পারে অর্থ-মূলধনের রূপে। এ কথা না বললেও চলে যে এটা খাটে কেবল তত দূর পর্যন্ত, যত দূর পর্যন্ত এই সবই বস্তুতঃ স্বয়ং পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ারই একটি ফল, অর্থাৎ যত দূর পর্যন্ত ২খ-এর ধনিকেরা, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অন্যান্যের কাছ থেকে ধারে অর্থ-মূলধন পায় না। পরিমাণগত ভাবে অবশ্য বার্ষিক উৎপন্নের বিবিধ অংশগুলির বিনিময় উপরে নির্দেশিত বিবিধ অনুপাতে ঘটতে পারে কেবল তত কাল পর্যন্ত, যত কাল পর্যন্ত উৎপাদনে আয়তন এবং মূল্য-সম্পর্কসমূহ অপরিবর্তিত থাকে এবং যত কাল এই কঠোর সম্পর্ক-সমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা পরিবর্তিত না হয়।

এখন অ্যাডাম স্মিথের মত আমাদের যদি বলতে হয় যে, ১ (অ+উ) নিজেদেরকে পর্যবসিত করে ২$_{স}$-এ, এবং ২$_{স}$ নিজেকে পর্যবসিত করে ১ (অ+উ) -এ, অথবা যেমন তিনি আরো ঘনঘন এবং আরো উদ্ভট ভাবে বলতেন যে, ১ (অ+উ) গঠন করে ২$_{স}$-এর দামের (কিংবা তাঁর কথামত, "বিনিময়-মূল্যের") বিবিধ অংশ, এবং ২$_{স}$ গঠন করে ১ (অ+উ) -এর সমগ্র গঠনকারী অংশ, তা হলে কেউ একথা একই ভাবে বলতে পারেন এবং বলা উচিত যে, (২ খ) $_{অ}$ নিজেকে পর্যবসিত করে (২ ক)$_{উ}$-এ, অথবা (২ ক) $_{উ}$ নিজেকে পর্যবসিত করে (২ খ) $_{অ}$-এ, অথবা (২ খ)$_{অ}$ গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি "গঠনকারী অংশ", এবং উল্টো ভাবে; উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করে "মজুরিতে" বা অস্থির মূলধনে, এবং অস্থির মূলধন গঠন করে "উদ্বৃত্ত-মূল্যের" একটি "গঠনকারী অংশ"। এই উদ্ভট ব্যাপারটা বাস্তবিকই অ্যাডাম স্মিথের মধ্যে দেখা যায়, কেননা তাঁর মতে মজুরি নির্ধারিত হয় জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যের দ্বারা, এবং এই পণ্য মূল্যগুলি আবার নির্ধারিত হয় মজুরির মূল্য (অস্থির মূলধন) এবং সেগুলির মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা। একটি কর্ম-দিবসের মূল্য-উৎপন্নের ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত ভগ্নাংশগুলিতে—যথা, অ যোগ উ—তিনি এমন ভাবে মগ্ন যে, তিনি সম্পূর্ণ ভুলে যান যে সরল পণ্য-বিনিময়ে এটা একেবারে গুরুত্বহীন যে, বিবিধ দৈহিক রূপে অবস্থিত সমার্ঘ সমূহ মজুরি-প্রাপ্ত বা মজুরি-বঞ্চিত শ্রম দিয়ে গঠিত কিনা, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই তাদের উৎপাদনে খরচ হয় একই পরিমাণ শ্রম; এবং এটাও একেবারে গুরুত্বহীন যে ক-এর পণ্যটি উৎপাদনের উপায় এবং খ-এর পণ্যটি পরিভোগের সামগ্রী কিনা, এবং একটি পণ্য তার বিক্রয়ের পরে মূলধনের গঠনকারী অংশ হিসাবে কাজ করবে কিনা যখন আরেকটি অংশ চলে যায় পরিভোগ ভাণ্ডারে এবং, Secundum অ্যাডাম, পরিভুক্ত হয় প্রত্যাগম হিসাবে। ব্যক্তিগত ক্রেতা তার পণ্যকে যে ব্যবহার প্রয়োগ করে, তা পণ্য-বিনিময়ের পরিধির মধ্যে, সঞ্চলনের আওতার মধ্যে, আসে না, এবং পণ্যের মূল্যকে প্রভাবিত করে না।

এটা এই ঘটনার দ্বারা কোনো ভাবেই পরিবর্তিত হয় না যে সমগ্র বার্ষিক সামাজিক উৎপন্নের সঙ্কলনের বিশ্লেষণের কাজে—যে নির্দিষ্ট কাজটির জন্য তা উদ্দিষ্ট, সেই কাজে —উক্ত উৎপন্নের বিবিধ গঠনকারী অংশের পরিভোগের বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

(২ক)$_{\text{উ}}$-এর একই মূল্যের একটি অংশের সঙ্গে (২খ)$_{\text{অ}}$-এর যে বিনিময় উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং (২ক)$_{\text{উ}}$ এবং (২খ)$_{\text{উ}}$-এর মধ্যে আরো যে-সব বিনিময় ঘটে, তাতে, এটা কোনো মতেই ধরে নেওয়া হয় না যে, ব্যক্তিগত ধনিকেরা কিংবা তাদের বিবিধ সমষ্টিগুলি তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যকে ভোগের আবশ্যিক দ্রব্যাদি এবং বিলাস দ্রব্যাদির মধ্যে একই অনুপাতে বিভক্ত করে। একজন এই ধরনের ভোগের জন্য, আরেক জন অন্য ধরনের ভোগের জন্য বেশি ব্যয় করতে পারে। সরল পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে এটা কেবল ধরে নেওয়া হয় যে, গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটির সমান একটি মূল্য-সমষ্টি পরিভোগ-ভাণ্ডারে বাস্তবায়িত হয়। মাত্রাগুলি এইভাবে নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেকটি বিভাগেই একজন ক-এ বেশি ব্যয় করতে পারে, আরেক জন খ-এ। কিন্তু এটা নিজেকে পারস্পরিক ভাবে প্রতিপূরণ করতে পারে, যাতে করে ক-এর ধনিক গোষ্ঠী এবং খ-এর ধনিক গোষ্ঠী একটি সমগ্র হিসাবে গণ্য হলে প্রত্যেকটিই অংশ গ্রহণ করে দুটিতেই। মূল্য-সম্পর্ক সমূহ—উৎপন্ন ২-এর মোট মূল্যে, দু-ধরনের উৎপাদন-কারীর, ক এবং খ-এর, আনুপাতিক অংশ—অতএব, উক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ-কারী উৎপাদন-শাখাদুটির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণগত সম্পর্কও—প্রত্যেকটি বাস্তব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে ; দৃষ্টান্ত হিসাবে যে অনুপাতটি নেওয়া হয়েছে সেটি কিন্তু কাল্পনিক। যদি অন্য একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া হত, তা হলেও গুণগত দিকগুলি পরিবর্তিত হত না ; কেবল পরিমাণগত নির্ধারণগুলিই পরিবর্তিত হত। কিন্তু যদি কোনো ঘটনার দরুন ক এবং খ-এর আপেক্ষিক আয়তনে বস্তুতঃই কোনো পরিবর্তন ঘটে, তা হলে সরল পুনরুৎপাদনের অবস্থাবলীও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

যেহেতু (২খ)$_{\text{অ}}$ বাস্তবায়িত হয় (২ক)$_{\text{উ}}$-এর তুল্য মূল্য অংশে, সেহেতু এটা অনুসরণ করে যে, বার্ষিক উৎপন্নের বিলাস-অংশটি যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, অতএব বিলাস-দ্রব্য উৎপাদনে পরিভুক্ত শ্রম-শক্তির অংশ যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইমত অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপ হিসাবে নোতুন করে ক্রিয়াশীল অর্থ-মূলধনে (২খ)$_{\text{অ}}$-এ অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের পুনঃরূপান্তরণ এবং তার ফলে ২খ-এ নিযুক্ত শ্রমিক-শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট অংশটির অস্তিত্ব ও পুনরুৎপাদন—তাদের জন্য আবশ্যিক দ্রব্যাদির সরবরাহ – নির্ভর করে ধনিক শ্রেণীর অমিতব্যয়িতার উপরে, তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিলাস-দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়ের উপরে।

প্রত্যেক সংকটই সঙ্গে সঙ্গে বিলাস-দ্রব্যাদির ভোগ কমিয়ে দেয়। তা অর্থ-মূলধনে

(২ খ) অ-এর পুনঃরূপান্তরণকে ব্যাহত করে, বিলম্বিত করে ; কেবল আংশিক পুনঃ-রূপান্তরণেরই সুযোগ দেয় এবং এইভাবে বিলাস-দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিককে বেকার করে দেয় ; অন্য দিকে তা পরিভোগ্য আবশ্যিক দ্রব্যাদির বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি করে এবং তার হ্রাস ঘটায়। এবং যে-অনুৎপাদনশীল শ্রমিকেরা এই সময়ে কর্মচ্যুত হয়, যে-শ্রমিকেরা ধনিকদের বিলাসী ব্যয়-ভাণ্ডারের একটা অংশ তাদের কাজের বিনিময়ে পায় (এই শ্রমিকেরা নিজেরাই pro tanto বিলাস-সামগ্রী) এবং যারা আবশ্যিক দ্রব্যাদির পরিভোগে একটা বড় অংশ গ্রহণ করে, তাদের কথা উল্লেখ না করেই এই অবস্থা। সমৃদ্ধির সময়ে ঘটে ঠিক বিপরীত অবস্থা, বিশেষ করে মেকি সমৃদ্ধির মরশুমে, যখন, পণ্যের হিসাবে প্রকাশিত, অর্থের আপেক্ষিক মূল্য অন্যান্য কারণেও কমে যায় (মূল্যে বস্তুতঃ কোনো বিপ্লব ছাড়াই) যার দরুন পণ্যের দাম তার নিজের মূল্য থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই বৃদ্ধি পায়। কেবল জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদির দামই যে বৃদ্ধি পায়, তা নয়। শ্রমিক শ্রেণীও (যা এখন তার গোটা মজুদ বাহিনীর সক্রিয় সংযোজনে পরিপুষ্ট হয়) সাময়িক ভাবে ভোগ করে সেই সব বিলাস দ্রব্যাদি, যেগুলি সাধারণ অবস্থায় থাকে তাদের নাগালের বাইরে, এবং সেই সব আবশ্যিক দ্রব্য, যেগুলির বেশির ভাগই অন্য সময়ে কেবল ধনিক শ্রেণীরই "আবশ্যিক" পরিভোগ-সামগ্রী থাকে। এর ফলেও দাম বেড়ে যায়।

একথা বলা যে, সংকট সংঘটিত হয় কার্যকর পরিভোগের, তথা কার্যকর পরি-ভোক্তাদের, স্বল্পতার দ্বারা—আসলে কেবল একই কথার পুনরুক্তি করা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি কার্যকর পরিভোগ পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো উৎপাদন পদ্ধতি জানে না—sub forma pauperis অথবা প্রতারকের উৎপাদন-পদ্ধতি বাদে। পণ্য অবিক্রয়-যোগ্য—এ কথার মানে কেবল এই যে সেগুলির জন্য কোনো কার্যকর ক্রেতা অর্থাৎ পরিভোক্তা পাওয়া যায় নি (যেহেতু শেষ বিশ্লেষণে পণ্য ক্রয় করা হয় উৎপাদনশীল বা ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য) কিন্তু কেউ যদি এই একই কথার পুনরুক্তিটিকে একটি বিচক্ষণ যুক্তির চেহারা দিতে চান এবং বলেন যে, শ্রমিক শ্রেণী তার নিজের উৎপন্ন ফলের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ পায় এবং যখনি সে তার একটি বৃহত্তর অংশ পাবে, এবং ফলতঃ তার মজুরি বৃদ্ধি পাবে, তখনি এই সমস্যার প্রতিকার হয়ে যাবে, তা হলে কেবল এই মন্তব্যই করা যায় যে সব সময়েই সংকটের প্রস্তুতি ঘটে ঠিক সেইসব মরশুমে, যখন মজুরি বৃদ্ধি পায় সাধারণ ভাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী বস্তুতঃই পায় বার্ষিক উৎপন্নের সেই অংশটির একটি বৃহত্তর বরাদ্দ, যা নির্দিষ্ট থাকে পরিভোগের জন্য। সুস্থ এবং "সরল" (!) কাণ্ডজ্ঞানের এই সব প্রবক্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন একটি মরশুম বরং সংকট অপসারিত করবে। তা হলে, এটা প্রতিভাত হয় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারণ করে ভাল বা মন্দ ইচ্ছা থেকে নিরপেক্ষ অবস্থাবলীকে, এমন অবস্থাবলীকে যা

শ্রমিক শ্রেণীকে কেবল সাময়িক ভাবেই সুযোগ দেয় আপেক্ষিক সমৃদ্ধি পরিভোগ করার, এবং সেটাও সব সময়েই কেবল একটি আসন্ন সংকটের অগ্রদূত হিসাবে।[৪৭]

একটু আগে আমরা দেখেছি যে পরিভোগ্য আবশ্যিক দ্রব্য এবং বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদনের জন্য আবশ্যক হয় ২ক এবং ২খ-এর মধ্যে ২ (অ + উ)-এর বিভাজন, এবং এই ভাবে (২ক)$_{স}$ এবং (২খ)$_{স}$-এর মধ্যে ২$_{স}$-এর বিভাজন। অতএব এই বিভাজন উৎপাদনের চরিত্র এবং পরিমাণগত সম্পর্কসমূহকে প্রভাবিত করে তাদের মূল পর্যন্ত, এবং কাজ করে তার সাধারণ কাঠামোর একটি নির্ধারক উপাদান হিসাবে।

সরল পুনরুৎপাদন মূলতঃ পরিচালিত হয় পরিভোগের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্য হস্তগত করাটাই দেখা দেয় ব্যক্তিগত ধনিকদের আবশ্যিক তাড়না হিসাবে; কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য—তার আপেক্ষিক আয়তন যাই হোক না কেন—গণ্য হয় কেবল ধনিকের ব্যক্তিগত পরিভোগের সামগ্রী হিসাবে।

যেহেতু সম্প্রসারিত আয়তনে সমস্ত বাৎসরিক পুনরুৎপাদনেরই একটি অংশ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সরল পুনরুৎপাদন, সেই হেতু এই তাড়নাটি থাকে আত্ম-সমৃদ্ধির তাড়নার একটি অনুষঙ্গ এবং প্রতিতুলনা হিসাবে। বাস্তবে ব্যাপারটি আরো বেশি জটিল, কারণ ধনিক কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই যে লুণ্ঠন, তার শরিকেরা দেখা দেয় তার থেকে স্বতন্ত্র পরিভোক্তা হিসাবে।

৫. অর্থ-সঞ্চলনের দ্বারা বিনিময়ের মধ্যস্থতা

এ তাবৎ আমরা সঞ্চলনের যে বিশ্লেষণ করেছি, তাতে তা বিবিধ শ্রেণীর উৎপাদন-কারীদের মধ্যে নিম্ন-নির্দেশিত প্রণালীতে অগ্রসর হয়েছে:

১) শ্রেণী ১ এবং শ্রেণী ২-এর মধ্যে:

$$১.\quad ৪,০০০_{স} + \underbrace{১,০০০_{অ} + ১,০০০_{উ}}_{২,০০০}$$

$$২.\quad \cdots\cdots \qquad\qquad \cdots\cdots + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ}$$

এটা ২$_{স}$ = ২০০০-এর সঞ্চলনের বিলিবন্দেজ করে, যা বিনিমিত হয় ১(১০০০$_{অ}$ + ১০০০$_{উ}$)-এর বদলে।

৪৭. রডবার্টের সংকট-বিষয়ক তত্ত্বের সম্ভাব্য অনুসারীদের জন্য দ্রষ্টব্য।—এঙ্গেলস।

৪০০০ ১ $_{\text{স}}$-কে আপাততঃ সরিয়ে রেখে, ২ শ্রেণীর মধ্যে তখনো থেকে যায় অ+উ-এর সঙ্কলন এখন ২ (অ+উ) বিভক্ত হয় উপশ্রেণী ২ক এবং উপশ্রেণী ২খ-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে:

$$\text{১)}\quad \text{২}\ \ \text{৫০০}_{\text{অ}}+\text{৫০০}_{\text{উ}}=\text{ক}\ (\text{৪০০}_{\text{অ}}+\text{৪০০}_{\text{উ}})$$
$$+\text{খ}\ (\text{১০০}_{\text{অ}}+\text{১০০}_{\text{উ}})$$

উক্ত ৪০০$_{\text{অ}}$ (ক' সঞ্চালন করে তার নিজের উপ-শ্রেণীর অভ্যন্তরে, এ থেকে যে শ্রমিকেরা মজুরি পায়, তারা তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে' ২ক-এর ধনিকদের কাছ থেকে, ক্রয় করে তাদের নিজেদের দ্বারাই উৎপাদিত জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদি।

যেহেতু উভয় উপশ্রেণীর ধনিকেরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের তিন-পঞ্চমাংশ ব্যয় করে ২ক-এর উৎপন্ন সমূহে (আবশ্যিক দ্রব্যাদি) এবং ২খ-এর উৎপন্নসমূহে (বিলাস-দ্রব্যাদি), ক-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের তিন-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ২৪০, পরিভুক্ত হয় ২ক-এর নিজেরই মধ্যে; অনুরূপ ভাবে, খ-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের দুই-পঞ্চমাংশ (বিলাস-দ্রব্যাদির আকারে উৎপাদিত ও অবস্থিত) পরিভুক্ত হয় ২খ উপশ্রেণীটির নিজেরই মধ্যে।

২ক এবং ২খ-এর মধ্যে বিনিময়ের জন্য থাকে: ২ক-এর দিকে: ১৬০উ; ২খ-এর দিকে: ১০০$_{\text{অ}}$ + ৬০$_{\text{উ}}$, এরা পরস্পরকে খারিজ করে দেয়। অর্থ-মজুরির আকারে প্রাপ্ত তাদের ১০০ দিয়ে, ২খ-এর শ্রমিকেরা ২ক থেকে কেনে সেই পরিমাণে আবশ্যিক দ্রব্যাদি। ২খ-এর ধনিকেরা অনুরূপ ভাবে ২ক-এর ধনিকদের কাছ থেকে কেনে তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের তিন-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ৬০ পরিমাণ, আবশ্যিক দ্রব্যাদি। ২ক-এর ধনিকেরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের, উপরে যা ধরে নেওয়া হয়েছে, দুই-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ৬০, বিলাস-দ্রব্যাদিতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এইভাবে প্রাপ্ত হয়—যে বিলাস-দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়েছে ২খ-এর দ্বারা (২খ-এর ধনিকেরা যে-মজুরি দিয়েছে, তার প্রতিস্থাপন হিসাবে উৎপন্ন-সামগ্রীর আকারে তাদের দ্বারা গৃহীত ১০০$_{\text{অ}}$ এবং তা ছাড়া ৬০$_{\text{উ}}$)। এর জন্য প্রণালীটি অতএব এই রকম:

$$\text{৩)}\quad \begin{array}{ll} \text{২ক}: & [\,\text{৪০০}_{\text{অ}}\,]+[\,\text{২৪০}_{\text{উ}}\,] + \dfrac{\text{১৬০}_{\text{উ}}}{\text{১০০}_{\text{অ}}+\text{৬০}_{\text{উ}}} \\ \text{খ}: & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ +[\,\text{৪০}_{\text{উ}}\,], \end{array}$$

বন্ধনীবদ্ধ বিষয়গুলি সঞ্চলন করে এবং পরিভুক্ত হয় তাদের নিজেদের উপশ্রেণীর মধ্যে।

অস্থির মূলধনে অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের প্রত্যক্ষ প্রতি-প্রবাহ, যা ঘটে কেবল ধনিক বিভাগ ২ক-এ, যে উৎপাদন করে জীবনের আবশ্যিক দ্রব্যাদি, তা পূর্বোল্লিখিত

সাধারণ নিয়মটির অভিব্যক্তি মাত্র—যা উপযোজিত হয়েছে বিশেষ অবস্থাবলীর দ্বারা ; এই নিয়মটি বলে যে, পণ্য-উৎপাদনকারীদের দ্বারা সঞ্চলনে অগ্রিম-দত্ত অর্থ তাদের কাছে প্রত্যাগমন করে পণ্য-সঞ্চলনের স্বাভাবিক ধারায়। এ থেকে ঘটনাক্রমে এটা অনুসরণ করে যে, যদি অর্থ-ধনিক আদৌ দাঁড়ায় পণ্য-উৎপাদনকারীর পিছনে এবং শিল্প ধনিককে অগ্রিম দেয় অর্থ-মূলধন (শব্দটির সঠিক অর্থে, অর্থাৎ অর্থের আকারে মূলধন-মূল্য), তা হলে এই অর্থের প্রতি-প্রবাহের প্রকৃত বিন্দুটি হল এই অর্থ-ধনিকের পকেট। অতএব সঞ্চলনশীল অর্থের বিপুল পরিমাণটি অর্থ-মূলধনের সেই বিভাগের অন্তর্গত থাকে, যেটি ব্যাংক ইত্যাদির আকারে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত, যদিও অর্থটা সঞ্চলন করে কম-বেশি সমস্ত হাতের মধ্য দিয়ে। যে ভাবে এই বিভাগটি তার মূলধন অগ্রিম দেয়, তাতে আবশ্যক হয় তার মধ্যে অর্থের আকারে ক্রমাগত চূড়ান্ত প্রতি-প্রবাহ, যদিও তা আরো একবার সংঘটিত হয় শিল্প-মূলধনের অর্থ-মূলধনে পুনঃ-রূপান্তরণের দ্বারা।

পণ্যের সঞ্চলন সর্বদাই দাবি করে দুটি জিনিস : পণ্য, যা নিক্ষিপ্ত হয় সঞ্চলনে এবং অর্থ যা একই ভাবে নিক্ষিপ্ত হয় সঞ্চলনে। "সঞ্চলনের প্রক্রিয়া …সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ের মত, ব্যবহার-মূল্যের স্থান ও হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। একটি বিশেষ পণ্যের রূপান্তরের আবর্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে অর্থ অন্তর্হিত হয়ে যায় না। সঞ্চলনের আঙিনায় যে স্থানগুলিকে অন্যান্য পণ্য শূন্য রেখে গিয়েছে, এই অর্থ নিরন্তর সেই নোতুন স্থানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে" ইত্যাদি। (Buch I, Kap. III, p. 92)*

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, $২_{স}$ এবং $১_{(অ+উ)}$-এর মধ্যে সঞ্চলনে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, তার জন্য ২ অগ্রিম দিয়েছিল অর্থের আকারে £৫০০। সঞ্চলনের যে অসংখ্য প্রক্রিয়ায় উৎপাদনকারীদের বড় বড় সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চলন নিজেকে পর্যবসিত করে, সেই প্রক্রিয়াগুলিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বিবিধ সময়ে ক্রেতা হিসাবে প্রথম আবির্ভূত হবে এবং অতএব সঞ্চলনে প্রথম অর্থ নিক্ষেপ করবে। বিশেষ বিশেষ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে, এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যদি আর কিছুর জন্য না-ও হয়, তা হলেও বিবিধ পণ্য-মূলধনের উৎপাদনের সময়কালে, এবং, অতএব, প্রতিবর্তনের সময়কালে, পার্থক্যের জন্য। সুতরাং এই £৫০০ দিয়ে ২ ক্রয় করে ১ থেকে একই মূল্যের উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এবং ১ ক্রয় করে ২ থেকে £৫০০ মূল্যের পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী। সুতরাং সেই অর্থ ফেরৎ বয়ে যায় ২-এর কাছে, কিন্তু এই প্রতি-প্রবাহের ফলে উক্ত বিভাগটি কোনো ক্রমেই আরো ধনী হয় না। এই বিভাগটি প্রথম সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল অর্থের আকারে £৫০০ এবং তা থেকে তুলে নিয়েছিল একই মূল্যের পণ্যসম্ভার ; তার পরে তা বিক্রয় করে £৫০০ মূল্যের পণ্য এবং সঞ্চলন থেকে তুলে

* ইং সংস্করণ : প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১২-১৩

নেয় সেই একই মূল্যের অর্থ ; এই ভাবে £৫০০ তার কাছে ফিরে চলে যায়। বাস্তবিক পক্ষে, ২ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছে অর্থের আকারে £৫০০ এবং পণ্যের আকারে £৫০০, যা সমান £১,০০০। তা সঞ্চলন থেকে তুলে নেয় পণ্যের আকারে £৫০০ এবং অর্থের আকারে £৫০০। ১নং বিভাগের পণ্যসমূহে £৫০০ এবং ২নং বিভাগের পণ্যসমূহে £৫০০ নাড়াচাড়া করার জন্য সঞ্চলনের চাই কেবল অর্থের আকারে £৫০০। অতএব অন্যান্য উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ে যে-ই এই অর্থ অগ্রিম দিয়েছিল, সে-ই তা পুনরুদ্ধার করে যখন সে তার নিজের পণ্য বিক্রয় করে। অতএব যদি আমি প্রথমে £৫০০ দিয়ে ২-এর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতাম এবং পরে ২-এর কাছে £৫০০ মূল্যের পণ্য বিক্রয় করতাম, তা হলে এই £৫০০ ২-এর কাছে না ফিরে গিয়ে, ফিরে যেত ১-এর কাছে।

১নং শ্রেণীতে মজুরিতে বিনিয়োজিত অর্থ, অর্থাৎ অর্থের আকারে অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধন, প্রত্যক্ষ ভাবে এই আকারে প্রত্যাগমন করে না, করে পরোক্ষ ভাবে, পথ পরিবর্তন করে। কিন্তু ২নং শ্রেণীতে মজুরির £৫০০ প্রত্যক্ষ ভাবেই শ্রমিকদের কাছ থেকে ধনিকদের কাছে যায়, এবং এই প্রত্যাগমন সর্বদাই প্রত্যক্ষ সেই ক্ষেত্রে যেখানে ক্রয় এবং বিক্রয় ঘটে থাকে বারংবার একই সব ব্যক্তির মধ্যে এমন ভাবে যাতে করে যে তারা পরপর কাজ করে একবার পণ্যের ক্রেতা হিসাবে, আরেক বার পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে। ২-এর ধনিক শ্রম-শক্তির জন্য মজুরি দেয় অর্থের আকারে ; তার দ্বারা সে শ্রম-শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে তার মূলধনে এবং তার মজুরি-উপার্জনকারী শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কে সে গ্রহণ করে একজন শিল্প-ধনিকের ভূমিকা, কিন্তু সে তা করে কেবল এই সঞ্চলনের ক্রিয়ার মাধ্যমে, যা তার পক্ষে কেবল অর্থ-মূলধনের রূপান্তর উৎপাদনশীল মূলধনে। তার পরে শ্রমিক, যে প্রথমে ছিল একজন বিক্রেতা, তার নিজের শ্রম-শক্তির কারবারী, সে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা দেয়, একজন ক্রেতা হিসাবে, একজন অর্থের অধিকারী হিসাবে—ধনিকের সঙ্গে সম্পর্কে, যে এখন কাজ করে পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে। ধনিক মজুরিতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, তা সে এই ভাবে পুনরুদ্ধার করে। যেহেতু এই পণ্যসমূহের বিক্রয় প্রতারণা ইত্যাদি নির্দেশ করে না, পরন্তু নির্দেশ করে পণ্যে এবং অর্থে তুল্যমূল্যের বিনিময়, সেই হেতু এটা এমন একটি প্রক্রিয়া নয়, যার দ্বারা ধনিক নিজেকে আরো ধনবান করে। সে শ্রমিককে দু'বার মজুরি দেয় না—প্রথমে অর্থে এবং পরে পণ্যে তার অর্থ তার কাছে তখনি ফিরে আসে, যখনি শ্রমিক তার পণ্যাদির সঙ্গে তা বিনিময় করে।

যাই হোক, অস্থির মূলধনে রূপান্তরিত অর্থ-মূলধন, অর্থাৎ মজুরি হিসাবে অগ্রিম-দত্ত অর্থ, স্বয়ং অর্থ-সঞ্চলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, যেহেতু শ্রমিকরা কোনো রকমে বেঁচে থাকে এবং তাদের পক্ষে, একটি দীর্ঘকাল ধরে শিল্প-ধনিককে ধার দেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে সমাজে অসংখ্য বিভিন্ন স্থানগত বিন্দুতে, অল্প অল্প কালের, যেমন সপ্তাহের ব্যবধানে, অর্থের আকারে অস্থির মূলধন অর্থাৎ এমন সময়-

কালের ব্যবধানে যা বেশ ঘন ঘন পুনরাবর্তিত হয়, যুগপৎ অগ্রিম দিতেই হবে (এবং এই সময়কাল যত হ্রস্ব হবে, এই পথে এক কালে সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত অর্থের মোট পরিমাণও তত ক্ষুদ্র হবে)—শিল্পের বিভিন্ন শাখায় মূলধনসমূহের প্রতিবর্তনকাল যাই হোক না কেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সমন্বিত প্রত্যেকটি দেশে এই ভাবে অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধন গঠন করে মোট সঞ্চলনের একটি অপেক্ষাকৃত চূড়ান্ত অংশ; আরো বেশি ক'রে করে, যেহেতু একই অর্থ, তার প্রস্থান-বিন্দুতে প্রতি-প্রবাহের পূর্বে, অতিক্রম করে সবচেয়ে বিভিন্ন বিচিত্র পথ ও কাজের মধ্য দিয়ে—অন্যান্য অসংখ্য কারবারের জন্য সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে।

$১_{(অ+উ)}$ এবং $২_{স}$-এর মধ্যেকার সঞ্চলনকে এখন একটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যাক।

১-এর ধনিকেরা মজুরি দিতে অগ্রিম দেয় £১,০০০। এই অর্থ দিয়ে শ্রমিকেরা ২-এর ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে £১,০০০ মূল্যের জীবন-ধারণের উপকরণ। এরা আবার একই অর্থের বিনিময়ে ১-এর ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে উৎপাদনের উপায়। ১-এর ধনিকেরা এই ভাবে ফিরে পায় তাদের অস্থির মূলধন অর্থের আকারে; অন্য দিকে ২-এর ধনিকেরা তাদের স্থির মূলধনের অর্ধেককে ইতিমধ্যে পুনঃরূপান্তরিত করেছে পণ্য-মূলধনের রূপ থেকে উৎপাদনশীল মূলধনের রূপে। ২-এর ধনিকেরা ১-এর ধনিকদের কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় পাবার জন্য অগ্রিম দেয় অর্থের আকারে আরো £৫০০। ১-এর ধনিকেরা এই অর্থ ব্যয় করে ২-এর ধনিকদের কাছ থেকে ভোগ্য দ্রব্যাদি পাবার জন্য। তারা এই পরিমাণটিকে আবার অগ্রিম দেয়, পণ্যে রূপান্তরিত তাদের স্থির মূলধনের শেষ এক-চতুর্থাংশকে উৎপাদনশীল দৈহিক আকারে। এই অর্থ ফিরে বয়ে যায় ১-এর কাছে এবং আরো একবার তুলে নেয় ২ থেকে একই পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যাদি। এই ভাবে £৫০০ ফিরে যায় ২-এর কাছে। ২-এর ধনিকেরা এখন আগের মতই অর্থের আকারে £৫০০-এর এবং স্থির মূলধন £২,০০০-এর অধিকারী; দ্বিতীয়টি নোতুন রূপান্তরিত হয়েছে পণ্য-মূলধনের রূপ থেকে উৎপাদনশীল মূলধনের রূপে। £১,৫০০-এর সাহায্যে সঞ্চলিত হয়েছে £৫,০০০ মূল্যের পণ্য। যথা: (১) ১ তার শ্রমিকদের দেয় £১,০০০ তাদের একই মূল্যের শ্রম-শক্তির জন্য; (২) এই একই £১,০০০ দিয়ে শ্রমিকেরা ২-এর কাছ থেকে কেনে তাদের জীবন-ধারণের উপায়; (৩) একই অর্থ দিয়ে ২ ক্রয় করে ১-এর কাছ থেকে উৎপাদনের উপায়, এই ভাবে ১-কে ফিরিয়ে দেয় তার অস্থির মূলধন £১,০০০—অর্থের রূপে; (৪) ২ ক্রয় করে ১-এর কাছ থেকে £৫০০ মূল্যের উৎপাদনের উপায়; (৫) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২-এর কাছ থেকে পরিভোগ্য দ্রব্যাদি; (৬) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ২ ক্রয়

করে ১ থেকে উৎপাদনের উপায় ; (৭) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২-এর কাছ থেকে জীবন-ধারণের উপায়। এই ভাবে £৫০০ ফিরে গিয়েছে ২-এর কাছে, যে, তার পণ্যের আকারে £২,০০০ ছাড়াও, ঐ টাকাটা সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল এবং যার বাবদে তা সঞ্চলন থেকে পণ্যের আকারে কোনো তুল্যমূল্য তুলে নেয়নি।[৪৮]

সুতরাং বিনিময়টি নিম্নলিখিত গতিক্রম গ্রহণ করে :

১) ১ শ্রমশক্তির জন্য, অর্থের আকারে দেয় £১,০০০ অতএব পণ্যসামগ্রীর সমান £১০০০।

২) শ্রমিকেরা তাদের অর্থের আকারে প্রাপ্ত £১,০০০ দিয়ে ২-এর কাছ থেকে ক্রয় করে পরিভোগ্য দ্রব্যাদি ; অতএব পণ্যসামগ্রী সমান £১,০০০।

৩) ২-এর শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত £১,০০০ দিয়ে ক্রয় করে ১-এর কাছ থেকে একই মূল্যের উৎপাদনের উপায় ; অতএব পণ্যসামগ্রী সমান £১,০০০। এই ভাবে £১,০০০ ফিরে এসেছে ১-এর কাছে তার অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপে।

৪) ২ ক্রয় করে ১-এর কাছ থেকে £৫০০ মূল্যের উৎপাদনের উপায়, অতএব পণ্যসামগ্রী সমান £৫০০।

৫) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২-এর কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় ; অতএব পণ্যসামগ্রী সমান £৫০০।

৬) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ২ ক্রয় করে ১-এর কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় ; অতএব পণ্যসামগ্রী সমান £৫০০।

৭) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২-এর পরিভোগ্য দ্রব্যাদি ; অতএব পণ্যসামগ্রী সমান £৫০০।

বিনিময়িত পণ্য-মূল্যসমূহের মোট পরিমাণ : £৫,০০০।

পূর্বোক্ত ক্রয়ের জন্য ২ যে £৫০০ অগ্রিম দিয়েছিল, তা তার কাছে ফিরে এসেছে।

ফল দাঁড়িয়েছে এই :

১) ১-এর অধিকারে আছে অর্থের আকারে £১,০০০ পরিমাণ অস্থির মূল্য, যা সে গোড়ায় সঞ্চলনে অগ্রিম দিয়েছিল। অধিকন্তু সে তার ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য ব্যয় করেছিল £১,০০০, তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে ; অর্থাৎ সে ব্যয় করেছিল £১,০০০ পরিমাণ উৎপাদনের উপায় বিক্রয়ের বাবদে যে-অর্থ পেয়েছিল, সেই অর্থ।

অন্য দিকে, অর্থের রূপে বিদ্যমান অস্থির মূলধনকে যে দৈহিক রূপটিকে রূপান্তরিত

৪৮. এই উপস্থাপনা ৩৯৪ পৃষ্ঠায় (বর্তমান বাংলা সংস্করণে পৃঃ ১৫৬-৫৭) প্রদত্ত উপস্থাপনা থেকে কিছুটা ভিন্ন। সেখানে ১ অনুরূপ ভাবে £৫০০ পরিমাণ একটি স্বতন্ত্র অর্থ-সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে। এখানে ২ একাই সঞ্চলনের জন্য অতিরিক্ত অর্থটা সরবরাহ করে। কিন্তু এর দরুন চূড়ান্ত ফলটি বদলে যায়না।—এঙ্গেলস

করতে হবে, অর্থাৎ শ্রম-শক্তি, সেটি পরিভোগের দ্বারা সংরক্ষিত, পুনরুৎপাদিত এবং আবার উপস্থাপিত হয়েছে, তার মালিকদের ব্যবসার একমাত্র জিনিস হিসাবে, যা তারা অবশ্যই বিক্রয় করবে বেঁচে থাকার জন্য। মজুরি শ্রমিক এবং ধনিকদের সম্পর্কটিও অনুরূপ ভাবে পুনরুৎপাদিত হয়েছে।

২। **২**-এর স্থির মূলধন সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপিত হয়, এবং সেই একই **২**-এর দ্বারা সঞ্চলনে অগ্রিম-দত্ত £৫০০ তাতে ফিরে গিয়েছে।

১-এর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, সঞ্চলনের রূপ সরল :

প—অ—প : **প**^{১} (শ্রম-শক্তি)—**অ**^{১} (£১০০০, অস্থির মূলধন **১**-এর অর্থ-রূপ) —**প**^{৩} (£১,০০০ পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি) , এই **£**১,০০০ পণ্যের আকারে, জীবন-ধারনের উপায়ের আকারে, বিদ্যমান অস্থির মূলধন **২**-কে একই পরিমাণ মূল্যের অর্থে।

২-এর ধনিকদের ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াটি হল **প—অ**, তাদের পণ্য-উৎপন্নের একটি অংশের অর্থ-রূপে রূপান্তর, যা থেকে তা পুনঃরূপান্তরিত হয় উৎপাদনশীল মূলধনের গঠনকারী উপাদানে, যথা তাদের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণে।

উৎপাদনের উপায়-উপকরণের অন্যান্য অংশ ক্রয়ের জন্য **২**-এর ধনিকদের দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থে, **£**৫০০ আভাসিত হয় **২**$_{স}$-এর সেই অংশের অর্থ-রূপ, যা তখনো থাকে পণ্যের (ভোগ্য দ্রব্যাদির) রূপে ; **অ—প** ক্রিয়াটিতে, যাতে **২** ক্রয় করে **অ**-এর সাহায্যে, এবং **প** বিক্রীত হয় **১**-এর দ্বারা, উক্ত অর্থ (**২**) রূপান্তরিত হয় উৎপাদনশীল মূলধনের একটি অংশে, যখন **প** (১) পার হয় **প—অ** ক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে, পরিবর্তিত হয় অর্থে, যা অবশ্য ১-এর জন্য প্রতিনিধিত্ব করে না মূলধন-মূল্যের কোনো গঠনকারী অংশ—অর্থে রূপান্তরিত এবং একমাত্র ভোগ্য দ্রব্যাদিতে ব্যয়িত উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়া।

অ—প...**ক**...**প′—অ′** আবর্তটিতে প্রথম ক্রিয়াটি, **অ—প**, হল একজন ধনিকের ক্রিয়া, শেষ ক্রিয়াটি, **প′—অ′**, (অথবা তার একটি অংশ) হল আরেকজন ধনিকের ক্রিয়া ; সেই **প**, যার দ্বারা **অ** রূপান্তরিত হয় উৎপাদনশীল মূলধনে, তা **প**-এর বিক্রেতার জন্য (যে এই **প** বিনিময় করে অর্থের সঙ্গে) স্থির মূলধনের, অস্থির মূলধনের বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি গঠনকারী অংশ কিনা, তা স্বয়ং পণ্য-সঞ্চলনের পক্ষে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন।

শ্রেণী **১** যেহেতু তা তার পণ্য-উৎপন্নের গঠনকারী অংশ অ+উ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই হেতু তা সঞ্চলনে যত অর্থ নিক্ষেপ করে, সঞ্চলন থেকে আরো বেশি অর্থ তুলে নেয়। প্রথমতঃ, £১,০০০ অস্থির মূলধন তাতে ফিরে যায় ; দ্বিতীয়তঃ, তা £৫০০ পরিমাণ উৎপাদনের উপায় বিক্রি করে (উপরে দ্রষ্টব্য, বিনিময় নং ৪) ; তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেক এই ভাবে পরিণত হয় অর্থে ; তার পরে (বিনিময় নং ৬) তা আরেক

বার বিক্রি করে £৫০০ মূল্যের উৎপাদন-উপায়, তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বিতীয় অর্ধ, এবং এই ভাবে গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটাই তুলে নেওয়া হয় অর্থের আকারে। অতএব পরম্পরা ক্রমে : ১) অর্থে পুনঃরূপান্তরিত অস্থির মূলধন, সমান £১০০০ ; ২) অর্থে পরিবর্তিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেক, সমান £৫০০ ; ৩) উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাকি অর্ধেক, সমান £৫০০ ; মোট ১,০০০ $_{অ}$ + ১,০০০ $_{উ}$ অর্থে পরিবর্তিত, সমান £২,০০০। যদিও ১ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল কেবল £১,০০০ (যেসব বিনিময় ১ $_{স}$-এর পুনরুৎপাদনকে অনুপ্রেরিত করে, এবং যেগুলিকে আমরা পরে বিশ্লেষণ করব, সেগুলি ছাড়া), তবু তা সঞ্চলন থেকে তুলে নেয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ। অবশ্য উ চলে যায় অন্যান্যদের হাতে, (২)—যখনি তা অর্থে রূপান্তরিত হবার পরে ব্যয়িত হয় ভোগ্য দ্রব্যাদির বাবদে ১-এর ধনিকেরা তুলে নিয়েছিল **অর্থের আকারে** ঠিক ততটা পরিমাণ যতটা তারা তাতে ছুঁড়ে দিয়েছিল মূল্যের অংকে **পণ্যের আকারে** ; এই মূল্যটা হল উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ এর জন্য ধনিকদের কিছুই খরচ হয় না—এই যে ঘটনা, তা কোনক্রমেই এই পণ্যগুলির মূল্যে পরিবর্তন ঘটায় না ; পণ্য-সঞ্চলনে মূল্যসমূহের বিনিময়ের ক্ষেত্রে, ঐ ঘটনার কোনো প্রভাব নেই। অর্থের আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অবস্থান অবশ্য একান্তই অস্থায়ী—নিজের রূপান্তরসমূহে অগ্রিম-দত্ত মূলধন যে সব রূপ ধারণ করে, ঠিক সেইগুলির মতই। ১-এর পণ্য-সমূহের অর্থে রূপান্তর এবং পরবর্তী সময়ে অর্থ ১-এর পণ্য ২-এ রূপান্তর—এই দুয়ের মধ্যবর্তী কালের চেয়ে বেশি কাল তা স্থায়ী হয় না।

যদি প্রতিবর্তনগুলিকে ধরা হত আরো হ্রস্ব—কিংবা, পণ্যের সরল সঞ্চলনের দৃষ্টি কোণ থেকে, অর্থের সঞ্চলনকে ধরা হত আরো দ্রুত—তা হলে বিনিমিত পণ্য-মূল্য সমূহকে সঞ্চলন করাতে আরো কম অর্থই পর্যাপ্ত হত ; পর পর বিনিময় সমূহের সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে, পরিমাণটি সব সময়েই নির্ধারিত হয় সঞ্চলনশীল পণ্যগুলির মূল্যের সমষ্টির দ্বারা, কিংবা দামের সমষ্টির দ্বারা। এই মূল্য-সমষ্টি কোন এক দিকে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং অন্য দিকে মূলধন-মূল্য দ্বারা গঠিত হয়, তার কোনো গুরুত্ব নেই।

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে যদি ১-এর মজুরি দেওয়া হত বছরে ৪ বার তা হলে আমরা পেতাম ৪ বার ২৫০ অর্থাৎ ১,০০০। অতএব অর্থের আকারে £২৫০ পর্যাপ্ত হত ১ $_{অ}$—ই ২ $_{স}$-এর সঞ্চলনের জন্য এবং অস্থির মূলধন ১ $_{অ}$ এবং শ্রম-শক্তি ১-এর মধ্যে সঞ্চলনের জন্য। অনুরূপ ভাবে, যদি ১ $_{উ}$ এবং ২ $_{স}$-এর মধ্যেকার ঘটত চারটি প্রতিবর্তনে, তা হলে দরকার হত, কেবল £২৫০, অথবা £৫০০০ পরিমাণ পণ্যের সঞ্চলনের জন্য মোট £৫০০ পরিমাণ অর্থ বা অর্থ-মূলধন। সে ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যটি রূপান্তরিত হত পরপর চার বার, প্রতিবার এক-চতুর্থাংশ, পরপর দুবারের পরিবর্তে প্রতিবার এক-অর্ধাংশ।

যদি ৪নং বিনিময়ে ২-এর পরিবর্তে ১ কাজ করত ক্রেতা হিসাবে এবং একই মূল্যের

ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য খরচ করত £৫০০, তা হলে ৫নং বিনিময়ে ঐ একই £৫০০ দিয়ে ২ কিনত উৎপাদনের উপায়; ৬) বিনিময়ে ঐ একই £৫০০ দিয়ে ১ কেনে ভোগ্য দ্রব্যাদি; ৭) ঐ একই £৫০০ দিয়ে ২ কেনে উৎপাদনের উপায়, যাতে করে £৫০০ শেষ পর্যন্ত ফিরে যায় ১-এ, আগে যেমন ২-এ। নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য স্বয়ং ধনিকেরা যে অর্থ ব্যয় করে, তার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্য এখানে রূপান্তরিত হয় অর্থে। এই অর্থ প্রতিনিধিত্ব করে পূর্বানুমিত প্রত্যাগমের—যে পণ্যগুলি বিক্রয়ের জন্য রয়েছে, সেগুলির মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে পূর্বানুমিত প্রাপ্তির। £৫০০-এর প্রতিপ্রবাহের দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্য রূপান্তরিত হয় না অর্থে; কারণ $১_{অ}$ পণ্যসম্ভারের আকারে £১০০০ ছাড়া, ৪নং বিনিময়ের শেষে ১ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল অর্থের আকারে £৫০০, এবং আমরা যত দূর জানি, এটা হলো অতিরিক্ত অর্থ —পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নয়। এই অর্থ যদি ১-এ ফিরে যায়, তা হলে ১ কেবল ফিরে পায় তার অতিরিক্ত অর্থ, এবং তদ্দ্বারা তার উদ্বৃত্ত-মূল্যকে রূপান্তরিত করে না অর্থে। উদ্বৃত্ত-মূল্য ১-এর অর্থে রূপান্তর ঘটে কেবল $১_{উ}$ পণ্য-সমূহের বিক্রয়ের মাধ্যমে—যেগুলির মধ্যে তা বিধৃত থাকে, এবং তা প্রতিবারই থাকে কেবল সেই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত পণ্য-বিক্রয়ের মাধ্যমে লব্ধ অর্থ ভোগ্য দ্রব্যাদির ক্রয়ে নোতুন করে ব্যয়িত না হয়।

অতিরিক্ত অর্থ (£৫০০) দিয়ে, ১ কেনে ২-এর কাছ থেকে ভোগের দ্রব্যাদি; এই অর্থ ব্যয় করেছিল ১, যা তার তুল্যমূল্য ধারণ করে ২-এর পণ্যসামগ্রীতে। ১-এর কাছ থেকে ২-এর দ্বারা £৫০০ পরিমাণ পণ্যের ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থটা প্রথম বারের মত ফিরে আসে; অন্য ভাবে বলা যায়, এটা ফিরে যায় ১-এর দ্বারা বিক্রয়কৃত পণ্যসমূহের তুল্য মূল্য হিসাবে, কিন্তু এই পণ্যগুলির জন্য ১-এর কিছুই খরচ হয় না; এগুলি ১-এর জন্য গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, এবং **এই ভাবে এই বিভাগটির নিজেরই দ্বারা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত অর্থ তার নিজের উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পরিবর্তিত করে অর্থে।** দ্বিতীয় বারের জন্য ক্রয় সম্পাদন করে (৬নং) ১ অনুরূপ ভাবে পেয়েছে তার তুল্যমূল্য ২-এর পণ্য-সামগ্রীতে। এখন ধরে নিন, ২ ক্রয় করে না (৭নং) উৎপাদনের উপায় ১-এর কাছ থেকে। সে ক্ষেত্রে, ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য ১ বাস্তবিকই ব্যয় করত £১,০০০; এই ভাবে পরিভোগ করত তার গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যটাকে প্রত্যাগম হিসাবে; যথা, তার নিজের ১ পণ্য-সম্ভারে (উৎপাদনের উপায়-উপকরণে) ৫০০ এবং অর্থের আকারে ৫০০; অন্য দিকে, তার এখনো স্টকে থাকত £৫০০ তার নিজের পণ্যে (উৎপাদনের উপায়ে), এবং মুক্তি পেত £৫০০ থেকে—অর্থের আকারে।

উলটো ২ তার স্থির মূলধনের তিন চতুর্থাংশকে পুনঃরূপান্তরিত করত পণ্য-মূলধনের রূপ থেকে উৎপাদনশীল মূলধনে; কিন্তু এক-চতুর্থাংশ (£৫০০) সে হাতে রাখত অর্থ-মূলধনের আকারে, আসলে অলস অর্থের, কিংবা যে-অর্থ তার কাজ মুলতুবি রেখে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রক্ষিত হয়, সেই অর্থের আকারে। যদি এই পরিস্থিতি

কিছুকাল স্থায়ী হয়, তা হলে ২-কে তার উৎপাদনের আয়তন এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করতে হবে।

যাই হোক, ১-এর হাতে যে উৎপাদনের উপায়গুলি আছে, সেগুলি পণ্যের আকারে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত-মূল্য নয়; সেগুলি অর্থের আকারে অগ্রিম-দত্ত £৫০০-এর স্থান গ্রহণ করে, যা পণ্যের আকারে তার £১,০০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়াও ১-এর হাতে ছিল। অর্থের আকারে সেগুলি সব সময়েই রূপান্তরযোগ্য; পণ্যের আকারে সেগুলি সাময়িক ভাবে অবিক্রয়যোগ্য। এই পর্যন্ত পরিষ্কার যে, সরল পুনরুৎপাদন—যাতে উৎপাদনশীল মূলধনের প্রত্যেকটি উপাদানকেই প্রতিস্থাপন করতে হবে ২ এবং ১ উভয়েই—এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়, কেবল যদি যে-৫০০ সোনার পাখিকে ১ আগে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেই পাখিগুলি ফিরে আসে।

যদি একজন ধনিক (এখানে আমাদের আলোচনা করতে হবে কেবল শিল্প-ধনিকদের নিয়ে, যারা বাকি সকলের প্রতিনিধি) ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় করে, তা হলে তাতেই হবে তার শেষ, ঘটবে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। সেটা তার কাছে ফিরে আসতে পারে, যদি পণ্যের বিনিময়ে, অর্থাৎ তার পণ্য-মূলধনের বিনিময়ে, সে সেটাকে সঞ্চলনের প্রবাহ থেকে তুলে নিতে পারে। যেমন তার সমগ্র বার্ষিক পণ্য উৎপন্নের (তার পণ্য-মূলধনের) মূল্য, তেমন তার প্রত্যেকটি উপাদানের মূল্য অর্থাৎ প্রত্যেকটি একক পণ্যের মূল্য, তার ক্ষেত্রে, স্থির মূলধন-মূল্য, অস্থির মূলধন মূল্য, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে বিভাজ্য। অতএব প্রত্যেকটি একক পণ্যের অর্থে রূপান্তর (পণ্য-উৎপন্ন গঠনকারী উপাদানসমূহ হিসাবে) একই সময়ে আবার সমগ্র পণ্য-উৎপন্নটির মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশবিশেষেরও এই রকম একটি রূপান্তর। তা হলে, এ ক্ষেত্রে এটা আক্ষরিক ভাবেই সত্য যে ধনিক নিজেই সেই অর্থ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল—যখন সে ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য তা ব্যয় করেছিল—যার দ্বারা তার উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থে রূপান্তরিত হয়, কিংবা বাস্তবায়িত হয়। অবশ্য, এটা একই মুদ্রাসমূহের প্রশ্ন নয়, এটা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকার প্রশ্ন যা, তার নিজস্ব অভাবগুলি মেটাবার জন্য সে আগে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল, তার (বা তার একটি অংশের) সমান।

কার্যক্ষেত্রে এটা ঘটে দু ভাবে: যদি ব্যবসাটি সবে মাত্র, চলতি বছরেই, শুরু করা হয়ে থাকে, তা হলে ধনিক যাতে তার ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য তার ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়, তার জন্য বেশ কিছু কাল, অন্ততঃ কয়েক মাস, প্রতীক্ষা করতে হবে। কিন্তু তার জন্য সে এক মুহূর্তের জন্যও তার পরিভোগ স্থগিত রাখে না। যে-উদ্বৃত্ত মূল্য এখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তারই প্রত্যাশায় সে নিজেকে অর্থ অগ্রিম দেয় (তা সে নিজের পকেট থেকেই করুক কিংবা ধারের মারফত অন্যের পকেট থেকেই করুক, তাতে কিছু এসে যায় না); কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে সে, পরে বাস্তবায়িত হবে, এমন উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাস্তবায়নের জন্যও একটি সঞ্চলন-মাধ্যম অগ্রিম দেয়। কিন্তু, যদি, উলটো, ব্যবসাটি দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত চালু থেকে থাকে, তা হলে ব্যয় এবং

আয় সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময় জুড়ে বিস্তৃত হয়। কিন্তু একটা জিনিস অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে, যথা, ধনিকের পরিভোগ, যা আগে থেকে ধরে নেয় চিরাচরিত বা অনুমিত প্রত্যাগম, এবং যার আয়তন হিসাব করা হয় সেই প্রত্যাগমের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ভিত্তিতে। পণ্য-সম্ভারের প্রত্যেকটি অংশ বিক্রি হবার সঙ্গে, বাৎসরিক উৎপাদ্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি করে অংশ বাস্তবায়িত করতে হবে। কিন্তু যদি গোটা বছর জুড়ে কেবল সেই পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হয়, যে পরিমাণ পণ্য আবশ্যক হয় তাদের মধ্যে বিধৃত স্থির ও অস্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপিত করতে কিংবা যদি দামগুলি এমন এক মাত্রা পর্যন্ত পড়ে গিয়ে থাকে যে, গোটা বার্ষিক পণ্য-উৎপন্নের মধ্যে বিধৃত অগ্রিম-দত্ত মূলধন মূল্যটিই কেবল তার বিক্রয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রত্যাশায় অর্থ-ব্যায়ের পূর্বানুমানমূলক চরিত্রটি স্পষ্টতঃই প্রকাশ হয়ে পড়বে। যদি আমাদের ধনিক ব্যক্তিটি ব্যর্থ হয়, তা হলে তার ধার-দাতারা এবং আদালত তদন্ত করে যে তার পূর্বানুমিত ব্যক্তিগত ব্যয়গুলি তার ব্যবসায়ের আয়তনের সঙ্গে এবং তদনুযায়ী সাধারণত বা সচরাচর প্রাপ্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে সঠিক ভাবে আনুপাতিক কিনা।

যে ক্ষেত্রে গোটা ধনিক শ্রেণী জড়িত সে ক্ষেত্রে, এই যে প্রবক্তব্য যে এই শ্রেণী নিজেই তার উদ্বৃত্ত-মূল্য বাস্তবায়নের জন্য (এবং তদনুযায়ী তার স্থির ও অস্থির মূলধন সঞ্চলনের জন্য) আবশ্যিক অর্থ নিক্ষেপ করবে, তা কেবল আপাত বিরোধী ব্যাপার হিসাবেই বলে প্রতিভাত হতে ব্যর্থ হয় না, বরং সমগ্র প্রণালীটির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করে। কেননা এখানে থাকে কেবল দুটি শ্রেণী: শ্রমিক-শ্রেণী যে যোগায় কেবল তার শ্রম-শক্তি, এবং ধনিক শ্রেণী, যে ভোগ করে উৎপাদনের সামাজিক উপায়-উপকরণের একচেটিয়া অধিকার। বরং এটা হত একটা আপাত-বিরোধী ব্যাপার, যদি শ্রমিক শ্রেণীকে প্রথম পর্যায়ে তার নিজের সম্বল থেকেই অগ্রিম দিতে হত পণ্য-সমূহের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। কিন্তু ব্যক্তি-ধনিক এই অগ্রিম দেয় কেবল একজন ক্রেতা হিসাবে কাজ করেই—ভোগের দ্রব্যাদির জন্য অর্থ **ব্যয়** ক'রে কিংবা তার উৎপাদনশীল মূলধনের শ্রম-শক্তিরই হোক বা উৎপাদন-উপায়েরই হোক, উপাদানগুলিকে ক্রয়ের জন্য অর্থ **অগ্রিম** দিয়ে। সে কখনো ততক্ষণ তার অর্থ হাতছাড়া করে না, যতক্ষণ সে তার প্রতিমূল্য পায়। যেভাবে সে সঞ্চলনে পণ্য-অগ্রিম দেয়, ঠিক সেই ভাবেই সে তাতে অর্থও অগ্রিম দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই সে কাজ করে তাদের সঞ্চলনের সূচনা-বিন্দু হিসাবে।

আসল প্রক্রিয়াটি আবৃত থাকে দুটি ঘটনার দ্বারা:

১) শিল্প-মূলধনের সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় **বণিক-মূলধনের** (যার প্রথম রূপটি সব সময়েই হল অর্থ, কেননা প্রকৃত বণিক কোনো "উৎপাদিত বস্তু" বা "পণ্য" সৃষ্টি

করে না) এবং **অর্থ-মূলধনের** আবির্ভাব—এক বিশেষ ধরনের ধনিকদের নিজেদের কাজে ব্যবহারের বিষয় হিসাবে।

২) উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভাগ—যা অবশ্যই সর্বদা শিল্প-ধনিকের হাতে থাকবে—বিবিধ বর্গের মধ্যে, যেমন যার পরিবহন সামগ্রী সেখানে উপস্থিত থাকে, শিল্প-ধনিক ছাড়াও, জমিদার (খাজনার জন্য), কুসীদজীবী (সুদের জন্য) ইত্যাদি এবং, অধিকন্তু, সরকার এবং তার কর্মচারী, বৃত্তিভোগী ইত্যাদিরা—উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন। শিল্প-ধনিকের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভদ্রলোকেরা দেখা দেয় ক্রেতা হিসাবে এবং, অতএব তার পণ্যের অর্থে রূপান্তরকারী হিসাবে; তারাও সঞ্চলনে pro parte "অর্থ" নিক্ষেপ করে এবং সে তা পায় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু সর্বদাই ভুলে যাওয়া হয় কোন্ উৎস থেকে তারা সেটা শুরুতে পেয়েছিল এবং ক্রমাগত নোতুন করে পায়।

৬ ১নং বিভাগের স্থির মূলধন[৪৮ক]

১নং বিভাগের স্থির মূলধনের বিশ্লেষণ এখনো আমাদের বাকি আছে, যার পরিমাণ ৪,০০০$_{স}$। এই পরিমাণ পণ্য সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ উৎপাদনের উপায় পরিভুক্ত হয়, এই মূল্য তার মূল্যের সমান—১-এর পণ্য-উৎপন্নে যা নোতুন করে আবির্ভূত হয়। এই পুনরাবির্ভূত মূল্যটি—যেটি ১ নম্বরের উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় নি, কিন্তু আগের বছর তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল স্থির মূল্য হিসাবে, তার উৎপাদন-উপায়ের নির্দিষ্ট মূল্য হিসাবে—সেটি এখন অবস্থান করে ১-এর পণ্য-সমষ্টির সেই সমগ্র অংশটিতে, যা ২ নং বর্গের দ্বারা আত্মভুক্ত হয়নি। এবং ১-এর ধনিকের হাতে থাকা এই পণ্য-পরিমাণের মূল্য সমান হয় তাদের সমগ্র বার্ষিক পণ্য-উৎপন্নের মূল্যের দুই তৃতীয়াংশের সঙ্গে। বিশেষ কোনো উৎপাদনের উপায় উৎপাদনকারী ব্যক্তি ধনিকের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারতাম: সে বিক্রয় করে তার পণ্য-উৎপন্ন; সে সেটাকে রূপান্তরিত করে অর্থে। অর্থে রূপান্তরিত করে, সে তার উৎপন্নটির মূল্যের স্থির অংশটিকেও পুনঃ রূপান্তরিত করেছে অর্থে। মূল্যের এই অংশটিকে অর্থে রূপান্তরিত করার পরে সে তা দিয়ে অন্যান্য পণ্য-বিক্রেতার কাছ থেকে আবার ক্রয় করে তার উৎপাদনের উপায়-উপকরণ কিংবা তার উৎপন্নের মূল্যের স্থির অংশটিকে রূপান্তরিত করে এমন একটি দৈহিক আকারে, যাতে করে তা আবার শুরু করতে পারে তার উৎপাদনশীল স্থির মূলধনের কাজ। কিন্তু এখন এটা ধরে নেওয়া হয়ে পড়ে অসম্ভব। ১-এর ধনিক শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করে

৪৮ক: এখান থেকে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি।—এঙ্গেলস

উৎপাদনের উপায়-উপকরণ উৎপাদনকারী ধনিকদের সমগ্র সমষ্টিকে। তা ছাড়া, তাদের হাতে-থাকা ৪,০০০ পরিমাণ পণ্য-উৎপন্ন হচ্ছে সেই সামাজিক উৎপন্নের একটি অংশ যাকে অন্য কিছুর সঙ্গে বিনিময় করা যায় না, কেননা বার্ষিক উৎপন্নের এমন কোনো অংশ আর থাকে না। এই ৪,০০০ ছাড়া বাকি সবটারই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এক ভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সামাজিক পরিভোগ ভাণ্ডারে; আরেক ভাগ প্রতিস্থাপন করবে ২ নং বিভাগের স্থির মূলধনকে—যে বিভাগটি ইতিমধ্যেই ১নং বিভাগের সঙ্গে বিনিময় করে নিয়েছে যা কিছু তার লেনদেন করার ছিল, তার সমস্তটাই।

সমস্যাটার সহজেই সমাধান হয়ে যায় যদি আমরা মনে রাখি যে গোটা ১-এর পণ্য-উৎপন্নটাই তার দৈহিক রূপে গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণ দিয়ে, অর্থাৎ স্বয়ং স্থির মূলধনের বস্তুগত উপাদানসমূহ দিয়ে। আমরা এখানে সেই একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, যা আমরা করেছিলাম ২-এর ক্ষেত্রে, কেবল একটি ভিন্ন দিক থেকে। ২-এর ক্ষেত্রে, গোটা পণ্য-উৎপন্নটি গঠিত ছিল ভোগ্য দ্রব্যাদির দ্বারা। সুতরাং তার একটি ভাগ, এই উৎপন্নের মধ্যে বিধৃত মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাপে, পরিভুক্ত হতে পারত তার নিজেরই উৎপাদনকারীদের দ্বারা। অতএব, ১-এর ক্ষেত্রে, গোটা উৎপন্নটাই হল উৎপাদনের উপায়-উপকরণ—বাড়ি-ঘর, যন্ত্রপাতি, পাত্র-ভাণ্ড, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী ইত্যাদি। সুতরাং এক ভাগ, যথা, এই ক্ষেত্রটিতে নিয়োজিত স্থির মূলধনকে যা প্রতিস্থাপন করে সেই ভাগ, সঙ্গে সঙ্গেই নোতুন করে কাজ করতে পারে—উৎপাদনশীল মূলধনের গঠনকারী অংশ হিসাবে তার দৈহিক আকারে। যত দূর পর্যন্ত তা সঞ্চলনে যায়, তত দূর অবধি তা সঞ্চলন করে ১নং শ্রেণীর অভ্যন্তরে। ২-এ পণ্য-উৎপন্নের একটি ভাগ তার নিজের উৎপাদনকারীদের দ্বারাই সামগ্রীর আকারে ব্যক্তিগত ভাবে পরিভুক্ত হয়; অন্য দিকে ১-এ উৎপন্নের একটি ভাগ তার ধনিক উৎপাদনকারীদের দ্বারাই সামগ্রীর আকারে পরিভুক্ত হয় উৎপাদনশীল ভাবে।

পণ্য-উৎপন্ন ১-এর ৪,০০০$_{স}$-এর সমান অংশটিতে এই শ্রেণীতে পরিভুক্ত স্থির মূলধন-মূল্যটি পুনরাবির্ভূত হয়, এবং এমন এক দৈহিক রূপে পুনরাবির্ভূত হয়, যাতে তা আবার তৎক্ষণাৎ শুরু করতে পারে উৎপাদনশীল স্থির মূলধন হিসাবে। ২-এ তার ৩,০০০ পরিমাণ পণ্য-উৎপন্নের যে অংশটির মূল্য সমান মজুরি যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য (=১,০০০), সেটি সরাসরি চলে যায় ২-এর ধনিকদের এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত পরিভোগে; অন্য দিকে, এই পণ্য-উৎপন্নের স্থির মূলধন-মূল্য (=২,০০০) কিন্তু প্রবেশ করতে পারে না ২-এর ধনিকদের উৎপাদনশীল পরিভোগে; তাকে অবশ্যই প্রতিস্থাপিত হতে হবে ১-এর সঙ্গে বিনিময়ের দ্বারা।

উলটো দিকে, ১-এ তার ৬,০০০ পরিমাণ পণ্য-উৎপন্নের যে অংশটির মূল্য সমান মজুরি যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য (=২,০০০), সেটি তার উৎপাদনকারীদের ব্যক্তিগত পরিভোগে চলে যায় না, এবং তার দৈহিক রূপের জন্য চলে যেতে পারে না। প্রথমে তাকে ২-এর

সঙ্গে অবশ্যই বিনিমিত হতে হবে। উল্‌টো এই উৎপন্নটির মূল্যের স্থির অংশটি, সমান ৪,০০০, অবস্থান করে এমন একটি দৈহিক রূপে, যাতে—ধনিক শ্রেণী ১-কে গোটাগুটি ভাবে ধরলে—তা আবার তৎক্ষণাৎ তার ঐ শ্রেণীর স্থির মূলধনের কাজটি শুরু করতে পারে। অন্য ভাবে বলা যায়, ১নং বিভাগের সমগ্র উৎপন্নটি গঠিত হয় ব্যবহার-মূল্যসমূহ দিয়ে, যেগুলি, তাদের দৈহিক রূপের দরুন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে কেবল স্থির মূলধনের উপাদানসমূহ হিসাবে। অতএব ৬,০০০ পরিমাণ এই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ (২,০০০) প্রতিস্থাপন করে ২নং বিভাগের স্থির মূলধনকে, এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিস্থাপন করে ১নং বিভাগের স্থির মূলধনকে।

১-এর স্থির মূলধন গঠিত হয় উৎপাদন-উপায়সমূহের বহুবিধ উপাদান-শাখায় বিনিয়োজিত বহুসংখ্যক মূলধন-গোষ্ঠীর দ্বারা—এতটা লোহা-কারখানায়, এতটা কয়লা-খনিতে ইত্যাদি। এই মূলধন-গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটি, কিংবা এই সামাজিক গোষ্ঠী মূলধন-গুলির প্রত্যেকটি, আবার গঠিত হয় একটি বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর সংখ্যক স্বতন্ত্র ভাবে কার্যরত ব্যক্তিগত মূলধনসমূহের দ্বারা। প্রথমতঃ, সমাজের মূলধন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৭,৫০০ (যা বোঝাতে পারে মিলিয়ন ইত্যাদি) গঠিত হয় মূলধনের বিবিধ গোষ্ঠীর দ্বারা ; ৭,৫০০ পরিমাণ সামাজিক মূলধন বিভক্ত হয় আলাদা আলাদা অংশে, যাদের প্রত্যেকটিই বিনিয়োজিত থাকে উৎপাদনের এক বিশেষ শাখায়, যত দূর পর্যন্ত তার দৈহিক রূপটি সংশ্লিষ্ট, গঠিত হয় অংশতঃ ঐ বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রটিতে প্রয়োজনীয় উৎপাদন-উপায়-সমূহের দ্বারা, অংশতঃ ঐ কারবারে প্রয়োজনীয় শ্রম-শক্তির এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ দ্বারা—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র উৎপাদন-ক্ষেত্রে যে বিশেষ ধরনের শ্রম সম্পাদন করতে হবে, এবং শ্রম-বিভাজনের দ্বারা বিবিধ ভাবে পরিবর্তিত। কোন বিশেষ উৎপাদন-শাখায় বিনিয়োজিত সামাজিক মূলধনের প্রত্যেকটি অংশ আবার গঠিত হয় তাতে বিনিয়োজিত এবং স্বতন্ত্র ভাবে কার্যরত ব্যক্তিগত মূলধনগুলির মোট সমষ্টির দ্বারা। স্পষ্টতঃই এটা উভয় বিভাগেই প্রযোজ্য, ১ এবং ২ উভয় বিভাগেই।

তার পণ্য-উৎপন্নের রূপে, ১-এ পুনরাবির্ভূত স্থির মূলধন-মূল্য সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, তা অংশতঃ পুনঃপ্রবেশ করে উৎপাদনের উপায় হিসাবে উৎপাদনের সেই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে (কিংবা এমনকি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে), যা থেকে তার উদ্ভব ঘটে উৎপন্ন হিসাবে ; যেমন শস্য পুনঃপ্রবেশ করে শস্যের উৎপাদনে, কয়লা করে কয়লার উৎপাদনে, মেশিনপত্রের আকারে লোহা করে লোহার উৎপাদনে ইত্যাদি।

যাই হোক, যেহেতু স্থির মূলধন-মূল্য ১ গঠনকারী আংশিক উৎপন্নগুলি তাদের বিশেষ বা ব্যষ্টিগত উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না, সেই হেতু সেগুলি কেবল তাদের স্থান পরিবর্তন করে। তাদের দৈহিক রূপে তারা চলে যায় ১নং বিভাগের অন্য কোনো উৎপাদন-ক্ষেত্রে, যখন ১নং বিভাগের অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপন্ন তাদের প্রতিস্থাপন করে সামগ্রীর আকারে। এটা এই সব দ্রব্যের কেবল স্থানান্তর মাত্র। তাদের সকলেই ১ নম্বরে পুনঃপ্রবেশ করে এমন উপাদান হিসাবে, যারা স্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপন

করে ; পার্থক্যটা কেবল এই যে, ১-এর একই গোষ্ঠীতে প্রবেশ না ক'রে তারা প্রবেশ করে আরেকটি গোষ্ঠীতে। যেহেতু এখানে বিনিময় ঘটে ১-এর ব্যষ্টিগত ধনিকদের মধ্যে, সেই হেতু এটা স্থির মূলধনের একটি দৈহিক রূপের সঙ্গে স্থির মূলধনের আরেকটি দৈহিক রূপের বিনিময়, উৎপাদন-উপায়ের একটি রূপের সঙ্গে উৎপাদন-উপায়ের অন্যান্য রূপের বিনিময়। এটা স্থির মূলধন ১-এর বিভিন্ন ব্যষ্টিগত অংশের নিজেদের মধ্যে বিনিময়। যে সব উৎপন্ন তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায় হিসাবে সরাসরি কাজ করে না, সেগুলি স্থানান্তরিত হয় তাদের উৎপাদনের স্থান থেকে আরেকটি উৎপাদনের স্থানে, এবং এই ভাবে প্রতিস্থাপিত করে পরস্পরকে। অন্য ভাবে বলা যায় (উদ্বৃত্ত-মূল্য ২-এর ক্ষেত্রে আমরা যা দেখেছিলাম, তার মত), ১-এর প্রত্যেকটি ধনিক পণ্যের এই পরিমাণটি থেকে তুলে নেয়,—৪,০০০ পরিমাণ স্থির মূলধনে তার যা অংশ সেই অনুপাত অনুযায়ী, তার প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায়সমূহ। উৎপাদন যদি ধনতান্ত্রিক না হয়ে সমাজীকৃত হত, তা হলে ১নং বিভাগের এই উৎপন্নসমূহ স্পষ্টতঃই নিয়মিত ভাবে এই বিভাগের বিভিন্ন শাখায় উৎপাদনের উপায় হিসাবে পুনর্বণ্টিত হত, পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্যে, একটি অংশ সরাসরি থেকে যেত উৎপাদনের সেই ক্ষেত্রটিতে, যা থেকে ঘটেছিল তার উদ্ভব, আরেকটি অংশ চলে যেত উৎপাদনের অন্যান্য স্থানে, যার ফলে দেখা দিত এই বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে একটা অবিরাম ইতস্ততঃ চলাচল।

৭. উভয় বিভাগে অস্থির মূলধন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য

বাৎসরিক উৎপাদিত ভোগ্য-দ্রব্যাদির মোট মূল্য এইভাবে বৎসরকালে পুনরুৎপাদিত অস্থির মূলধন-মূল্য ২-এর সমান যুক্ত নোতুন উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য ২ (অর্থাৎ, ২-এর দ্বারা বৎসরকালে উৎপাদিত মূল্যের সমান) যোগ বৎসরকালে পুনরুৎপাদিত অস্থির মূলধন-মূল্য ১ এবং নোতুন উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য ১ (অর্থাৎ, যোগ ১-এর দ্বারা বৎসরকালে সৃষ্ট মূল্য)।

অতএব, সরল পুনরুৎপাদন ধরে নেবার ভিত্তিতে, বাৎসরিক উৎপাদিত ভোগ্য দ্রব্যাদির মোট মূল্য দাঁড়ায় বাৎসরিক মূল্য-উৎপন্নের সমান, অর্থাৎ সামাজিক শ্রমের দ্বারা বৎসরকালে উৎপাদিত মোট মূল্যের সমান এবং এটা এমন হতেই হবে কেননা সরল পুনরুৎপাদনে এই মোট মূল্যটি পরিভুক্ত হয়ে যায়।

মোট সামাজিক কর্ম-দিবস দুটি অংশে বিভক্ত ; ১) আবশ্যিক শ্রম, যা বৎসরকালে সৃষ্টি করে একটি মূল্য, ১,৫০০$_{অ}$; ২) উদ্বৃত্ত-শ্রম, যা সৃষ্টি করে একটি অতিরিক্ত

মূল্য কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্য, ১,৫০০ $_{উ}$; এই মূল্যগুলির যোগফল, ৩,০০০, সমান বাৎসরিক উৎপাদিত ভোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য—৩,০০০। অতএব, বৎসরকালে উৎপাদিত ভোগ্য দ্রব্যাদির মোট মূল্য সমান বৎসরকালে মোট সামাজিক কর্ম-দিবসের দ্বারা উৎপাদিত মোট মূল্য, সমান সামাজিক অস্থির মূলধনের মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য, সমান বৎসরের মোট নোতুন উৎপন্ন।

কিন্তু আমরা জানি যে যদিও মূল্যের এই দুটি আয়তন সমান, তবু ২-এর পণ্য-সমূহের, ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর, মোট মূল্যটি সামাজিক উৎপাদনের এই বিভাগে উৎপাদিত হয় না। তারা সমান কেননা ২-এ পুনরাবির্ভূত স্থির মূলধন-মূল্যটি ১-এর দ্বারা নোতুন উৎপাদিত মূল্যটির সমান (অস্থির মূলধনের মূল্য যুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য); অতএব, ১(অ+উ) কিনতে পারে ২-এর উৎপন্নের সেই অংশটি, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে তার উৎপাদনকারীদের জন্য স্থির মূলধন-মূল্যের (২ নং বিভাগে)। এ থেকে বোঝা যায়। যে, সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে, ২-এর ধনিকদের উৎপন্নটির মূল্যকে কেন পর্যবসিত করা যায় অ+উ-তে, যদিও এই ধনিকদের পক্ষে তা বিভক্ত হয় স+অ+উ-তে। এটা কেবল এই কারণে যে $২_{স}$ এখানে সমান ১(অ+উ), এবং এই কারণে যে সামাজিক উৎপন্নের দুটি গঠনকারী অংশ তাদের দৈহিক রূপ-দুটি পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে বদল করে নেয়, যাতে করে এই রূপ-পরিবর্তনের পরে $২_{স}$ আরো একবার অবস্থান করে উৎপাদনের উপায়সমূহে এবং ১(অ+উ) অবস্থান করে ভোগের দ্রব্য-সামগ্রীতে।

এবং এই ঘটনাটিই অ্যাডাম স্মিথকে উৎসাহিত করেছিল এই মত পোষণ করতে যে বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করে অ+উ-তে। এটা সত্য ১) কেবল বার্ষিক উৎপন্নের সে অংশের জন্য, যে অংশটি গঠিত হয় ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে; এবং ২) এটা এই অর্থে সত্য নয় যে, এই মোট মূল্যটি উৎপাদিত হয় ২-এ এবং তার উৎপন্নটির মূল্য সমান ২-এ অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের মূল্য যোগ ২-এ উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য। এটা সত্য কেবল এই অর্থে যে ২(স+অ+উ) সমান ২(অ+উ)+১(অ+উ), অথবা কেননা $২_{স}$ সমান ১(অ+উ)।

এ থেকে আরো অনুসরণ করে যে:

অন্য যে কোনো একক কর্ম-দিবসের মত, সামাজিক কর্ম-দিবসও (অর্থাৎ গোটা বছর ধরে গোটা শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বারা ব্যয়িত শ্রম), কেবল দুটি ভাগেই নিজেকে বিভক্ত করে, যথা আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমে, এবং এই কর্ম-দিবসের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যও অতএব নিজেকে পর্যবসিত করে কেবল দুটি অংশে, যথা অস্থির

মূলধনের মূল্যে, কিংবা মূল্যের সেই অংশটিতে যা দিয়ে শ্রমিক তার নিজের পুনরুৎপাদনের উপায় ক্রয় করে, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য, ধনিক যা তার ব্যক্তিগত পরিভোগে খরচ করতে পারে। যাই হোক, সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক শ্রম-দিবসের একটি অংশ ব্যয়িত হয় একান্ত ভাবেই **নোতুন স্থির মূলধনের উৎপাদন** বাবদে যথা সেই সব দ্রব্যের উৎপাদন বাবদে যেগুলি একান্ত ভাবেই উদ্দিষ্ট হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের উপায় হিসাবে, অতএব মূল্যের আত্ম-প্রসারণের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ায় স্থির মূলধন হিসাবে, কাজ করার জন্য। আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে মোট সামাজিক কর্ম-দিবসটি নিজেকে উপস্থিত করে ৩,০০০ পরিমাণ একটি অর্থ-মূল্য হিসাবে, যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১,০০০, উৎপাদিত হয় ২নং বিভাগে, যেখানে তৈরি হয় ভোগ্য দ্রব্যাদি, অর্থাৎ এমন পণ্য-সামগ্রী, যাতে শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় অস্থির মূলধনের সমগ্র মূল্য এবং সমাজের সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্য। অতএব এই গৃহীত ধারণা অনুযায়ী, সামাজিক কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়োজিত হয় নোতুন স্থির মূলধনের উৎপাদনে। যদিও ১ নং বিভাগের ব্যক্তিগত ধনিকদের এবং শ্রমিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শ্রম-দিবসের দুই তৃতীয়াংশ কাজ করে কেবল অস্থির মূলধন-মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের জন্য, ২নং বিভাগে সামাজিক কর্ম-দিবসের এক-তৃতীয়াংশ যা করে, তবু সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একই ভাবে উৎপন্ন-সামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক কর্ম-দিবসের এই দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে কেবল স্থির মূলধনের প্রতিস্থাপনীয় সামগ্রী—যা উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হচ্ছে বা হয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু, যখন ব্যক্তিগত ভাবে দেখা হয়, কর্ম-দিবসের এই দুই-তৃতীয়াংশ—যদিও উৎপাদন করে একটি মোট মূল্য, যা উৎপাদন-কারীর জন্য কেবল অস্থির মূলধনের মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান—তবু উৎপাদন করে না এমন ধরনের কোনো ব্যবহার মূল্য যার জন্য মজুরি বা উদ্বৃত্ত-মূল্য ব্যয় করা যেত ; কারণ তাদের উৎপন্নগুলি হল কেবল উৎপাদনের উপায়।

এটা প্রথমেই লক্ষ্য করা কর্তব্য যে সামাজিক কর্ম-দিবসের কোনো অংশই, ১ নং বা ২নং কোনো বিভাগেই, এই দুটি বৃহৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত ও কার্যরত স্থির মূলধনের মূল্য উৎপাদনে কোনো ভূমিকা নেয় না। তারা উৎপাদন করে ৪০০০ ১$_{স}$ + ২০০০ ২$_{স}$ পরিমাণ স্থির মূলধনের মূল্যের সঙ্গে আরো কেবল অতিরিক্ত মূল্য, ২০০০ ১(অ+উ) + ১০০০ ২(অ+উ)। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের রূপে উৎপাদিত নোতুন মূল্যটি এখনো স্থির মূলধন নয়! এটা কেবল ভবিষ্যতেই সেই হিসাবে কাজ করার জন্য উদ্দিষ্ট।

২-এর গোটা উৎপন্ন—ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী—তার দৈহিক রূপে একটি মূর্ত ব্যবহার-মূল্য হিসাবে পরিদৃষ্ট হলে, প্রতিভাত হয় ২-এর দ্বারা ব্যয়িত সামাজিক কর্ম-দিবসের এক-তৃতীয়াংশের উৎপন্ন হিসাবে। এটা হচ্ছে শ্রমেরই ফল, তার মূর্ত আকারে

— যেমন (কাপড়) বোনার শ্রম, (রুটি) সেঁকার শ্রম ইত্যাদি—এই বিশেষ প্রকারের শ্রমের ফল, যেহেতু তা শ্রম-প্রক্রিয়ায় কাজ করে বিষয়ীগত উপাদান হিসাবে। এই উৎপন্ন ২-এর মূল্যের স্থির অংশের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এটা কেবল পুনরাবির্ভূত হয় একটি নোতুন ব্যবহার-মূল্যে, একটি নোতুন দৈহিক রূপে, ভোগ্য দ্রব্যাদির রূপে, যখন তা আগে বিদ্যমান ছিল উৎপাদন-উপায়ের রূপে। শ্রম-প্রক্রিয়ার দ্বারা তার মূল্য স্থানান্তরিত হয়েছে তার পুরানো দৈহিক রূপ থেকে নোতুন দৈহিক রূপে। কিন্তু উৎপন্ন-মূল্যের এই দুই-তৃতীয়াংশের **মূল্যটি** সমান ২০০০, উৎপাদিত হয় নি ২-এর এই বছরের আত্ম-প্রসারণে।

ঠিক যেমন শ্রম-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, ২-এর উৎপন্ন হচ্ছে নোতুন ক্রিয়াশীল জীবন্ত শ্রমের এবং তার জন্য ধার্য উৎপাদনের উপায়-উপকরণের—যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তার—ফল, যার মধ্যে সেই শ্রম নিজেকে বাস্তবায়িত করে যেমন তার বাস্তব পরিস্থিতিতে, ঠিক তেমনি আত্ম-প্রসারণের প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, ২-এর উৎপন্নের মূল্য, সমান ৩,০০০, গঠিত হয় একটি নোতুন মূল্যের (৫০০$_{অ}$ + ৫০০$_{উ}$ = ১০০০), দ্বারা যা উৎপাদিত হয় সামাজিক কর্ম-দিবসের নোতুন সংযোজিত এক-তৃতীয়াংশ এবং একটি স্থির মূল্যের দ্বারা, যার মধ্যে মূর্ত রয়েছে একটি অতীত সামাজিক কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশ, যে কর্ম-দিবসটি পার হয়ে গিয়েছে এখানে বিবেচনাধীন ২-এর বর্তমান উৎপাদন-প্রক্রিয়াটির আগে। ২-এর উৎপন্নের মূল্যের এই অংশটি প্রকাশ পায় স্বয়ং এই উৎপন্নটিরই একটি অংশে। এটা অবস্থান করে ২,০০০ মূল্যের ভোগ্য দ্রব্যাদিতে, কিংবা একটি সামাজিক কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশে। এটাই হচ্ছে সেই নোতুন ব্যবহার রূপ, যাতে এই মূল্য-অংশটি পুনরাবির্ভূত হয়। ১ (১০০০$_{অ}$ + ১০০০$_{উ}$)-এর সমান ১-এর উৎপাদন-উপায়সমূহের সঙ্গে ২০০০ ২$_{স}$-এর সমান ভোগ্য সামগ্রীর বিনিময় এই ভাবে বস্তুতই প্রতিনিধিত্ব করে চলতি বছরে নোতুন সংযোজিত কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশের সঙ্গে একটি সামূহিক কর্ম দিবসের দুই-তৃতীয়াংশের বিনিময়—যা চলতি বছরের শ্রমের কোনো অংশই গঠন করে না, এবং এই বছরের আগেই পার হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরের সামাজিক কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়োজিত করা যেত না স্থির মূলধনের উৎপাদনে এবং একই সময়ে গঠন করতে পারত না তাদের নিজেদের উৎপাদনকারীদের জন্য অস্থির মূলধন-মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য, যদি না তারা বিনিমিত হত বার্ষিক পরিভুক্ত ভোগ্য-দ্রব্যাদির মূল্যের একটি অংশের সঙ্গে—যে-দ্রব্যাদির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে একটি কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশ, যা ব্যয়িত ও বাস্তবায়িত হয়েছে এই বছরের আগে। এটা হচ্ছে এই বছরের আগে ব্যয়িত একটি কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশের সঙ্গে এই বছরের কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশের বিনিময়, গত বছরের শ্রম-সময়ের সঙ্গে এই বছরের শ্রম সময়ের বিনিময়। একটি গোটা সামাজিক কর্ম-

দিবসের মূল্য-উৎপন্ন কেমন করে নিজেকে পর্যবসিত করে অস্থির মূলধন-মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্যে, যদিও এই কর্ম-দিবসটির দুই-তৃতীয়াংশ সেই সব দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয়িত হয় নি, যেগুলিতে অস্থির মূলধন-মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য বাস্তবায়িত হতে পারে, বরং ব্যয়িত হয়েছে সারা বছরে পরিভুক্ত মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উৎপাদনে—এই যে ধাঁধা তার ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যাটা কেবল এই যে, ২-এর উৎপন্নের মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ—যার মধ্যে ১-এর ধনিকেরা এবং শ্রমিকেরা বাস্তবায়িত করে তাদের দ্বারা উৎপাদিত অস্থির মূলধন-মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য (এবং যা গঠন করে গোটা বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যের দুই-নবমাংশ)—তা, তার মূল্যের দিক থেকে হল চলতি বছরের আগেকার বছরের একটি সামাজিক কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশের উৎপন্ন ফল।

১ এবং ২-এর সামাজিক উৎপন্নের সমষ্টিকে—উৎপাদনের উপায় এবং ভোগ্য-সামগ্রীর সমষ্টিকে—যদি দেখা যায় তাদের ব্যবহার-মূল্যের দিক থেকে, তাদের মূর্ত দৈহিক রূপে, তা হলে সেটা হয় এই বছরের শ্রমের ফল, কিন্তু কেবল সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত এই শ্রম নিজেই গণ্য হয় প্রয়োজনীয় এবং প্রমূর্ত হিসাবে—শ্রম-শক্তির ব্যয়, মূল্য-সৃজনকারী শ্রম হিসাবে নয়। এবং এমনকি প্রথমটিও সত্য কেবল এই অর্থে যে উৎপাদনের উপায়সমূহ নিজেদেরকে রূপান্তরিত করেছে নোতুন উৎপন্নসম্ভারে, এই বছরের উৎপন্নসম্ভারে—একমাত্র তাদের সঙ্গে সংযোজিত তাদের উপরে ক্রিয়াশীল, জীবন্ত শ্রমের কল্যাণে। উল্টো, এই বছরের শ্রম নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারত না, তা থেকে স্বতন্ত্র উৎপাদনের উপায় সমূহ ছাড়া, শ্রমের হাতিয়ার এবং উৎপাদনের সামগ্রীসমূহ ছাড়া।

৮. উভয় বিভাগের স্থির মূলধন

৯,০০০-এর উৎপন্নের মোট মূল্যটির; এবং যে যে বর্গে সেটি বিভক্ত সেগুলির, বিশ্লেষণ একটি ব্যক্তিগত মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যের তুলনায় বৃহত্তর সমস্যা উপস্থিত করে না। উলটো, বরং সেগুলি অভিন্ন।

মোট বার্ষিক উৎপন্নটি এখানে ধারণ করে তিনটি সামাজিক কর্ম-দিবস, প্রত্যেকটিই এক এক বছরের। এই কর্ম-দিবসগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা প্রকাশিত মূল্য হচ্ছে ৩,০০০, যাতে করে মোট উৎপন্নটির দ্বারা প্রকাশিত মূল্য সমান ৩ × ৩,০০০ অথবা ৯,০০০ হয়।

তা ছাড়া, এই শ্রম-সময়ের নিম্নলিখিত অংশগুলি পার হয়ে গিয়েছে উৎপাদনের এক-বার্ষিক প্রক্রিয়ার **আগে,** যার উৎপন্ন-ফল আমরা এখন বিশ্লেষণ করছি: ১নং বিভাগে একটি কর্ম-দিবসের চার-তৃতীয়াংশ (৪,০০০ মূল্যের একটি উৎপন্ন সমন্বিত),

এবং ২নং বিভাগে একটি কর্ম-দিবসের দুই তৃতীয়াংশ (২,০০০ মূল্যের একটি উৎপন্ন সমন্বিত) দাঁড়ায় মোট দুটি সামাজিক কর্ম-দিবস—৬,০০০ মূল্যের একটি উৎপন্ন সমন্বিত। এই কারণে ৪,০০০ $১_{স}$+২,০০০ $২_{স}$=৬,০০০$_{স}$প্রকাশ পায় উৎপাদন-উপায়ের মূল্য হিসাবে, অথবা সামাজিক উৎপন্নের মোট মূল্যে পুনরাবির্ভূত স্থির মূলধন-মূল্য হিসাবে।

তা ছাড়া, ১নং বিভাগে নোতুন সংযোজিত এক বছরের একটি সামাজিক কর্ম-দিবসের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে আবশ্যিক শ্রম, অথবা ১,০০০ $১_{অ}$ অস্থির মূলধনের মূল্য প্রতিস্থাপনকারী এবং ১-এর দ্বারা নিয়োজিত শ্রমের মূল্য প্রদানকারী শ্রম। একই ভাবে ২-এ একটি সামাজিক কর্ম-দিবসের এক-ষষ্ঠাংশ হচ্ছে আবশ্যিক শ্রম—৫০০ মূল্য সমন্বিত। অতএব, ১,০০০ $১_{অ}$+৫০০ $২_{অ}$=১,৫০০$_{অ}$—যা প্রকাশ করে সামাজিক কর্ম-দিবসের অর্ধেক—তা হচ্ছে, এই বছরে সংযোজিত এবং আবশ্যিক শ্রমের দ্বারা গঠিত, সামূহিক কর্ম-দিবসের প্রথমার্ধের মূল্য-প্রকাশ।

সর্বশেষে, ১নং বিভাগে সামূহিক কর্ম-দিবসের এক-তৃতীয়াংশ, ১-০০০ মূল্যের উৎপন্ন সমন্বিত—হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং ২ বিভাগে কর্ম-দিবসের এক-ষষ্ঠাংশ—৫,০০ মূল্যের উৎপন্ন সমন্বিত—হচ্ছে উদ্বৃত্ত-শ্রম। এক সঙ্গে তারা গঠন করে সংযোজিত সামূহিক কর্ম-দিবসের বাকি অর্ধেক। অতএব, উৎপাদিত মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য সমান ১,০০০ $১_{উ}$+৫০০ $২_{উ}$, কিংবা ১,৫০০$_{উ}$।

এইভাবে :

স্নুতরাং সামাজিক উৎপন্ন (স)-এর মূল্যের স্থির মূলধন অংশটি হচ্ছে :

উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আগে ব্যয়িত দুটি কর্ম-দিবস ; মূল্যের অভিব্যক্তি=৬,০০০।

বৎসরকালে ব্যয়িত একটি প্রয়োজনীয় শ্রম (অ) :

বৎসরকালে উৎপাদনে একটি কর্ম-দিবসের অর্ধেক ব্যয়িত ; মূল্যের অভিব্যক্তি= ১,৫০০।

বৎসরকালে ব্যয়িত উদ্বৃত্ত-শ্রম (উ) :

বার্ষিক উৎপাদনে ব্যয়িত একটি কর্ম-দিবসের অর্ধেক ; মূল্যের অভিব্যক্তি=১,৫০০।

বার্ষিক শ্রম (অ+উ)-এর দ্বারা উৎপাদিত মূল্য=৩,০০০।

উৎপন্নের মোট মূল্য (স+অ+উ)=৯,০০০।

তা হলে সমস্যাটা স্বয়ং সামাজিক উৎপন্নটির মূল্যের বিশ্লেষণ নিয়ে নয়। সমস্যাটার উদ্ভব ঘটে সামাজিক উৎপন্নটির **বস্তুগত** উপাদানগুলির সঙ্গে তার **মূল্যের** গঠনকারী অংশসমূহের তুলনা থেকে।

মূল্যের স্থির, নিছক পুনরাবির্ভূত অংশটি এই উৎপন্নের সেই অংশটির উৎপন্নের

মূল্যের সমান, যেটি গঠিত হয় **উৎপাদনের** উপায়সমূহ নিয়ে, এবং বিধৃত হয় উক্ত অংশটির মধ্যে।

বছরের নোতুন মূল্য-উৎপন্নটি, সমান অ+উ, এই উৎপন্নটির সেই অংশের মূল্যের সমান, যে-অংশটি গঠিত হয় **পরিভোগের** দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে এবং বিধৃত হয় তার মধ্যে।

কিন্তু এখানে গুরুত্বহীন কিছু ব্যতিক্রম সহ, উৎপাদনের উপায় এবং পরিভোগের সামগ্রী সম্পূর্ণ ভাবে বিভিন্ন ধরনের পণ্য, সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের দৈহিক ও ব্যবহারিক রূপের উৎপন্ন, এবং ঐ কারণে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত শ্রমের উৎপন্ন। যে শ্রম জীবন-ধারণের উপায়সমূহের উৎপাদনে মেশিনপত্র নিয়োগ করে, তা সেই শ্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা মেশিনপত্র নির্মাণ করে। বোধহয় সমগ্র সামূহিক কর্ম-দিবসটি, যার মূল্য-অভিব্যক্তি হল ৩,০০০, সেটি ব্যয়িত হয়েছে ৩,০০০-এর সমান ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনে, যার মধ্যে মূল্যের কোনো স্থির অংশই পুনরাবির্ভূত হয় না, কেননা এই যে ৩,০০০, সমান ১,৫০০$_{অ}$+১,৫০০$_{উ}$, তা নিজেদেরকে পর্যবসিত করে কেবল অস্থির মূলধন-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে। অন্য দিকে, ৬,০০০ পরিমাণ স্থির মূলধন-মূল্য পুনরাবির্ভূত হয় এমন এক শ্রেণীর উৎপন্নে, যেগুলি ভোগ্য-দ্রব্যাদি থেকে একেবারে ভিন্ন, যথা উৎ-পাদনের উপায়-উপকরণে, যখন, বাস্তবিক পক্ষে সামাজিক কর্ম-দিবসের কোনো অংশই এই নোতুন উৎপন্নসমূহের উৎপাদনে ব্যয়িত হয়েছে বলে বোধ হয় না। বরং বোধ হয় যে গোটা কর্ম দিবসটি গঠিত হয় সেই সব শ্রেণীর শ্রম দিয়ে যেগুলির ফলে কোনো উৎপাদনের উপায় উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় পরিভোগের সামগ্রী। এই রহস্যটি ইতিপূর্বেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সারা বছরের শ্রমের মূল্য-উৎপন্নটি সমান ২নং বিভাগের উৎপন্নসমূহের মূল্য, নোতুন উৎপাদিত পরিভোগ্য দ্রব্যাদির মোট মূল্য। কিন্তু পরিভোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে (২নং বিভাগ) বার্ষিক শ্রমের যে-অংশ ব্যয়িত হয়েছে, তার চেয়ে এই উৎপন্নসমূহের মূল্য দুই-তৃতীয়াংশ বেশি। বার্ষিক শ্রমের কেবল এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে তাদের উৎপাদনে। এই বার্ষিক শ্রমের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উৎপাদনে, অর্থাৎ ১নং বিভাগে। ১নং বিভাগে এই সময়কালে সৃষ্ট মূল্য-উৎপন্ন, সমান ১নং বিভাগে উৎপন্ন অস্থির মূলধন-মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য, ২নং বিভাগের পরিভোগ-দ্রব্যাদিতে পুনরাবির্ভূত ২নং বিভাগের স্থির মূলধন-মূল্যের সমান। অতএব সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিনিমিত এবং সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। সুতরাং ২নং বিভাগের পরিভোগ্য দ্রব্যাদির মোট মূল্য হচ্ছে ১নং এবং ২নং বিভাগের নোতুন মূল্য-উৎপন্নের যোগফলের সমান, অথবা ২(স+অ+উ) সমান ১(অ+উ)+২(অ+উ), অতএব সমান বছরের শ্রমের দ্বারা অ+উ-এর আকারে উৎপাদিত নোতুন মূল্যসমূহের সমষ্টি।

অন্য দিকে, উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মোট মূল্য (১) সমান স্থির মূলধন-মূল্যের সমষ্টি, যা পুনরাবির্ভূত হয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণের আকারে (১) এবং ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে (২); অন্যভাবে সমান স্থির মূলধন-মূল্যের সমষ্টি, যা পুনরাবির্ভূত হয় সমাজের মোট উৎপন্নে। মূল্যের হিসাবে এই মোট মূল্য সমান ১-এর উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পূর্ববর্তী একটি কর্ম-দিবসের চার-তৃতীয়াংশ এবং ২-এর উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পূর্ববর্তী একটি কর্ম-দিবসের দুই-তৃতীয়াংশ—সর্বমোট সমান দুটি সামূহিক কর্ম-দিবস।

সুতরাং বার্ষিক সামাজিক উৎপন্ন নিয়ে সমস্যার উদ্ভব ঘটে এই ঘটনাটি থেকে যে মূল্যের স্থির অংশটির প্রতিনিধিত্ব করে পুরোপুরি এক ভিন্ন শ্রেণীর উৎপন্নসম্ভার—উৎপাদনের উপায়-উপকরণ,—যেগুলি মূল্যের স্থির অংশের সঙ্গে সংযোজিত নোতুন মূল্য (অ+উ) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যে নোতুন মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী। এই ভাবে, মূল্যের ক্ষেত্রে, এমন একটা আভাসের সৃষ্টি হয় যে, পরিভুক্ত উৎপন্নসম্ভারের দুই-তৃতীয়াংশ পুনরায় দৃশ্যমান হচ্ছে নোতুন উৎপন্ন হিসাবে এক-একটি নোতুন রূপে, তাদের উৎপাদনে সমাজ কোনো শ্রম ব্যয় না করা সত্ত্বেও। একটি ব্যক্তিগত মূলধনের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিগত ধনিক নিয়োগ করে কোনো বিশেষ মূর্ত-রূপের শ্রম, যা তার স্ববিশেষ উৎপাদন-উপায়সমূহকে রূপান্তরিত করে একটি উৎপন্নে। ধরা যাক, ধনিক একজন মেশিন-নির্মাতা, বছরে ব্যয়িত স্থির মূলধন ৬,০০০$_{স}$, অস্থির মূলধন ১,৫০০$_{অ}$, উদ্বৃত্ত-মূল্য ১,৫০০$_{উ}$, উৎপন্ন ৯,০০০, উৎপন্ন, ধরুন, ১৮টি মেশিন—প্রত্যেকটি ৫,০০। সমগ্র উৎপন্নটাই এখানে অবস্থান করে একই রূপে—মেশিনেব রূপে। (যদি সে উৎপাদন করে বিভিন্ন রূপের উৎপন্ন, তা হলে প্রত্যেকটি রূপকে হিসাব করা যায় আলাদা আলাদা ভাবে।) গোটা পণ্য-উৎপন্নটাই সারা বছর ধরে মেশিন-নির্মাণে ব্যয়িত শ্রমের ফল; এটা একই উৎপাদন-উপায়ের সঙ্গে একই মূর্ত রূপের শ্রমের সম্মিলন। অতএব উৎপন্ন-সামগ্রীটির বিবিধ অংশ নিজেদেরকে উপস্থিত করে একই দৈহিক রূপে: ১২টি মেশিন মূর্তায়িত করে ৬,০০০$_{স}$; ৩টি মেশিন ১,৫০০$_{অ}$; ৩টি মেশিন ১,৫০০$_{উ}$। বর্তমান ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট যে ১২টি মেশিনের মূল্য সমান ৬,০০০$_{স}$—এই কারণে নয় যে এই ১২টি মেশিনের মধ্যে বিধৃত রয়েছে কেবল এই মেশিনগুলি নির্মাণের পূর্ববর্তী কালে সম্পাদিত শ্রম এবং এগুলির নির্মাণকার্যে ব্যয়িত শ্রম নয়। ১৮টি মেশিনের জন্য উৎপাদন-উপায়ের মূল্য আপনা-আপনি ১২টি মেশিনে রূপান্তরিত হয়ে যায়নি, কিন্তু এই ১২টি মেশিনের মূল্য (৪,০০০$_{স}$+১,০০০$_{অ}$+১,০০০$_{উ}$ নিয়ে গঠিত) সমান ১৮টি মেশিনে অন্তর্ভুক্ত স্থির মূলধনের মোট মূল্য। সুতরাং মেশিন-নির্মাতাকে অবশ্যই বিক্রয় করতে হবে ১৮টি মেশিনের মধ্যে ১২টি মেশিন, যাতে সে প্রতিস্থাপিত করতে পারে তার ব্যয়িত

স্থির মূলধনকে, যা তার লাগে ১৮টি নোতুন মেশিন পুনরুৎপাদনের জন্য। উল্টো, ব্যাপারটা হয়ে পড়ত ব্যাখ্যার অযোগ্য, যদি এই ঘটনা সত্ত্বেও যে ব্যয়িত শ্রম নিয়োজিত হয়েছিল একান্ত ভাবেই ধীরে ধীরে মেশিন নির্মাণে, ফল দাঁড়াত এই : এক দিকে ৬টি মেশিন সমান $১,৫০০_{অ} + ১,৫০০_{উ}$, অন্য দিকে $৬,০০০_{স}$ মূল্যের লোহা, তামা, স্ক্রু ইত্যাদি, অর্থাৎ মেশিনগুলির উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহ তাদের দৈহিক রূপে, যেগুলি, আমরা জানি, ব্যক্তিগত মেশিন-নির্মাণকারী ধনিক নিজে উৎপাদন করে না কিন্তু অবশ্যই প্রতিস্থাপন করবে সঙ্কলন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এবং তবু প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে সমাজের বার্ষিক উৎপন্ন সংঘটিত হয় এই অসম্ভব উপায়ে।

একটি ব্যক্তিগত মূলধনের উৎপন্ন, অর্থাৎ, সামাজিক মূলধনের প্রত্যেকটি ভগ্নাংশ, যার আছে একটি নিজস্ব জীবন এবং যে কাজ করে স্বতন্ত্র ভাবে, তার আছে কোন-না-কোন ধরনের একটি দৈহিক রূপ। একমাত্র শর্ত এই যে এই উৎপন্ন দ্রব্যটির অবশ্যই যথার্থতঃ থাকতে হবে একটি ব্যবহার-রূপ, একটি ব্যবহার-মূল্য, যা তাকে দেয় সঙ্কলনে সক্ষম পণ্য-জগতের এক সদস্যের ছাপ। এটা অনাবশ্যক এবং আকস্মিক যে এটা উৎপাদনের উপায় হিসাবে সেই একই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পুনঃপ্রবেশ করতে পারে কিনা, যা থেকে তার উদ্ভব ঘটেছিল একটি উৎপন্ন-দ্রব্য হিসাবে ; অন্য ভাবে বলা যায়, তার মূল্যের সেই অংশটি, যা প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের স্থির অংশটির, তার এমন একটি দৈহিক রূপ আছে কিনা, যে-রূপে তা আবার বস্তুতঃই কাজ করতে পারে স্থির মূলধন হিসাবে। যদি না পারে, তা হলে উৎপন্ন-দ্রব্যটির মূল্যের এই অংশটি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনঃরূপান্তরিত হয় তার উৎপাদনের বস্তুগত উপাদানসমূহে ; এবং এই ভাবে স্থির মূলধন পুনরুৎপাদিত হয় এমন একটি দৈহিক রূপে যা কাজ করতে সক্ষম।

সামূহিক সামাজিক মূলধনের উৎপন্নের বেলায় ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। পুনরুৎপাদনের সমস্ত বস্তুগত উপাদানগুলি তাদের দৈহিক রূপে অবশ্যই গঠন করবে এই উৎপন্নের অংশসমূহ। মূলধনের পরিভুক্ত স্থির অংশটি সামূহিক উৎপাদনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে কেবল ততটা পর্যন্ত, যতটা পর্যন্ত উৎপন্ন-সামগ্রীতে পুনরাবির্ভূত মূলধনের গোটা স্থির অংশটি পুনরাবির্ভূত হয় উৎপাদনের নোতুন উপায়-উপকরণের দৈহিক রূপে, যা বস্তুতই কাজ করতে পারে স্থির মূলধন হিসাবে। অতএব, যদি সরল পুনরুৎপাদন ধরে নেওয়া হয়, তা হলে উৎপন্নের সেই অংশটির মূল্য, যা উৎপাদনের উপায়সমূহের দ্বারা গঠিত, তা অবশ্যই সামাজিক মূলধনের স্থির অংশটির সমান হবে।

অধিকন্তু : ব্যক্তিগত ভাবে বিবেচিত হলে, ধনিক নোতুন সংযোজিত শ্রমের মাধ্যমে তার উৎপন্নের মূল্যে উৎপাদন করে কেবল তার অস্থির মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য,

যখন উক্ত মূল্যের স্থির অংশটি, নোতুন সংযোজিত শ্রমের মূর্ত চরিত্রের দরুন, উৎপন্নে স্থানান্তরিত হয়।

সামাজিক ভাবে বিবেচিত হলে, সামাজিক কর্ম-দিবসের সেই অংশ, যা উৎপাদন করে উৎপাদনের উপায় উপকরণ, অতএব সঙ্গে সেগুলির সংযোজিত করে নোতুন মূল্য এবং সেগুলিতে স্থানান্তরিত করে সেগুলির ম্যানুফ্যাকচারে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মূল্য—তা সৃষ্টি করে আর কিছুই না, কেবল **স্থির মূলধন**, ১ এবং ২ উভয় বিভাগেই পুরানো উৎপাদনের উপায়-উপকরণের আকারে পরিভুক্ত স্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপন করার জন্য। এ কেবল উৎপাদনশীল পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট উৎপন্নই সৃষ্টি করে। তা হলে, এই উৎপন্নের গোটা মূল্যটাই হল কেবল সেই মূল্য, যা নোতুন করে কাজ করতে পারে স্থির মূলধন হিসাবে, যা কেবল কিনে ফিরিয়ে নিতে পারে স্থির মূলধনকে তার দৈহিক রূপে এবং যা, এই কারণে, নিজেকে পর্যবসিত করে সামাজিক বিবেচনায়, না অস্থির মূল্যে, না উদ্বৃত্ত-মূল্যে।

অন্য দিকে, সামাজিক কর্ম-দিবসের যে অংশ উৎপাদন করে ভোগের সামগ্রী, সে অংশটি সামাজিক প্রতিস্থাপন মূলধনের কোনো অংশই সৃষ্টি করে না। তা সৃষ্টি করে কেবল সেই সব উৎপন্ন, তাদের দৈহিক রূপে, যেগুলি উদ্দিষ্ট হয় ১ এবং ২-এর অস্থির মূলধনের মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য বাস্তবায়িত করার জন্য।

সমাজের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, অতএব সমাজের সামূহিক উৎপন্ন—যার মধ্যে পড়ে সামাজিক মূলধন এবং ব্যক্তিগত পরিভোগ উভয়ই—তার সম্পর্কে বিবেচনা করতে গিয়ে, আমরা অবশ্যই সেই ভঙ্গিটির মধ্যে পিছলে পড়ব না, যে ভঙ্গিটি প্রুধোঁ নকল করেছিল বুর্জোয়া অর্থনীতির কাছ থেকে এবং বিষয়টির দিকে এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করব না যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সমন্বিত একটি সমাজ যেন, যদি সর্ব-সাকুল্যে একটি সমগ্র হিসাবে, দেখা হয়, তা হলে হারিয়ে ফেলবে তার এই নিজের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রটি। না, ঠিক উল্‌টো। সে ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা করতে হবে সামূহিক ধনিকের কথা। সামূহিক ধনিক দেখা দেয় সমস্ত ব্যক্তিগত ধনিকের সম্মিলিত মূলধন স্টক হিসাবে। অন্যান্য অনেক স্টক কোম্পানির সঙ্গে এই যৌথ-স্টক কোম্পানিরও এ বিষয়ে মিল আছে যে প্রত্যেকেই জানে কি সে নিয়োগ করল, কিন্তু **জানে না** কি সে তার থেকে পাবে।

৯. অ্যাডাম স্মিথ, স্টর্চ, এবং র‍্যামসে প্রসঙ্গে অনুচিন্তন

সামাজিক উৎপন্নের সামূহিক মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,০০০, সমান ৬,০০০$_{\text{স}}$ + ১,৫০০$_{\text{অ}}$ + ১,৩০০০$_{\text{উ}}$; অর্থাৎ ৬,০০০ পুনরুৎপাদন করে উৎপাদন-উপায়ের মূল্য এবং ৩,০০০ পরিভোগ-সামগ্রীর মূল্য। সুতরাং সামাজিক প্রত্যাগমের মূল্যের (অ+উ) পরিমাণ দাঁড়ায় সামূহিক উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, এবং পরিভোক্তা, শ্রমিক এবং ধনিকদের মোট সমষ্টি মোট সামাজিক উৎপন্ন থেকে পণ্য, উৎপন্ন-সামগ্রী তুলে নিতে পারে, এবং সেগুলিকে পরিভোগ-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কেবল এই এক তৃতীয়াংশ পরিমাণে। অন্য দিকে, ৬,০০০, কিংবা উৎপন্ন-সামগ্রীর মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ হল স্থির মূলধনের মূল্যে, যা অবশ্যই সামগ্রী দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। সুতরাং এই পরিমাণে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ আবার উৎপাদন-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্টর্চ এটাকে অত্যাবশ্যক বলে বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু প্রমাণ করতে পারেন নি : "এটা পরিষ্কার যে বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য বিভক্ত হয় অংশতঃ মূলধনে এবং অংশতঃ মুনাফায়, এবং বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যের এই প্রত্যেকটি অংশ নিয়মিত ভাবে নিয়োজিত হয় সেই উৎপন্ন সমূহ ক্রয় করতে, যেগুলি জাতির আবশ্যক হয় তার মূলধন সংরক্ষণের জন্য এবং তার পরিভোগ-ভাণ্ডারকে পরিপূরণ করার জন্য। · যে সমস্ত উৎপন্ন একটি জাতির **মূলধন** গঠন করে, সেগুলিকে **পরিভোগ করা চলে না**।" (স্টর্চ : Considerations sur la nature du revenu national, Paris, 1824, pp 134-35, 150.)

যাই হোক, অ্যাডাম স্মিথ এই আশ্চর্য রকমের গোঁড়া তত্ত্বটি উপস্থিত করেন, যা আজও পর্যন্ত বিশ্বাস করা হয়, কেবল পূর্বোল্লিখিত আকারেই নয়, যদনুযায়ী সামাজিক উৎপন্নের সমগ্র মূল্যটি নিজেকে পর্যবসিত করে প্রত্যাগমে, বার্ষিক আয়, মজুরী যোগ উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা তিনি যে ভাবে বর্ণনা করেন তাতে, মজুরি যোগ মুনাফা (সুদ) যোগ ভূমি-খাজনায়, উপরন্তু আরো সাধারণ বোধ্য আকারে, যদনুযায়ী **পরিভোক্তারা** অবশ্যই "শেষ পর্যন্ত" উৎপাদনকারীদের দেয় **উৎপন্নের সমগ্র মূল্যটি**। আজও পর্যন্ত এটা **হচ্ছে** তথা কথিত রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানের সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত প্রবচনগুলির মধ্যে, বরং বলা যায়, শাশ্বত সত্যগুলির মধ্যে, অন্যতম। এটা দেখানো হয়েছে নিম্নলিখিত যুক্তিগ্রাহ্য ভঙ্গিতে : দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কোনো একটি জিনিস নিন, যেমন একটি সুতি-কাপড়ের সার্ট। প্রথমতঃ, সুতো-কাটুনি তুলো-উৎপাদককে দেবে তুলোর গোটা মূল্য, অর্থাৎ তুলো-বীজ, সার, শ্রমকারীগবাদি পশুর খাদ্য ইত্যাদির মূল্য যোগ মূল্যের সেই অংশ, যে অংশটি স্থির-মূলধন, যেমন তুলো-উৎপাদকের বাড়ি-ঘর, কৃষি-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপন্ন সামগ্রীতে স্থানান্তরিত করে ;

তুলো উৎপাদনে প্রদত্ত মজুরি ; তুলোর মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য (মুনাফা, ভূমি-খাজনা) ইত্যাদি, সর্বশেষে, উৎপাদনের জায়গা থেকে স্থতো-কারখানায় তুলো পরিবহনের খরচ। দ্বিতীয়তঃ, তন্তুবায় স্থতো-কাটুনিকে কেবল তুলোর দামের বাবদেই অর্থ দেবে না, সেই সঙ্গে দেবে মেশিনারি, বাড়ি ঘরের মূল্যের অংশ ইত্যাদি, সংক্ষেপে স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যের সেই অংশের বাবদেও অর্থ দেবে, যে-অংশটি স্থানান্তরিত হয় তুলোয় ; অধিকন্তু, স্থতো কাটার প্রক্রিয়ায় পরিভুক্ত সমস্ত সহায়ক সামগ্রী, স্থতো-কাটুনিদের মজুরি, উদ্বৃত্ত-মূল্য ইত্যাদি ; এবং একই ব্যাপার ঘটে ধোলাইকার, তৈরি কাপড়ের পরিবহন-খরচ, এবং সবশেষে সার্ট-তৈরিকারকের ক্ষেত্রে, যাকে দিতে হয় আগেকার সমস্ত উৎপাদকদের গোটা দাম, যারা তাকে সরবরাহ করেছিল কেবল কাঁচামাল। তার হাতে ঘটে মূল্যের সঙ্গে আরো একটি সংযোজন—অংশতঃ, সার্ট তৈরির কাজে শ্রমের হাতিয়ার, সহায়ক সামগ্রী-ইত্যাদির আকারে পরিভুক্ত স্থির মূলধনের মূল্যের মাধ্যমে, এবং অংশতঃ, ব্যয়িত শ্রমের মাধ্যমে, যা সংযোজিত করে সার্ট-তৈরিকারকদের মজুরির মূল্য যোগ সার্ট-উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত-মূল্য। এখন ধরা যাক সার্টের গোটা উৎপন্নটায় শেষ পর্যন্ত খরচ হয় £ ১০০ এবং এটা হোক সমাজের দ্বারা সার্টের বাবদে ব্যয়িত মোট বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যের একাংশ। সার্টের পরিভোক্তারা ব্যয় করে এই £ ১০০, অর্থাৎ সার্টগুলির মধ্যে বিধৃত সমস্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের এবং তুলা-উৎপাদক, স্থতো-কাটুনি, তন্তুবায়, ধোলাইকার, সার্ট-প্রস্তুতকারক এবং সমস্ত বহনকারীর মজুরী যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য। এটা সম্পূর্ণ সঠিক। বাস্তবিকই, প্রত্যেকটি শিশুও তা দেখতে পায়। কিন্তু তার পরে তা বলে : বাকি সব পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়ায়। এটা বলা উচিত ছিল : **সমস্ত পরিভোগ্য দ্রব্যের** মূল্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়ায়, অর্থাৎ সামাজিক উৎপন্নের মূল্যের সেই অংশের ক্ষেত্রে যা চলে যায় পরিভোগ ভাণ্ডারে, অর্থাৎ সামাজিক উৎপন্নের মূল্যের সেই অংশের মূল্য যা ব্যয় করা যায় বার্ষিক আয় হিসাবে। সত্য বটে, এই সমস্ত পণ্যের মূল্য-সমষ্টি সমান তাদের মধ্যে পরিভুক্ত সমস্ত উৎপাদন উপায়ের (মূলধনের স্থির অংশগুলির) মূল্য যোগ সর্বশেষে সংযোজিত, শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য (মজুরি যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য)। স্থতরাং, পরিভোক্তাদের সমগ্র সংখ্যা এই সমগ্র মূল্য-সমষ্টির জন্য অর্থ দিতে পারে, যদিও প্রত্যেকটি ব্যষ্টিগত পণ্যের মূল্য তৈরি হয় স+অ+উ দিয়ে, তা হলেও পরিভোগ-ভাণ্ডারে যায় সমস্ত পণ্যের মূল্য-সমষ্টি, তার সর্বাধিক পরিমাণে ধরে নিলেও, সমান হতে পারে, কেবল সামাজিক উৎপন্নের সেই অংশটির সঙ্গে, যেটি নিজেকে পর্যবসিত করে অ+উ-তে, ভাষান্তরে বলা যায়, সেই মূল্যটির সমান যেটি বৎসরকালে ব্যয়িত শ্রম সংযোজিত করেছে উপস্থিত উৎপাদন-উপায়সমূহের সঙ্গে—অর্থাৎ স্থির মূলধনের মূল্যের সঙ্গে। স্থির মূলধনের মূল্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমরা দেখেছি তা সামাজিক উৎপন্ন-সম্ভার থেকে প্রতিস্থাপিত হয় দ্বিবিধ উপায়ে। প্রথমতঃ, ১-এর ধনিকদের, সঙ্গে, যারা উৎপাদন করে তাদের

জন্য উৎপাদনের উপায়, তাদের সঙ্গে **২**-এর ধনিকদের, যারা উৎপাদন করে পরিভোগের সামগ্রী, তাদের বিনিময়ের মাধ্যমে। আর এ থেকেই এই কথাটির উদ্ভব: একজনের পক্ষে যা মূলধন, আরেক জনের পক্ষে তাই প্রত্যাগম (আয়)। কিন্তু এটাই আসল পরিস্থিতি নয়। ২,০০০ মূল্যের পরিভোগ্য সামগ্রীর আকারে বিদ্যমান ২,০০০ $২_{স}$ গঠন করে **২**-এর ধনিক শ্রেণীর জন্য একটি স্থির মূলধন-মূল্য। অতএব তারা নিজেরা এই মূল্যটা পরিভোগ করতে পারে না, যদিও উৎপন্নটি তার দৈহিক রূপ অনুযায়ী পরিভোগের জন্যই উদ্দিষ্ট। অন্য দিকে ২,০০০ $১_{(অ+উ)}$ হল ধনিক এবং শ্রমিক-শ্রেণী **১**-এর দ্বারা উৎপাদিত মজুরি যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য। তারা থাকে উৎপাদনের উপায়ের দৈহিক আকারে, এমন জিনিসের দৈহিক আকারে, যে-আকারে তাদের নিজেদের মূল্য পরিভোগ করা যায় না। তা হলে আমরা এখানে পাই ৪,০০০ পরিমাণ এমন এক মূল্য-সমষ্টি, যার অর্ধেক, বিনিময়ের আগে এবং পরে, প্রতিস্থাপন করে কেবল স্থির মূলধন, যখন বাকি অর্ধেক গঠন করে কেবল প্রত্যাগম (আয়)।

দ্বিতীয়তঃ, **১**নং বিভাগে স্থির মূলধন প্রতিস্থাপিত হয় সামগ্রী দিয়ে, অংশতঃ ১-এর ধনিকদের মধ্যে বিনিময়ের দ্বারা, এবং অংশতঃ প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে সামগ্রী দিয়ে প্রতিস্থাপনের দ্বারা।

সমগ্র বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য শেষ পর্যন্ত পরিভোগকারীকেই দিতে হবে—এই কথাটি সঠিক হত কেবল তবেই, যদি পরিভোক্তা গঠিত হত দুটি বিপুলভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা—ব্যক্তিগত পরিভোগকারী এবং উৎপাদনশীল পরিভোগকারী। যাই হোক, উৎপন্নের একটি অংশ যে পরিভুক্ত হবে **উৎপাদনশীল ভাবে**, তা কেবল এটাই বোঝায় যে এটা অবশ্যই **কাজ করবে মূলধন হিসাবে** এবং **পরিভুক্ত হবে না প্রত্যাগম** (বার্ষিক আয়) **হিসাবে**।

আমরা যদি সামূহিক উৎপন্নের মূল্যকে, সমান ৯,০০০-কে ভাগ করি ৬,০০০ $_{স}$ + ১,৫০০ $_{অ}$ + ১,৫০০ $_{উ}$-তে এবং ৩,০০০ $_{(অ+উ)}$-কে দেখি কেবল তার আয়-এর গুণটিতে, তা হলে, উল্টো, অস্থির মূলধন অন্তর্হিত হয়ে যায় বলে মনে হয়, এবং মূলধন, সামাজিক ভাবে বললে, কেবল স্থির মূলধন দিয়ে গঠিত হয় বলে মনে হয়। কারণ যা শুরুতে দেখা দিয়েছিল ১,৫০০$_{অ}$ হিসাবে, তা নিজেকে পর্যবসিত করেছে সামাজিক প্রত্যাগম (আয়)-এর একটি অংশে, মজুরিতে, শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যাগম (আয়)-এ এবং মূলধনের চরিত্র এইভাবে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। আসলে এই সিদ্ধান্তটি টেনেছেন র‍্যামসে। তাঁর মতে, মূলধনকে যদি সামাজিক দিক থেকে দেখা হয়, তা হলে তা গঠিত হয় কেবল স্থিতিশীল মূলধন দিয়ে, কিন্তু স্থিতিশীল মূলধন বলতে তিনি বোঝান স্থির মূলধন, মূল্য-সমূহের এমন এক পরিমাণ যা গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণ দিয়ে, তা সেগুলি শ্রমের হাতিয়ার বা সামগ্রীই হোক,

যেমন কাঁচামাল, অসম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য, সহায়ক সামগ্রী ইত্যাদি। তিনি অস্থির মূলধনকে বলেন আবর্তনশীল মূলধন : "আবর্তনশীল মূলধন গঠিত হয় একান্ত ভাবে জীবন-ধারণের দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যিক দ্রব্যাদির দ্বারা, যা শ্রমিকদের অগ্রিম দেওয়া হয় তাদের শ্রমের ফল সম্পূর্ণ হবার আগে।···আবর্তনশীল মূলধন নয়, একমাত্র স্থিতিশীল মূলধনই হল, সঠিক ভাবে বললে, জাতীয় ধনসম্পদের একটি উৎস···। আবর্তনশীল মূলধন উৎপাদনের একটি প্রত্যক্ষ সংঘটক নয়, এমনকি তার পক্ষে আদৌ অপরিহার্য নয় ; তা কেবল এমন একটি সংস্থান, ব্যাপক জনগণের শোচনীয় দারিদ্র্য যাকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে · । জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, একমাত্র স্থিতিশীল মূলধনই হল উৎপাদন-খরচের একটি উপাদান।" (র‍্যামসে, l. c. pp. 23-26, Passim.) র‍্যামসে স্থিতিশীল মূলধন বলতে বোঝান স্থির মূলধন এবং আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে তার সংজ্ঞা দেন এইরকম : "যে সময় ধরে সেই শ্রমের উৎপন্নের কোনো অংশ" (যথা কোনো পণ্যের উপরে অর্পিত শ্রম) "স্থিতিশীল মূলধন হিসাবে রয়েছে, তার দৈর্ঘ্যের উপরে , অর্থাৎ এমন একটি রূপে, যে-রূপে, যদিও সহায়তা করে ভবিষ্যৎ পণ্য উৎপাদনে, তবু **শ্রমিকদের ভরণ-পোষণ করে না।**" (Ibid, p. 59.)

স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যকে স্থির এবং অস্থির মূলধনের মধ্যেকার পার্থক্যে লীন করে দিয়ে অ্যাডাম স্মিথ যে কী বিপর্যয় ডেকে এনেছেন, এখানে তা আমরা আরো একবার দেখতে পাই। র‍্যামসে-র স্থির মূলধন মানে শ্রমের হাতিয়ার, তার আবর্তনশীল মূলধন মানে জীবন-ধারণের উপায়। তাদের উভয়েই একটি নির্দিষ্ট মূল্যের পণ্য। অন্যটির তুলনায় একটি অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না।

১০. মূলধন এবং প্রত্যাগম : অস্থির মূলধন এবং মজুরি[৪৯]

সমগ্র বার্ষিক পুনরুৎপাদন, এক বছরের সমগ্র উৎপন্ন হচ্ছে সেই বছরের উপযোগপূর্ণ শ্রমের উৎপন্ন ফল। কিন্তু এই মোট উৎপন্নের মূল্য মূল্যের সেই অংশটি থেকে বৃহত্তর, যার মধ্যে ঐ বার্ষিক শ্রম, চল্‌তি বছরে ব্যয়িত শ্রম, বিধৃত হয়। এই বছরের **মূল্য-উৎপন্ন**, এই সময়কালে পণ্যের আকারে নোতুন সৃষ্ট মূল্য, সারা বছরে প্রস্তুত পণ্যসম্ভারের সামূহিক মূল্যের তুলনায়, **উৎপন্নের মূল্যের** তুলনায় ক্ষুদ্রতর। বার্ষিক উৎপন্নের মোট মূল্য থেকে, যে মূল্যটি তাতে সংযোজিত হয়েছিল চলতি

৪৯. নিচের অংশটি অষ্টম পাণ্ডুলিপি থেকে।—এঙ্গেলস।

বছরের শ্রমের দ্বারা, সেই অংশটি বিয়োগ করে যে-পার্থক্যটি পাওয়া যায়, সেটি আসলে পুনরুৎপাদিত মূল্য নয়, কেবল অস্তিত্বের নোতুন রূপে পুনরাবির্ভূত মূল্য। এটা কেবল তার আগে অস্তিত্বশীল মূল্য থেকে বার্ষিক উৎপন্নে স্থানান্তরিত মূল্য—সেই বছরের সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ায় অংশ-গ্রহণকারী স্থির মূলধনের গঠনকারী উপাদানগুলির স্থায়িত্ব অনুযায়ী সেটা অপেক্ষাকৃত আগেকার বা পরেকার তারিখ হতে পারে, এমন একটি মূল্য, যা উদ্ভূত হতে পারে উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে, যেগুলি জগতে এসেছিল এক বছর আগে, এমনকি তারও আগে কয়েক বছর ধরে। এটা সর্বতোভাবেই এমন একটি মূল্য, যা চলতি বছরের উৎপন্নে স্থানান্তরিত হয়েছে পূর্ববর্তী বছরগুলির উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে।

আমাদের প্রকল্পটি নিন। ১ এবং ২-এর মধ্যে, এবং ২-এর অভ্যন্তরে, এ পর্যন্ত আলোচিত উপাদানগুলির বিনিময়ের পরে, আমাদের থাকে :

১) ৪,০০০$_{স}$ + ১,০০০$_{অ}$ + ১,০০০$_{উ}$ (পরবর্তী ২,০০০ ২$_{স}$-এর পরিভোগ্য দ্রব্যাদিতে বাস্তবায়িত) = ৬,০০০।

২) ২,০০০$_{স}$ (১$_{(অ+উ)}$ + ৫০০$_{অ}$ + ৫০০$_{উ}$ মাধ্যমে পুনরুৎপাদিত) = ৩,০০০-এর সঙ্গে বিনিময়ের।

মূল্যের যোগফল = ৯,০০০।

বৎসরকালে নোতুন উৎপাদিত মূল্য বিধৃত হয় কেবল অ এবং উ-তে। সুতরাং এই বছরের মূল্য-উৎপন্নের যোগফল হচ্ছে অ + উ, কিংবা ২,০০০ ১$_{(অ+উ}$ + ১,০০০ ২$_{(অ+উ)}$ = ৩,০০০-এর সমান। এই বছরের উৎপন্নের বাকি সমস্ত মূল্য-অংশই হল কেবল স্থানান্তরিত মূল্য—বার্ষিক উৎপাদনে পরিভুক্ত পূর্বেকার উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য থেকে স্থানান্তরিত। ৩,০০০-এর মূল্য থেকে আলাদা কোনো মূল্য চলতি বার্ষিক শ্রম উৎপাদন করে নি। সেটাই তার সমগ্র মূল্য-উৎপন্নের প্রতিনিধিত্ব করে।

এখন, যেমন আমরা দেখেছি, ২,০০০ ১$_{(অ+উ)}$ ২নং শ্রেণীর জন্য প্রতিস্থাপন করে তার ২,০০০ ২$_{স}$—উৎপাদন-উপায়ের দৈহিক রূপে। তা হলে ১নং বর্গে ব্যয়িত বার্ষিক শ্রমের দুই-তৃতীয়াংশ নোতুন করে উৎপাদন করেছে স্থির মূলধন ২—তার সমগ্র মূল্য এবং তার দৈহিক রূপ উভয়ই। সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে, বৎসরকালে ব্যয়িত শ্রমের দুই-তৃতীয়াংশ সৃষ্টি করেছে নোতুন স্থির মূলধন-মূল্য—২নং বিভাগের উপযুক্ত দৈহিক রূপে বাস্তবায়িত। এই ভাবে সমাজের বার্ষিক শ্রমের বেশির ভাগটাই ব্যয়িত হয়েছে নোতুন স্থির মূলধনের উৎপাদনে (উৎপাদন-উপায়ের রূপে বিদ্যমান মূলধন-মূল্য)—যাতে করে ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যয়িত স্থির মূলধনের মূল্য প্রতিস্থাপন করা

যায়। এক্ষেত্রে বন্য সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজকে যা পৃথক করে তা, সিনিয়র[৫০] যেমন মনে করেন, বন্য মানুষের এই স্বাধিকার ও বৈশিষ্ট্য নয় যে সে তার শ্রম ব্যয় করে এমন এমন সময়ে এমন ভাবে যা তার জন্য উৎপাদন করে এমন কোনো উৎপন্ন যা পর্যবসিত করা যায় (বিনিময় করা যায়) প্রত্যাগমে, অর্থাৎ ভোগের দ্রব্য-সামগ্রীতে। না, পার্থক্যটা হচ্ছে এই :

ক) ধনতান্ত্রিক সমাজ তার উপস্থিত বার্ষিক শ্রমের বেশির ভাগটা ব্যয় করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ (অতএব, স্থির মূলধন) উৎপাদনে, যেগুলিকে মজুরি বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের আকারে প্রত্যাগমে পর্যবসিত করা যায় না, কিন্তু যেগুলি কাজ করতে পারে কেবল মূলধন হিসাবে।

খ) যখন একজন বন্য মানুষ তৈরি করে ধনুক, বাণ, পাথরের হাতুড়ি, কুড়োল ইত্যাদি, সে খুব ভাল ভাবেই জানে যে এই ভাবে নিয়োজিত সময়টা সে ভোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যয় করেনি, বরং এই ভাবে সে আর কিছুই করেনি, কেবল জমিয়ে তুলেছে তার প্রয়োজনীয় উৎপাদনী উপায়সমূহ। তা ছাড়া, একজন বন্য মানুষ সময়ের অপচয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়ে একটি গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধ করে ; যেমন টাইলর[৫১] আমাদের বলেন, কখনো কখনো একটা গোটা বাণ তৈরি করতেই সে নেয় একটা গোটা মাস।

যে প্রচলিত ধারণাটির সাহায্যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদেরা নিজেদেরকে মুক্ত করতে চান এই তত্ত্বগত সমস্যাটি থেকে—অর্থাৎ, একজনের কাছে যা মূলধন, আরেক জনের কাছে তা প্রত্যাগম, এবং একজনের কাছে যা প্রত্যাগম আরেক জনের কাছে তা মূলধন—এই প্রকৃত আন্তঃসম্পর্কের উপলব্ধি থেকে, সেটা কেবল আংশিক ভাবেই সত্য, এবং পরিণত হয় একটি সম্পূর্ণ ভুলে (সুতরাং পোষণ করে বার্ষিক পুনরুৎপাদনে সংঘটনশীল সমগ্র বিনিময়-প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে, অতএব, আংশিক ভাবে সঠিক ধারণাটির আসল ভিত্তিটি সম্পর্কে, একটি ষোল-আনা ভুল ধারণা), যখনি তার উপরে আরোপিত হয় একটি বিশ্বজনীনতার চরিত্র।

৫০. "বন্য মানুষ যখন ধনুক তৈরি করে, সে পরিশ্রম করে, কিন্তু ভোগ-বিরতি অভ্যাস করে না (Senior, Princpies fondamentaux de l' Economie Politique, trad. Arrivabence, Paris, 1836, pp. 342-343.) "সমাজ যত অগ্রসর হয়, ততই ভোগ-বিরতির প্রয়োজন হয়।" (Ibid, p. 312) (Cf. Das Kapital, Buch I, Kap. XXII, S. 19) [Eng. Edn. Ch. XXIV, 3, p. 597.]

৫১. E. B. Tylor : Researches into the Early History of Mankind, etc. London, 1865, pp. 198-99.

আমরা এখন সংক্ষেপে বিধৃত করছি সেই আসল সম্পর্কসমূহকে, যেগুলির উপরে দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণাটির আংশিক সঠিকতা, এবং তা করতে গিয়ে এই সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা চালু আছে তাও বেরিয়ে আসবে।

১) অস্থির মূলধন ধনিকের হাতে কাজ করে মূলধন হিসাবে, এবং মজুরি-শ্রমিকের হাতে প্রত্যাগম হিসাবে।

প্রথমে অস্থির মূলধন ধনিকের হাতে থাকে **অর্থ-মূলধন** হিসাবে; এবং ধনিক তা দিয়ে শ্রম-শক্তি ক্রয় করায়, তা সম্পাদন করে **অর্থ-মূলধনের** কাজ। যতক্ষণ তা তার হাতে থাকে অর্থের রূপে, ততক্ষণ তা অর্থের রূপে বিদ্যমান একটি নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া আর কিছু নয়; অতএব একটি অস্থির রাশি নয়, একটি স্থির রাশি। এটা কেবল সম্ভাব্য ভাবেই অস্থির মূলধন—শ্রম-শক্তিতে তার রূপান্তর যোগ্যতার কারণে। এটা প্রকৃতই অস্থির মূলধনে পরিণত হয় কেবল তার অর্থ-রূপ থেকে নিজেকে মুক্ত করেই—ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীল মূলধনের একটি গঠনকারী অংশ হিসাবে ক্রিয়াশীল শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হবার পরে।

অর্থ, যা প্রথমে কাজ করেছিল ধনিকের জন্য অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপ হিসাবে, তা শ্রমিকের হাতে এখন কাজ করে তার মজুরির অর্থ-রূপ হিসাবে, যা সে বিনিময় করে জীবন-ধারণের সামগ্রীর সঙ্গে; অর্থাৎ তার শ্রম-শক্তির ক্রমাগত পুনরাবর্তিত বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত **প্রত্যাগমের** অর্থ-রূপ হিসাবে।

এখানে আমরা পাই এই সরল ঘটনাটি যে, ক্রেতার, এক্ষেত্রে ধনিকের, **অর্থ** তার হাত থেকে যায় বিক্রেতার, এক্ষেত্রে শ্রম-শক্তি বিক্রেতার, শ্রমিকের হাতে। এটা অস্থির **মূলধনের** দ্বৈত ভূমিকায় সক্রিয়তা নয়—ধনিকের পক্ষে মূলধন এবং শ্রমিকের পক্ষে প্রত্যাগম। এটা সেই একই **অর্থ** যা প্রথমে থাকে ধনিকের হাতে তার অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপ হিসাবে, এতএব কার্যকর অস্থির-মূলধন হিসাবে, এবং যা শ্রমিকের হাতে কাজ করে বিক্রীত শ্রম-শক্তির তুল্য-মূল্য হিসাবে, যে মুহূর্তে ধনিক তাকে রূপান্তরিত করে শ্রম-শক্তিতে। কিন্তু এই ঘটনা যে, একই অর্থ ক্রেতার হাতে যে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে, তা থেকে ভিন্ন একটা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে শ্রমিকের হাতে, এটা সমস্ত পণ্যেরই ক্রয়-বিক্রয়ের একটা বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যাপার।

তল্পিবাহী অর্থনীতিবিদেরা ব্যাপারটিকে উপস্থিত করে ভুল আলোকে, যা সবচেয়ে ভাল ভাবে দেখা যায় যদি আমরা, পরে কি আসছে আপাততঃ তার প্রতি চোখ না দিয়ে, আমাদের দৃষ্টি একান্ত ভাবে নিবদ্ধ রাখি সঙ্কলনের ক্রিয়া **অ—শ** (সমান **অ—প**)-এর উপরে ধনিক-ক্রেতার পক্ষে অর্থের শ্রম-শক্তিতে রূপান্তর যা হচ্ছে শ্রমিক-বিক্রেতার পক্ষে, শ্রমিকের পক্ষে, **শ—অ** (সমান **প—অ**), শ্রম-শক্তি রূপ পণ্যটির অর্থে রূপান্তর। ওঁরা বলেন: এখানে একই অর্থ বাস্তবায়িত করে দুটি মূলধন; ক্রেতা—ধনিক—তার অর্থ-মূলধনকে রূপান্তরিত করে জীবন্ত শ্রম-শক্তিতে, যাকে সে

অন্তর্ভুক্ত করে তার উৎপাদনশীল মূলধনে; অন্য দিকে, বিক্রেতা—শ্রমিক—তার পণ্যকে, শ্রম-শক্তিকে রূপান্তরিত করে অর্থে, যা সে ব্যয় করে তার প্রত্যাগম হিসাবে, এবং এটা তাকে সক্ষম করে তার শ্রম-শক্তি ক্রমাগত পুনর্বিক্রয় করতে এবং এই ভাবে তাকে সংরক্ষণ করতে। তা হলে, তার শ্রম-শক্তি পণ্য-রূপে তার মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা তাকে দেয় একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যাগম। শ্রম-শক্তি, বাস্তবিক পক্ষে, তার সম্পত্তি (নিরন্তর পুনর্নবীকৃত, পুনরুৎপাদিত)—তার মূলধন নয়। এটাই হচ্ছে একমাত্র পণ্য, যা সে ক্রমাগত বিক্রি করতে পারে এবং বিক্রি করে, যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে, এবং যা (অস্থির) মূলধন হিসাবে কাজ করে কেবল ক্রেতার ধনিকের, হাতে। একজন মানুষ যে ক্রমাগত বাধ্য হয় তার শ্রম-শক্তিকে, অর্থাৎ তার নিজেকে, আরেক জনের কাছে বিক্রি করতে—এই যে ঘটনা তা প্রমাণ করে, ঐ অর্থনীতিবিদদের মতে, যে সে একজন ধনিক, কেননা তার অধিকারে সব সময়েই থাকে বিক্রয়যোগ্য "পণ্য" (নিজের শ্রম-শক্তি)। এই অর্থে একজন ক্রীতদাসও একজন ধনিক, যদিও অন্য একজন তাকে চিরকালের জন্য বিক্রি করে দেয় পণ্য হিসাবে; কেননা এই পণ্যের, শ্রমকারী ক্রীতদাসের প্রকৃতিই এই যে, তার ক্রেতা তাকে প্রতিদিন শুধু নোতুন করে কাজ করতেই বাধ্য করে না, তদুপরি তাকে জীবন-ধারণের দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহও করে, যাতে করে সে আবার নোতুন করে কাজ করতে সক্ষম হয়। (এই প্রসঙ্গে ম্যালথাস-এ কাছে লেখা সিসমঁদি এবং সে'র পত্রগুলি তুলনীয়।*)

২) এবং তাই, ২,০ ০ $২_{স}$-এর সঙ্গে ১,০০০ $১_{অ}$ + ১,০০০$_{উ}$-এর বিনিময়ে, যা কয়েক জনের কাছে স্থির মূলধন (২,০০০ $২_{স}$), তাই আবার অন্যান্যদের কাছে হয় অস্থির মূলধন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য, অতএব সাধারণ ভাবে প্রত্যাগম, এবং যা কয়েক জনের কাছে অস্থির মূলধন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য (২,০০০ $১_{(অ+উ)}$, অতএব সাধারণ ভাবে প্রত্যাগম, তাই আবার অন্যান্যদের কাছে হয় স্থির মূলধন।

তাহলে প্রথমে দেখা যাক $২_{স}$ এর সঙ্গে $১_{অ}$ এর বিনিময়, শুরুতেই, শ্রমিকের মনোভাবের দিক থেকে।

১-এর যৌথ শ্রমিক তার শ্রম-শক্তি বিক্রি করেছে ১-এর যৌথ ধনিকের কাছে—১,০০০-এর বিনিময়ে; সে এই মূল্য পায় টাকার অংকে, মজুরির আকারে। এই টাকা দিয়ে সে ২-এর কাছ থেকে কেনে ভোগ্য দ্রব্যাদি—একই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে। ২-এর ধনিক তার মুখোমুখি হয় কেবল পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে, অন্য কিছু হিসাবে নয়—এমনকি যদি এই শ্রমিক তার নিজের ধনিকের কাছ থেকেও ক্রয় করে, যেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে, সে করে ৫০০ $২_{অ}$-এর বিনিময়ে, যা আমরা উপরে (পূর্বে)

* মার্কসের মনে আছে জে. বি. সে'র **Letires a M. Malthus sur differents sujets d' economie politique, notamment sur les causes de la stagnation genera le du commerce, Paris, 1820.**—সম্পাদক, ইং সং।

দেখেছি (পৃঃ ৪০০)।* সঞ্চলনের যে-রূপের মাধ্যমে তার পণ্য, শ্রম-শক্তি, অতিক্রম করে, তা হল কেবল অভাবের তৃপ্তি সাধনের জন্য, পরিভোগের জন্য, পণ্যের সরল সঞ্চলনের রূপ : **প** (শ্রম-শক্তি)—**অ**—**প** (ভোগের দ্রব্যাদি, ২-এর পণ্যসমূহ)। এই সঞ্চলন-ক্রিয়ার ফল এই যে শ্রমিক নিজেকে সংরক্ষণ করে ১-এর ধনিকের জন্য শ্রম-শক্তি হিসাবে, এবং এই হিসাবে নিজেকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সে অবশ্যই ক্রমাগত এই প্রক্রিয়াটির **শ** (প)—**অ**—**প**-এর, পুনর্নবীকরণ করতে থাকবে। তার মজুরি বাস্তবায়িত হয় ভোগ্য দ্রব্যাদিতে; তা ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে, এবং শ্রমিক-শ্রেণীকে সমগ্র ভাবে নিলে, এই মজুরি বারংবার ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে।

এখন ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে $২_{স}$-এর সঙ্গে $১_{অ}$-এর বিনিময়টি দেখা যাক। ২-এর গোটা পণ্য-উৎপন্নটি গঠিত হয় পরিভোগের দ্রব্যাদি দিয়ে, অতএব সেইসব জিনিস দিয়ে যেগুলি বার্ষিক পরিভোগে প্রবেশের জন্য, অতএব কোনো একজনের জন্য প্রত্যাগম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্দিষ্ট, এ ক্ষেত্রে ১-এর যৌথ শ্রমিকের জন্য। কিন্তু ২-এর যৌথ ধনিকের পক্ষে, তার পণ্য-উৎপন্নের একটি অংশ, সমান ২,০০০, এখন পণ্যে রূপান্তরিত তার উৎপাদনশীল মূলধনের স্থির মূলধন-মূল্যের রূপ—এই উৎপাদনশীল মূলধনকে আবার রূপান্তরিত করতে হবে এই পণ্য-রূপ থেকে তার দৈহিক রূপে, যে-রূপে তা আবার কাজ করতে পারে একটি উৎপাদনশীল মূলধনের স্থির অংশ হিসাবে। ২-এর ধনিক এতদবধি যা সম্পন্ন করেছেন, তা এই যে সে ১-এর শ্রমিকদের কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে পুনঃরূপান্তরিত করেছে তার স্থির মূলধন মূল্যের অর্ধেক (সমান ১,০০০), যা পুনরুৎপাদিত হয়েছে, পণ্যের (ভোগ্য দ্রব্যাদির) আকারে, অর্থের রূপে। অতএব, যা $২_{স}$-এর স্থির মূলধন-মূল্যের প্রথম অর্ধেকে রূপান্তরিত হয়েছে, তা অস্থির মূলধন $১_{অ}$ নয়, তা শুধু সেই অর্থ, যা শ্রম-শক্তির সঙ্গে বিনিময়ে ১-এর জন্য অর্থ-মূলধন হিসাবে কাজ করেছিল, এবং এই ভাবে শ্রম-শক্তির বিক্রেতার অধিকারে এসেছিল, যার কাছে তা মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে না, প্রতিনিধিত্ব করে অর্থের রূপে প্রত্যাগমের, অর্থাৎ এটা ব্যয়িত হয় ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের উপায় হিসাবে। ইতিমধ্যে, ১,০০০ পরিমাণ অর্থ, যা ১-এর শ্রমিকদের হাত থেকে ২-এর ধনিকদের হাতে এসেছে, তা কাজ করতে পারে না ২-এর উৎপাদনশীল মূলধনের স্থির উপাদান হিসাবে। এটা এখনো পর্যন্ত তার পণ্য-মূলধনের অর্থ-রূপ যাকে পরিবর্তিত করতে হবে স্থির মূলধনের স্থিতিশীল বা আবর্তনশীল উপাদান সমূহে। সুতরাং ১-এর শ্রমিকদের তথা তার পণ্যের ক্রেতাদের, কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ২ ক্রয় করে ১-এর কাছ থেকে ১,০০০ পরিমাণ উৎপাদনী উপায়-উপকরণ। এই ভাবে

* বাং সং : ১৬০-৬১।—সম্পাদক, বাং সং।

২-এর স্থির মূলধন মূল্য নবীকৃত হয় তার মোট পরিমাণের অর্ধেক পরিমাণে তার দৈহিক রূপে, যে-রূপে তা আবার কাজ করতে পারে উৎপাদনশীল মূলধন ২-এর একটি উপাদান হিসাবে। এই ক্ষেত্রে সঞ্চলন গ্রহণ করে এই পথ: **প—অ—প**: ১,০০০ মূল্যের পরিভোগ্য দ্রব্যাদি—১,০০০ পরিমাণে অর্থ—১,০০০ মূল্যের উৎপাদনের উপায়।

কিন্তু **প—অ—প** এখানে প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের গতিক্রিয়ার। শ্রমিকদের কাছে বিক্রি হয়ে গেলে **প** রূপান্তরিত হয় **অ**-তে এবং এই **অ** রূপান্তরিত হয় উৎপাদনের উপায়ে। এটা হল পণ্যসমূহের সেই সব বস্তুগত উপাদানে পুনঃরূপান্তর, যেগুলি দিয়ে এই পণ্য তৈরি। অন্য দিকে ঠিক একজন ধনিকের মত ১ কাজ করে, ২-এর মুখোমুখি, কেবল একজন পণ্য-ক্রেতা হিসাবে; সুতরাং ধনিক ১ কাজ করে, ২-এর মুখোমুখি, কেবল একজন পণ্য-বিক্রেতা হিসাবে। অস্থির মূলধন হিসাবে কাজ করতে উদ্দিষ্ট, অর্থের অংকে ১,০০০ দিয়ে ১ শুরুতে ক্রয় করেছিল ১,০০০ মূল্যের শ্রম-শক্তি। সুতরাং সে পেয়েছে ১,০০০অ-এর তুল্য মূল্য, যা সে ব্যয় করেছিল অর্থ-রূপে। এই অর্থের মালিক এখন শ্রমিক, যে তা ব্যয় করে ২-এর কাছ থেকে কেনাকাটায়। ১ এই অর্থ ফেরৎ পেতে পারে না, যা এই ভাবে চলে গিয়েছিল ২-এর ধনাগারে—যদি না সে একই মূল্যের পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে তা আবার সেখান থেকে তুলে না আনে।

১-এর প্রথমে ছিল ১,০০০ পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ—অস্থির মূলধন হিসাবে করবার জন্য উদ্দিষ্ট। সেই অর্থ তদুদ্দেশ্যে কাজ করে একই মূল্যের শ্রম-শক্তিতে তার রূপান্তরের মাধ্যমে। কিন্তু শ্রমিক তাকে সরবরাহ করেছিল, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে, ৬,০০০ মূল্যের পণ্য-সম্ভার (উৎপাদনের উপায়-উপকরণ), যার মধ্যে এক-ষষ্ঠাংশ কিংবা ১,০০০ হল অর্থের আকারে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অস্থির অংশের তুল্য মূল্য। অস্থির মূলধন-মূল্য আগে তার অর্থ-রূপে যেভাবে অস্থির মূলধন হিসাবে কাজ করত, এখন তার পণ্য-রূপে তার চেয়ে বেশি কাজ করে না। তা সে করতে পারে কেবল জীবন্ত শ্রম-শক্তিতে তার রূপান্তরিত হবার পরেই, এবং পারে কেবল তত সময়, যত সময় এই শ্রম-শক্তি কাজ করে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। অর্থ হিসাবে অস্থির মূলধন-মূল্য ছিল কেবল সম্ভাব্য অস্থির মূলধন। কিন্তু তার ছিল একটি রূপ, যে রূপে তা ছিল শ্রম-শক্তিতে প্রত্যক্ষ ভাবে রূপান্তরণীয়। পণ্য হিসাবে সেই একই অস্থির মূলধন-মূল্য এখনো সম্ভাব্য অর্থ-মূল্য; তা তার মূল অর্থ-রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় কেবল পণ্য-সমূহের বিক্রয়ের দ্বারা—অতএব ২-এর দ্বারা ১ থেকে ১,০০০ পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে। সঞ্চলনের গতিক্রিয়া এখানে এই রকম: ১,০০০অ (অর্থ)—১,০০০ মূল্যের শ্রম-শক্তি—পণ্য-সামগ্রীতে ১,০০০ (অস্থির মূলধনের তুল্য মূল্য)—১,০০০অ (অর্থ); অতএব **অ—প…প—**

অ (সমান **অ—শ প—অ**) **প · প**-এর মধ্যবর্তী উৎপাদন-প্রক্রিয়া নিজে সঞ্চলনের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। বার্ষিক পুনরুৎপাদনের বিবিধ উপাদানের পারস্পরিক বিনিময়ে তা স্থান পায় না, যদিও এই বিনিময় অন্তর্ভুক্ত করে উৎপাদনশীল মূলধনের সবকটি উপাদান—স্থির উপাদানসমূহ এবং অস্থির উপাদানটিও (শ্রম-শক্তি)। এই বিনিময়ে অংশগ্রহণকারী সকলেই আত্মপ্রকাশ করে হয় ক্রেতা হিসাবে, নয় বিক্রেতা হিসাবে, নয়তো উভয় হিসাবেই। শ্রমিকেরা দেখা দেয় কেবল পণ্য-দ্রব্যাদির ক্রেতা হিসাবে, ধনিকেরা দেখা দেয় পরপর ক্রেতা এবং বিক্রেতা হিসাবে, এবং কয়েকটি সীমার মধ্যে কেবল পণ্য দ্রব্যাদির ক্রেতা হিসাবে কিংবা পণ্য-দ্রব্যাদির বিক্রেতা হিসাবে।

ফল: ১ আরেক বার প্রাপ্ত হয় তার মূলধনের অস্থির মূলধন উপাদান—অর্থের রূপে, একমাত্র যে-রূপটি থেকে তা সরাসরি শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরণীয়, অর্থাৎ তা আরেক বার প্রাপ্ত হয় অস্থির মূলধন-মূল্যকে তার সেই একমাত্র রূপটিতে, যাতে তাকে বস্তুতই অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে তার উৎপাদনশীল মূলধনের একটি অস্থির উপাদান হিসাবে। অন্যদিকে, শ্রমিক অবশ্যই আবার কাজ করবে পণ্যের, তার শ্রম-শক্তির, বিক্রেতা হিসাবে—সে যাতে আবার পণ্যের ক্রেতা হিসাবে কাজ করতে পারে।

২ নং বিভাগের অস্থির মূলধন (৫০০ ২ $_{অ}$) সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, উৎপাদনের একই শ্রেণীর ধনিকদের এবং শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চলন-প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সরাসরি, কেননা আমরা তাকে দেখি ২-এর যৌথ ধনিক এবং ২-এর যৌথ শ্রমিকের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপার হিসাবে।

একই মূল্যের শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য যৌথ ধনিক ২ অগ্রিম দেয় ৫০০$_{অ}$। এ ক্ষেত্রে যৌথ ধনিক হল একজন ক্রেতা, যৌথ শ্রমিক একজন বিক্রেতা। তার পরে শ্রমিক আত্মপ্রকাশ করে তার শ্রম-শক্তির বিক্রয়-লব্ধ অর্থ নিয়ে তার নিজেরই উৎপাদিত পণ্য-সমূহের একটি অংশের ক্রেতা হিসাবে। সুতরাং ধনিক এখানে বিক্রেতা। শ্রমিক ধনিকের কাছে প্রতিস্থাপন করেছে সেই অর্থ, যা সে দিয়েছিল তার শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে—প্রতিস্থাপন করেছে ২-এর দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-মূলধনের একটি অংশের সাহায্যে, যথা পণ্যসামগ্রীতে ৫০০ $_{অ}$-এর সাহায্যে। ধনিক এখন ধারণ করে পণ্যের আকারে সেই একই অ, যা তার ছিল শ্রম-শক্তিতে তা রূপান্তরিত হবার আগে, যখন, অন্য দিকে শ্রমিক তার শ্রম-শক্তিকে বাস্তবায়িত করেছে অর্থে, এবং, এখন, তার পালা এলে, এই অর্থ বাস্তবায়িত করেছে তার নিজেরই উৎপাদিত ভোগ্য দ্রব্যাদির একটি অংশ ক্রয় করতে একে প্রত্যাগম হিসাবে ব্যয় করে—যাতে সে তার ভরণ-পোষণ চালাতে পারে। এটা হল তার নিজেরই পুনরুৎপাদিত পণ্যসমূহের একটি অংশের সঙ্গে, যথা ধনিকের ৫০০ $_{অ}$-এর সঙ্গে, শ্রমিকের প্রত্যাগমের অর্থের অংকে একটি

বিনিময়। এই ভাবে এই অর্থ প্রত্যাবর্তন করে ধনিক ২-এর কাছে, যে ভাবে তার অস্থির মূলধন প্রত্যাবর্তন করে অর্থ রূপে। অর্থের আকারে প্রত্যাগমের একটি সমার্ঘ মূল্য এখানে অস্থির মূলধন-মূল্যকে প্রতিস্থাপন করে পণ্যের আকারে।

শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে ধনিক যে অর্থ শ্রমিককে দেয়, সেই মূল্যের একটি পণ্য-সম্ভার তার কাছে বিক্রয় করার মাধ্যমে সেই অর্থ আবার ফিরিয়ে নিয়ে সে তার ধন বৃদ্ধি করে না। বাস্তবিক পক্ষে তাকে যদি শ্রমিককে দিতে হত তার শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য প্রথমে ৫০০ এবং তার পরে আবার তদুপরি তাকে দিতে হত মুফতে ৫০০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী, যা শ্রমিকেরা তার জন্য উৎপাদন করেছিল, তা হলে সে শ্রমিককে দিত দু'বার। উল্টো, শ্রমিককে যদি তার জন্য উৎপাদন করতে হত তার ৫০০ মূল্যের শ্রম-শক্তির দাম বাবদে কেবল ৫০০ মূল্যের তুল্যমূল্য পণ্যসম্ভার, তা হলে ধনিক এই লেনদেনের আগে যেমন ছিল তার চেয়ে কোনমতেই আর ধনবান হত না। কিন্তু শ্রমিক পুনরুৎপাদন করেছে ৩,০০০-এর একটি উৎপন্ন-সামগ্রী। সে উৎপন্ন-সামগ্রীর মূল্যের স্থির অংশটি রক্ষা করেছে, অর্থাৎ তাতে পরিভুক্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের ২,০০০ পরিমাণ মূল্যকে রক্ষা করেছে—সেগুলিকে একটি নোতুন উৎপন্নে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে। এই নির্দিষ্ট মূল্যের সঙ্গে সে আরো সংযোজিত করেছে ১,০০০ (অ+উ) পরিমাণ একটি মূল্য। (ধনিক আরো ধনবান হয় এই অর্থে যে অর্থের অংকে ৫০০-র প্রতি-প্রবাহের দ্বারা সে লাভ করে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য—এই ধারণাটির বিকাশ সাধন করেছেন দেস্তাত দ্য ত্রাসি (Destutt de Tracy), যা এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে দেখানো হয়েছে।

২-এর শ্রমিক কর্তৃক ৫০০ মূল্যের ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে ২-এর ধনিক পুনরুদ্ধার করে ৫০০ $২_{অ}$-এর মূল্য অর্থের আকারে, যা এই মাত্র তার অধিকারে ছিল পণ্যের আকারে; অর্থের আকারেই সে শুরুতে অগ্রিম দিয়েছিল। অন্য যে-কোনো পণ্য-বিক্রয়ের ফলের মত, এই লেনদেনেরও আশু ফল হল পণ্যের আকার থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের অর্থের আকারে রূপান্তর। এই ভাবে তার সূচনা-বিন্দুতে অর্থের প্রতিপ্রবাহ সম্পর্কে কিছু বিশেষত্ব নেই। যদি ২-এর ধনিক অর্থের অংকে ৫০০ দিয়ে ১-এর ধনিকের কাছ থেকে ক্রয় করত পণ্য এবং তার পরে আবার ১-এর ধনিকের কাছে বিক্রি করত ৫০০ পরিমাণ পণ্য, তা হলে ৫০০ অনুরূপ ভাবে ফিরে যেত তার কাছে অর্থের অংকে। অর্থের অংকে এই ৫০০ কেবল লাগত একটা বিশেষ পরিমাণ পণ্যের (১,০০০) সঞ্চলনের কাজে, এবং পূর্বে বিধৃত সাধারণ নিয়মটি অনুসারে, ঐ অর্থ ফিরে যেত তার কাছে, সে তাকে সঞ্চলনে দিয়েছিল এই পরিমাণ পণ্য বিনিময়ের জন্য।

কিন্তু অর্থের অংকে ৫০০, যা ফিরে গিয়েছিল ২-এর ধনিকদের কাছে, তা একই অভিন্ন সময়ে পুনর্নবীকৃত সম্ভাব্য অস্থির মূলধন—অর্থের রূপে। কেন এমন হয়?

অর্থ, এবং সেই কারণে অর্থ-মূলধন, হচ্ছে সম্ভাব্য অস্থির মূলধন কেবল এই কারণে এবং এই মাত্রা পর্যন্ত যে, তা শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরণীয়। ২-এর ধনিকের কাছে অর্থের অংকে £৫০০-র প্রত্যাগমনের সঙ্গে ঘটে বাজারে ২-এর শ্রম-শক্তির প্রত্যাগমন। এই উভয়েরই বিপরীত মেরুতে প্রত্যাগমন—অতএব অর্থের আকারে ৫০০-এর পুনরাবির্ভাব কেবল অর্থ হিসাবেই নয়, অর্থের আকারে অস্থির মূলধন হিসাবেও—একই অভিন্ন প্রক্রিয়ার উপরে প্রত্যাবর্তন সাপেক্ষ। ৫০০ পরিমাণ অর্থ ২-এর ধনিকের কাছে ফিরে যায় কারণ সে ২-এর শ্রমিকের কাছে বিক্রি করেছিল ৫০০ পরিমাণ পরিভোগ্য সামগ্রী, অর্থাৎ, কারণ শ্রমিক তার মজুরি খরচ করে তার নিজের ও তার পরিবারের সংরক্ষণের জন্য এবং এই ভাবে তার শ্রম-শক্তির সংরক্ষণের জন্য। বেঁচে থাকতে এবং আবার পণ্যের ক্রেতা হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হবার জন্য সে অবশ্যই আবার বিক্রি করবে তার শ্রম-শক্তি। সুতরাং অর্থের অংকে ৫০০-এর ধনিকের কাছে প্রত্যাবর্তন একই সময়ে অর্থের অংকে ৫০০-এর সাহায্যে ক্রয়সাধ্য একটি পণ্যের ভূমিকায় শ্রম-শক্তির প্রত্যাবর্তন, বা অস্তিত্ব-সংরক্ষণ, এবং তার ফলে অস্থির মূলধন হিসাবে অর্থের অংকে ৫০০-এর প্রত্যাবর্তন।

যেমন ২-এর খ বর্গ, যা উৎপাদন করে বিলাস-দ্রব্যাদি, তার সম্পর্কে উল্লেখ্য, অ—$(২খ)_{অ}$-এর—ব্যাপারটি $১_{অ}$-এর মত একই ব্যাপার। যে অর্থটা ২খ-এর ধনিকদের জন্য অর্থের অংকে তাদের অস্থির মূলধনকে নবীকৃত করে, সেটা তাদের কাছেই ফিরে যায় ২ক-এর ধনিকদের মাধ্যমে একটি ঘুর-পথে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে: যাদের কাছে শ্রমিকেরা তাদের শ্রম-শক্তি বিক্রি করে, সেই ধনিক উৎপাদনকারীদের কাছ থেকেই তারা সরাসরি তাদের জীবন-ধারণের উপকরণাদি ক্রয় করে, নাকি, তারা সেগুলি ক্রয় করে আর এক বর্গের ধনিকদের কাছ থেকে, যাদের মাধ্যমে ঐ অর্থটা কেবল একটি ঘুর-পথেই পূর্বোক্তদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। যেহেতু শ্রমিক-শ্রেণী কায়-ক্লেশে বেঁচে থাকে, সেই হেতু সে ততক্ষণ পর্যন্তই কেনে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কেনার মত কড়ি থাকে। ধনিকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা, যেমন ১,০০০ $১_{অ}$-এর বদলে ১,০০০ $২_{স}$-এর বিনিময়ে। ধনিক কায়-ক্লেশে বেঁচে থাকে না। তার অমোঘ তাড়না হচ্ছে তার মূলধনের যথাসাধ্য সম্প্রসারণ। এখন যদি কোনো রকমের ঘটনাবলী যদি ২-এর ধনিকের কাছে এমন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বলে মনে হয় যে, এখনি তার স্থির মূলধন প্রতিস্থাপন করার পরিবর্তে সে যদি কিছুক্ষণের জন্য তার অর্থ, বা অন্ততঃ তার একটা অংশ, ধরে রাখে, তা হলে সেটা হবে তার পক্ষে বেশি সুবিধাজনক, তবে সে ক্ষেত্রে ১,০০০ $২_{স}$-এর ১-এর কাছে প্রত্যাবর্তন (অর্থের অংকে) হবে বিলম্বিত; এবং অর্থের রূপে $১,০০০_{অ}$-এর পুনরুদ্ধারও হবে বিলম্বিত, এবং ১-এর ধনিক তার ব্যবসা একই আয়তনে চালিয়ে যেতে পারবে যদি সে

তার সংরক্ষিত অর্থ ব্যয় করে ; এবং সাধারণ ভাবে বললে, বিনা বাধায়, অর্থের অংকে অস্থির মূলধনের দ্রুত বা মন্থর প্রতিপ্রবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, কাজ চালিয়ে যেতে হলে অর্থের আকারে সংরক্ষিত মূলধন অবশ্যই দরকার।

যদি চলতি বার্ষিক পুনরুৎপাদনের বিবিধ উপাদানের বিনিময় নিয়ে অনুসন্ধান করতে হয়, তবে পূর্ববর্তী বছরের শ্রমের, যে বছর ইতিপূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে সেই বছরের শ্রমের, ফল নিয়েও অনুসন্ধান করতে হবে। যে উৎপাদন-প্রক্রিয়াটির ফল হচ্ছে এই বছরের উৎপন্ন, সেটি আমাদের পিছনে রয়েছে, সেটি অতীতের ব্যাপার,—তারই ফলের মধ্যে বিধৃত, এবং এই ব্যাপারটি আরো ঢের বেশি হয় সঙ্কলন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, যেটি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার আগে বা তার পাশাপাশি সংঘটিত হয়, সম্ভাব্য অস্থির মূলধন থেকে বাস্তব অস্থির মূলধনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শ্রম-শক্তির বিক্রয় এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে। শ্রম-বাজার আর পণ্য-বাজারের অংশ নয়, যেমন এখন আমাদের সামনে আছে। শ্রমিক এখানে কেবল তার শ্রম-শক্তি বিক্রি করেই দেয়নি, তদুপরি উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়াও আরো সরবরাহ করেছে তার শ্রম-শক্তির দামের একটি সমার্ঘ—পণ্যের আকারে। সে আরো পকেটস্থ করেছে তার মজুরি ; এবং বিনিময়ের সময়ে উপস্থিত হয় কেবল পণ্যের (ভোগ্য দ্রব্যাদির) ক্রেতা হিসাবে। অন্য দিকে, বার্ষিক উৎপন্ন অবশ্যই ধারণ করবে পুনরুৎপাদনের সব কটি উপাদান, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে উৎপাদনশীল মূলধনের সব কটি উপাদান, সর্বোপরি, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—অস্থির মূলধন। এবং আমরা বাস্তবিকই দেখেছি যে, অস্থির মূলধন সম্পর্কে বিনিময়ের ফল হল এই : তার মজুরি ব্যয় করে এবং ক্রীত পণ্য পরিভোগ করে, পণ্যের ক্রেতা হিসাবে শ্রমিক সংরক্ষণ করে এবং পুনরুৎপাদন করে তার শ্রম-শক্তি ; এটাই হচ্ছে একমাত্র পণ্য, যা সে বিক্রি করতে পারে। ঠিক যেমন তার শ্রম-শক্তি ক্রয়ে ধনিক যে অর্থ অগ্রিম দেয়, তা তার কাছে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি শ্রম-শক্তি ফিরে যায় শ্রম-বাজারে—অর্থের সঙ্গে বিনিময়ে একটি পণ্যের ভূমিকায়। ১,০০০ ১ $_{অ}$-এর বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ফল এই যে-এর ধনিকেরা ধারণ করে অর্থের আকারে ১,০০০$_{অ}$ এবং ১-এর শ্রমিকেরা তাদের কাছে হাজির করে শ্রম-শক্তির আকারে ১,০০০, যাতে করে পুনরুৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটা নবীকৃত করা যায়। এটা হচ্ছে বিনিময়-প্রক্রিয়ার অন্যতম ফল।

অন্য দিকে, ১-এর শ্রমিকেরা যে মজুরি ব্যয় করল, তা ২-কে ১,০০০$_{স}$ পরিমাণ ভোগ দ্রব্যাদি থেকে মুক্তি দিল এবং এই ভাবে সেগুলিকে পণ্য-রূপ থেকে অর্থ-রূপে রূপান্তরিত করল। ১নং বিভাগ থেকে ১,০০০ $_{অ}$-এর সমান পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে এবং এই ভাবে তার অস্থির মূলধনের মূল্যকে অর্থ-রূপে ১নং বিভাগকে প্রত্যর্পণ করে, ২নং বিভাগ সেগুলিকে পুনঃ-রূপান্তরিত করল তার অস্থির মূলধনের দৈহিক রূপে।

১নং বিভাগের অস্থির মূলধন অতিক্রম করে তিনটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, যেগুলি

আদৌ আবির্ভূত হয় না বার্ষিক উৎপন্নের বিনিময়ে, কিংবা হলেও কেবল আভাসিত ভাবে।

১) প্রথম রূপটি হল অর্থের আকারে ১,০০০ ১অ, যা রূপান্তরিত হয় একই মূল্যের শ্রম-শক্তিতে। এই রূপান্তর নিজে ১ এবং ২-এর মধ্যে পণ্য বিনিময়ে আবির্ভূত হয় না, কিন্তু তার ফল এই ঘটনাটিতে লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রমিক-শ্রেণী ১ মোকাবেলা করে পণ্য-বিক্রেতা ২-এর সঙ্গে অর্থের আকারে ১,০০০ নিয়ে ঠিক যেমন শ্রমিক শ্রেণী ২ অর্থের আকারে ৫০০ নিয়ে মোকাবেলা করে পণ্য-রূপে। ৫০০ ২ অ-এর পণ্য-বিক্রেতার সঙ্গে।

২) দ্বিতীয় রূপটি, একমাত্র যে-রূপটিতে অস্থির মূলধন সত্যই বাড়ে কমে, অস্থির মূলধন হিসাবে কাজ করে, যেখানে মূল্য-সৃজনকারী শক্তি দেখা দেয় তার বদলে বিনিমিত নির্দিষ্ট মূল্যের জায়গায়; এটা একান্ত ভাবেই সেই উৎপাদন-প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত যেটি থাকে আমাদের পিছনে।

৩) তৃতীয় রূপটি, যে-রূপটিতে অস্থির মূলধন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে নিজেকে অস্থির মূলধন হিসাবে সপ্রমাণ করেছে, সেটি হচ্ছে বার্ষিক মূল্য-উৎপন্ন, যা ১-এর ক্ষেত্রে ১,০০০অ যোগ ১,০০০ উ, অথবা ২,০০০ ১ (অ+উ)। তার মূল মূল্য অর্থের আকারে ১,০০০-এর জায়গায়, আমরা পাই পণ্যের আকারে তার দ্বিগুণ পরিমাণ, অথবা ২,০০০। অতএব, পণ্যের আকারে ১,০০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন-মূল্য হচ্ছে কেবল উৎপাদনশীল মূলধনের একটি উপাদান হিসাবে অস্থির মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মূল্যের অর্ধেক মাত্র। পণ্যের আকারে ১,০০০ ১অ হচ্ছে শুরুতে ১-এর দ্বারা অগ্রিম-প্রদত্ত এবং সামূহিক মূলধনের অস্থির অংশটিতে পরিণত হবার জন্য উদ্দিষ্ট অর্থের আকারে ১,০০০ অ-এর ঠিক তুল্যমূল্য। কিন্তু পণ্যের আকারে তা কেবল সম্ভাব্য ভাবেই অর্থ (যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি না হচ্ছে, ততক্ষণ তা কার্যতঃ অর্থ হয় না), এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অস্থির মূলধন তো নয়ই। পণ্য ১,০০০ ১ অ-এর ২ স-এর কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমেই, এবং ক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে, যার সঙ্গে অর্থে আকারে ১,০০০ অ বিনিমিত হতে পারে এমন সামগ্রী হিসাবে অচির আবির্ভাবের মাধ্যমেই তা ঘটনাক্রমে পরিণত হয় অস্থির মূলধনে।

এই সব রূপান্তর চলাকালে ধনিক ১ তার হাতে ক্রমাগত অস্থির মূলধন ধারণ করে; ১) শুরুতে অর্থ-মূলধন হিসাবে; ২) তার পরে তার উৎপাদনশীল মূলধনের একটি উপাদান হিসাবে; ৩) আরো পরে পণ্য-মূলধনের মূল্যের একটি অংশ হিসাবে অতএব পণ্য মূল্যের আকারে; ৪) এবং সর্বশেষে, আরো একবার অর্থ হিসাবে, থাকে আবার মোকাবেলা করে বিনিময়যোগ্য শ্রম-শক্তি। শ্রম-প্রক্রিয়াটি চলাকালে ধনিকের অধিকারে

থাকে সক্রিয় মূল্য-সৃজনী শ্রম-শক্তি হিসাবে অস্থির মূলধন, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মূল্য হিসাবে নয়। কিন্তু যেহেতু সে শ্রমিককে মজুরি দেয় না—যে পর্যন্ত না তার শ্রম-শক্তি কিছুকালের জন্য কাজ করেছে, সেই হেতু মজুরি দেবার আগে অবধি তার হাতে থাকে যা নিজেকে প্রতিস্থাপন করবে সেই শক্তির দ্বারা সৃষ্ট মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য।

যেহেতু অস্থির মূলধন সব সময়েই থাকে ধনিকের হাতে কোনো না কোনো রূপে, সেই হেতু এটা কোনো রকমেই দাবি করা যায় না যে, সেটা কারো জন্য নিজেকে রূপান্তরিত করে প্রত্যাগমে। উল্টো, পণ্যের আকারে ১,০০০ **১** $_{অ}$ নিজেকে রূপান্তরিত করে অর্থে **২**-এর কাছে নিজেকে বিক্রয়ের মাধ্যমে—যার স্থির মূলধনের অর্ধেকটা তা প্রতিস্থাপন করে সামগ্রী দিয়ে।

যেটা নিজেকে রূপান্তরিত করে প্রত্যাগমে সেটা অর্থের আকারে অস্থির মূলধন **১** কিংবা ১,০০০ $_{অ}$ নয়। এই অর্থ অস্থির মূলধন **১**-এর অর্থ-রূপ হিসাবে কাজ করা থেকে তখনি বিরত হয়েছে, যখনি তা শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, ঠিক যেমন অন্য কোনো পণ্য-ক্রেতার অর্থ তার মালিকানাধীন কোনো কিছুর প্রতিনিধিত্ব করা থেকে তখনি বিরত হয়, যখনি সে আরো অন্য বিক্রেতাদের পণ্যের সঙ্গে তা বিনিময় করে। মজুরি হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে যে রূপান্তরসমূহের মধ্য দিয়ে যায় সেগুলি অস্থির মূলধনের রূপান্তর নয়, সেগুলি তাদের অর্থে রূপান্তরিত শ্রম-শক্তির মূল্য; ঠিক যেমন শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য (২,০০০ **১** $_{(অ+উ)}$)-এর রূপান্তর হচ্ছে কেবল ধনিকের মালিকানাধীন একটি পণ্যের রূপান্তর, যার সঙ্গে শ্রমিকের কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক, ধনিক, আরো বেশি করে তার তত্ত্বগত ভাষ্যকার, তথা অর্থ-নীতিবিদ, খুব কষ্ট করেই কেবল এই ধারণাটি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে যে, শ্রমিক প্রদত্ত অর্থটা এখনো তারই—ধনিকের নিজেরই। ধনিক যদি হয় সোনার উৎপাদনকারী, তা হলে মূল্যের অস্থির অংশটি—অর্থাৎ পণ্যের আকরে সমার্ঘটি, যেটি তার জন্য প্রতিস্থাপন করে শ্রমের ক্রয় মূল্যকে—নিজেই অর্থের আকারে সরাসরি আবির্ভূত হয় এবং সেই হেতু নোতুন করে কাজ করে অস্থির অর্থ-মূল্য হিসাবে, প্রতিপ্রবাহের ঘোরানো পথ ছাড়াই। কিন্তু **২**-এর শ্রমিকের ক্ষেত্রে—বিলাস দ্রব্যাদি তৈরি করে এমন শ্রমিক ছাড়া—৫০০ $_{অ}$ অবস্থান করে শ্রমিকদের পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট পণ্য-দ্রব্যাদির আকারে, যেগুলি সে যৌথ শ্রমিক হিসাবে, ক্রয় করে সেই একই যৌথ ধনিকের কাছ থেকে, যার কাছে সে বিক্রয় করেছিল তার শ্রম-শক্তি। অস্থির মূলধন **২**-এর দৈহিক রূপ গঠিত হয় শ্রমিক-শ্রেণীর পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট ভোগ্য-দ্রব্যাদি নিয়ে। কিন্তু এই রূপটিতে শ্রমিক যা ব্যয় করে, তা অস্থির মূলধন নয়, তা হচ্ছে মজুরি, শ্রমিকের অর্থ, যা ঠিক এই ভোগ্য-দ্রব্যাদির মধ্যে নিজের বাস্তবায়নের দ্বারা তার অর্থের আকারে ধনিককে ফিরিয়ে দেয় ৫০০ **২** $_{অ}$ অস্থির মূলধন। অস্থির

মূলধন ২$_{অ}$ পুনরুৎপাদিত হয় ভোগ্য দ্রব্যাদিতে, ঠিক যেমন ২০০০, ২$_{স}$ স্থির মূলধনের মত। একটি নিজেকে, অন্যটি নিজেকে যতটা প্রত্যাগমে পর্যবসিত করে তার চেয়ে বেশি করে না। উভয় ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মজুরী যা তাদের কাছে পর্যবসিত হয় প্রত্যাগমে।

যাই হোক বার্ষিক উৎপন্নের বিনিময়ে এটা একটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, মজুরি-ব্যয়ের দ্বারা অর্থ-মূলধনের রূপে প্রত্যাবৃত্ত হয় ১,০০০ ২$_{স}$, অনুরূপ ভাবে, এই ঘুর-পথের দ্বারা, ১,০০০ ১$_{অ}$ এবং ঐ ভাবে ৫০০ ২$_{অ}$, অতএব স্থির এবং অস্থির মূলধন। (অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রে অংশতঃ প্রত্যক্ষ এবং অংশতঃ পরোক্ষ প্রতি-প্রবাহের সাহায্যে।)

১১. স্থিতিশীল মূলধনের প্রতিস্থাপনা

বার্ষিক পুনরুৎপাদনের বিনিময়-সমূহের বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত বিষয়টি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। বিষয়টিকে যদি আমরা তার সরলতম রূপে উপস্থাপিত করি, তা হলে সেটি দাঁড়ায় এই:

১) $৪,০০০_{স} + ১,০০০_{অ} + ১,০০০_{উ} +$

২) $১,০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} = ৯,০০০$।

এটা শেষ পর্যন্ত নিজেকে পর্যবসিত করে এইভাবে:

$$৪,০০০\ ১_{স} + ২,০০০\ ২_{স} + ১,০০০\ ১_{অ} + ৫০০\ ২_{অ} + ১,০০০\ ১_{উ} +$$
$$+ ৫০০\ ২_{উ} = ৬,০০০_{স} + ১,৫০০_{অ} + ১,৫০০_{উ} = ৯,০০০$$

স্থির মূলধনের মূল্যের একটি অংশ, যা গঠিত হয় যথার্থ ভাবেই শ্রমের হাতিয়ার পাতির দ্বারা (উৎপাদনের উপায়সমূহের একটি সুস্পষ্ট ভাগ হিসাবে), তা স্থানান্তরিত হয় শ্রমের হাতিয়ার পাতি থেকে শ্রমের উৎপন্ন ফলে (পণ্যে); শ্রমের এই হাতিয়ার-গুলি কাজ করতে থাকে উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদান হিসাবে—এ ভাবে সেগুলি কাজ করে তাদের পুরানো দৈহিক রূপে। এটা তাদেরই ক্ষয়-ক্ষতি, একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে অবিরত কাজ করার দরুন সংঘটিত তাদের অবচিতি যা পুনরাবির্ভূত হয় তাদের সাহায্যে উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্যে, তাই স্থানান্তরিত হয় শ্রমের হাতিয়ার থেকে শ্রমের উৎপন্নে। সুতরাং বার্ষিক পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে, স্থিতিশীল মূলধনের কেবল সেই অংশগুলির প্রতিই গোড়া থেকে নজর দিতে হবে, যেগুলি এক বছরের বেশি কাল স্থায়ী হয়। তারা যদি এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষয়ে যায়, তা হলে তাদেরকে বার্ষিক

পুনরুৎপাদনের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিস্থাপিত ও নবীকৃত করতে হবে, এবং আলোচ্য বিষয়টি তাদের আদৌ স্পর্শ করে না। মেশিন এবং স্থিতিশীল মূলধনের আরো স্থায়ী রূপগুলির ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে—এবং প্রায়শই এমন **বস্তুতই** ঘটে—যে, তাদের কতকগুলি অংশকে এক বছরের মধ্যে একেবারে পুরোপুরি যথাযথভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে, যদিও সমগ্রভাবে বিল্‌ডিং বা মেশিনটি স্থায়ী হয় ঢের বেশি কাল। এই অংশগুলি থাকে স্থিতিশীল মূলধনের সেই উপাদানগুলির সঙ্গে একই বর্গের অন্তর্গত, যাকে এক বছরের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করতে হয়।

পণ্যসমূহের মূল্যের এই উপাদানটিকে সারানোর খরচের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। যদি একটি পণ্য বিক্রি করা হয়, তা হলে এই মূল্য-উপাদানটি অর্থে রূপান্তবিত হয় বাকি সব ক্ষেত্রে যেমন ঘটে। কিন্তু অর্থে রূপান্তরিত হয়ে যাবার পরে, মূল্যের অন্যান্য উপাদান থেকে তার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পণ্যোৎপাদনে পরিভুক্ত কাঁচামাল এবং সহায়ক সামগ্রীসমূহ জিনিসের আকারেই প্রতিস্থাপন করতে হবে, যাতে করে পণ্যের পুনরুৎপাদন শুরু হতে পারে (কিংবা, যাতে করে পণ্যোৎপাদনের প্রক্রিয়াটি নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে)। তাদের উপরে ব্যয়িত শ্রম-শক্তিকেও নোতুন শ্রম-শক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। কাজে কাজেই, পণ্য বাবদে বাস্তবায়িত অর্থকে ক্রমাগত পুনঃরূপান্তরিত করতে হবে উৎপাদনশীল মূলধনের এই সব উপাদানে, অর্থরূপ থেকে পণ্য রূপে। এতে কিছু এসে যায় না যদি, ধরুন, কাঁচামাল এবং সহায়ক সামগ্রী কিছু কাল অন্তর অন্তর বড় বড় পরিমাণে ক্রয় করা হয়, যাতে করে সেগুলি গঠন করে উৎপাদনশীল সরবরাহ—এবং বিশেষ বিশেষ সময়কালে সেগুলিকে আর ক্রয় করার প্রয়োজন হয় না ; এবং সেই কারণে—যতকাল সেগুলি স্থায়ী হয়—পণ্য-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অর্থ আসে, যতটা তা এই উদ্দেশ্যেই উদ্দিষ্ট, তা সঞ্চয়ীকৃত হতে পারে এবং স্থির মূলধনের এই অংশটি এই ভাবে সাময়িক ভাবে আবির্ভূত হতে পারে অর্থ-মূলধন হিসাবে, যার সক্রিয় তৎপরতা মুলতুবি রাখা হয়েছে। এটা প্রত্যাগম, মূলধন নয় ; এটা উৎপাদনশীল মূলধন—অর্থের রূপে মুলতুবি-কৃত। উৎপাদন-উপায়-সমূহের নবীকরণ অবশ্যই সব সময় চলতে থাকবে, যদিও এই নবীকরণের রূপ—সঞ্চলনের পরিপ্রেক্ষিতে—বিভিন্ন হতে পারে। নোতুন ক্রয়গুলি, যে সঞ্চলন-কর্ম কাণ্ডের দ্বারা যেগুলি নবীকৃত বা প্রতিস্থাপিত হয় সেগুলি, সংঘটিত হতে পারে কম-বেশি অল্প দৈর্ঘ্যের ব্যবধানে ; তা হলে একটা বৃহৎ পরিমাণকে এক চোটে বিনিয়োগ করা যায়—একটি তদনুরূপ উৎপাদনশীল সরবরাহের দ্বারা পরিপূরিত হয়ে। কিংবা ক্রয়গুলির মধ্যবর্তী ব্যবধানসমূহ ক্ষুদ্র হতে পারে ; তা হলে ঘটে অল্প অল্প মাত্রায় অর্থ-ব্যয়ের, অল্প অল্প পরিমাণে উৎপাদনশীল সরবরাহের, একটি পরম্পরা। এর ফলে খোদ ব্যাপারটায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। একই জিনিস থাটে শ্রম-শক্তির ক্ষেত্রে। যেখানে উৎপাদন পরিচালিত হয় সারা বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একই আয়তনে—পরিভুক্ত শ্রম-শক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রতিস্থাপন নোতুন শ্রম-শক্তির দ্বারা। যেখানে কাজ

ঋতুক্রমিক, কিংবা শ্রমের বিভিন্ন অংশ প্রযুক্ত হয় বিভিন্ন সময়কালে, যেমন কৃষিকার্যে—শ্রম-শক্তির তদনুযায়ী ক্রয় কখনো অল্প পরিমাণে, কখনো বেশি পরিমাণে। কিন্তু পণ্য-বিক্রয় থেকে, বাস্তবায়িত অর্থ যখন তা অর্থে রূপান্তরিত করে পণ্য-মূল্যের সেই অংশটি, যেটি স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতির সমান, তখন তা পুনঃরূপান্তরিত করে না উৎপাদনশীল মূলধনের সেই গঠনকারী অংশটিকে, যার মূল্যের অবচয় তা পূরণ করে দেয়। তা উৎপাদনশীল মূলধনের পাশে স্থিতিলাভ করে এবং অর্থের রূপে অব্যাহত থাকে। অর্থের এই ব্যয়-বর্ষণ পুনরাবর্তিত হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত বেশি বা অল্প সংখ্যক বছর নিয়ে গঠিত পুনরুৎপাদনের কাল অতিক্রান্ত না হয়েছে, যে সময়ে স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কাজ করতে থাকে তার পুরানো দৈহিক রূপে। যে মুহূর্তে স্থিতিশীল মূলধন, যেমন বাড়িঘর, মেশিনপত্র ইত্যাদি, ক্ষয় পেয়ে যায়, এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় আর কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তে তার মূল্য তার পাশে অবস্থান করে অর্থের দ্বারা পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয়ে, অর্থের ব্যয়-বর্ষণের সমষ্টির দ্বারা, সেই মূল্যসমূহ যেগুলি ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল স্থিতিশীল মূলধন থেকে সেইসব পণ্যে, যেগুলির উৎপাদনে তা অংশ নিয়েছে এবং যা এই পণ্যসমূহের বিক্রয়ে এর ফলে ধারণ করেছিল অর্থের রূপ। অতএব এই অর্থ কাজ করে দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে স্থিতিশীল মূলধনকে (কিংবা তার উপাদানগুলিকে কারণ তার বিবিধ উপাদানের স্থায়িত্বকাল বিবিধ) প্রতিস্থাপন করতে এবং এই ভাবে বাস্তবিকই উৎপাদনশীল মূলধনের এই গঠনকারী অংশটিকে প্রতিস্থাপন করতে। সুতরাং এই অর্থ হচ্ছে স্থির মূলধন-মূল্যের একটি অংশের অর্থ রূপ। এই ভাবে এই মজুদের গঠন নিজেই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি উপাদান; এটা হচ্ছে স্থিতিশীল মূলধনের বা তার কয়েকটি উপাদানের মূল্যের—অর্থের আকারে—পুনরুৎপাদন বা সঞ্চয়ন, যে পর্যন্ত না স্থিতিশীল মূলধনটি নির্জীব না হয়ে পড়েছে, উৎপাদিত পণ্যসমূহে উজাড় করে দিয়েছে তার সমগ্র মূল্য এবং অবধারিত ভাবেই প্রতিস্থাপিত হবে সামগ্রীর দ্বারা। কিন্তু এই অর্থ হারায় কেবল তার মজুদের রূপ এবং আবার শুরু করে তার তৎপরতা সঙ্কলনের দ্বারা সংঘটিত পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়—যে মুহূর্তে তা যে-উপাদানগুলি মরে গিয়েছে, সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য স্থিতিশীল মূলধনের নোতুন উপাদানসমূহে পুনঃরূপান্তরিত হয়।

ঠিক যেমন সরল পণ্য-সঙ্কলন কোনোক্রমেই নিছক উৎপন্ন বিনিময়ের সঙ্গে অভিন্ন নয়, তেমনি বার্ষিক পণ্য-উৎপন্নের রূপান্তর কোনোক্রমেই নিজেকে পর্যবসিত করতে পারে না তার বিবিধ গঠনকারী অংশের কেবল মাত্র মধ্যস্থতাহীন পারস্পরিক বিনিময়ে। অর্থ এখানে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে, যা প্রকাশ পায়, স্থিতিশীল মূলধনটির মূল্য যে ভঙ্গিতে পুনরুৎপাদিত হয়, বিশেষ করে সেই ভঙ্গিটিতে। (ব্যাপারটা কত আলাদা ভাবে নিজেকে হাজির করত, যদি উৎপাদন হত যৌথ এবং আর পণ্য-উৎপাদনের রূপ ধারণ না করত—সেটা পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য রাখা হল।)

যদি আমরা এখন আমাদের মৌল প্রকল্পটিতে ফিরে যাই, তা হলে ২ নং শ্রেণীর জন্য পাই: $২,০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ}$। সারা বছরে যত ভোগ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে, সেগুলি সে ক্ষেত্রে মূল্যের দিক থেকে হয় ৩,০০০-এর সমান; এবং মোট পণ্যসমষ্টিতে বিভিন্ন পণ্য উপাদানের প্রত্যেকটি গঠিত হয়—মূল্যের দিক থেকে—$\frac{২}{৩}_{স} + \frac{১}{৬}_{অ} + \frac{১}{৬}_{উ}$ দিয়ে, অথবা শতকরা হিসাবে $৬৬\frac{২}{৩}_{স} + ১৬\frac{২}{৩}_{অ} + ১৬\frac{২}{৩}_{উ}$ দিয়ে। ২ নং শ্রেণীর বিবিধ ধরনের পণ্য ধারণ করতে পারে বিভিন্ন অনুপাতের স্থির মূলধন। অনুরূপ ভাবে, স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটি হতে পারে ভিন্ন। স্থিতিশীল মূলধনের অংশসমূহের স্থায়িত্ব এবং অতএব বার্ষিক ক্ষয়-ক্ষতি, কিংবা মূল্যের সেই অংশটি যেটিকে সেগুলি হারাহারি ভাবে স্থানান্তরিত করে সেই সব পণ্যে, যেগুলির উৎপাদনে তারা অংশ নেয়—এই সব কিছুও বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সেটা এখানে গুরুত্বহীন। সামাজিক উৎপাদন প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এটা কেবল ২ নং শ্রেণী এবং ১ নং শ্রেণীর মধ্যে বিনিময়ের প্রশ্ন। এই দুটি শ্রেণী এখানে পরস্পরের মুখোমুখি হয় কেবল তাদের সামাজিক, সমষ্টিগত সম্পর্কসমূহে। সুতরাং পণ্য-উৎপন্ন ২-এর মূল্যের স অংশের আনুপাতিক আয়তনটি (একমাত্র যে প্রশ্নটি আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ) থেকে গড় অনুপাতটি পাওয়া যায়—যদি ২-এর শ্রেণীভুক্ত সমস্ত উৎপাদন-শাখাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

যার সামূহিক মূল্য শ্রেণীভুক্ত হয় $২,০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ}$-এর অধীনে, এমন প্রত্যেক ধরনের (এবং সেগুলি প্রধানতঃ একই রকম কয়েকটি ধরনের) পণ্য মূল্যের দিক থেকে $৬৬\frac{২}{৩}\%_{স} + ১৬\frac{২}{৩}\%_{অ} + ১৬\frac{২}{৩}\%_{উ}$-এর সমান। এটা প্রতি ১০০ পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—স, অ বা উ, যার অধীনে শ্রেণীভুক্ত হোক না কেন।

যে পণ্যসমূহের মধ্যে বিধৃত হয় $২,০০০_{স}$, সেগুলিকে, মূল্যের দিক থেকে, আরো ভাগ করা যায় এই ভাবে:

১) $১,৩৩৩\frac{১}{৩}_{স} + ৩৩৩\frac{১}{৩}_{অ} + ৩৩৩\frac{১}{৩}_{উ} = ২,০০০_{স}$

একই ভাবে $৫০০_{অ}$-কে ভাগ করা যায় এই ভাবে:

২) $৩৩৩\frac{১}{৩}_{স} + ৮৩\frac{১}{৩}_{অ} + ৮৩\frac{১}{৩}_{উ} = ৫০০_{অ}$

এবং সর্বশেষে $৫০০_{উ}$-কে ভাগ করা যায় এই ভাবে:

৩) $৩৩৩\frac{১}{৩}_{স} + ৮৩\frac{১}{৩}_{অ} + ৮৩\frac{১}{৩}_{উ} = ৫০০_{উ}$

এখন আমরা যদি ১), ২) এবং ৩)-এর স-গুলিকে যোগ করি, তা হলে আমরা পাই $১,৩৩৩\frac{১}{৩}_{স} + ৩৩৩\frac{১}{৩}_{স} + ৩৩৩\frac{১}{৩}_{স} = ২,০০০$। অধিকন্তু $৩৩৩\frac{১}{৩}_{অ} + ৮৩\frac{১}{৩}_{অ} + ৮৩\frac{১}{৩}_{অ} =$

৫০০। এবং উ-এর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যোগফল দাঁড়ায় সেই একই মোট মূল্য ৩,০০০, যেমন উপরে।

সুতরাং ২-এর পণ্যসম্ভারে বিধৃত সমগ্র স্থির মূলধন-মূল্যটি যা প্রকাশ করে ৩,০০০ পরিমাণ মূল্য, তা বিধৃত হয় $২,০০০_{স}$-এ; এবং $৫০০_{অ}$ বা $৫০০_{উ}$-এর একটি অণুও ধারণ করে না। অ এবং উ-এর ক্ষেত্রেও এটা যথাক্রমে প্রযোজ্য।

অন্য ভাবে বলা যায়, পণ্য-সম্ভার ২-এর গোটা অংশটি, যা প্রকাশ করে স্থির মূলধন-মূল্য, এবং সেই হেতু পুনঃরূপান্তরণীয়, হয়, তার দৈহিক রূপে, নয়তো, অর্থ-রূপে, তা অবস্থান করে $২,০০০_{স}$-এ। অতএব, যা কিছু সংশ্লিষ্ট পণ্যসম্ভার ২-এর স্থির মূল্যের বিনিময়ের সঙ্গে, তা সীমাবদ্ধ থাকে ২,০০০ $২_{স}$-এর গতিক্রিয়ায়। এবং এই বিনিময় করা যেতে পারে কেবল ১ ($১,০০০_{অ}+১,০০০_{উ}$)-এর সঙ্গে।

অনুরূপ ভাবে, ১নং শ্রেণী প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যা কিছুর সম্পর্ক আছে সেই শ্রেণীর স্থির মূলধন-মূল্যের বিনিময়ের সঙ্গে, সেই সব কিছুই সীমাবদ্ধ ৪,০০০ $১_{স}$-এর অনুশীলনে।

১. মূল্যের ক্ষয়-ক্ষতি অংশের অর্থের আকারে প্রতিস্থাপন

এখন, শুরুতে আমরা যদি ধরি

১. $৪,০০০_{স}+১,০০০০_{অ}+১,০০০_{উ}$

২. ...... $২,০০০_{স}+৫০০_{অ}+৫০০_{উ}$,

তা হলে, ২,০০০ $২_{স}$ পণ্যের সঙ্গে সমান মূল্যের ১ ($১,০০০_{অ}+১,০০০_{উ}$) আগে থেকে ধরে নেবে যে সমগ্র ২,০০০ $২_{স}$ সামগ্রীর আকারে পুনঃরূপান্তরিত হয় ১-এর দ্বারা উৎপাদিত স্থির মূলধনেব মামুলি উপাদানসমূহে। কিন্তু যার মধ্যে এই দ্বিতীয়োক্তটি অবস্থান করে, সেই ২,০০০ পরিমাণ $২_{স}$ পণ্য-মূল্য ধারণ করে এমন একটি উপাদান, যা প্রতিপূরণ করে স্থিতিশীল মূলধনের অবচয়, যাকে এখনি সামগ্রীর সাহায্যে প্রতিস্থাপন করা হবে না, রূপান্তরিত করা হবে অর্থে, যা সঞ্চয়ীভূত হয় একটি মোট অংকে যে-পর্যন্ত-না দৈহিক রূপে স্থিতিশীল মূলধন নবীকরণের সময়টি আসে। প্রত্যেক বছরেই ঘটে স্থিতিশীল মূলধনের মৃত্যু; যাকে অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হবে কোনো-না-

কোনো একটি শিল্পোদ্যোগে কিংবা শিল্প-শাখায়। একই একক মূলধনের ক্ষেত্রে, তার স্থিতিশীল মূলধনের কোনো-না-কোনো অংশকে প্রতিস্থাপন করতে হবে, কেননা তার বিভিন্ন অংশে থাকে বিভিন্ন আয়ুষ্কাল। এমনকি সরল আয়তনে, অর্থাৎ সমস্ত সঞ্চয়নকে উপেক্ষা করে, বার্ষিক পুনরুৎপাদনকে পরীক্ষা করলে, আমরা ab ovo শুরু করি না। যে বছরটি আমরা অধ্যয়ন করি, সেটি অনেকগুলির গতিপথে একটি; ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের জন্মের পরে এটি প্রথম বছর নয়। সুতরাং **২**নং শ্রেণীর উৎপাদনের বহুবিধ শাখায় বিনিয়োজিত বিবিধ মূলধনের বিভিন্ন বয়স। ঠিক যেমন এই সমস্ত উৎপাদন-শাখায় কর্মরত মানুষেরা প্রতিবছর মারা যায়, তেমনি এক গাদা স্থিতিশীল মূলধনের প্রতি বছর মৃত্যু ঘটে এবং সঞ্চয়ীকৃত অর্থ-ভাণ্ডার থেকে তাদেরকে সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপন করতে হয়। অতএব, ২,০০০ **১** $_{(অ+উ)}$-এর বদলে ২,০০০ **২**$_{স}$-এর বিনিময় অন্তর্ভুক্ত করে ২,০০০ **২**$_{স}$-এর একটি রূপান্তর—তার পণ্য-রূপ থেকে (ভোগ্য-দ্রব্যাদির রূপ থেকে) মামুলি উপাদানসমূহে, কেবল কাঁচামাল এবং সহায়ক সামগ্রীতেই নয়, মেশিন, হাতিয়ার, বাড়িঘর ইত্যাদির মত স্থিতিশীল মূলধনের। সুতরাং যে ক্ষয়-ক্ষতিকে ২,০০০ **২**$_{স}$-এ অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হবে **অর্থের অংকে**, তা কোনো ভাবেই কার্যরত স্থিতিশীল মূলধনের পরিমাণের অনুরূপ হয় না, কেননা এর একটি অংশকে প্রতি বছর সামগ্রীর আকার প্রতিস্থাপন করতেই হবে। কিন্তু এটা ধরে নেয় যে, প্রতিস্থাপনের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন, তা **২**-এর ধনিক শ্রেণীর দ্বারা আগেকার বছরগুলিতে সঞ্চয়ীকৃত হয়েছে। অবশ্য ঠিক এই শর্তটি একই মাত্রায় যেমন চলতি বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি আগেকার বছরগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১ (১,০০০$_{অ}$+১,০০০$_{উ}$) এবং ২,০০০ **২**$_{স}$-এর মধ্যেকার বিনিময়ে, এটা প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে **১**$_{(অ+উ)}$ মূল্য-সমষ্টি-ধারণ করে না মূল্যের কোনো স্থির উপাদান, অতএব এমন কোনো মূল্য যা ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিস্থাপন করে, অর্থাৎ এমন কোনো মূল্য যা সঞ্চারিত হয়েছে স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশ থেকে সেই সব পণ্যে যাদের দৈহিক রূপে অ+উ অবস্থান করে। অন্য দিকে, এই উপাদানটি অবস্থান করে **২**$_{স}$-এ, এবং ঠিক এই মূল্য-উপাদানেরই একটি অংশ, যা তার অস্তিত্বের জন্য ঋণী স্থিতিশীল মূলধনের কাছে, যা এখনি অর্থ-রূপ থেকে তার দৈহিক রূপে রূপান্তরিত করা হবে না, বরং প্রথমে অটুট থাকবে অর্থের রূপে। সুতরাং **১** (১,০০০$_{অ}$+১,০০০$_{উ}$) এবং ২,০০০$_{স}$-এর মধ্যে বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত করে একটি সমস্যা; সেটি এই যে, **১**-এর উৎপাদন-উপায়সমূহ, যাদের দৈহিক রূপে অবস্থান করে ২,০০০ $_{(অ+উ)}$ তাদেরকে বিনিময় করতে হবে ২,০০০-এর পূর্ণ মূল্যে—**২**-এর ভোগ্য-দ্রব্যসামগ্রীতে

তুল্যমূল্যের সঙ্গে ; অথচ, অন্য দিকে, ভোগ্য-দ্রব্য-সামগ্রীর ২,০০০$_{স}$ -কে তাদের পূর্ণ-*মূল্যে বিনিময় করা যায় না* ১ (১,০০০$_{অ}$ + ১,০০০$_{উ}$) উৎপাদন-উপায়সমূহের সঙ্গে, কেননা তাদের মূল্যের একাংশকে—যে স্থিতিশীল মূলধনটিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে, তার ক্ষয়-ক্ষতি, বা মূল্য-অবচয়ের তুল্যমূল্যকে—প্রথমে ছুঁড়ে দিতে হবে অর্থের আকারে, যা বার্ষিক পুনরুৎপাদনের চলতি সময়কালে আর কাজ করবে না। সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে, একমাত্র যে-বিষয়টিকে আমরা এখানে পরীক্ষা করছি। কিন্তু ২,০০০ ২$_{স}$ -এর অন্তর্ভুক্ত, ক্ষয়-ক্ষতির এই উপাদানটির জন্য দেয় অর্থ আসতে পারে কেবল বিভাগ ১ থেকে, কেননা ২ নিজে নিজের জন্য ব্যয়ের সংস্থান করতে পারে না কিন্তু ব্যয় সংঘটিত করে ঠিক তার দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের মাধ্যমেই ; এবং যেহেতু, ধরে নেওয়া যায়, ১ $_{(অ+উ)}$ ক্রয় করে ২,০০০ ২$_{স}$ পণ্যসম্ভারের সমগ্র পরিমাণ। অতএব ১নং শ্রেণী এই ক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতিকে রূপান্তরিত করে ২-এর জন্য অর্থে। কিন্তু পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, সঞ্চলনে অগ্রিম-দত্ত অর্থ ফিরে যায় ধনিক উৎপাদনকারীর কাছে, যে পরে একই পরিমাণ পণ্য সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে। এটা স্পষ্ট যে ২$_{স}$ ক্রয় করতে ১ চিরকালের জন্য ২-কে দিতে পারে না ২,০০০ মূল্যের পণ্য এবং তার উপরে আবার একটি উদ্বৃত্ত-পরিমাণ অর্থ (বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার প্রত্যাগমন ছাড়া)। অন্যথা ১ পণ্য-সম্ভার ২$_{স}$ -কে ক্রয় করবে তার মূল্যের উপরে। যদি ২ কার্যতঃই তার ২,০০০$_{স}$ -কে বিনিময় করে ১ (১,০০০$_{অ}$ + ১,০০০$_{উ}$)-এর সঙ্গে, তা হলে ১-এর উপরে তার আর কোনো দাবি থাকে না, এবং এই বিনিময়ে সঞ্চলনকারী অর্থ ১ বা ২-এ প্রত্যাগমন করে—তাদের মধ্যে কে তাকে ছুঁড়েছিল, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে আগে ক্রেতা হিসাবে কাজ করেছিল, তদনুযায়ী। একই সময়ে ২ পুনঃরূপান্তরিত করত তার পণ্য-মূলধনের গোটা পরিমাণটিকে উৎপাদন-উপায়ের দৈহিক রূপে, যখন আমরা ধরে নিয়েছি যে তার বিক্রয়ের পরে তা তার একাংশকে বার্ষিক পুনরুৎপাদনের চলতি সময়-কালে পুনঃরূপান্তরিত করবে না অর্থ থেকে তার স্থির মূলধনের স্থিতিশীল উপাদানগুলির দৈহিক রূপে। ২-এর পক্ষে বাড়তি (balance) অর্থ কেবল তবেই উপচিত হতে পারত, যদি সে ১-এর কাছে বিক্রি করত ২,০০০ পরিমাণ এবং ১-এর কাছ থেকে কিনত ২,০০০-এর কম পরিমাণ, ধরুন কেবল ১,৮০০। সে ক্ষেত্রে ১-কে এই কমতিটাকে (debit) অর্থের অংকে ২০০ দিয়ে পূরণ করতে হত, যে অর্থটা তার কাছে আর ফিরে যেত না, কেননা সে তার থেকে ২০০-এর সমান পণ্য তুলে নিতে পারত না। এমন এক পরিস্থিতিতে, ২-এর জন্য আমাদের হত একটি অর্থ-ভাণ্ডার—তার স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতির বাবদে রক্ষিত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্য দিকে, ১-এর দিকে আমাদের হত উৎপাদন-উপায়ের অতি-উৎপাদন, ২০০ পরিমাণে, এবং আমাদের

প্রকল্পের ভিত্তিটি, যথা একই আয়তনে পুনরুৎপাদন ধ্বংস হয়ে যেত, যেখানে ধরে নেওয়া হয় বিবিধ উৎপাদন-প্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ আনুপাতিকতা। একটি সমস্যা মেটাতে আমরা সৃষ্টি করতাম আরো খারাপ একটি সমস্যা।

যেহেতু এই সমস্যাটি উপস্থিত করে বিশেষ বিশেষ অসুবিধা এবং এ পর্যন্ত আলোচিত হয়নি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকদের দ্বারা, সেই হেতু আমরা ঢালাও ভাবে পরীক্ষা করব সমস্ত সম্ভাব্য (অন্ততঃ আপাত সম্ভাব্য) সমাধান, কিংবা, বলা যায়, সমস্যাটির সমস্ত সূত্রায়ন।

প্রথমতঃ, আমরা এই মাত্র ধরে নিয়েছি যে **২** বিক্রি করে **১**-এর কাছে ২,০০০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী, কিন্তু তার কাছ থেকে ক্রয় করে কেবল ১,৮০০ মূল্যের। পণ্য-মূল্য ২,০০০ $২_{স}$ ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিস্থাপনের জন্য ধারণ করে ২০০, যাকে অবশ্যই জমিয়ে তুলতে হবে অর্থের আকারে। এই ভাবে ২,০০০ $১_{স}$-এর মূল্য ভাগ করতে হবে ১,৮০০ এবং ২০০-এ—১,৮০০ উৎপাদন-উপায় **১**-এর সঙ্গে বিনিময়ের জন্য, এবং ২০০ ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিস্থাপনের জন্য, যাকে রাখতে হবে অর্থের অংকে (**১**-এর কাছে $২,০০০_{স}$ বিক্রি করার পরে)। মূল্যের অংকে প্রকাশ করলে, $২,০০০_{স}$ সমান $১,৮০০+২০০_{স}$ (ক্ষ), ক্ষ মানে ক্ষয়-ক্ষতি।*

বিনিময় ১. $১,০০০_{অ}+১,০০০_{উ}$

$$১,৮০০_{স}+২০০_{স} \text{ (ক্ষ)}$$

শ্রমিকদের শ্রম-শক্তি বাবদে শ্রমিকদের কাছে গিয়েছে যে £১০০০, তা দিয়ে **১** ক্রয় করে ১,০০০ $২_{স}$ ভোগ্য-সামগ্রী। ঐ একই £১,০০০ দিয়ে **২** ক্রয় করে ১,০০০ $১_{অ}$-উৎপাদনের উপায়। **১**-এর ধনিকেরা এই ভাবে পুনরুদ্ধার করে তাদের অস্থির মূলধন অর্থের আকারে এবং পরবর্তী বছরে তা নিয়োগ করতে পারে একই পরিমাণে শ্রম-শক্তি ক্রয়ে, অর্থাৎ তাদের উৎপাদনশীল মূলধনের অস্থির অংশটিকে তারা প্রতিস্থাপন করতে পারে সামগ্রীর অংকে।

অধিকন্তু, অগ্রিম-দত্ত £৪০০ দিয়ে **২** ক্রয় করে উৎপাদন-উপায় $১_{উ}$, এবং ঐ একই £৪০০ দিয়ে $১_{উ}$ ক্রয় করে ভোগ্য-সামগ্রী $২_{স}$। **২**-এর ধনিকেরা সঞ্চলনে যে £৪০০ অগ্রিম দিয়েছিল, তা এই ভাবে ফিরে এসেছে তাদের কাছে, কিন্তু কেবল বিক্রীত পণ্যসমূহের একটি তুল্যমূল্য হিসাবে। **১** এখন অগ্রিম-দত্ত £৪০০-এর বদলে ক্রয় করে

* ক্ষয়-ক্ষতি : dechet.—সম্পাদক

ভোগ্য-দ্রব্যাদি ; **১** থেকে **২** ক্রয় করে £৪০০ মূল্যের উৎপাদনের উপায়, যার পরে এই £৪০০ ফিরে যায় **১**-এর কাছে। তা হলে এই পর্যন্ত হিসাবটা দাঁড়ায় এই রকম :

১ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে $১,০০০_{অ}+৮০০_{উ}$ পণ্যের আকারে ; সে সঞ্চলনে আরো নিক্ষেপ করে, অর্থের আকারে, £১,০০০ মজুরি বাবদে এবং £৪০০ **২**-এর সঙ্গে বিনিময়ের জন্য। বিনিময় হয়ে যাবার পরে, **১**-এর থাকে অর্থের অংকে $১,০০০_{অ}$, ৮০০ $২_{স}$ -এর সঙ্গে বিনিমিত $৮০০_{উ}$ (ভোগ্য-সামগ্রী) এবং অর্থের অংকে £৪০০।

২ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে পণ্যের আকারে (ভোগ্য-সামগ্রী) $১,৮০০_{স}$ এবং অর্থের আকারে £ ০০। বিনিময় সম্পূর্ণ হবার পরে তার থাকে পণ্যের আকারে (উৎপাদনের উপায়) ১,৮০০ এবং অর্থের আকারে £৪০০।

১-এর দিকে তখনো থাকে ২০০ (উৎপাদনের উপায়-উপকরণে) এবং **২**-এর দিকে তখনো থাকে $২০০_{স}$ (ক্ষ) (ভোগের দ্রব্য-সামগ্রীতে)।

আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে **১** £২০০ দিয়ে ক্রয় করে ভোগের সামগ্রী স (ক্ষ), যার মূল্য ২০০। কিন্তু **২** এই £২০০-কে ধরে রাখে, কারণ $২০০_{স}$ (ক্ষ) প্রতিনিধিত্ব করে ক্ষয়-ক্ষতির এবং তখনি উৎপাদনের উপায়ে পুনঃরূপান্তরিত হয় না সুতরাং ২০০ $১_{উ}$ -কে বিক্রি করা যায় না। প্রতিস্থাপিতব্য উদ্বৃত্ত-মূল্য **১**-এর এক চতুর্থাংশকে তার উৎপাদন-উপায়ের দৈহিক রূপ থেকে ভোগ্য-সামগ্রীর দৈহিক রূপে বাস্তবায়িত বা রূপান্তরিত করা যায় না।

সরল আয়তনে পুনরুৎপাদনের যে অবস্থাটা আমরা ধরে নিয়েছি, এটা কেবল তা খণ্ডনই করে না ; উপরন্তু এটা নিজে এমন একটা প্রকল্পনাও (hypothesis) নয়, যা $২০০_{স}$ (ক্ষ)-এর অর্থে রূপান্তরকে ব্যাখ্যা করবে। বরং এর মানে দাঁড়ায় যে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেহেতু $২০০_{স}$ (ক্ষ)-কে কি ভাবে অর্থে রূপান্তরিত করা যায়, সেটা দেখানো যায় না, সেই হেতু এটা ধরে নেওয়া হয় যে **১** বাধিত হয়েই এই রূপান্তরটি করে—ঠিক এই কারণেই করে যে, সে তার নিজের অবশিষ্ট $২০০_{স}$ (ক্ষ)-কে অর্থে রূপান্তরিত করতে সক্ষম নয়। এটাকে বিনিময়-প্রণালীর একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া বলে ধরে নেওয়ার মানে দাঁড়ায় এমন একটি ধারণা যে $২০০_{স}$ (ক্ষ)-কে নিয়মিত ভাবে অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য £২০০ প্রতি বছর আকাশ থেকে নেমে আসে।

কিন্তু এই প্রকল্পনাটির অসম্ভাব্যতা সঙ্গে সঙ্গেই কারো কাছে প্রকট হয়ে ওঠে না, যদি $১_{উ}$, এ ক্ষেত্রে যেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তেমন ভাবে তার অস্তিত্বের আদি-রূপে, অর্থাৎ উৎপাদন-উপায়ের মূল্যের একটি গঠনকারী অংশ রূপে—অতএব ধনিক

পণ্যোৎপাদনকারীরা যে পণ্য-সমূহকে বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থে রূপান্তরিত করে সেগুলি মূল্যের একটি গঠনকারী অংশ রূপে—আত্মপ্রকাশ করার পরিবর্তে, আত্মপ্রকাশ করে শরিকদের হাতে, যেমন জমিদারদের হাতে খাজনা, মহাজনদের হাতে সুদ রূপে। কিন্তু পণ্যের উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশকে শিল্প-ধনিককে তুলে দিতে হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের অন্যান্য সহ-মালিকদের হাতে খাজনা বা সুদ হিসাবে, সেই অংশটিকে যদি পণ্য-বিক্রয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ কালের জন্য বাস্তবায়িত করা না যায়, তা হলে খাজনা ও সুদ দেবারও ইতি ঘটে, এবং সে ক্ষেত্রে জমিদার বা সুদের পাওনাদাররা, খাজনা এবং সুদ ব্যয় করে, dei ex machina রূপে, বার্ষিক পুনরুৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশকে খুশিমত অর্থে রূপান্তরিত করার কাজটি করতে পারে না। সরকারি কর্মচারী, চিকিৎসক, উকিল ইত্যাদি এবং অন্যান্য যারা "জনসাধারণ"-এর অংশ হিসাবে—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদেরা যা অ-ব্যাখ্যাত রেখেছিলেন, তা ব্যাখ্যা করে তাঁদের "সেবা" করেন—সেই সমস্ত তথাকথিত অনুৎপাদক শ্রমিকদের ব্যয়সমূহ সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

যদি ১ এবং ২-এর মধ্যে—ধনিকদের দুটি প্রধান বিভাগের মধ্যে সরাসরি বিনিময়ের পরিবর্তে—বণিককে টেনে আনা হয় মধ্যস্থ হিসাবে এবং সে তার "অর্থ" দিয়ে সব সমস্যা অতিক্রম করতে সাহায্য করে, তা হলেও পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে না। যেমন উপস্থিত ক্ষেত্রে, ২০০ ১উ -কে নিশ্চিত ভাবেই হস্তান্তরিত করতে হবে ২-এর শিল্প-ধনিকদের হাতে। এটা কয়েকজন বণিকের হাতের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাদর মধ্যে সর্বশেষ জন, উল্লিখিত প্রকল্পনাটি অনুসারে নিজেকে দেখতে পাবে, ২-এর পরিপ্রেক্ষিতে, সেই একই দুরূহ অবস্থায় যে-অবস্থায় ১-এর উৎপাদনকারীরা শুরুতে নিজেদের দেখতে পেয়েছিল ; অর্থাৎ তারা ২০০ ১উ -কে বিক্রি করতে পারে না ২-এর কাছে। এবং এই রুদ্ধ ক্রয় অংকটি ১-এর সঙ্গে ঐ একই প্রক্রিয়া আবার শুরু করতে পারে না।

আমরা এখানে দেখি যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছাড়াও, এটা পরম প্রয়োজনীয় যে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে আমরা তার মূল রূপটিতে দেখি—যে রূপটিতে বিভ্রান্তিকর গৌণ বিষয়গুলিকে পরিহার করা হয়েছে—যাতে করে মিথ্যা ছলনাগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় ; যখন সামাজিক পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে সঙ্গে সঙ্গেই তার জটিল মূর্ত রূপে বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসাবে নেওয়া হয়, তখন যে ছলনাগুলি "বৈজ্ঞানিক" বিশ্লেষণের আভাস সৃষ্টি করে।

যখন পুনরুৎপাদন স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হয় (সরল আয়তনেই হোক বা সম্প্রসারিত আয়তনেই হোক), তখন ধনিক উৎপাদনকারী সঞ্চলনে যে অর্থ অগ্রিম দেয় (তো তার নিজের হোক বা ধার-করা হোক), সেই অর্থ অবশ্যই ফিরে আসবে

তার সূচনা-বিন্দুতে—এই যে নিয়ম এটি চিরতরে নাকচ করে দেয় এই প্রকল্পনাটিকে যে, ২০০ $২_স$ (ক্ষ) অর্থে রূপান্তরিত হয় ১-এর দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থের মাধ্যমে।

২. স্থিতিশীল মূলধনের প্রতিস্থাপন—সামগ্রীর আকারে

উপরে আলোচিত প্রকল্পনাটি বাতিল করে দেবার পরে, কেবল সেই সম্ভাবনাগুলিই থেকে যায়, যেগুলি ক্ষয়-ক্ষতি অংশটিকে অর্থের অংকে প্রতিস্থাপিত করা ছাড়াও, সামগ্রীর অংকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণ অকার্যকর স্থিতিশীল মূলধনের প্রতিস্থাপনাকে।

এই পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে,

(ক) ১-এর দ্বারা মজুরি হিসাবে ব্যয়িত £১,০০০ একই পরিমাণে ব্যয়িত হয় শ্রমিকদের দ্বারা $২_স$-এর বাবদে অর্থাৎ ঐ অর্থ দিয়ে তারা ক্রয় করে পরিভোগের সামগ্রী।

এটা কেবল একটি ঘটনার বিবৃতি যে এই £১,০০০ অগ্রিম-দত্ত হয় অর্থের অংকে। ধনিক উৎপাদনকারীরা যথাক্রমে মজুরি দিয়ে থাকে অর্থের অংকে। তার পরে শ্রমিকেরা এই অর্থ ব্যয় করে ভোগ্য-দ্রব্যাদির বাবদে; তখন তা ভোগ্য-দ্রব্যাদির ক্রেতাদের হয়ে কাজ করে পণ্য-মূলধন থেকে উৎপাদনশীল মূলধনে তাদের স্থিব মূলধনের রূপান্তর সাধনে সঞ্চলন-মাধ্যম হিসাবে। সত্য বটে, তা যায় নানান ধারার মধ্য দিয়ে (দোকানদার, বাড়ির মালিক, কর-সংগ্রাহক, অনুৎপাদক শ্রমিক যেমন চিকিৎসক ইত্যাদি যারা শ্রমিকদের কাজে লাগে), এবং অতএব তা শ্রমিকদের হাত থেকে ২নং শ্রেণীর ধনিকদের হাতে সরাসরি বয়ে যায় কেবল আংশিক ভাবেই। তার প্রবাহ কম-বেশি ব্যাহত হতে পারে এবং ধনিকের একটি নোতুন সংরক্ষিত অর্থ-ভাণ্ডারের প্রয়োজন হতে পারে। এই সব এই মৌল রূপটিতে আলোচনার মধ্যে আসে না।

(খ) আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, এক সময়ে ১ অর্থের অংকে অগ্রিম দেয় আরো £৪০০—২-এর কাছ থেকে ক্রয় করার জন্য এবং এই অর্থ ফিরে যায় তার কাছে, যখন আরেক সময়ে ২ অগ্রিম দেয় £৪০০—১-এর কাছ থেকে ক্রয় করার জন্য এবং অনুরূপ ভাবে ফিরিয়ে নেয় এই অর্থ। এটা ধরেই নিতে হবে, কেননা উল্টোটা ধরে নেওয়া—ধনিক শ্রেণী ১ বা ২ তাদের পণ্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চলনের উদ্দেশ্যে একপেশে ভাবে অগ্রিম দেয়—এটা ধরে নেওয়া হবে অযৌক্তিক। যেহেতু উপ-শিরোনাম (১)-এ আমরা দেখিয়াছি যে, ২০০ $২_স$ (ক্ষ)-কে অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য ১ সঞ্চলনে অতিরিক্ত অর্থ নিক্ষেপ করবে—এই প্রকল্পনাটিকে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত, সেই হেতু দেখা যাবে যে, সেখানে থেকে যায় কেবল একটি আপাত দৃষ্টিতে আরো বেশি অসম্ভব প্রকল্পনা; সেটি এই যে, ২ নিজেই সঞ্চলনে ঐ অর্থটা নিক্ষেপ করছিল, যার দ্বারা তার পণ্যসম্ভারের মূল্যের গঠনকারী অংশটি রূপান্তরিত হয় অর্থে; এবং এই অর্থই

আবার প্রতিপূরণ করে তার স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মূল্যের যে-অংশটি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রী ক স্থতো-কলটি হারায়। সেটি স্থতোর মূল্যের মধ্যে আবার আবির্ভূত হয়। এক দিকে তার স্থতো কলটি মূল্যের অংকে অর্থাৎ ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে যা হারায়, তাই আবার অন্য দিকে তার হাতে আসা উচিত অর্থের অংকে। এখন ধরা যাক যে শ্রী ক শ্রী খ-এর কাছ থেকে ক্রয় করে £২০০ মূল্যের তুলো এবং এই ভাবে সঞ্চলনে অগ্রিম দেয় অর্থের অংকে £২০০। তা হলে খ তার কাছ থেকে ক্রয় করে £২০০ মূল্যের স্থতো, এবং এই £২০০ এখন ক-কে সেবা করে তার কলটির ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিপূরণের ভাণ্ডার হিসাবে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই :—তার উৎপাদন, উৎপন্ন এবং এই উৎপন্নের বিক্রয় ছাড়া, ক £২০০ জমা রাখে **গোপনে** যাতে করে সে তার স্থতো-কলটির ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিপূরণ করতে পারে, অর্থাৎ তার কলটির অবচয়ের ফলে £২০০ হারাবার সঙ্গে সঙ্গে, তার প্রতি বছর জমিয়ে তুলতে হবে অর্থের অংকে £২০০, যাতে করে সে কালক্রমে নোতুন একটি স্থতো-কল কিনতে পারে।

কিন্তু অসম্ভাব্যতাটা কেবল বাহ্যিক। ২নং শ্রেণী গঠিত হয় সেই ধনিকদের নিয়ে, যাদের স্থিতিশীল মূলধন তার পুনরুৎপাদনের বিবিধ পর্যায়ে অবস্থিত। তাদের কয়েকটির ক্ষেত্রে তা সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, সেখানে তাকে সমগ্র ভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে সামগ্রীর অংকে। বাকিগুলির ক্ষেত্রে তা সেই পর্যায়টি থেকে কম-বেশি দূরবর্তী। এই পরবর্তী গোষ্ঠীর সব সদস্যেরই এটা অভিন্ন যে, তাদের স্থিতিশীল মূলধন বস্তুতঃ পুনরুৎপাদিত হয় না, অর্থাৎ একই ধরনের একটি নোতুন নমুনা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে নবীকৃত হয় না; তার মূল্য অর্থের অংকে পরপর সঞ্চয়ীকৃত হয়। প্রথম গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণ সেই একই অবস্থায় (বা, প্রায় সেই একই অবস্থায়, এতে কিছু এসে যায় না), যে অবস্থায় তা ব্যবসা শুরু করেছিল, যে অবস্থায় তা বাজারে এসেছিল তার অর্থ-মূলধন সহ, যাতে করে তাকে রূপান্তরিত করা যায় এক দিকে স্থির (স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল) মূলধনে, এবং অন্য দিকে শ্রম-শক্তিতে, অস্থির মূলধনে। এই অর্থ মূলধনকে অর্থাৎ স্থির স্থিতিশীল মূলধনের মূল্য এবং সেই সঙ্গে স্থিতিশীল ও আবর্তনশীল মূলধনের মূল্যকে তাদের আবার সঞ্চলনে অগ্রিম দিতে হয়।

অতএব, আমরা যদি ধরে নিই যে, ১-এর সঙ্গে বিনিময়ের জন্য ২-এর ধনিক শ্রেণী কর্তৃক সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত £৪০০-এর অর্ধেকটা ২-এর সেই সব ধনিকদের কাছ থেকে, যাদের নবীকৃত করতে হয় তাদের পণ্যসমূহের মাধ্যমে কেবল আবর্তনশীল মূলধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের উৎপাদনের উপায়-উপকরণকেই নয়, উপরন্তু, অর্থের মাধ্যমে তাদের সামগ্রীর আকারে অবস্থিত স্থিতিশীল মূলধনকেও, যখন ২-এর ধনিক শ্রেণীর বাকি অর্ধেক তার অর্থের মাধ্যমে সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপন করে তার স্থির মূলধনের কেবল আবর্তনশীল অংশটিকে, কিন্তু সামগ্রীর আকারে নবীকৃত করে না তার স্থিতিশীল মূলধনকে, তা হলে এই বক্তব্যটির মধ্যে কোনো স্ববিরোধ থাকে না যে এই প্রত্যাগত £৪০০ (যখনি ১ তার জন্য ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয় করে, তখনি প্রত্যাগত) ২-এর এই দুটি

অংশের ধনিকদের মধ্যে বিবিধ ভাবে বণ্টিত হয়। এই অর্থ **২**নং শ্রেণীর কাছে ফিরে আসে, কিন্তু তা সেই একই যাতে ফিরে আসে না, এবং বিবিধ ভাবে বণ্টিত হয় এই শ্রেণীটিরই মধ্যে—এক অংশ থেকে আরেক অংশে চলাচল করে।

২-এর এক অংশ—উৎপাদনের উপায়-উপকরণের সেই অংশটি ছাড়া, যে-অংশটিকে শেষ পর্যন্ত সে তার পণ্যের দ্বারা আবৃত করেছে—অর্থের আকার-ধারী £২০০-কে রূপান্তরিত করেছে স্থিতিশীল মূলধনের বিবিধ নোতুন উপাদানে, সামগ্রীর আকারে। ব্যবসার শুরুতে যেমন ছিল, এই ভাবে ব্যয়িত অর্থ সঙ্কলন থেকে এই ভাবে ফিরে আসে এই অংশের কাছে কেবল ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর ধরে—এই স্থিতিশীল মূলধনের দ্বারা উৎপাদিতব্য পণ্যের মূল্যের ক্ষয়-ক্ষতির অংশ হিসাবে।

২-এর অন্য অংশ অবশ্য £২০০-এর বদলে **১**-এর কাছ থেকে কোনো পণ্য পায় নি। কিন্তু **১** তাকে মূল্য দেয় সেই অর্থের সাহায্যে, যা **২**-এর প্রথম অংশটি ব্যয় করেছিল তার স্থিতিশীল মূলধনের উপাদানসমূহের জন্য। **২**-এর প্রথম অংশটি আরো একবার তার স্থিতিশীল মূলধন-মূল্য প্রাপ্ত হয় নবীকৃত দৈহিক রূপে, যখন তার দ্বিতীয় অংশটি তখন নিযুক্ত থাকে তাকে অর্থ-রূপে সঞ্চয়ীকৃত করতে—সামগ্রীর আকারে তার স্থিতিশীল মূলধনের পরবর্তী প্রতিস্থাপনের জন্য।

পূর্ববর্তী বিনিময়ের পরে যে ভিত্তিতে আমাদের এখন অগ্রসর হতে হবে সেটি হল তখনো উভয় পক্ষের দ্বারা বিনিমেয় পণ্যসমূহের অবশিষ্ট অংশটি : **১**-এর ক্ষেত্রে $৪০০_{উ}$, এবং **২**-এর ক্ষেত্রে $৪০০_{স}$।[৫২] আমরা ধরে নিচ্ছি যে, ৮০০ পরিমাণ এই পণ্যসমূহ বিনিময়ের জন্য **২** অর্থের অংকে অগ্রিম দেয় ৪০০। এই ৪০০-এর অর্ধেক (সমান ২০০) সমস্ত অবস্থাতেই বিনিয়োজিত হতে হবে $২_{স}$-এর সেই অংশের দ্বারা, যে-অংশটি ক্ষয়-ক্ষতি মূল্য হিসাবে সঞ্চয়ীকৃত করেছে অর্থের অংকে ২০০ এবং যাকে এই অর্থটা পুনঃ-রূপান্তরিত করতে হবে তার স্থিতিশীল মূলধনের দৈহিক রূপে।

ঠিক যেমন স্থির মূলধন-মূল্য, অস্থির মূলধন-মূল্য, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যকে—যাতে পণ্য-মূলধন **২** এবং **১** উভয়েরই মূল্য বিভাজ্য—প্রকাশ করা যেতে পারে যথাক্রমে **২**-এর এবং **১**-এর পণ্যসমূহের বিশেষ বিশেষ আনুপাতিক অংশের দ্বারা, ঠিক তেমনি, স্বয়ং স্থির মূলধন-মূল্যের অভ্যন্তরে, মূল্যের সেই অংশটি যেটিকে এখনো স্থিতিশীল মূলধনের দৈহিক রূপে রূপান্তরিত করতে হবে না, বরং, আপাততঃ সঞ্চয়ীকৃত করতে হবে অর্থের আকারে, সেই অংশটিকেও প্রকাশ করা যেতে পারে। **২**-এর পণ্যসম্ভারের একটি

---

৫২. এই সংখ্যাগুলি আবার আগে যে-সংখ্যাগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ এটা কেবল অনুপাতের প্রশ্ন।—এঙ্গেলস।

বিশেষ অংশ (এ ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট অংশের অর্ধেক, কিংবা ২০০) এখানে এই ক্ষয়-ক্ষতি-মূল্যের একটি বাহন মাত্র, যাকে বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থের আকারে নিক্ষেপ করতে হবে। (২-এর ধনিকদের প্রথম অংশটি, যেটি সামগ্রীর আকারে স্থিতিশীল মূলধনকে নবীকৃত করে, সেটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করে থাকতে পারে—পণ্যসম্ভারের ক্ষয়-ক্ষতি অংশ সমেত, এখানে যার কেবল অবশিষ্টটাই প্রকাশ পায়—তার ক্ষয়-ক্ষতি মূল্যের একটি অংশ, কিন্তু এখনো তাকে অর্থের আকারে বাস্তবায়িত করতে হবে ২০০-কে।

এই সর্বশেষ কর্মকাণ্ডের ২-এর দ্বারা নিক্ষিপ্ত £৪০০-এর দ্বিতীয় অংশটি (সমান ২০০) সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, তা ১-এর কাছ থেকে স্থির মূলধনের আবর্তনশীল উপাদান-গুলিকে ক্রয় করে। এই £২০০-এর এক ভাগ সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত হতে পারে ২-এর উভয় অংশের দ্বারাই, অথবা কেবল সেই একটি অংশের দ্বারা, যেটি তার মূল্যের স্থিতিশীল উপাদানটিকে সামগ্রীর আকারে নবীকৃত করে না।

এই £৪০০ দিয়ে ১ থেকে এই ভাবে নিষ্কর্ষণ করা হয়: ১) £২০০ পরিমাণ পণ্য, যা গঠিত হয় কেবল স্থিতিশীল মূলধনের উপাদানগুলি দিয়ে; ২) £২০০ পরিমাণ পণ্য, যা প্রতিস্থাপন করে ২-এর স্থির মূলধনের আবর্তনশীল অংশের কেবল স্বাভাবিক উপাদানগুলিকে। সুতরাং ২-এর কাছে বার্ষিক উৎপন্নের যতটা বিক্রি করতে হবে, তার সবটাই ১ তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে; কিন্তু তার, £৪০০-এর, মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ এখন আছে ২-এর হাতে অর্থের আকারে। অবশ্য এই অর্থ হচ্ছে অর্থে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা অবশ্যই ব্যয়িত হবে ভোগ্য দ্রব্যাদির বাবদে প্রত্যাগম হিসাবে। এই ভাবে ১ তার £৪০০ দিয়ে ক্রয় করে ২-এর ৪০০ পরিমাণ সমগ্র পণ্য-মূল্যকে; অতএব, এই অর্থ আবার ফিরে বয়ে যায় ২-এর কাছে—তার পণ্য-সমূহকে গতিশীল করে দিয়ে।

এখন আমরা তিনটি ক্ষেত্র ধরে নেব, যেখানে আমরা ২ এর ধনিকদের যে অংশটি তার স্থিতিশীল মূলধনকে সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপন করে, সেই অংশটিকে ডাকব "গোষ্ঠী-১" বলে, এবং যে অংশটি স্থিতিশীল মূলধন থেকে অবচয়-মূল্য জমিয়ে রাখে, তাকে ডাকব "গোষ্ঠী-২" বলে। শ্রেণী তিনটি এই: ক) পণ্যের আকারে অবশিষ্ট হিসাবে ২-এর সঙ্গে এখনো বিদ্যমান ৪০০-এর একটি ভাগ অবশ্যই প্রতিস্থাপন করবে গোষ্ঠী-১ এবং গোষ্ঠী ২-এর জন্য স্থির মূলধনের আবর্তনশীল অংশগুলির কতকগুলি ভাগ (ধরুন, প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে); খ) গোষ্ঠী-১ ইতিমধ্যেই বিক্রি করে দিয়েছে তার সমস্ত পণ্য, যখন গোষ্ঠী-২ কে এখনো বিক্রি করতে হবে ৪০০; গ) গোষ্ঠী-২ সবটাই বিক্রি করে দিয়েছে—শুধু সেই ২০০ ছাড়া, যারা অবচয় মূল্যের বাহন।

তা হলে আমরা পাই নিচেকার বিবিধ বণ্টন-বিন্যাস:

ক) এখনও যা ২-এর হাতে আছে, সেই ৪০০ পণ্য-মূল্যের মধ্যে গোষ্ঠী-১ ধারণ

করে ১০০ এবং গোষ্ঠী-২ ধারণ করে ৩০০; ৩০০-র মধ্যে ২০০ অবচয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সেক্ষেত্রে, এখন ২-এর কাছ থেকে পণ্য পাবার জন্য ১-এর দ্বারা প্রত্যাবর্তিত অর্থের আকারে £৪০০-এর মধ্যে গোষ্ঠী ১-গোড়ায় ব্যয় করেছিল ৩০০, যথা অর্থের আকারে ২০০, যার বদলে সে ১-এর কাছ থেকে পেয়েছিল সামগ্রীর আকারে স্থিতিশীল মূলধনের বিবিধ উপাদান, এবং অর্থের আকারে ১০০—১-এর সঙ্গে তার পণ্য বিনিময় উন্নয়নের জন্য। অন্য দিকে, গোষ্ঠী-২ অগ্রিম দিয়েছিল ঐ ৪০০-র মধ্যে মাত্র ¼, অর্থাৎ ১০০,—অনুরূপ ভাবে ১-এর সঙ্গে তার পণ্য-বিনিময় উন্নয়নের জন্য।

তা হলে, ঐ ৪০০-এর মধ্যে অর্থের আকারে, গোষ্ঠী-১ অগ্রিম দিয়েছিল ৩০০, এবং গোষ্ঠী-২—১০০।

অবশ্য এই ৪০০-র মধ্যে আবার ফিরে আসে :

গোষ্ঠী ১-এর কাছে—১০০, অর্থাৎ তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু বাকি ⅔-এর জায়গায় তার আছে একটি নবীকৃত স্থিতিশীল মূলধন, যার মূল্য ২০০। গোষ্ঠী-১ স্থিতিশীল মূলধনের এই উপাদানটির জন্য ১-কে দিয়েছে ২০০ মূল্যের স্থিতিশীল মূলধন, কিন্তু পরবর্তী কোনো পণ্য নয়। অর্থের আকারে ২০০-র ব্যাপারে, গোষ্ঠী-১ বিভাগ ১-কে মোকাবেলা করে কেবল ক্রেতা হিসাবে—কিন্তু পরে বিক্রেতা হিসাবে নয়। সুতরাং এই অর্থ গোষ্ঠী ১-এর কাছে ফিরে আসতে পারে না; অন্যথা, সে ১-এর কাছ থেকে স্থিতিশীল মূলধনের উপাদানগুলি পেত দান হিসাবে।

তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থের শেষ তৃতীয়াংশের ব্যাপারে, গোষ্ঠী-১ প্রথমে কাজ করেছিল তার স্থির মূলধনের আবর্তনশীল গঠনকারী অংশ-সমূহের ক্রেতা হিসাবে। ঐ একই অর্থ দিয়ে ১ তার কাছ থেকে ক্রয় করে তার পণ্যের ১০০ মূল্যের বাকি অংশ। তার পরে এই অর্থ তার কাছে (বিভাগ ২-এর গোষ্ঠী-১), কেননা ক্রেতা হিসাবে কাজ করার পরে সে কাজ করে সরাসরি ফেরি-অলা হিসাবে। যদি এই অর্থ ফিরে না আসত, তা হলে ২ (গোষ্ঠী-১) ১-কে দিত, ১০০ পরিমাণ পণ্যের জন্য, প্রথমে অর্থের আকারে ১০০, এবং তার পরে উপরন্তু পণ্যের আকারে ১০০, অর্থাৎ ২ তার পণ্যসমূহ ১-কে দিয়ে দিত উপাহার হিসাবে।

অন্য দিকে গোষ্ঠী ২, যে অর্থের আকারে ব্যয় করেছিল ১০০, ফিরে পায় অর্থের আকারে ৩০০; ১০০, কেননা প্রথমে ক্রেতা হিসাবে সে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছিল অর্থের অংকে ১০০, এবং সেই অর্থকে ফিরে পায় বিক্রেতা হিসাবে; ২০০, কেননা সে কাজ করে কেবল সেই পরিমাণে পণ্যের বিক্রতা হিসাবে—ক্রেতা হিসাবে নয়। সুতরাং অর্থটা ১-এর কাছে ফিরে বয়ে যেতে পারে না। এই ভাবে স্থিতিশীল মূলধনে অবচয় প্রতিপূরিত হয় স্থিতিশীল মূলধনের উপাদান ক্রয়-কালে ২ (গোষ্ঠী-১)-এর দ্বারা সঞ্চলন নিক্ষিপ্ত অর্থের দ্বারা। কিন্তু তা গোষ্ঠী ২-এর হাতে গোষ্ঠী ১-এর অর্থ হিসাবে পৌছায় না, পৌছায় ১নং শ্রেণীর অর্থ হিসাবে।

খ) এটা ধরে নেবার ভিত্তিতে $২_{স}$-এর বাকি অংশ এমন ভাবে বণ্টিত হয় যে গোষ্ঠী ১-এর হাতে আসে অর্থের অংকে ১০০ এবং গোষ্ঠী ২-এর হাতে পণ্যের আকারে ৪০০।

গোষ্ঠী ১ বিক্রি করেছে তার সমস্ত পণ্য, কিন্তু অর্থের আকারে ২০০ হল তার স্থির মূলধনের স্থিতিশীল গঠনকারী অংশের একটি রূপান্তরিত আকার, যাকে তার নবীকৃত করতে হবে সামগ্রীর আকারে। অতএব সে এখানে কাজ করে কেবল ক্রেতা হিসাবে এবং তার অর্থের পরিবর্তে পায় একই পরিমাণে পণ্য ১ তার স্থিতিশীল মূলধনের স্বাভাবিক উপাদান সমূহের আকারে। গোষ্ঠী ২, সর্বোচ্চ হিসাবে, সঞ্চলনে নিক্ষেপ করবে কেবল £ ২০০ (যদি ১ ১ এবং ২-এর মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের জন্য কোনো অর্থ অগ্রিম না দেয়), কারণ তার পণ্য-মূল্যের অর্ধেকের জন্য সে ১-এর কাছে বিক্রেতা মাত্র, ১-এর কাছ থেকে ক্রেতা নয়।

সঞ্চলন থেকে গোষ্ঠী ২-এর কাছে ফিরে আসে £ ৪০০ ঃ ২০০ কেননা ক্রেতা হিসাবে সে তা অগ্রিম দিয়েছে এবং তাকে ফিরে পায় পণ্যের আকারে ২০০-র বিক্রেতা হিসাবে , ২০০ কেননা সে ১-এর কাছ থেকে পণ্যের আকারে কোনো তুল্য মূল্য না পেয়েও ১-কে বিক্রি করে ২০০ মূল্যের পণ্য।

গ) গোষ্ঠী ১-এর হাতে আছে অর্থের আকারে ২০০ এবং পণ্যের আকারে $২০০_{স}$। গোষ্ঠী ২-এর হাতে আছে পণ্যের আকারে $২০০_{স}$ (ক্ষ)।

এটা ধরে নিলে, অর্থের অংকে গোষ্ঠী ২-এর অগ্রিম দেবার কিছু থাকে না, কেননা ১-এর সঙ্গে সম্পর্কে সে আর আদৌ ক্রেতা হিসাবে কাজ করে না, কাজ করে বিক্রেতা হিসাবে ; স্বতরাং তাকে প্রতীক্ষা করতে হয় যে পর্যন্ত না কেউ তার কাছ থেকে কিনতে আসে।

গোষ্ঠী ১ অর্থের আকারে অগ্রিম দেয় £ ৪০০ ঃ যার মধ্যে ২০০ ১-এর সঙ্গে পারস্পরিক পণ্য-বিনিময় বাবদে, এবং বাকি ২০০ ১-এর কাছ থেকে নিছক ক্রেতা হিসাবে। অর্থের অঙ্কে £ ২০০ দিয়ে সে ক্রয় করে স্থিতিশীল মূলধনের উপাদান।

অর্থের আকারে £ ২০০ দিয়ে বিভাগ ১ গোষ্ঠী-১ থেকে ক্রয় করে ২০০-র বদলে পণ্য-সামগ্রী, যার ফলে গোষ্ঠী-১ এই পণ্য-বিনিময়ের জন্য যা অগ্রিম দিয়েছিল, সেই £ ২০০ পুনরুদ্ধার করে অর্থের আকারে। এবং ১ ক্রয় করে বাকী £ ২০০, যা সে অনুরূপ ভাবে পেয়েছে গোষ্ঠী-১ থেকে, সে গোষ্ঠী ২-এর কাছ থেকে ক্রয় করে ২০০ পরিমাণ মূল্যের পণ্য-সামগ্রী, যার দ্বারা গোষ্ঠী ২-এর স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি অর্থের আকারে নিক্ষিপ্ত হয়।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে (গ)-এর ক্ষেত্রে যে ১-এর (গোষ্ঠী-১) বদলে ২ উপস্থিত পণ্য-সমূহের বিনিময় উন্নয়নের জন্য অর্থের আকারে ২০০ অগ্রিম দেয়, তাতেও ব্যাপারটির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সে ক্ষেত্রে যদি ১ প্রথম ২০০ কে ক্রয় করে

পণ্যের আকারে ২-এর কাছ থেকে এই ধারণা থেকে যে, গোষ্ঠী ২-এর বিক্রি করার মত কেবল এই ২০০ পরিমাণ পণ্যই অবশিষ্ট আছে,—তা হলে ঐ £ ২০০ ফিরে আসে না ১-এর কাছে, কেননা ২-এর গোষ্ঠী-২ কাজ করে না আবার ক্রেতা হিসাবে। কিন্তু ২-এর গোষ্ঠী ১-এর সে ক্ষেত্রে হাতে থাকে ক্রয়ের জন্য অর্থের আকারে £ ২০০ এবং বিনিময়ের জন্য পণ্যের আকারে ২০০—এই ২-এর সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য মোট ৪০০। ২-এর গোষ্ঠী-১ থেকে তখন অর্থের আকারে £ ২০০ ১-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। যদি ১ আবার ২-এর গোষ্ঠী-১ থেকে ২০০ পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের জন্য অর্থের অংকে £ ২০০ ব্যয় করে, তা হলে ঐ অর্থ তখনি ১-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, যখনি ২-এর গোষ্ঠী-১ নিয়ে নেয় ১-এর হাত থেকে ৪০০ পরিমাণ পণ্যের দ্বিতীয় অর্ধেক। গোষ্ঠী-১ (২) অর্থের আকারে £ ২০০ ব্যয় করেছে স্থিতিশীল মূলধনের উপাদান-সমূহের নিছক ক্রেতা হিসাবে ; সুতরাং ঐ অর্থ তার কাছে ফিরে আসে না, তবে ২-এর গোষ্ঠী ১-এর পণ্য-অবশেষকে, ২০০$_{স}$-কে অর্থে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে, যখন পণ্য-বিনিময়ের জন্য ১-এর দ্বারা ব্যয়িত £ ২০০ প্রত্যাবর্তন করে ১-এর কাছে—২-এর গোষ্ঠী ২-এর মাধ্যমে নয়, ২-এর গেষ্ঠী ১-এর মাধ্যমে। তার ৮০০ পরিমাণ অর্থের জায়গায় তার কাছে ফিরে এসেছে একটি তুল্য মূল্য পণ্যসম্ভার যার পরিমাণ ৪০০ ; পণ্যের অংকে ৮০০-র বিনিময়ের জন্য তার দ্বারা অগ্রিম-দত্ত £ ২০০ অনুরূপ ভাবে ফিরে এসেছে তার কাছে। সুতরাং সব কিছুই ঠিকঠাক।

বিনিময়-কালীন অসুবিধা

১, $\underbrace{১০০০_{অ} + ১০০০_{উ}}$ বিনিময়টিতে উদ্ভূত অসুবিধাটিকে পর্যবসিত করা

২, ২০০০$_{স}$

হয়েছিল অবশিষ্টাংশ বিনিময়ের অসুবিধায় :

১, ………৪০০$_{উ}$

২, (১) অর্থের অংকে ২০০ + পণ্যের অংকে ২০০$_{স}$ + (২) পণ্যের অংকে ২০০$_{স}$ অথবা অবস্থাটি আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য :

১, ২০০$_{উ}$ + ২০০$_{উ}$

২, (১) অর্থের অংকে ২০০ + পণ্যের অংকে ২০০$_{স}$ + (২) পণ্যের অংকে ২০০$_{স}$।

যেহেতু ২-এর গোষ্ঠী ১-এ পণ্যের অংকে ২০০ $_{স}$ বিনিমিত হয় (পণ্যের অংকে) ২০০ ১ $_{উ}$-এর সঙ্গে এবং যেহেতু ১ এবং ২-এর মধ্যে পণ্যের অংকে ৪০০-র এই বিনিময়ে সঞ্চলনশীল সমস্ত অর্থ প্রত্যাবর্তন করে তারই কাছে, যে সেটা অগ্রিম দিয়েছিল—১ বা ২ ; ১ এবং ২-এর মধ্যে বিনিময়ে একটি উপাদান হবার দরুন এই অর্থ আসলে সেই সমস্যাটির অংশ নয়, যেটি এখানে আমাদের বিপাকে ফেলছে। অথবা, অন্য ভাবে বললে : যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ২০০ ১ $_{উ}$ (পণ্য) এবং ২০০ ২ $_{স}$ (গোষ্ঠী ১ ২-এর পণ্য)-এর বিনিময় অর্থ কাজ করে মূল্য প্রদানের উপায় হিসাবে—ক্রয়ের উপায় এবং অতএব "সঞ্চলনের মাধ্যম" হিসাবে নয়, কথা দুটির কঠোরতম অর্থে। তা হলে এটা পরিষ্কার যে, যেহেতু ২০০ ১$_{উ}$ এবং ২০০ ২$_{স}$ (গোষ্ঠী ১) পণ্যসম্ভার মূল্যের আয়তনে সমান, সেই হেতু ২০০ মূল্যের উৎপাদন-উপায় বিনিমিত হয় ২০০ মূল্যের ভোগ্য-দ্রব্যাদির সঙ্গে, অর্থ এখানে কাজ করে কেবল ভাবগত ভাবে, কোনো পক্ষকেই দেনা-পাওনা মেটাবার জন্য প্রকৃত পক্ষে কোনো অর্থই সঞ্চলনে নিক্ষেপ করতে হয় না। অতএব সমস্যাটি তার বিশুদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে কেবল তখনি যখন আমরা ১ এবং ২—এই উভয় দিকেই বাদ দিয়ে দিই ২০০ ১$_{উ}$ পণ্যসম্ভার এবং তার তুল্যমূল্য ২০০ ২$_{স}$ (গোষ্ঠী-১) পণ্যসম্ভার।

এই সমান মূল্যের দুটি পণ্যসম্ভার, যারা পরস্পরের সমতা বিধান করে, তাদেরকে বাদ দিয়ে দেবার পরে বিনিময়ের জন্য থেকে যায় একটি অবশিষ্টাংশ, যার মধ্যে সমস্যাটি প্রকট হয় তার বিশুদ্ধ রূপটিতে, যথা :

১. ২০০$_{উ}$ পণ্যের আকারে।

২. (১) ২০০$_{স}$ অর্থের আকারে যোগ (২) ২০০$_{স}$ পণ্যের আকারে।

এটা এখানে স্পষ্ট যে ২, গোষ্ঠী-১, অর্থের অংকে ২০০ দিয়ে ক্রয় করে তার স্থিতিশীল মূলধনের উপাদানসমূহ, ২০০ ১$_{উ}$। ২-এর গোষ্ঠী-১-এর স্থিতিশীল মূলধন তার ফলে নবীকৃত হয় সামগ্রীর আকারে এবং ১-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যে, যার মূল্য ২০০ ; পণ্য-রূপ (উৎপাদনের উপায়, কিংবা আরো যথাযথ ভাবে, স্থিতিশীল মূলধনের উপাদান) থেকে রূপান্তরিত হয় অর্থ-রূপে। এই অর্থ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২-এর গোষ্ঠী-২ থেকে ভোগ্য-দ্রব্যাদি, এবং ২-এর পক্ষে তার ফল দাঁড়ায় এই যে গোষ্ঠী-১-এর ক্ষেত্রে তার স্থির মূলধনের একটি স্থিতিশীল গঠনকারী অংশ নবীকৃত হয়েছে সামগ্রীর আকারে এবং গোষ্ঠী-২-এর ক্ষেত্রে আরেকটি গঠনকারী অংশ (যা তার স্থিতিশীল মূলধনের অবচয়কে প্রতিপূরণ করে) উৎক্ষিপ্ত হয়েছে অর্থ-রূপে। এবং এটা চলতে থাকে প্রতি বৎসর যে পর্যন্ত এই সর্বশেষ গঠনকারী অংশটিকেও সামগ্রীর আকারে নবীকৃত করতে না হয়।

এখানে প্রাক্-শর্তটি স্পষ্টতঃই এই যে, স্থির মূলধন ২-এর এই স্থিতিশীল গঠনকারী অংশটি, যেটি তার মূল্যের পূর্ণ মাত্রা অবধি পুনঃরূপান্তরিত হয় অর্থে এবং সেই কারণে প্রতি বৎসরই অবশ্যই নবীকৃত করতে হয় সামগ্রীর আকারে (গোষ্ঠী-১), সেটি হবে স্থির মূলধন ২-এর বাকি স্থিতিশীল গঠনকারী অংশটির বাৎসরিক অবচয়ের সমান, যে-অংশটি কাজ করতে থাকে তার পুরানো দৈহিক রূপে এবং যার ক্ষয়-ক্ষতি, মূল্যে অবচয়—যা তা স্থানান্তরিত করে সেই সব পণ্যে, যেগুলির উৎপাদনে তা নিযুক্ত—প্রথমে প্রতিপূরণ করতে হয় অর্থের অংকে। এমন একটি ভারসাম্য প্রতীয়মান হয় একই আয়তনে পুনরুৎপাদনের একটি নিয়ম হিসাবে। এটা এই কথা বলার সমান যে, শ্রেণী ১, যা উপহার দেয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, তাতে শ্রমের আনুপাতিক বিভাজন অবশ্যই অপরিবর্তিত—যেহেতু তা উৎপাদন করে এক দিকে আবর্তনশীল মূলধন, অন্য দিকে, ২নং বিভাগের স্থির মূলধনের স্থিতিশীল গঠনকারী অংশসমূহ।'

আরো নিবিড় ভাবে এটা বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের দেখতে হবে ব্যাপারটি কোন্ দিকে মোড় নেয়, যদি $২_{স}$ (১)-এর অবশিষ্টাংশ $২_{স}$ (২)-এর সমান না হয়, তার চেয়ে বেশি বা কম হয়। এই দুটি ক্ষেত্রকে পর পর পর্যবেক্ষণ করা যাক :—

প্রথম ক্ষেত্র

১. $২০০_{উ}$।

২. (১) $২২০_{স}$ (অর্থের অংকে) যোগ (২) $২০০_{স}$ (দ্রব্যের অংকে)।

এ ক্ষেত্রে $২_{স}$ (১) অর্থের অংকে £২০০ দিয়ে ক্রয় করে ২০০ $১_{উ}$ পণ্য, এবং ঐ একই অর্থ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২০০ $২_{স}$ (২) পণ্য, অর্থাৎ স্থিতিশীল মূলধনের সেই অংশ যাকে ছুঁড়ে দিতে হবে অর্থের অংকে। এই অংশটি এই ভাবে রূপান্তরিত হয় অর্থে। কিন্তু অর্থের অংকে ২০ $২_{স}$ (১)-কে সামগ্রীর আকারে স্থিতিশীল মূলধনে পুনঃরূপান্তরিত করা যায় না।

মনে হয়, এই দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করা সম্ভব—যদি $১_{উ}$-এর অবশিষ্টাংশকে ২০০-তে না বসিয়ে ২২০-তে বসান হয়, যাতে পূর্ববর্তী বিনিময়ের দ্বারা ২,০০০ ১-এর ১,৮০০-র বদলে কেবল ১,৭৮০-র লেনদেন হয়।

তা হলে আমরা পাই :

১. $২২০_{উ}$।

২. (১) $২২০_{স}$ (অর্থের অংকে যোগ) (২) $২০০_{স}$ (পণ্যের অংকে)।

২$_{স}$, গোষ্ঠী-১, অর্থের অংকে £২২০ দিয়ে ২২০ ১$_{উ}$ এবং তা হলে £২০০ দিয়ে ১ ক্রয় করে পণ্যের আকারে ২০০ ২$_{স}$ (২)। কিন্তু তখন অর্থের আকারে £২০ থাকে ১-এর দিকে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ যা সে ধরে রাখতে পারে কেবল অর্থের রূপেই—ভোগ্য-দ্রব্যাদি বাবদে ব্যয় করতে সক্ষম না হয়ে। অসুবিধাটি এই ভাবে ২$_{স}$ থেকে ১$_{উ}$-তে স্থানান্তরিত হয় মাত্র।

এখন আমরা অন্য দিকে ধরে নেব যে ২$_{স}$, গোষ্ঠী-১ হল ২$_{স}$, গোষ্ঠী-২-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর ; তা হলে আমরা পাই :—

দ্বিতীয় ক্ষেত্র

১. ২০০$_{উ}$ (পণ্যের আকারে)।

২. (১) ১৮০$_{স}$ (অর্থের আকারে) যোগ (২) ২০০$_{স}$ (পণ্যের আকারে)।

অর্থের আকারে £১৮০ দিয়ে ২ (গোষ্ঠী-১) ক্রয় করে পণ্য ১৮০ ১$_{উ}$। এই অর্থ দিয়ে ১ ক্রয় করে ২ (গোষ্ঠী-২)-এর কাছ থেকে একই মূল্যের পণ্য, অর্থাৎ ১৮০ ২$_{স}$ (২)। সেখানে থেকে যায় এক দিকে অবিক্রয়যোগ্য ২০ ১$_{উ}$, এবং অন্য দিকে ২০ ২$_{স}$ (২)—৪০ মূল্যের পণ্য, যা অর্থে রূপান্তরযোগ্য নয়।

১-এর অবশিষ্টাংশকে ১৮০-র সমান করলে আমাদের সাহায্য হবে না। সত্য বটে, তখন ১-এ কোনো উদ্বৃত্ত পড়ে থাকবে না, কিন্তু এখন আগেকার মতই ২$_{স}$ (গোষ্ঠী-২)-এ থেকে যাবে অবিক্রয়যোগ্য, অর্থে অ-রূপান্তরযোগ্য ২০।

প্রথম ক্ষেত্রে, যেখানে ২ (১) ২$_{স}$ (২)-এর চেয়ে বৃহত্তর, সেখানে থেকে যায় ২$_{স}$ (১)-এর দিকে অর্থের অংকে একটি উদ্বৃত্ত, যা স্থিতিশীল মূলধনে রূপান্তরযোগ্য নয় ; অথবা যদি ধরে নেওয়া যায় যে অবশিষ্টাংশ ১$_{উ}$ সমান ২$_{স}$, তা হলে ১$_{উ}$-র দিকে থেকে যায়, অর্থ-রূপে একই উদ্বৃত্ত, যা ভোগ্য-দ্রব্যে রূপান্তরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যেখানে ২$_{স}$ (১) ২$_{স}$ (২)-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর, সেখানে থেকে যায় ২০০ ১$_{উ}$ এবং ২$_{স}$ (২)-এর দিকে একটি আর্থিক ঘাটতি এবং উভয় দিকেই একটি সম-পরিমাণ পণ্য-উদ্বৃত্ত, অথবা যদি ১ $_{উ}$-র অবশিষ্টাংশকে ধরা হয় ২$_{স}$ (১)-এর সমান বলে, তা হলে, সেখানে থেকে যায় ২$_{স}$ (২)-এর দিকে একটি আর্থিক ঘাটতি এবং একটি পণ্য-উদ্বৃত্ত।

যদি আমরা ধরি ১ $_{উ}$-র অবশিষ্টাংশ সমূহ সব সময়ে ২$_{স}$ (১)-এর সমান—যেহেতু উৎপাদন নির্ধারিত হয় ফরমায়েসের দ্বারা এবং পুনরুৎপাদন কোনো ক্রমেই পরিবর্তিত হয় না, যদি এক বছর স্থির মূলধন ২ এবং ১-এর স্থিতিশীল গঠনকারী অংশ সমূহের বেশি উৎপাদন হয় এবং পরের বছর আবর্তনশীল গঠনকারী অংশ সমূহের বেশি উৎপাদন হয়—তা হলে প্রথম ক্ষেত্রে ১$_{উ}$ ভোগ্য দ্রব্যাদিতে কেবল তখনি পুনঃরূপান্তরিত হতে পারে, যখন ১ তা দিয়ে ক্রয় করে ২-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, এবং ২ তা ভোগ না করে তাকে সঞ্চয়ীকৃত করে অর্থের আকারে; এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিস্থিতির প্রতিকার করা যেতে পারে কেবল তখনি, যখন ১ নিজেই অর্থটা ব্যয় করে, এমন একটি জিনিস ধরে নিতে হয় যা আমরা আগেই বাতিল করে দিয়েছি।

যদি ২$_{স}$ (১) হয় ২$_{স}$ (২)-এর চেয়ে বৃহত্তর, তা হলে বিদেশী পণ্য অবশ্যই আমদানি করতে হবে ১ $_{উ}$-এর অর্থ উদ্বৃত্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য। উল্টো যদি ২$_{স}$ (১) হয় ২ $_{স}$(২) থেকে ক্ষুদ্রতর, ২-এর পণ্যসম্ভার (ভোগ্য দ্রব্যাদি) অবশ্যই রপ্তানি করতে হবে উৎপাদনের উপায়-উপকরণে অবচিত অংশকে বাস্তবায়িত করার জন্য। ফলশ্রুতিতে উভয় ক্ষেত্রেই বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন।

যদি মেনে নেওয়া হয় যে অ-পরিবর্তনশীল আয়তনে পুনরুৎপাদন অধ্যয়ন করার জন্য ধরে নিতে হবে যে শিল্পের সমস্ত শাখার উৎপাদনশীলতা, এবং অতএব তাদের পণ্যসম্ভারের আনুপাতিক মূল্য সম্পর্ক সমূহও, স্থির থাকে, তা হলে শেষোক্ত ক্ষেত্র দুটি, যেখানে ২$_{স}$ (১) ২$_{স}$ (২)-এর চেয়ে হয় বৃহত্তর নয়তো ক্ষুদ্রতর, তৎসত্ত্বেও সব সময়ে সম্প্রসারিত উৎপাদনের পক্ষে হবে কৌতূহলোদ্দীপক। যেখানে এই ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে সাক্ষাৎ অবশ্যম্ভাবী।

৩. ফলাফল

স্থিতিশীল মূলধনের প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়টির প্রতি নজর দিতে হবে:

বাকি সব কিছু—কেবল উৎপাদনের আয়তনই নয়, সেই সঙ্গে সর্বোপরি শ্রমের উৎপাদনশীলতাও—অপরিবর্তিত থাকলে, যদি গত বছরের তুলনায় ২ $_{স}$-এর স্থিতিশীল উপাদানের একটি বৃহত্তর অংশের তিরোধান ঘটে, এবং অতএব একটি বৃহত্তর অংশের নবীকরণের প্রয়োজন পড়ে তা হলে স্থিতিশীল মূলধনের যে-অংশ এখনো কেবল তার তিরোধানের পথে এবং তিরোধান না ঘটা পর্যন্ত যাকে অন্তর্বর্তী কালে প্রতিস্থাপিত করতে হবে অর্থের অংকে সেই অংশটি অবশ্যই একই অনুপাতে

সংকোচিত হবে, যেহেতু এটা ধরে নেয়া হয়েছিল যে ২-এ কার্যরত স্থিতিশীল মূলধনের পরিমাণটি (এবং তার মূল্যের পরিমাণটি) একই থাকে। এর সঙ্গে অবশ্য এই ব্যাপারগুলিও এসে পড়ে: প্রথমতঃ যদি পণ্য-মূধলন ১-এর বৃহত্তর অংশটি গঠিত হয় ২ $_{স}$-এর স্থিতিশীল মূলধনের উপাদান-সমূহের দ্বারা, তা হলে তদনুযায়ী একটি ক্ষুদ্রতর অংশ গঠিত হয় ২ $_{স}$-এর আবর্তনশীল গঠনকারী অংশসমূহের দ্বারা, কেননা ২ $_{স}$-এর জন্য ১-এর মোট উৎপাদন থাকে অপরিবর্তিত। যদি এই অংশগুলির একটি বৃদ্ধি পায়, তা হলে অন্যটি হ্রাস পায় এবং যদি একটি হ্রাস পায়, ত হলে অন্যটি বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে, শ্রেণী ২-এর মোট উৎপাদন বজায় রাখে একই আয়তন। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব যদি তার কাঁচামাল, অর্ধ-সমাপ্ত উৎপন্ন এবং সহায়ক সামগ্রীগুলি (অর্থাৎ স্থির মূলধন ২-এর আবর্তনশীল উপাদানগুলি) হ্রাস পেয়ে থাকে ?

দ্বিতীয়তঃ, স্থিতিশীল মূলধন ২ $_{স}$-এর বৃহত্তর অংশ, তার অর্থ-রূপে পুনঃস্থাপিত হয়ে, ১-এ বয়ে যায়, যাতে করে তার অর্থ-রূপ থেকে আবার তার দৈহিক রূপে পুনঃরূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং কেবল ১ এবং ২-এর মধ্যে পণ্য বিনিময়ের জন্য তাদের দুয়ের মধ্যে আবর্তনশীল অর্থ ছাড়াও, ১-এর দিকে অর্থের প্রবাহ বৃহত্তর হয়; অধিকতর অর্থ যা পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে না, কেবল একপেশে ভাবে ক্রয়ের উপায় হিসাবে কাজ করে। কিন্তু তখন ২ $_{স}$-এর পণ্যসম্ভার, যা ক্ষয়-ক্ষতির তুল্যমূল্যের ধারক—এবং অতএব ২-এর কেবল সেই পণ্যসম্ভারের তুল্যমূল্যের ধারক, যা বিনিমিত হবে অর্থের সঙ্গে; ১-এর পণ্যসমূহের সঙ্গে নয়—তাও আনুপাতিক ভাবে সংকুচিত হবে ২ থেকে ১-এ আরো অর্থ বয়ে যেত নিছক ক্রয়ের উপায় হিসাবে, এবং যে-পণ্যগুলির ক্ষেত্রে ১-কে কাজ করতে হত ক্রেতা হিসাবে, সেগুলিও হত অল্পতর। সুতরাং ১ $_{উ}$-এর একটি বৃহত্তর অংশ পণ্য ২-এ রূপান্তরণীয় হবে না, থেকে যাবে অর্থের রূপেই, কেননা ১ $_{অ}$ ইতিমধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে পণ্য ২-এ।

বিপরীত ব্যাপারটি হল যেখানে কোন এক বছরে স্থিতিশীল মূলধন ২-এর তিরোধান-সমূহের পুনরুৎপাদন অল্পতর এবং, উলটো, অবচয়-অংশ বৃহত্তর; এটার আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

অ-পরিবর্তনশীল আয়তনে পুনরুৎপাদন সত্ত্বেও একটা সংকট দেখা দেবে—অতি-উৎপাদনের সংকট।

সংক্ষেপে, যদি সরল পুনরুৎপাদন এবং অন্যান্য অপরিবর্তিত অবস্থায়—বিশেষ করে অপরিবর্তিত উৎপাদন-ক্ষমতা মোট আয়তন এবং শ্রম-তীব্রতার অবস্থায়—তিরোহিত

স্থিতিশীল মূলধন (যাকে নবীকৃত করতে হবে) এবং যে স্থিতিশীল মূলধন তার পুরানো দৈহিক রূপে এখন কাজ করে চলেছে (কেবল তার অবচয়ের প্রতিপূরণ বাবদে উৎপন্ন সমূহের মূল্য সংযোজন ক'রে), এই দুয়ের মধ্যে কোনো স্থির অনুপাত না ধরে নেওয়া হয়, তা হলে এক ক্ষেত্রে পুনরুৎপাদনীয় আবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিমাণ একই থেকে যাবে, যখন পুনরুৎপাদনীয় স্থিতিশীল উপাদানগুলির পরিমাণ বেড়ে যাবে। সুতরাং মোট উৎপাদন ১-কে বৃদ্ধি পেতে হবে কিংবা, অর্থ-সম্পর্ক ছাড়াও, পুনরুৎপাদনে ঘাটতি ঘটবে।

অন্য ক্ষেত্রে, যদি সামগ্রীর আকারে পুনরুৎপাদনীয় স্থিতিশীল মূলধনের আকার আনুপাতিক ভাবে হ্রাস পায় এবং অতএব স্থিতিশীল মূলধন ২-এর গঠনকারী অংশটি—যাকে এখন প্রতিস্থাপন করতে হবে কেবল অর্থ-রূপে—একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তা হলে ১-এর দ্বারা পুনরুৎপাদিত স্থির মূলধন ২-এর আবর্তনশীল গঠনকারী অংশগুলির পরিমাণ থাকবে অপরিবর্তিত, যখন পুনরুৎপাদনীয় স্থিতিশীল গঠনকারী অংশগুলি হ্রাস পায়। অতএব, হয় ১-এর সামূহিক উৎপাদনে হ্রাস, আর নয়তো উদ্বৃত্ত (যেমন আগে ঘাটতি) এবং উদ্বৃত্ত যা অর্থে রূপান্তরণীয় নয়।

সত্য বটে, একই শ্রম পারে, প্রথমতঃ, বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, সাম্প্রসারণ বা তীব্রতা-সাধনের মাধ্যমে একটি বৃহত্তর পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করতে এবং এইভাবে ঐ ঘাটতিটি পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু ১-এর এক উৎপাদন-শাখা থেকে আরেক উৎপাদন-শাখায় মূলধন ও শ্রম স্থানান্তরিত না করে এই পরিবর্তন ঘটানো যায় না, এবং ঐই ধরনের প্রত্যেকটি অপসারণই কিছু সাময়িক ব্যাঘাতের সৃষ্টি করবে। অধিকন্তু (যখন শ্রমের বিস্তার বা তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে) ২-এর অল্পতর মূল্যের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য ১-এর নিজের থাকবে অধিকতর মূল্য। অতএব ১-এর উৎপন্নের অবচয় ঘটবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উল্টোটা ঘটবে, যেখানে ১ অবশ্যই খর্ব করবে তার উৎপাদন, যা নির্দেশ করে তার শ্রমিক এবং ধনিকদের পক্ষে একটা সংকট, কিংবা উৎপাদন করে একটা উদ্বৃত্ত, যা আবার সংকটই ডেকে আনে। এই ধরনের উদ্বৃত্ত নিজে কোনো অমঙ্গল নয়, বরং সুবিধাজনক; তৎসত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এটা অবশ্যই একটা অমঙ্গল।

উভয় ক্ষেত্রেই বৈদেশিক বাণিজ্য সহায়ক হতে পারে: প্রথম ক্ষেত্রে অর্থের আকারে বিধৃত পণ্যসমূহকে ভোগ্য-দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করার জন্য, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পণ্য-উদ্বৃত্তকে বিক্রয় করে দিতে। কিন্তু যেহেতু বৈদেশিক বাণিজ্য কেবল কিছু উপাদানকে (মূল্য প্রসঙ্গেও) প্রতিস্থাপন করে না, সেই হেতু তা কেবল একটি ব্যাপকতর পরিধিতে দ্বন্দ্বগুলিকে স্থানান্তরিত করে দেয় এবং সেগুলিকে বৃহত্তর অবকাশ দান করে।

একবার যদি পুনরুৎপাদনের ধনতান্ত্রিক রূপটিকে নির্বাসিত করা যায়, তা হলে

ব্যাপারটি দাঁড়ায় স্থিতিশীল মূলধনের (আমাদের দৃষ্টান্তটিতে যে-মূলধনটি কাজ করে ভোগ্য-সামগ্রীর উৎপাদনে) কেবল তিরোহিত অংশটিরই আয়তনের, পরপর বিবিধ বছরে যার পরিবর্তন ঘটে। কোন এক বছরে সেটা হল খুব বেশি (গড় মৃত্যু-হারের চেয়ে বেশি, যেমন মানুষের বেলায়); পরের বছরে নিশ্চয়ই ততটা কম। বাকি সব কিছু একই থাকলে, ভোগ্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য আবশ্যক কাঁচা মাল, অর্ধ-সম্পন্ন দ্রব্য এবং সহায়ক সামগ্রীর পরিমাণ তার ফলে কমে যায় না। অতএব উৎপাদন-উপায়ের সামূহিক উৎপাদন এক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং অন্য ক্ষেত্রে হ্রাস পেতে হবে। এর প্রতিকার করা যেতে পারে কেবল অবিরাম আপেক্ষিক অতি-উৎপাদনের দ্বারা। এক দিকে সরাসরি যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বাড়তি পরিমাণ স্থিতিশীল মূলধন উৎপাদন করতে হবে; অন্য দিকে, এবং বিশেষ করে, সরাসরি বার্ষিক যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বাডতি পরিমাণ কাঁচামাল ইত্যাদির সরবরাহ উপস্থিত থাকতে হবে (এটা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে)। এই ধরনের অতি-উৎপাদন সমাজের নিজেরই পুনরুৎপাদনের বস্তুগত উপায়-উপকরণের উপরে তার দ্বারা আরোপিত নিয়ন্ত্রণের সামিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে এটা একটি নৈরাজ্যের উপাদান।

পুনরুৎপাদনের অপরিবর্তিত আয়তনের ভিত্তিতে স্থিতিশীল মূলধনের এই দৃষ্টান্তটি লক্ষণীয়। সংকটের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অর্থনীতি-বিদদের মনোমত যুক্তিগুলির মধ্যে স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধনের মধ্যে ভার-বৈষম্যের এই যুক্তিটি অন্যতম। যখন স্থিতিশীল মূলধনকে কেবল **রক্ষা করা হয়**, তখনো যে এই ভার-বৈষম্য ঘটতে পারে এবং অবশ্যই ঘটে, উপস্থিত কার্যরত সামাজিক মূলধনের সরল পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে আদর্শ স্বাভাবিক উৎপাদন ধরে নিলেও যে এটা এমন ঘটতে পারে এবং অবশ্যই ঘটে, সেটা তাঁদের কাছে একটা নোতুন কিছু ব্যাপার।

১২. অর্থ সামগ্রীর পুনরুৎপাদন

একটি বিষয় এ পর্যন্ত উপেক্ষা করা হয়েছে; সেটি হল সোনা ও রূপার বাৎসরিক পুনরুৎপাদন। বিলাস-দ্রব্য এবং গিল্‌টি করার সামগ্রী ইত্যাদি হিসাবে তাদের বিশেষ উল্লেখের উপলক্ষ্য ঠিক ততটুকুই, অন্য যে-কোনো দ্রব্যের যতটুকু। কিন্তু অর্থ-সামগ্রী হিসাবে, অতএব সম্ভাব্য অর্থ হিসাবে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সরলতার স্বার্থে আমরা এখানে কেবল সোনাকেই অর্থের সামগ্রী হিসাবে ধরছি।

অপেক্ষাকৃত পুরানো পরিসংখ্যান অনুসারে সোনার গোটা বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াত ৮০০,০০০—৯০০,০০০ পাউণ্ড, মোটামুটি ভাবে ১,১০০ বা ১,২৫০ মিলিয়ন মার্ক। কিন্তু সোয়েটবীর[৫৩] অনুসারে এর পরিমাণ দাঁড়াত মাত্র ১৭০,৬৭৫

৫৩. সোয়েটবীর, Edelmetall Produkиa, Gotha 1879.

কিলোগ্রাম, যার মূল্য ছিল কমবেশি ৪৭৬ মিলিয়ন মার্ক—১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত গড়ের ভিত্তিতে। এই পরিমাণের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া সরবরাহ করত মোটামুটি ১৬৭, যুক্তরাষ্ট্র ১৬৬, এবং রাশিয়া ৯৩ মিলিয়ন। বাকিটা সরবরাহ করত অন্যান্য নানা দেশ—প্রত্যেক ১০ মিলিয়ন মার্কের কম। একই সময়কালে, রুপোর বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২ মিলিয়ন কিলোগ্রামের কিছু কম, যার মূল্য ছিল ৩৫৪½ মিলিয়ন মার্ক। এই পরিমাণের মধ্যে মেক্সিকো যোগাত কমবেশি ১০৮, যুক্তরাষ্ট্র ১০২, দক্ষিণ আমেরিকা ৬৭, জার্মানি ২৬ মিলিয়ন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে সব দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আধিপত্য, সেগুলির মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সোনা ও রুপোর উৎপাদক। ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের প্রায় সমস্ত সোনা এবং অধিকাংশ রুপো পায় অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা এবং রাশিয়া থেকে।

কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে সোনার খনিগুলি অবস্থিত একটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সমন্বিত দেশে, যার বার্ষিক পুনরুৎপাদন আমরা এখানে বিশ্লেষণ করছি, এবং তা করছি এই সব কারণে :—

বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদন আদৌ থাকে না। কিন্তু যখন কেউ একটি নির্দিষ্ট আয়তনে স্বাভাবিক বার্ষিক পুনরুৎপাদন ধরে নেয়, এখন সে এটাও ধরে নেয় যে বৈদেশিক বাণিজ্য স্বদেশী উৎপন্ন-সমূহকে প্রতিস্থাপন করে কেবল অন্য ব্যবহারিক বা দৈহিক রূপের দ্বারা—মূল্য-সম্পর্ক সমূহকে ব্যাহত না করে; অতএব, যে বিবিধ মূল্য-সম্পর্কে "উৎপাদনের উপায়" এবং "পরিভোগের সামগ্রী" এই দুটি বর্গ পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হয়, সেই সম্পর্কগুলিকে অথবা স্থির মূলধন, অস্থির মূলধন, এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যে—যাতে যাতে এই প্রত্যেকটি বর্গের উৎপন্ন-সমূহকে বিভক্ত করা যায়, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে ব্যাহত না করে। সুতরাং বার্ষিক উৎপাদিত দ্রব্য-মূল্যে বিদেশী বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্তি সমস্যাটির কোনো নোতুন দিক তুলে না ধরে বা কোনো সমাধান না যুগিয়ে, কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে। এই কারণে তাকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। এবং ফলতঃ সোনাকেও এখানে গণ্য করতে হবে বার্ষিক পুনরুৎপাদনের একটি প্রত্যক্ষ উপাদান হিসাবে—বিনিময়ের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত একটি পণ্য-উপাদান হিসাবে।

সাধারণ ভাবে অন্যান্য ধাতুর মত সোনার উৎপাদনও, ১নং শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—যে বর্গের মধ্যে উৎপাদনের উপায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত। যদি ধরে নেয়া যায় যে ৩০-এর সমান (সুবিধার জন্য : আসলে আমাদের প্রকল্পের অন্যান্য সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যাটি অত্যধিক।) এই মূল্যটিকে $২০_{\text{স}} + ৫_{\text{অ}} + ৫_{\text{উ}}$-এ ভাগ করা যাক; $১_{\text{স}}$-এর অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে $২০_{\text{স}}$-কে বিনিময় করতে হবে এবং এটা পরে প্রণিধান

করা হবে* ; কিন্তু $৫_{অ} + ৫_{উ}$ (১)-কে বিনিময় করতে হবে $২_{স}$ -এর উপাদানগুলির সঙ্গে, অর্থাৎ ভোগ্য দ্রব্যাদির সঙ্গে।

$৫_{অ}$ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে প্রত্যেকটি স্বর্ণ-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে শ্রম-শক্তি ক্রয় থেকে। এটা করা হয় ঐ বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা উৎপাদিত সোনা দিয়ে নয়—দেশের অর্থ-সরবরাহের একটি অংশ দিয়ে। এই $৫_{অ}$ দিয়ে শ্রমিকেরা ২-এর কাছ থেকে ক্রয় করে ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী, এবং ২ আবার এই অর্থ দিয়ে ১-এর কাছ থেকে ক্রয় করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ। ১-এর কাছ থেকে ২ স্বর্ণ ক্রয় করুক পণ্য-সামগ্রী হিসাবে ২ পরিমাণ ইত্যাদি (এর স্থির মূলধনের গঠনকারী অংশ) ; তখন $২_{অ}$ ১ স্বর্ণ উৎপাদকদের কাছে ফিরে যায় অর্থের অংকে, যা আগে থেকেই রয়েছে সঞ্চলনের অন্তর্ভুক্ত। যদি ২ আর ১-এর কাছ থেকে কোনো সামগ্রী কেনাকাটা না করে, তা হলে ১ অর্থ হিসাবে তার সোনাকে সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে ২-এর কাছ থেকে কেনাকাটা করে, কেননা সোনা যে-কোনো পণ্য কিনতে পারে। পার্থক্যটা কেবল এই যে ১ এখানে বিক্রেতার কাজ করে না, কাজ করে ক্রেতা হিসাবে। ১-এর সোনা-খননকারীরা সব সময়েই তাদের পণ্য থেকে অব্যাহিত পেতে পারে ; তা সব সময়েই থাকে সরাসরি বিনিময়যোগ্য রূপে।

ধরা যাক, কোন এক সুতা উৎপাদক তার শ্রমিকদের দিয়েছে $৫_{অ}$ যারা প্রতিদানে তার জন্য উৎপাদন করে—উদ্বৃত্ত-মূল্য ছাড়াও—৫ পরিমাণ সুতা। ৫-এর বদলে শ্রমিকেরা $২_{স}$ -এর কাছ থেকে ক্রয় করে, এবং অর্থের অংকে ৫-এর বদলে ১-এর কাছ থেকে সুতো ক্রয় করে, এবং এই ভাবে $৫_{অ}$ অর্থের অংকে সুতো-কাটুনির কাছে ফিরে যায়। গৃহীত ক্ষেত্রটিতে ১ সো (যেভাবে আমরা সোনা উৎপাদনকারীদের অভিহিত করব) তার শ্রমিকদের অগ্রিম দেয় অর্থের অংকে $৫_{অ}$, যা আগে ছিল সঞ্চলনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকেরা তা ব্যয় করে ভোগ্য দ্রব্যাদির জন্য, কিন্তু ঐ ৫-এর মধ্যে মাত্র ২ ফিরে যায় ২ এর কাছ থেকে ১ সো-এর কাছে। অবশ্য ১ সো নোতুন করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারে, ঠিক যেমন পারে সুতোর উৎপাদন-কারী। কারণ তার শ্রমিকেরা তাকে সরবরাহ করেছে সোনার অংকে ৫, যার মধ্যে ২ সে বিক্রি করে দিয়েছিল এবং ৩ এখনো তার হাতে আছে ; এখন তাকে কেবল এই ৩কে মুদ্রায়িত করতে হবে [৫৪] বা ব্যাংক নোটে পরিণত করতে হবে, যাতে করে

---

* নীচে এঙ্গেলস-এর পাদটীকা পৃ ৪৭৭ দ্রষ্টব্য

৫৪. "স্বর্ণ-পিণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে···মালিকেরা স্যান ফ্রান্সিস্কোর টাকশালে নিয়ে যায়।"—Reports of H. M. Secretaries of Embassy and Legation, 1879, part III, p. 337.

সে আবার তার গোটা অস্থির মূলধনটাকে প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থ-রূপে তার হাতে পেতে পারে—পুনর্বার ২-এর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে।

এমনকি বার্ষিক পুনরুৎপাদনের এই প্রথম প্রক্রিয়াটি বস্তুতঃ বা কার্যতঃ সঞ্চলনের অন্তর্ভুক্ত অর্থের পরিমাণে একটি পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, $২_{স}$ ক্রয় করেছিল $২_{অ}$ কে (১ সো) সামগ্রী হিসাবে এবং ১ সো আবার ব্যয় করেছে ৩—তার অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপ হিসাবে—২-এর অভ্যন্তরে। অতএব নোতুন সোনা উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণ-সম্ভারের ৩ থেকে গিয়েছিল ২-এর অভ্যন্তরে—ফিরে যায়নি ১-এর কাছে। আমরা যা ধরে নিয়েছি, তদনুসারে ২ তার প্রয়োজন মিটিয়েছে সোনা-রূপ সামগ্রীতে। ঐ ৩ তার হাতে থাকে মজুদ সোনা হিসাবে। যেহেতু সেগুলি তার স্থির মূলধনের কোনো উপাদান হতে পারে না, এবং যেহেতু শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য ২-এর হাতে আগেই ছিল যথেষ্ট অর্থ-মূলধন ; অধিকন্তু, যেহেতু এই ৩ সো-এর—অবচয় উপাদানটি বাদে—$২_{স}$ -এর অভ্যন্তরে কোনো কাজ করার থাকে না, যে $২_{স}$ -এর একটি অংশের সঙ্গে তাদের বিনিময় ঘটেছিল (সেগুলি কেবল অবক্ষয়-উপাদানটিকেই pro tanto পূরিয়ে দিতে পারত, যদি $২_{স}$ (১) হত $২_{স}$ (২)-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর, যেটা হত একটি আপতিক ব্যাপার) ; অন্য দিকে, গোটা পণ্য-উৎপন্ন $২_{স}$ -কে, অবচয় উপাদানটি বাদে, অবশ্যই বিনিময় করতে হবে $১_{(অ+স)}$ উৎপাদন-উপায়ের সঙ্গে—এই অর্থকে সমগ্র ভাবেই স্থানান্তরিত করতে হবে $২_{স}$ থেকে $২_{উ}$ -এ, তা সেটা জীবন-ধারণের উপায়-সমূহেই থাক, বা বিলাস-দ্রব্যাদিতেই থাক ; এবং উলটো, অনুরূপ ভাবে পণ্য-মূল্যকে স্থানান্তরিত করতে হবে $২_{উ}$ থেকে $২_{স}$ -এ। ফল : উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ সঞ্চিত হয় অর্থ-মজুদ হিসাবে।

পুনরুৎপাদনের দ্বিতীয় বছরে, যদি বার্ষিক উৎপাদিত সোনার একই অনুপাত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে, তা হলে ২ আবার ফিরে বয়ে যাবে ১ সো-এর কাছে, এবং ৩ প্রতিস্থাপিত হবে সামগ্রীর আকারে, অর্থাৎ ২-এ আবার ছাড়া পাবে মজুদ হিসাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণ ভাবে অস্থির মূলধন সম্বন্ধে বলা যায় : অন্য প্রত্যেক ধনিকের মত, শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য ধনিক ১ সো অবশ্যই অর্থের অংকে ক্রমাগত অগ্রিম দিয়ে যাবে। কিন্তু এই অ-এর ক্ষেত্রে, ২-এর কাছ থেকে সে ক্রয় করবে না, ক্রয় করবে তার শ্রমিকেরা। সুতরাং এমন কখনো ঘটতে পারে না যে সে কাজ করবে ক্রেতা হিসাবে—২-এর উদ্যোগ ছাড়াই ২-এ সোনা ছুঁড়ে দেবে। কিন্তু সেখানে ২ তার কাছ থেকে সামগ্রী ক্রয় করে, এবং আবশ্যিক ভাবেই স্থির মূলধন $২_{স}$ -কে রূপান্তরিত করে

সোনা-রূপ সামগ্রীতে ; সেখানে ২-এর কাছ থেকে তার কাছে ফিরে বয়ে যায় (১ সো)$_{\text{অ}}$-এর একটি অংশ—যেমন করে ১-এর অন্যান্য ধনিকদের কাছে তা যায়, সেই একই ভাবে। এবং যেখানে ব্যাপারটা তেমন নয়, সেখানে সে সরাসরি তার উৎপন্ন-সামগ্রী থেকে তার অ সোনা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। কিন্তু যেখানে অর্থের অংকে অগ্রিম-দত্ত অর্থ ২-এর কাছ থেকে তার কাছে ফিরে বয়ে আসে না, সেখানে সঞ্চলনের উপস্থিত উপায়সমূহেরই একটি অংশ (১-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত কিন্তু ১-কে প্রতিদত্ত নয়) ২-এ রূপান্তরিত হয় একটি মওজুদে এবং এই কারণে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ ব্যয়িত হয় না ভোগ্য-দ্রব্যাদি বাবদে। যেহেতু নোতুন নোতুন সোনার খনি ক্রমাগত খোলা হয় কিংবা পুরানো খনি নোতুন করে খোলা হয়, সেই হেতু ১ সো-এর দ্বারা অ-বাবদে ব্যয়িত অর্থের একটি অংশ সর্বদাই নোতুন সোনা-উৎপাদনের আগে-থেকে থাকা অর্থেরই একটি ভাগ ; এটা ১ সো-এর দ্বারা ২-এ নিক্ষিপ্ত হয় তার শ্রমিকদের মাধ্যমে ; এবং যদি এটা ২ থেকে ১ সো-এ ফিরে না আসে, তা হলে তা সেখানে মজুদ-গঠনের একটি উপাদান তৈরি করে।

কিন্তু (১ সো)$_{\text{উ}}$-এর ক্ষেত্রে, ১ সো সব সময়েই কাজ করতে পারে ক্রেতা হিসাবে। সে তার উ-কে সোনার আকারে নিক্ষেপ করে সঞ্চলনে এবং প্রতিদান হিসাবে তা থেকে তুলে নেয় ভোগ্য দ্রব্যাদি ২$_{\text{স}}$। ২-এ সোনা ব্যবহৃত হয় অংশতঃ সামগ্রী হিসাবে, এবং এই ভাবে কাজ করে উৎপাদনশীল মূলধনের স্থির গঠনকারী অংশের একটি প্রকৃত উপাদান হিসাবে। যখন তা করে না, তখন তা আরো একবার পরিণত হয় মজুদ-গঠনের উপাদানে—অর্থ-রূপে অস্তিত্বশীল ২$_{\text{উ}}$-এর একটি অংশ হিসাবে। তা হলে আমরা দেখতে পাই যে—১$_{\text{স}}$ ছাড়াও, যাকে আমরা তুলে রাখছি পরবর্তী এক বিশ্লেষণের জন্য[৫৫]—এমনকি সরল পুনরুৎপাদনও, প্রকৃত সঞ্চয়ন বাদ দিয়ে, যেমন সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদন, অবধারিত ভাবেই অন্তর্ভুক্ত করে অর্থের পুঞ্জীকরণ, বা মজুদ। এবং যেহেতু তা প্রতি-বৎসর পুনরাবর্তিত হয়, সেই হেতু তা ব্যাখ্যা করে সেই জিনিসটি, যেটি ধরে নিয়ে আমরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশ্লেষণে যাত্রা শুরু করেছিলাম, যথা, পুনরুৎপাদনের সূচনায় পণ্য-বিনিময় অনুযায়ী অর্থের একটি সরবরাহ ১ এবং ২ ধনিক শ্রেণী-দুটির হাতে থাকে। সঞ্চলন-কালে অর্থের অবচয়ের মাধ্যমে যে সোনা নষ্ট হয়, সেই পরিমাণটি বাদ দেবার পরেও এমন একটি সঞ্চয়ন গড়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যত অগ্রসর হবে, ততই সকলের হাতে আরো

---

৫৫. বর্গ ১-এর স্থিতিশীল মূলধনে নতুন ভাবে সোনা উৎপাদনের বিনিময় পর্যালোচনা পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত হয়নি।

অর্থ সঞ্চয়ীভূত হবে, এবং অতএব নোতুন সোনার উৎপাদনের দ্বারা এই মজুদের সঙ্গে বার্ষিক সংযোজিত পরিমাণ ততই কম হবে—যদিও এই ভাবে সংযোজিত অনপেক্ষ পরিমাণটি প্রভূত হতে পারে। তুকে যে আপত্তিটি *উত্থাপন করেছেন আমরা আবার সেটিতে ফিরে যাব; এটা কি করে সম্ভব যে প্রত্যেক ধনিক বার্ষিক উৎপন্ন থেকে, অর্থের অংকে, একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য হস্তগত করে, অর্থাৎ সে সঞ্চলনে যত অর্থ নিক্ষেপ করে তার চেয়ে বেশি অর্থ তুলে নেয়, যেহেতু শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ধনিক শ্রেণীকেই গণ্য করতে হবে সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত সমস্ত অর্থের উৎস হিসাবে?

ইতিপূর্বে (সপ্তদশ অধ্যায়) যে-ধারণাগুলিকে বিশদ ভাবে বিবৃত করা হয়েছে, সেগুলিকে সংক্ষেপে এখানে উপস্থিত করেই আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর দেব:

১) সাধারণ ভাবে বার্ষিক পুনরুৎপাদন-সম্ভারের বিবিধ উপাদানের বিনিময়েপ জন্য যথেষ্ট অর্থ আছে—এই যে আবশ্যিক অবস্থাটা আমরা ধরে নিয়েছি, সেটা কোনো ক্রমেই এই ঘটনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না যে পণ্য-মূল্যের একটি অংশ গঠিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা। গোটা উৎপাদনটারই মালিকানা শ্রমিকদের এবং তাই তাদের উদ্বৃত্ত-শ্রম কেবল তাদের নিজেদের জন্যই উদ্বৃত্ত-মূল্য, ধনিকদের জন্য নয়—এটা ধরে নিলে সঞ্চলনশীল পণ্য-মূল্যসমূহের পরিমাণ হবে একই, এবং বাকি সব জিনিস অপরিবর্তিত থাকলে, তাদের সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক হবে একই পরিমাণ অর্থ। স্নতরাং উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা কেবল এই: এই মোট পণ্য-মূল্যসমূহের বিনিময়কে সম্ভব করার জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে? প্রশ্নটা আদৌ এই নয়: উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে পরিণত করার জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে?

ব্যাপারটা আরেকবার দেখা যাক; সত্য বটে যে প্রত্যেকটি একক পণ্য গঠিত হয় স+অ+উ দিয়ে, এবং সেই জন্য পণ্যের গোটা পরিমাণটির সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক হয় এক দিকে স+উ মূলধন সঞ্চলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এবং অন্য দিকে ধনিকদের প্রত্যাগমের, উদ্বৃত্ত-মূল্য উ-এর, সঞ্চলনের জন্য আরো একটি পরিমাণ অর্থ। একক ধনিকের জন্য এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ধনিক শ্রেণীর জন্য, যে টাকার আকারে তারা মূলধন অগ্রিম দেয়, তা যে টাকায় তারা তাদের প্রত্যাগম ব্যয় করে, তা থেকে আলাদা। এই পরবর্তী টাকাটা কোথা থেকে আসে। কেবল ধনিক শ্রেণীর হস্তস্থিত অর্থ থেকে, অতএব মোটামুটি ভাবে সমাজস্থিত মোট অর্থ-সম্ভার থেকে, যার একটি অংশ সঞ্চালিত করে ধনিকদের প্রত্যাগমকে। উপরে আমরা দেখেছি যে নোতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠাকারী প্রত্যেক ধনিকই তার ভরণ-পোষণের জন্য ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী বাবদে ব্যয়িত অর্থকে আবার প্রতিপূরণ করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে-রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাবে—যখন তার ব্যবসা বেশ ভাল ভাবে চালু হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে সমগ্র সমস্যাটি উদ্ভূত হয় দুটি উৎস থেকে।

* ৩৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রথমতঃ, আমরা যদি কেবল মূলধনের সঞ্চলন ও প্রতিবর্তনের বিশ্লেষণ করি, এবং এই ভাবে ধনিককে ধনতান্ত্রিক পরিভোক্তা ও সংসারী লোক হিসাবে বিবেচনা না করে, বিবেচনা করি কেবল মূলধনের ব্যক্তি-রূপ হিসাবে, তা হলে আমরা বাস্তবিকই দেখতে পাই যে সে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত-মূল্য সঞ্চলনে নিক্ষেপ করেছে তার পণ্য-মূলধনের গঠনকারী অংশ হিসাবে, কিন্তু আমরা তার হাতে কখনো অর্থ দেখতে পাইনা প্রত্যাগমের একটি রূপ হিসাবে। তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিভোগের জন্য আমরা তাকে কখনো দেখিনা সঞ্চলনে অর্থ নিক্ষেপ করতে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি ধনিক শ্রেণী প্রত্যাগমের আকারে একটা বিশেষ পরিমাণ অর্থ সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে, তা হলে মনে হয় যেন সে মোট বার্ষিক উৎপন্নের এই অংশটির জন্য একটি তুল্যমূল্য প্রদান করছে, এবং তার ফলে এই অংশটি আর উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করা থেকে বিরত হয়। কিন্তু যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের প্রতিনিধিত্ব করে তার জন্য ধনিক শ্রেণীর কিছু খরচ হয় না। শ্রেণী হিসাবে ধনিকেরা তা ধারণ ও ভাগ করে বিনা-খরচে, এবং অর্থের সঞ্চলন এই ঘটনাটির কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না এই সঞ্চলন যে-পরিবর্তন ঘটায়, তা হচ্ছে কেবল এই যে প্রত্যেক ধনিক, তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নকে সামগ্রীর আকারে পরিভোগ করার পরিবর্তে—এমন একটি জিনিস যা সাধারণ ভাবে অসম্ভব—তুলে নেয় সব রকমের পণ্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই পরিমাণ অবধি, যা সে আত্মীকৃত করেছে সমাজের বার্ষিক উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের সাধারণ ভাণ্ডার থেকে, এবং সেগুলিকে আত্মীকৃত করে। কিন্তু সঞ্চলনের প্রণালীটি থেকে দেখা গিয়েছে যে, যখন ধনিক শ্রেণী তার প্রত্যাগম ব্যয় করার উদ্দেশ্যে সঞ্চলনে অর্থ নিক্ষেপ করে, তখন সে এই অর্থ সঞ্চলন থেকে তুলেও নেয়, এবং একই প্রক্রিয়া চালু রাখতে পারে বারংবার ; যার ফলে, ধনিকেরা, একটি শ্রেণী হিসাবে দেখলে, আগের মতই থাকে সেই পরিমাণ অর্থের অধিকারে, যে পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য আবশ্যক। অতএব, যদি ধনিক তার পরিভোগ ভাণ্ডারের জন্য পণ্যের আকারে পণ্য-বাজার থেকে কেবল তার উদ্বৃত্ত-মূল্যই তুলে না নেয়, উপরন্তু সেই সঙ্গে আবার সেই অর্থটাও ফিরে পায় যা দিয়ে সে এই পণ্যসমূহের দাম দিয়েছে তা হলে এটা স্পষ্ট যে, কোনো তুল্যমূল্য না দিয়েই সে সঞ্চলন থেকে পণ্যসমূহ তুলে নেয়। সেগুলি বাবদে তার কিছু খরচ হয় না, যদিও সে সেগুলির জন্য অর্থ দেয়। যদি আমি এক পাউণ্ড স্টার্লিং-এর বিনিময়ে পণ্যসম্ভার ক্রয় করি এবং সেই পণ্যগুলির বিক্রেতা আমাকে ঐ পাউণ্ডটি ফিরিয়ে দেয় সেই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটির বাবদে যেটি আমি পেয়েছিলাম কিছু না দিয়ে, তা হলে এটা স্পষ্ট যে আমি ঐ পণ্যগুলি পেয়েছিলাম মুফতে। এই প্রক্রিয়াটির অবিরত পুনরাবৃত্তি এই ঘটনাটিকে বদলে দেয় না যে আমি অবিরত পণ্যসমূহ তুলে নিই এবং অবিরত ঐ পাউণ্ডটিকে দখলে রাখি, যদিও আমি পণ্য কেনার জন্য সাময়িক ভাবে তা হাতছাড়া করি। ধনিক অবিরত এই অর্থটা ফেরৎ পায়—সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যটির আর্থিক তুল্যমূল্য হিসাবে, যার জন্য তার কিছু খরচ হয়নি।

আমরা দেখেছি যে অ্যাডাম স্মিথের কাছে সামাজিক উৎপন্নের সমগ্র মূল্যটি নিজেকে পর্যবসিত করে প্রত্যাগমে অ+উ-এ, যাতে করে স্থির মূলধন-মূল্যকে ধার্য করা হয় শূন্য হিসাবে এ থেকে এটা অনিবার্য ভাবেই অনুসরণ করে যে, বার্ষিক প্রত্যাগমের সঙ্কলনের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন, তা অবশ্যই যথেষ্ট হবে সমগ্র বার্ষিক উৎপন্নের সঙ্কলনের জন্য ; অতএব আমাদের উদাহরণে ৩,০০০ মূল্যের ভোগ্য দ্রব্যাদির সঙ্কলনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা অবশ্যই যথেষ্ট হবে ৯,০০০ মূল্যের সমগ্র সামাজিক উৎপন্নের সঙ্কলনের জন্য। বস্তুতঃ পক্ষে এটাই অ্যাডাম স্মিথের মত, আর এটারই পুনরাবৃত্তি করেছেন টমাস তুকে। গোটা সামাজিক উৎপন্নকে সঙ্কলন করতে প্রয়োজিত অর্থের পরিমাণের সঙ্গে প্রত্যাগমের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজিত অর্থের পরিমাণের অনুপাত সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণাটি, যে-পদ্ধতিতে মোট বার্ষিক উৎপন্নের সামগ্রীগত ও মূল্যগত বিবিধ উপাদানগুলি পুনরুৎপাদিত ও বার্ষিক প্রতিস্থাপিত হয়, সেটি উপলব্ধি করার অক্ষমতা এবং অবিবেচনা-প্রসূত ধারণা থেকে উদ্ভূত। অতএব এটা আগেই খণ্ডন করা হয়েছে।

স্বয়ং স্মিথ এবং তুকে নিজেরা কি বলেন তাই শোনা যাক।

দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মিথ বলেন, "প্রত্যেক দেশের সঙ্কলনকেই দুটি শাখায় বিভক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে: ব্যাপারীদের পরস্পরের সঙ্গে সঙ্কলন, এবং ব্যাপারী ও পরিভোগকারীদের মধ্যে সঙ্কলন। যদিও একই মুদ্রাখণ্ডগুলিকে—কাগজেরই হোক আর তামারই হোক—নিযুক্ত করা যেতে পারে কখনো একটা সঙ্কলনে, কখনো আরেকটায়, তবু যেহেতু উভয়ই চলছে একই সময়ে, সেই হেতু তা চালিয়ে যাবার জন্য প্রত্যেকেরই চাই কোন-না-কোন রকমের কিছু পরিমাণ অর্থের স্টক। বিভিন্ন ব্যাপারীর মধ্যে সঙ্কলিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কখনো ব্যাপারী এবং পরিভোগকারীদের মধ্যে সঙ্কলিত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের তুলনায় বেশি হতে পারে না। যেহেতু ব্যাপারীদের মধ্যে সঙ্কলন পরিচালিত হয় পাইকারি ভিত্তিতে, সেই হেতু তাতে প্রত্যেকটি লেনদেনের জন্য আবশ্যক হয় বেশ বড় অংকের অর্থ। অন্য দিকে, যেহেতু ব্যাপারী এবং পরিভোগ কারীদের মধ্যে সঙ্কলন পরিচালিত হয় খুচরো ভিত্তিতে, সেই হেতু তাতে আবশ্যক হয় ছোট ছোট অংকের অর্থ, কিন্তু বারংবার ; অনেক সময়েই এক শিলিং, এমনকি হাফ পেনিতেও কাজ চলে যায়। তবে ছোট ছোট অংকের অর্থ বড় বড় অংকের অর্থের তুলনায় সঙ্কলন করে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে।···সুতরাং যদিও সমস্ত পরিভোগকারীর বার্ষিক ক্রয়সমূহ মূল্যের হিসাবে অন্ততঃ (এই "অন্তত" কথাটি শব্দ) "সমস্ত ব্যাপারীদের বার্ষিক ক্রয়সমূহের সমান, সেগুলি সাধারণত পরিচালিত হয় অনেক অল্পতর পরিমাণ অর্থের দ্বারা" ইত্যাদি।

অ্যাডাম স্মিথ থেকে উদ্ধৃত এই অনুচ্ছেদটি প্রসঙ্গে (**An Inquiry into the Currency Principle**, লণ্ডন, ১৮৪৪, পৃঃ ৩৪—৩৬) টমাস তুকে মন্তব্য করেন,

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে যে-পার্থক্য করা হয়েছে, তা মূলতঃ সঠিক।···ব্যাপারী ও পরিভোগকারীদের মধ্যে লেনা-দেনা, মজুরি দেওয়া সমেত, যা পরিভোগকারীদের প্রধান উপায়··। ব্যাপারীদের এবং ব্যাপারীদের মধ্যে যাবতীয় কারবার, যার দ্বারা বুঝতে হবে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারীর কাছ থেকে—ম্যানুফ্যাকচার বা অন্যবিধ উপায়ের মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াসমূহের যাবতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে—খুচরো-ব্যাপারীর কাছে যাবতীয় বিক্রয়, পর্যবসিত করা যায় মূলধনের গতিক্রিয়ায় বা স্থানান্তরে। এখন, বেশির ভাগ লেনদেনের ক্ষেত্রেই মূলধনের স্থানান্তর আবশ্যিক ভাবেই ধরে নেয় না বা কার্যতঃ ঘটনা হিসাবেও দাবি করে না অর্থের, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-নোট বা মুদ্রার, স্থানান্তর—আমি বোঝাতে চাই, কাল্পনিক ভাবে নয়, দৈহিক ভাবে, স্থানান্তর। ব্যাপারীদের এবং ব্যাপারীদের মধ্যে লেনদেনের মোট পরিমাণ শেষ পর্যন্ত অবশ্যই নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে ব্যাপারীদের এবং পরিভোগকারীদের মধ্যে লেনদেনের মোট পরিমাণের দ্বারা।"

যদি এই সর্বশেষ বাক্যটি আলাদা ভাবে থাকত, তা হলে কেউ ভাবতে পারতেন, তুকে কেবল এই ঘটনাটিকেই বিবৃত করেছেন যে ব্যাপারীদের নিজেদের মধ্যেকার বিনিময়-সমূহ এবং ব্যাপারীদের ও পরিভোক্তাদের মধ্যেকার বিনিময়-সমূহের মধ্যে একটি অনুপাত থাকে, অন্যভাবে বলা যায়, মোট বার্ষিক প্রত্যাগমের মূল্য এবং যে-মূলধনের সাহায্যে সেটা উৎপাদিত হয়—এই দুয়ের মধ্যে একটি অনুপাত থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। তিনি স্পষ্ট ভাবে অ্যাডাম স্মিথের মতই সমর্থন করেন। সুতরাং তাঁর সঙ্কলন-তত্ত্বের কোনো বিশেষ সমালোচনা বাহুল্য মাত্র।

২) প্রত্যেকটি শিল্প মূলধন, তার জীবন শুরু করেই, তার গোটা স্থিতিশীল অংশের বাবদে সঙ্কলনে এক দিকে অর্থ ছুঁড়ে দেয়, যা সে কয়েক বছর ধরে কেবল ক্রমান্বয়ে পুনরুদ্ধার করে—তার বার্ষিক উৎপন্ন-সম্ভার বিক্রয় করার মাধ্যমে। অতএব, সঙ্কলন থেকে সে যত অর্থ তুলে নেয়, তার চেয়ে বেশি অর্থ সে তাতে নিক্ষেপ করে। জিনিসের আকারে গোটা মূলধনের প্রত্যেকটি নবীকরণেই এটার প্রতিবছর পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্থিতিশীল মূলধনের প্রত্যেকটি সংস্কারসাধনে, প্রত্যেকটি নবীকরণে, টুকরো টুকরো ভাবে এই পুনরাবৃত্তি ঘটে। একদিকে যখন সঙ্কলনে যত অর্থ নিক্ষিপ্ত হয়, তার চেয়ে বেশি অর্থ তুলে নেওয়া হয়, অন্য দিকে তখন বিপরীতটা ঘটে।

যে সব শিল্প-শাখার উৎপাদন-কাল—কর্ম-কাল থেকে যা আলাদা—একটি দীর্ঘ-কাল জুড়ে থাকে, সেখানে এই সময়-কালে ধনিক উৎপাদনকারীরা ক্রমাগত সঙ্কলনে অর্থ নিক্ষেপ করে, অংশতঃ বিনিমুক্ত শ্রম-শক্তির মজুরি বাবদে, অংশতঃ পরিভুক্তব্য উৎপাদন-উপায়-সমূহের বিক্রয় বাবদে। এই ভাবে উৎপাদনের উপায়সমূহ পণ্য-বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পরিভোগের দ্রব্যসমূহ তুলে নেওয়া হয়, অংশতঃ পরোক্ষভাবে, শ্রমিকদের দ্বারা—যারা ব্যয় করে তাদের মজুরি, এবং অংশতঃ প্রত্যক্ষ ভাবে ধনিকদের দ্বারা—যারা কোনক্রমেই মুলতুবি রাখে না তাদের পরিভোগ, যদিও তারা একই সময়ে

বাজারে নিক্ষেপ করে না একটি তুল্যমূল্য পণ্যের আকারে। তাদের দ্বারা সঞ্চলনে নিক্ষিপ্ত ঐ অর্থ এই সময়-কালে কাজ করে পণ্য-মূল্যকে—তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য সহ—অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রসর পর্যায়ে এই বিষয়টি বিবিধ দীর্ঘকালস্থায়ী উদযোগের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যেমন স্টক-কোম্পানিগুলি ইত্যাদির দ্বারা আরব্ধ উদ্‌যোগসমূহ, দৃষ্টান্তস্বরূপ খাল, রেলপথ, পোতাঙ্গন, বড় বড় পৌর ভবন, লোহার জাহাজ, বৃহদাকার ভূমি-সেচব্যবস্থা ইত্যাদির নির্মাণকার্য।

৩) যখন অন্যান্য ধনিকেরা, স্থিতিশীল মূলধনে বিনিয়োগ ছাড়াও, শ্রম-শক্তি ও আবর্তনশীল উপাদান ক্রয়ের জন্য সঞ্চলনে যে-পরিমাণ অর্থ নিক্ষেপ করে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ তুলে নেয়, তখন সোনা ও রূপা উৎপাদনকারী ধনিকেরা সঞ্চলনে নিক্ষেপ করে কেবল অর্থ—যে মহার্ঘ্য ধাতুটি কাঁচামাল হিসাবে কাজ করে, সেটি ছাড়া—তখন তারা তা থেকে তুলে নেয় কেবল পণ্যসমূহ। স্থির মূলধন (অবচিত অংশটি বাদে), অস্থির মূলধনের বৃহত্তর অংশ এবং গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্য (যে মজুদ তাদের নিজেদের হাতে জমে উঠতে পারে, তা বাদে)—এই সবগুলিকেই সঞ্চলনে ছুঁড়ে দেওয়া হয় অর্থ হিসাবে।

৪) এক দিকে সব রকমের জিনিস সঞ্চলন করে পণ্য হিসাবে, যেগুলি আলোচ্য বছরে উৎপাদিত হয়নি, যেমন ভূমিখণ্ড, বাড়িঘর ইত্যাদি; আরো সব জিনিস, যেগুলির উৎপাদন-কাল এক বছরের বেশি, যেমন গবাদি পশু, দারু-বৃক্ষ, মদ্য ইত্যাদি। এই এবং অন্যান্য ব্যাপারের জন্য এটা প্রমাণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে আশু সঞ্চলনের জন্য আবশ্যক অর্থের পরিমাণ ছাড়াও সেখানে থাকে সম্ভাব্য, নিষ্ক্রিয় রূপে এমন একটি বিশেষ পরিমাণ যা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে—যদি আবেগ সঞ্চার করা হয়। অধিকন্তু, এই ধরনের দ্রব্যাদির মূল্য প্রায়শঃই সঞ্চলন করে টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে এবং ক্রমে ক্রমে, যেমন বাড়ির মূল্য অনেক বছর ধরে ভাড়া হিসাবে।

অন্য দিকে, পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সমস্ত গতিক্রিয়াই অর্থ-সঞ্চলনের মাধ্যমে সংঘটিত হয় না। উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি—তার উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়ে যাবার পরে—সঞ্চলন থেকে বাদ হয়ে যায়। সেই সব উৎপন্ন, যেগুলি উৎপাদনকারী নিজেই সরাসরি পরিভোগ করে—ব্যক্তিগত ভাবে বা উৎপাদনশীল ভাবে—সেগুলিও বাদ হয়ে যায়। এই শিরোনামার অধীনেই পড়ে কৃষি-শ্রমিকদের জন্য সরবরাহ কৃত খাদ্যসামগ্রী।

সুতরাং যে অর্থের পরিমাণটি বার্ষিক উৎপন্নকে সঞ্চলিত করে, তা আগে থেকে ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়ীকৃত হয়ে, সমাজেই থাকে। সেটি আলোচ্য বছরে উৎপাদিত মূল্যের অন্তর্ভুক্ত নয়—বোধহয় কেবল অবচিত মুদ্রাগুলির ক্ষতি প্রতিপূরণের জন্য ব্যবহৃত সোনাটা ছাড়া।

এই ব্যাখ্যা ধরে নেয় অর্থ হিসাবে মহার্ঘ্য ধাতুসমূহের একান্ত সঞ্চলন, এবং এই সঞ্চলনে নগদ টাকায় ক্রয় ও বিক্রয়ের সরলতম রূপ; যদিও অর্থ কাজ করতে পারে মূল্য প্রদানের একটি উপায় হিসাবেও, এবং ইতিহাসের গতিশীল পথে তা এই ভাবে কাজও করেছে এমনকি সঞ্চলনশীল নিছক ধাতব মুদ্রার ভিত্তিতেও, এবং যদিও একটি ক্রেডিট-ব্যবস্থা এবং তার কর্ম-প্রণালীর কিছু কিছু দিক এই ভিত্তিতে গড়েও উঠেছে।

কেবল পদ্ধতিগত বিবেচনার ভিত্তিতেই এটা ধরে নেওয়া হয়নি, যদিও তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রতিপন্ন হয় এই ঘটনায় যে তুকে এবং তাঁর অনুগামীরা, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিরোধীরাও, ব্যাঙ্ক-নোটের সঞ্চলন-সংক্রান্ত তাঁদের বিবিধ বিতর্কে বারংবার একটি বিশুদ্ধ ধাতব সঞ্চলনের প্রকল্পে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন post festum এবং করেছিলেন ভাসাভাসা ভাবে, যা ছিল অপরিহার্য, কেননা তাঁদের সূচনা-বিন্দুটি কাজ করেছিল কেবল একটি ঘটনাক্রমে ধার্য বিন্দু হিসাবে।

কিন্তু অর্থ-সঞ্চলনের সরলতম অনুশীলনটিকে যদি তার আদিম রূপে উপস্থিত করা যায়—এবং এখানে এটি বার্ষিক পুনরুৎপাদনের একটি অন্তর্নিহিত রূপ—তা হলে তা প্রতিপন্ন করে যে :—

ক) অগ্রসর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, এবং, অতএব মজুরি-ব্যবস্থার আধিপত্য, ধরে নেওয়া হলে, অর্থ-মূলধন স্পষ্টতঃই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, কারণ এটাই সেই রূপ, যে-রূপটিতে অস্থির মূলধনকে অগ্রিম দেওয়া হয়। মজুরি-ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে সমস্ত উৎপন্ন রূপান্তরিত হয় পণ্যে এবং অবশ্যই—কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম বাদে—সমগ্র ভাবে অতিক্রান্ত হয় অর্থে, তাদের গতিক্রিয়ার একটি পর্যায় হিসাবে। সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণ পণ্যসমূহের এই অর্থে রূপান্তরণের পক্ষে যথেষ্ট হতে হবে, এবং এই অর্থ-সম্ভারের বেশির ভাগটাকেই ধনিকেরা সরবরাহ করে মজুরির আকারে, অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপে শিল্প-ধনিকেরা অগ্রিম দেয় শ্রম-শক্তির মজুরি হিসাবে, এবং যা কাজ করে শ্রমিকদের হাতে, সাধারণ ভাবে বলা যায়, কেবল সঞ্চলনের একটি মাধ্যম হিসাবে (ক্রয়ের উপায় হিসাবে)। সর্ব রূপের দাস প্রথার অধীনে (ভূমি-দাস প্রথা সহ) যে প্রাকৃতিক অর্থনীতির প্রাধান্য থাকে, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং কম-বেশি আদিম সমাজগুলিতে, তা সেখানে দাসত্ব বা গোলামির অবস্থা থাক বা না থাক, এটা আরো বেশি করে বিপরীত।

গোলামি-ব্যবস্থায়, শ্রম-শক্তি ক্রয়ে বিনিয়োজিত অর্থ স্থিতিশীল মূলধনের অর্থ-রূপের ভূমিকা গ্রহণ করে, যা কেবল ক্রমে ক্রমে প্রতিস্থাপিত হয়—গোলামের জীবনের সক্রিয় অংশ যেমন শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এথেনীয়দের মধ্যে, একজন গোলাম-মালিক তার গোলামের শিল্পগত নিয়োগের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা অন্য শিল্পগত নিয়োগ-কর্তাদের কাছে (যেমন খনির কাজে) তার গোলামকে ভাড়া খাটিয়ে পরোক্ষ ভাবে যে লাভ করায়ত্ত করে, তাকে গণ্য করা হত অগ্রিম-দত্ত অর্থ-মূলধনের উপরে কেবল সুদ হিসাবে, (যোগ অবচয়-ভাতা) ঠিক যেমন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে একজন শিল্প-ধনিক তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ এবং স্থিতিশীল মূলধনের অবচয় জমা করে তার স্থিতিশীল মূলধনের প্রতিস্থাপন এবং সুদের হিসাবে। যে ধনিকেরা স্থিতিশীল মূলধন (বাড়িঘর, মেশিনারি ইত্যাদি) ভাড়া দেয় তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। নিছক বাড়ির গোলামেরা, তা তারা দরকারি কাজকর্ম করুক বা ঠাট দেখানোর জন্য বিলাস-দ্রব্য হিসাবে থাকুক, এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তারা আধুনিক চাকর

মত। কিন্তু যত কাল পর্যন্ত গোলামি-প্রথা থাকে কৃষিকর্ম, ম্যানুফ্যাকচার, নৌ-চলাচল ইত্যাদিতে উৎপাদনশীল শ্রমের প্রধান রূপ, যেমন ছিল গ্রীস এবং রোমের মত অগ্রসর দেশগুলিতে, তত কাল পর্যন্ত সেটাও প্রাকৃতিক অর্থনীতির কিছু উপাদান বজায় রাখে। গোলাম-বাজার তার পণ্যের—শ্রম-শক্তির—সরবরাহ চালু রাখে যুদ্ধ, দস্যুতা ইত্যাদির মাধ্যমে, এবং এই লুণ্ঠনকার্য কোনো সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয় না, সাধিত হয় সরাসরি দৈহিক জবরদস্তির সাহায্যে অপরের শ্রমশক্তির বাস্তব আত্তীকরণের দ্বারা। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, উত্তরের মজুরি-শ্রমের রাজ্যসমূহ এবং দক্ষিণের গোলাম-শ্রমের রাজ্যসমূহের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ ভূখণ্ডটি দক্ষিণের জন্য—যেখানে বাজারে ছুঁড়ে দেওয়া গোলাম নিজেই পরিণত হয় বার্ষিক পুনরুৎপাদনের একটি উপাদানে, সেখানকার জন্য—একটি গোলাম-প্রজননকারী অঞ্চলে রূপান্তরিত হবার পরে, এটা আর দীর্ঘকাল ধরে যথেষ্ট রইল না, যার ফলে বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য আফ্রিকার গোলাম-ব্যবসা যত কাল সম্ভব চালিয়ে যাওয়া হল।

খ) বার্ষিক উৎপন্নসমূহের বিনিময়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটমান অর্থের প্রবাহ এবং প্রতি-প্রবাহ; তাদের মূল্যের পূর্ণ মাত্রায় স্থিতিশীল মূলধনসমূহের এক-কালীন অগ্রিম এবং কয়েক বছর ধরে এই মূল্যের পরপর নিষ্কর্ষণ, ভাষান্তরে, মজুদের বার্ষিক গঠনের দ্বারা তাদের ক্রমিক পুনর্গঠন—এমন এক মজুদ, যা নোতুন সোনার বার্ষিক উৎপাদনের ভিত্তিতে সমান্তরাল মজুদ-সঞ্চয়ন থেকে মূলতঃ ভিন্ন; পণ্যের উৎপাদন-কালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়কাল, যার জন্য অর্থ অগ্রিম দিতে হবে এবং, স্বভাবতই সব সময়ে নোতুন করে মজুদ করতে হবে, যাতে করে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে পরে তাকে সঞ্চলন থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়; যার জন্য অর্থ অগ্রিম দিতে হবে এমন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়—যদি তা হয় কেবল তাদের বাজার থেকে উৎপাদন-স্থলগুলির বিভিন্ন দূরত্বের ফল; অধিকন্তু, ব্যবসায়ের বিভিন্ন ধারায় এবং একই ধারার বিভিন্ন একক ব্যবসায়ে, এবং অতএব, যে-সময়ের জন্য স্থির মূলধনের উপাদানসমূহ ক্রয় করা হয়, তার দৈর্ঘ্যে, উৎপাদনশীল সরবরাহের অবস্থা ও আপেক্ষিক আকার অনুযায়ী, প্রতি-প্রবাহের আয়তনে ও সময়কালে পার্থক্য, এবং এই সব কিছুই পুনরুৎপাদন চলাকালে—স্বতঃস্ফূর্ত গতিক্রিয়ার এই সব বিভিন্ন দিককে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, লক্ষ্য করতে হয় এবং স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হয়, যাতে করে ক্রেডিট-ব্যবস্থার কারিগরি হাতিয়ারগুলির সুবিন্যস্ত প্রয়োগ এবং উপস্থিত ঋণযোগ্য মূলধনের প্রকৃত সদ্ব্যবহারের প্রচলন ঘটে।

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ঐসব ধরনের ব্যবসার পার্থক্য—এক ধরনের ব্যবসা যাদের উৎপাদন অগ্রসর হয় অন্যথা স্বাভাবিক অবস্থার অধীনে অবিরাম একই আয়তনে; এবং আরেক ধরনের ব্যবসা, যারা বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম-শক্তি, যেমন কৃষিকার্য।

১৩. দেস্তুত দ্য ত্রসি-র পুনরুৎপাদন তত্ত্ব[৫৬]

যাঁকে এমনকি রিকার্ডো-ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন এবং একজন অতি বিশিষ্ট লেখক বলে অভিহিত করেছিলেন (Principles, p. 333), সেই বিরাট নৈয়ায়িক দেস্তুত দ্য ত্রসির দৃষ্টান্ত দিয়ে (দ্রষ্টব্য : Buch I, p. 146, Note 30)*, আমরা এবারে দেখাব সামাজিক পুনরুৎপাদন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদেরা কিরকম বিভ্রান্ত অথচ দাম্ভিক অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

"বিশিষ্ট লেখকটি" সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং সঙ্কলনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাগুলি উপস্থিত করেছেন :

"আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেমন করে এই শিল্পোদ্যোগীরা এমন বিরাট পরিমাণ মুনাফা করতে পারে এবং কাদের কাছ থেকে তারা এটা সংগ্রহ করে। আমার উত্তর এই যে, তারা যে ব্যয়ে যা কিছু উৎপাদন করে, তার চেয়ে বেশিতে সেই সব কিছু বিক্রয় করার দরুন তারা এই মুনাফা করতে পারে ; এবং তারা তা বিক্রয় করে :

"১) পরস্পরের কাছে—নিজেদের বিবিধ অভাব পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট তাদের পরিভোগের সমগ্র পরিমাণের জন্য, যার মূল্য তারা দেয় তাদের মুনাফার একটি অংশ থেকে" ;

"২) মজুরি-শ্রমিকদের কাছে—যাদের তারা মজুরি দেয় এবং যাদের মজুরি দেয় অলস ধনিকেরা, উভয়েরই কাছে ; এই ভাবে এই মজুরি-শ্রমিকের কাছ থেকে তারা আদায় করে নেয় তাদের গোটা মজুরি, সম্ভবতঃ তাদের সামান্য সঞ্চয়টুকু বাদ দিয়ে" ;

"৩) অলস ধনিকদের কাছে, যারা তাদের প্রাপ্য দেয় তাদের প্রত্যাগমের একটি অংশের সাহায্যে, যে-অংশটি তারা তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত মজুরি-শ্রমিকদের এখনো দেয়নি ; যার ফলে, যে খাজনা তারা বার্ষিক দেয়, তার গোটাটাই তাদের কাছে ফিরে যায় কোনো-না-কোন পথে।" (Destutt de Tracy, 'Trait de la volonte et de ses effets, Paris', 1826, p. 239).

অন্য ভাবে বলা যায়, তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটি তারা সরিয়ে রাখে তাদের ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য অথবা পরিভোগ করে প্রত্যাগম হিসাবে, সেই অংশটির বিনিময়ে ধনিকেরা পরস্পরের কাছ থেকে যথাসম্ভব আহরণ করে নিজেদেরকে আরো ধনবান করে তোলে। যেমন, যদি তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের বা তাদের মুনাফার এই অংশটি হয় £ ৪০০-এর সমান, তা হলে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই £ ৪০০ বেড়ে দাঁড়াবে, ধরা যাক, £ ৫০০, যদি প্রত্যেক £ ৪০০ পরিমাণ মজুদদার তার অংশ আর একজনের কাছে বিক্রি করে শতকরা ২৫ ভাগ বেশিতে। কিন্তু

৫৬. ২য় পাণ্ডুলিপি থেকে—এঙ্গেলস

* বাংলা সংস্করণ পৃঃ ১৫০, টীকা-১—সম্পাদক

যেহেতু সকলেই একই জিনিস করে, সেই হেতু ফলও হবে একই, যেন তারা পরস্পরের কাছে বিক্রি করেছিল প্রকৃত মূল্যে। £ ৪০০ মূল্যের পণ্যের সঙ্কলনের জন্য তাদের চাই অর্থের অংকে মাত্র £ ৫০০; এবং মনে হয় এটা তাদের আরো ধনবান করার পদ্ধতি না হয়ে বরং হবে আরো ধনহীন করার পদ্ধতি, কেননা এর দ্বারা তারা বাধ্য হয় তাদের মোট ধনসম্পদের একটা বড় অংশকে সঙ্কলন-মাধ্যমের অপ্রয়োজনীয় রূপে অনুৎপাদনশীল ভাবে রেখে দিতে। গোটা জিনিসটা দাঁড়ায় এই : তাদের পণ্যের দামে সমগ্র ভাবে আর্থিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, ধনিক শ্রেণীর হাতে থাকে মাত্র £ ৪০০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী, যা তারা নিজেদের মধ্যে, ভাগ করে নিতে পারে তাদের ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য, কিন্তু তারা পরস্পরকে এই অনুগ্রহটুকু করে যে £ ৫০০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী সঙ্কলন করতে যে পরিমাণ অর্থ আবশ্যক হয়, সেই অর্থের সাহায্যে তারা সঙ্কলন করে £ ৫০০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী।

এবং এটা এই ঘটনাটি ছাড়াও যে, "তাদের মুনাফার একটি অংশ", এবং স্বভাবতই সাধারণ ভাবে পণ্যের এমন একটি সরবরাহ যাতে মুনাফা বিধৃত থাকে, এখানে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু স্তেতুত ঠিক এই কথাটাই আমাদের জানাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে এই মুনাফা কোথা থেকে আসে। মুনাফা সঙ্কলন করতে প্রয়োজিত অর্থের পরিমাণটি এখানে একটি অতি গৌণ প্রশ্ন। যে অর্থের পরিমাণটি মুনাফার প্রতিনিধিত্ব করে, সেটির উৎস সম্ভবতঃ এই ঘটনাটিতে যে ধনিকেরা এই পণ্যসমূহকে কেবল পরস্পরের কাছে বিক্রিই করে না, বিক্রি করে এমন দামে যা খুবই চড়া। অতএব এখন আমরা জানি ধনিকদের ধনবান হবার একটি উৎস। এটা "এন্টস্পেক্টর ব্রাসিগ"-এর* সেই গোপন রহস্যটিরই মত যে দারুণ দারিদ্র্যের কারণ হচ্ছে দারুণ "গরিবি"।

২) একই ধনিকেরা অধিকন্তু বিক্রয় করে "মজুরি-শ্রমিকদের কাছে—যাদের তারা মজুরি দেয় এবং যাদের মজুরি দেয় অলস ধনিকেরা, এই উভয়েরই কাছে; এই মজুরি-শ্রমিকদের কাছ থেকে এইভাবে তারা পুনরুদ্ধার করে তাদের সমগ্র মজুরি, সম্ভবতঃ তাদের সামান্য সঞ্চয়টুকু ছাড়া।"

তা হলে মঁশিয়ে স্তেতুত-এর মতানুসারে এই অর্থ-মূলধনের প্রতি প্রবাহ—যে-রূপে ধনিকেরা শ্রমিকদের অগ্রিম দিয়েছে তাদের মজুরি, সেই রূপটি—হচ্ছে ধনিকদের ধনবান হবার দ্বিতীয় উৎস।

অতএব, ধনিকেরা যদি তাদের শ্রমিকদের মজুরি হিসাবে দিয়ে থাকে, ধরা যাক, £ ১০০ এবং যদি এই একই শ্রমিকেরা এই একই ধনিকদের কাছ থেকে কিনে থাকে এই একই মূল্যের—£ ১০০ মূল্যের পণ্য, যাতে করে এই £ ১০০ পরিমাণ অর্থ, যা ধনিকেরা অগ্রিম দিয়েছে শ্রম-শক্তির ক্রেতা হিসাবে, ফিরে আসে ধনিকদের কাছে,

* জার্মান কৌতুক কাহিনীকার ফ্রিজ রিউটারের বহু সংখ্যক রচনার একটি চরিত্র (১৮১০-৭৪)

যখন তারা শ্রমিকদের কাছে বিক্রয় করে £ ১০০ মূল্যের পণ্য, ধনিকেরা তার দ্বারা হয় **আরো ধনবান**। মামুলি কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন যে-কোনো লোকের কাছে এটা প্রতীয়মান হবে যে তারা তাদের হাতে পাবে আবার £ ১০০, যা তাদের হাতে ছিল এই কার্যক্রমটির আগে। কার্যক্রমটির শুরুতে তাদের হাতে থাকে অর্থের অংকে £ ১০০। এই £ ১০০ দিয়ে তারা ক্রয় করে শ্রম-শক্তি। অর্থের অংকে এই £ ১০০ দিয়ে ক্রয়-করা শ্রম উৎপাদন করে পণ্যসম্ভার, যার মূল্যের পরিমাণ; যতদূর আমরা এখন জানি, £ ১০০। £ ১০০ মূল্যের পণ্য তাদের শ্রমিকদের কাছে বিক্রি ক'রে ধনিকেরা টাকার অংকে ফিরে পায় £ ১০০। তা হলে ধনিকদের হাতে আবার থাকে টাকার অংকে £ ১০০, এবং শ্রমিকদের হাতে থাকে পণ্যের অংকে £ ১০০, যা তারা নিজেরাই উৎপাদন করেছে। এটা বোঝা দুঃসাধ্য কি করে এর ফলে ধনিকেরা আরো ধনবান হতে পারে। যদি টাকার অংকে £ ১০০ তাদের কাছে ফিরে না যেত, তা হলে তাদের শ্রমের জন্য শ্রমিকদেরকে তাদের প্রথমতঃ দিতে হত টাকার অংকে £ ১০০ এবং দ্বিতীয়তঃ দিতে হত এই শ্রমের উৎপন্ন ফল, £ ১০০ মূল্যের পরিভোগ্য সামগ্রী—একেবারে মুফতে। সুতরাং এই টাকার প্রতি প্রবাহ বড় জোর এইটুকু ব্যাখ্যা করতে পারে কেন ধনিকেরা এই লেনদেনের ফলে আরো দরিদ্র হয় না, এবং কোনমতেই এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন তারা আরো ধনী হয়।

নিশ্চিত ভাবে বলতে গেলে, এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার কেমন ক'রে ধনিকেরা এই £ ১০০ হাতে পেল এবং কেন শ্রমিকেরা, তাদের নিজেদের জন্য পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তে, বাধ্য হয় এই £ ১০০-এর বদলে তাদের শ্রম-শক্তি বিনিময় করতে। কিন্তু দ্যেতুত-এর মত একজন চিন্তাশীল যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে, এটা স্ববিশ্লেষণাত্মক।

দ্যেতুত নিজেও এই সমাধানে খুব সন্তুষ্ট নন। যাই হোক, তিনি তো আমাদের বলেননি যে কেউ আরো ধনবান হয়, যদি সে একটা অংকের টাকা, একশ পাউণ্ড, খরচ করে এবং পরে আবার £ ১০০ পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে নেয়; অতএব যদি অর্থের অংকে £ ১০০-এর প্রতিপ্রবাহ হয়—যা কেবল দেখায় কেন টাকার অংকে £ ১০০ হারিয়ে যায়নি। তিনি আমাদের বলেন যে "যা উৎপাদন করতে যত খরচ হয় তার চেয়ে বেশিতে সব কিছু বিক্রি ক'রে", ধনিকেরা আরো ধনবান হয়।

কাজে কাজেই শ্রমিকদের সঙ্গে কারবারেও তাদের কাছে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেও ধনিকেরা আরো ধনবান হয়। বহুৎ আচ্ছা। "তারা মজুরি দেয়···এবং এই সবটাই তাদের কাছে ফিরে বয়ে যায় এই সমস্ত মানুষের ব্যয়পত্রের মাধ্যমে, যারা তাদের দেয়" [উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য], "মজুরি বাবদে তাদের [ধনিকদের] যে-ব্যয় হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি।" (Ibid, p. 240)। অন্য ভাবে বলা যায়, ধনিকেরা শ্রমিকদেরকে মজুরি বাবদে দেয় £ ১০০, এবং তার পরে তারা এই মজুরদের কাছে বিক্রি করে তাদের নিজেদেরই উৎপন্ন-সামগ্রী £ ১২০ পাউণ্ডে, যার মানে তারা কেবল £ ১০০ই পুনরুদ্ধার করে না, সেই সঙ্গে আরো লাভ করে £ ২০?

এটা অসম্ভব। মজুরেরা কেবল সেই অর্থ ই দিতে পারে, যা তারা পেয়েছে মজুরি হিসাবে। যদি তারা মজুরি হিসাবে ধনিকদের কাছ থেকে পায় £ ১০০, তা হলে তারা £ ১০০ মূল্যের পণ্যই কিনতে পারে, £ ১২০ মূল্যের নয়। সুতরাং এতে কাজ হবে না। কিন্তু আরো একটা পথ আছে। শ্রমিকেরা ধনিকদের কাছ থেকে পণ্যসম্ভার ক্রয় করে £ ১০০-এর বদলে কিন্তু আসলে পায় £ ৮০ মূল্যের পণ্যসম্ভার। সে ক্ষেত্রে তারা £ ২০ থেকে পুরোপুরি প্রবঞ্চিত হয়। এবং ধনিক পুরোপুরি লাভ করে £ ২০, কেননা সে শ্রমিককে তার শ্রম-শক্তির জন্য আসলে দিয়েছিল তার মূল্যের ২০ শতাংশ কম, অথবা আর্থিক মজুরি ছাটাই করেছিল ২০ শতাংশ ঘুর পথে।

ধনিক শ্রেণী একই লক্ষ্য সাধন করত যদি সে শুরুতে মজুরি বাবদে শ্রমিকদের দিত কেবল £ ৮০ এবং তার পরে অর্থের অংকে এই £ ৮০-এর বদলে দিত আসলে £ ৮০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী। ধনিক শ্রেণীকে সমগ্র ভাবে ধরলে, এটাই মনে হয় স্বাভাবিক পথ কেননা স্বয়ং মঁশিয়ে দ্যেতুত-এর মতানুসারেই শ্রমিক শ্রেণী অবশ্যই পাবে একটি "পর্যাপ্ত মজুরি" (পৃঃ ২১৯।) কেননা তাদের মজুরি হতে হবে অন্ততঃ তাদের অস্তিত্ব ও কর্মক্ষমতা রক্ষার পক্ষে "ন্যূনতম ভরণপোষণের পক্ষে" যথেষ্ট (পৃঃ ১৮০)। যদি শ্রমিকেরা এমন পর্যাপ্ত মজুরি না পায়, তা হলে তার মানে দাঁড়াবে, সেই দ্যেতুতেরই মতে, "শিল্পের মৃত্যু" (পৃঃ ২০৮), যা ধনিকদের পক্ষে আরো ধনবান হবার পথ বলে মনে হয় না। কিন্তু ধনিকেরা শ্রমিক শ্রেণীকে যে আয়তনেই মজুরি দিক না কেন, তার থাকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য, যথা £ ৮০। যদি ধনিক শ্রেণী শ্রমিকদের দেয় £ ৮০, তা হলে এই £ ৮০-এর বিনিময়ে ধনিক শ্রেণীর তাদের কে সরবরাহ করতে হবে £ ৮০ মূল্যের পণ্যসামগ্রী, এবং সেক্ষেত্রে ঐ £ ৮০-র প্রতি প্রবাহের ফলে সে আরো ধনবান হয় না। যদি ধনিক শ্রেণী তাদেরকে দেয় টাকার অংকে £ ১০০, এবং ঐ £ ১০০-র বিনিময়ে তাদেরকে দেয় £ ৮০ মূল্যের পণ্য, তা হলে সে তাদেরকে দেয় তাদের সাধারণ মজুরির চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ বেশি এবং প্রতিদানে পণ্যের অংকে তাদের সরবরাহ করে শতকরা ২৫ ভাগ কম।

অন্য ভাবে বলা যায়, যে তহবিল থেকে ধনিক শ্রেণী সাধারণ ভাবে প্রাপ্ত হয় তার মুনাফা, তা, ফলতঃ গঠিত হয় স্বাভাবিক মজুরি থেকে বিয়োজিত অংশ দিয়ে— শ্রম-শক্তির বাবদে তার মূল্যের চেয়ে তাকে কম দিয়ে, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিক হিসাবে তাদের স্বাভাবিক পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের মূল্যের চেয়ে তাদের কম দিয়ে। সুতরাং যদি স্বাভাবিক মজুরি দেওয়া হত, দ্যেতুতের মতে যেটা ঘটনা, তা হলে কোনো মুনাফা-তহবিল হতে পারত না—না শিল্প-ধনিকদের জন্য, না অলস ধনিকদের জন্য।

সুতরাং দ্যেতুতের উচিত ছিল কেমন করে ধনিক শ্রেণী আরো ধনবান হয় সেই গোটা রহস্যটিকে এই বক্তব্যে পর্যবসিত করা: মজুরি থেকে বিয়োজনের মাধ্যমে।

সেক্ষেত্রে তিনি (১) এবং (৩)-এ যে অন্যান্য উদ্বৃত্ত-মূল্য তহবিলের কথা বলেছেন। সেগুলি আর থাকে না।

অতএব, যে দেশগুলিতে শ্রমিকদের অর্থ-মজুরিতে পর্যবসিত করতে হবে একটি শ্রেণী হিসাবে তাদের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক ভোগ্য দ্রব্য-সাগ্রীতে, সেই সবগুলিতেই ধনিকদের জন্য থাকবে না কোনো পরিভোগ-ভাণ্ডার বা সঞ্চয়ন-ভাণ্ডার, এবং স্বভাবতই থাকবে না ধনিকদের জন্য কোনো অস্তিত্ব রক্ষণ-ভাণ্ডার এবং কোনো ধনিক শ্রেণী। এবং, দ্যেতুতের মতে, প্রাচীন সভ্যতা-সমন্বিত সমস্ত সমৃদ্ধ ও বিকাশপ্রাপ্ত দেশে এটাই হবে ঘটনা, কারণ সেগুলিতে, "আমাদের প্রাচীন সমাজ-গুলিতে, মজুরি-শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের ভাণ্ডারটি ··প্রায় একটি স্থির রাশি।" (Ibid, p. 202)।

এমনকি মজুরি থেকে বিয়োজিত অংশ নিয়েই ধনিক, প্রথমে শ্রমিককে টাকার অংকে £ ১০০ দিয়ে এবং তার পরে এই £ ১০০-এর বিনিময়ে তাকে £ ৮০ মূল্যের জন্য সরবরাহ করেই, এবং এই ভাবে £ ১০০-র সাহায্যে—অতিরিক্ত ২৫ শতাংশের সাহায্যে কার্যতঃ £ ৮০ মূল্যের পণ্য সঙ্কলিত করেই, নিজেকে আরো ধনবান করে না। শ্রমিকরা মজুরী হিসাবে যা পায় তার ২৫% ধনিকেরা আত্মসাৎ ক'রে ধনবান হয়, উৎপন্নের যে-অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরেও। দ্যেতুতের প্রস্তাবিত নির্বোধ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ধনিক শ্রেণীর কোনো লাভ হবে না। ধনিক শ্রেণী মজুরি বাবদে দেয় £ ১০০ এবং এই £ ১০০-এর বদলে শ্রমিকদেরকে ফিরিয়ে দেয় তার নিজেরই উৎপন্নের £ ৮০ পরিমাণ মূল্যের অংশ। কিন্তু পরবর্তী লেন-দেনে সে আবার £ ১০০ অগ্রিম দেবে একই কার্যক্রমের জন্য। এই ভাবে সে বৃথাই লিপ্ত হবে টাকার অংকে £ ১০০ অগ্রিম দেওয়া এবং বিনিময়ে £ ৮০ মূল্যের পণ্য দেওয়ার অর্থহীন খেলায়—টাকার অংকে £ ৮০ অগ্রিম দেওয়া এবং তার বিনিময়ে £ ৮০ মূল্যের পণ্য দেওয়ার পরিবর্তে। তা বলতে গেলে, সে ক্রমাগত বিনা উদ্দেশ্যে অগ্রিম দিতে থাকবে একটি অর্থ-মূলধন—তার অস্থির মূলধনের সঙ্কলনের জন্য যা আবশ্যক, তার ২৫ শতাংশ বাড়তি; ধনবান হবার এটা একটা অদ্ভুত উপায়ই বটে।

৩) সর্বশেষে ধনিক শ্রেণী বিক্রয় করে "অলস ধনিকদের কাছে, যারা তাদের দাম দেয় তাদের প্রত্যাগমের সেই অংশটির সাহায্যে, যে অংশটি তারা তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদেরকে তখনো দিয়ে দেয় নি; যাতে ক'রে গোটা খাজনাটা, যা তারা তাদেরকে (অলস ধনিকদের) প্রতি বছর দেয়, ফিরে বয়ে যায় তাদের কাছে কোনো-না-কোনো পথে।"

উপরে আমরা দেখেছি যে, শিল্প-ধনিকেরা "তাদের মুনাফার একটি অংশের সাহায্যে, তাদের প্রয়োজন-পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট তাদের পরিভোগের সমগ্র অংশটির, খরচ দেয়।" তা হলে ধরুন যে তাদের মুনাফা সমান £ ২০০। এবং ধরা যাক, এর মধ্যে £ ১০০ তারা খরচ করে ফেলে তাদের ব্যক্তিগত পরিভোগে। কিন্তু

বাকি অর্ধেক, অর্থাৎ £ ১০০-এর মালিক তারা নয় ; তার মালিক অলস ধনিকেরা, অর্থাৎ তারা যারা পায় জমির খাজনা, এবং সেই ধনিকেরা যারা সুদে টাকা ধার দেয়। সুতরাং এই গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে তাদের দিতে হবে £ ১০০। *ধরে নেওয়া যাক এই টাকার মধ্যে নিজেদের পরিভোগের জন্য এই ব্যক্তিবর্গের লাগে £ ৮০ এবং চাকর ইত্যাদি ভাড়া করার জন্য লাগে £ ২০। ঐ £ ৮০ দিয়ে তারা শিল্প-ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী। অতএব এই ধনিকেরা যখন হাতছাড়া করে £ ৮০ মূল্যের পণ্য, তারা £ ৮০ ফিরে পায় টাকার অংকে কিংবা খাজনা। সুদ ইত্যাদি নামে অলস ধনিকদের তারা যে £ ১০০ দেয় তার চার-পঞ্চমাংশ। অধিকন্তু চাকর শ্রেণী, অলস ধনিকদের প্রত্যক্ষ-মজুরি-শ্রমিকেরা, তাদের মনিবদের কাছ থেকে পেয়েছে £ ২০। অনুরূপ ভাবে এই চাকরেরা শিল্প-ধনিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে £ ২০ মূল্যের পরিভোগ-সামগ্রী। এই ভাবে, এই ধনিকেরা যখন হাত-ছাড়া করে £ ২০ মূল্যের পণ্য, তখন তাদের কাছে ফিরে আসে টাকার অংকে £ ২০ —খাজনা, সুদ ইত্যাদি বাবদে তারা অলস ধনিকদের যে £ ১০০ দেয় তার সর্বশেষ এক-পঞ্চমাংশ।

এই লেনদেনটির শেষে শিল্প-ধনিকেরা টাকার, অংকে ফিরে পেয়ে যায় £ ১০০ অর্থাৎ সেই টাকাটা যা তারা অলস ধনিকদের দিয়েছিল খাজনা, সুদ ইত্যাদি বাবদে কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অর্ধেকটা, সমান £ ১০০, ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে তাদের হাত থেকে অলস ধনিকদের উপভোগ-ভাণ্ডারে।

অলস ধনিকদের এবং তাদের প্রত্যক্ষ মজুরি শ্রমিকদের মধ্যে ঐ £ ১০০-এর ভাগা-ভাগির ব্যাপারটি কোনো রকমে টেনে আনা আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে স্পষ্টতঃই নিষ্প্রয়োজন। ব্যাপারটি সহজ সরল তাদের খাজনা, সুদ, সংক্ষেপে £ ২০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যে তাদের অংশ শিল্প-ধনিকেরা তাদেরকে দেয় টাকার অংকে £ ১০০ পরিমাণ। /এই £ ১০০ দিয়ে তারা শিল্প-ধনিকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্রয় করে পরিভোগের সামগ্রী। এই ভাবে তারা তাদেরকে টাকার অংকে ফিরিয়ে দেয় £ ১০০ এবং তাদের কাছ থেকে নেয় £ ১০০ মূল্যের পরিভোগ্য সামগ্রী।

শিল্প-ধনিকদের দ্বারা অলস ধনিকদেরকে টাকার অংকে প্রদত্ত £ ১০০-এর প্রতি প্রবাহ এই ভাবে সম্পূর্ণ হয়। অর্থের এই প্রতি-প্রবাহই কি শিল্প-ধনিকদের ধনবান হবার একটি উপায়, যেমন দ্যেতুত কল্পনা করতেন। সংশ্লিষ্ট লেন-দেনটির আগে তাদের হাতে ছিল £ ২০০ পরিমাণ মূল্যসমষ্টি—অর্থের আকারে এবং ১০০ ভোগ্য সামগ্রীর আকারে। লেনদেনটির পরে তাদের হাতে থাকে মূল্যসমষ্টির মাত্র অর্ধেক। তাদের হাতে আরেকবার থাকে সেই টাকার অংক £ ১০০, কিন্তু তারা হারিয়েছে ভোগ্য দ্রব্যাদি বাবদে £ ১০০, যা চলে গিয়েছে অলস ধনিকদের হাতে। অতএব তারা বরং £ ১০০ পরিমাপে আরো ধনী না হয়ে, হয়েছে আরো গরিব। যদি প্রথমে টাকার অংকে £ ১০০ দিয়ে, পরে £ ১০০ মূল্যের ভোগ্য সামগ্রীর দাম বাবদে

ঐ টাকাটা ফিরে পাবার ঘুরপথে না গিয়ে, তারা তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর দৈহিক আকারেই সরাসরি খাজনা, সুদ ইত্যাদি দিয়ে দিত, তা হলে সঞ্চলন থেকে তাদের কাছে ফিরে আসার জন্য সেখানে আর £ ১০০ থাকত না, কেননা তারা ঐ পরিমাণ টাকাটা সঞ্চলনে ছুঁড়ে দিত না। সামগ্রীর আকারে দিয়ে দিলে ব্যাপারটা ঘটত এই পথে : £ ২০০ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেকটা তারা রেখে দিত নিজেদের জন্য এবং বাকি অর্ধেকটা দিত অলস ধনিকদেরকে—প্রতিদান হিসাবে কোনো তুল্যমূল্য ছাড়াই। এমনকি ভেতুত-ও এই প্রক্রিয়াটিকে ধনবান হবার পথ বলে অভিহিত করতে লালায়িত হতেন না।

অবশ্য, শিল্প-ধনিকেরা অলস ধনিকদের কাছ থেকে ভূমি ও মূলধন ধার করে এবং যার বাবদে তারা তাদেরকে দেয় খাজনা, সুদ ইত্যাদির আকারে তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, সেই ভূমি ও মূলধন তাদের পক্ষে মুনাফাজনক, কেননা তা হচ্ছে সাধারণ ভাবে পণ্য উৎপাদনের এবং উৎপন্নের যে-অংশটি গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য কিংবা ধারণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, সেই অংশটির, উৎপাদনের একটি শর্ত। এই মুনাফার উদ্ভব ঘটে ধার-করা ভূমি ও মূলধন থেকে—তাদের দাম থেকে নয় এই দাম বরং তা থেকে বাদ যায়। অন্যথা কাউকে তর্ক করতে হত যে শিল্প-ধনিকেরা আরো ধনী না হয়ে, হবে আরো দরিদ্র, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাকি অর্ধেক তাদের দিয়ে দিতে না হত, সেটা তারা নিজেদের জন্য রেখে দিতে পারত। এই বিভ্রান্তিটিরই উদ্ভব ঘটে যেহেতু অর্থের প্রতি-প্রবাহের সংশ্লিষ্ট সঞ্চলনের ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয় উৎপন্ন-সামগ্রীর বণ্টনকে যা এই সঞ্চলনের ব্যাপারগুলির দ্বারা অনুপ্রেরিত হয় মাত্র।

এবং তবু এই একই ভেতুত এত চতুর যে তিনি মন্তব্য করেন : "এই অলস মহাশয়দের প্রত্যাগম কোথা থেকে আসে? এই প্রত্যাগম কি আসে না সেই খাজনা থেকেই, যা তাদেরকে দিয়েছিল তারা তাদের মুনাফা থেকে, যারা এই মহাশয়দের মূলধনগুলিকেই কাজে লাগিয়েছিল অর্থাৎ তারা, যারা মহাশয়দেরই টাকা দিয়ে খাটায় এমন এক মজুর বাহিনীকে, যা যতটা খরচ করায় তার চেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন যোগায়—এক কথায়, শিল্প-ধনিকেরা? সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস খুঁজতে হলে আবার তাদের কথাই সব সময়ে শোনা দরকার।" (পৃঃ ২৪৬।)

সুতরাং এখন এই খাজনা দেওয়া হয় শিল্প-ধনিকদেরই মুনাফা থেকে একটা অংশ বিয়োগ করে। আগে এটা ছিল তাদের নিজেদেরকে আরো ধনী করার একটা উপায়।

কিন্তু ভেতুতের অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা থেকে যায়। এই সদাশয় শিল্পপতিরা অলস ধনিকদের সঙ্গে সেই একই আচরণ করে যা তারা করে আসছে পরস্পরের সঙ্গে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে। তারা তাদের কাছে সমস্ত পণ্য বিক্রয় করে খুবই চড়া দামে, যে মত শতকরা কুড়ি ভাগ বেশিতে। এখন দুটি সম্ভাবনা থাকে। শিল্প-ধনিকদের কাছ থেকে অলস ধনিকেরা বাৎসরিক যে £১০০ পায়, তা ছাড়াও তাদের অন্য অর্থ-সম্পদ আছে, অথবা নেই। প্রথম ক্ষেত্রে শিল্প-ধনিকেরা তাদের কাছে £১০০ মূল্যের পণ্য

বিক্রি করে, ধরুন, £১২০ দামে। সুতরাং তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে তারা অলস ধনিকদেরকে প্রদত্ত সেই £১০০-কেই কেবল ফিরে পায় না, আরো পায় £২০, যা প্রকৃত পক্ষে তাদের কাছে নোতুন মূল্য। হিসাবটা এখন কেমন দেখায়? তারা মুফতে £১০০ পণ্যের অংকে দিয়ে দিয়েছে, কেননা তাদের পণ্যের বাবদে আংশিক ভাবে তাদের টাকার অংকে যে £১০০ দেওয়া হয়েছিল, সেটা ছিল তাদের নিজেদেরই টাকা। সুতরাং তাদের নিজেদের পণ্যের জন্য দেওয়া তাদের নিজেদেরই টাকা। সুতরাং তারা হারিয়েছে £১০০। কিন্তু তাদের পণ্য-সমূহের দামে তারা আবার পেয়েছে সেগুলির মূল্যের অতিরিক্ত £২০, যাতে লাভ হয় £২০। £১০০ লোকসানের পাল্টা এই £২০-কে স্থাপন করুন, তা হলে তখনো লোকসান থেকে যাবে £৮০। কখনো যোগ নয়, সব সময়েই বিয়োগ। অলস ধনিকদের বিরুদ্ধে আচরিত এই প্রতারণার ফলে শিল্প-ধনিকদের লোকসান হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু সে যাই হোক, তার ফলে তাদের ঐশ্বর্যের হ্রাসপ্রাপ্তি কখনো রূপান্তরিত হয়নি ধনবৃদ্ধির একটি উপায়ে। কিন্তু এই পদ্ধতিটি অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে পারে না, কেননা অলস ধনিকেরা যদি বছরের পর বছর ধরে টাকার অংকে কেবল £১০০ করে নেয়, তা হলে তারা বছরের পরে বছর ধরে সম্ভবতঃ টাকার অংকে £১২০ করে দিতে পারে না।

আরেকটি বক্তব্য বাকি থাকে: অলস ধনিকদেরকে প্রদত্ত টাকার অংকে £১০০-এর বিনিময়ে শিল্প-ধনিকেরা বিক্রি করে £৮০ মূল্যের পণ্য। এ ক্ষেত্রে, ঠিক আগের মতই, তারা মুফতে দিয়ে দেয় £৮০—খাজনা, সুদ ইত্যাদির আকারে। এই প্রতারণামূলক উপায়ের দ্বারা শিল্প-ধনিকেরা অলস ধনিকদের কাছে তাদের দেয় নজরানা কমিয়ে ফেলেছে; কিন্তু যাই হোক, তা এখনো চালু আছে, এবং, যে-তত্ত্বটি বলে যে দাম নির্ভর করে বিক্রেতাদের উপরে, সেই তত্ত্বটি অনুসারে অলস ধনিকেরা এখনো এমন অবস্থায় থাকে যে তারা তাদের জমি ও মূলধন বাবদে ভবিষ্যতে দাবি করতে পারে আগেকার £১০০-এর বদলে £১২০।

এই চমৎকার বিশ্লেষণটি সেই গভীর ভাবুকের পক্ষে খুবই উপযুক্ত যিনি একদিকে অ্যাডাম স্মিথের অনুকরণে বলেন যে "শ্রমই হচ্ছে সমস্ত সম্পদের উৎস" (পৃঃ ২৪২), শিল্প-ধনিকের "তাদের মূলধন নিয়োগ করে শ্রমের মজুরি দেবার জন্য, যে শ্রম পুনরুৎপাদন করে, একটি মুনাফা সমেত।" (পৃঃ ২৪৬), এবং অন্য দিকে সিদ্ধান্ত করে যে এই শিল্প-ধনিকেরা "বাকি সব লোকের অন্নসংস্থান করে; তারাই একমাত্র যারা সাধারণ ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে এবং সৃষ্টি করে আমাদের উপভোগের সমস্ত উপায়-উপকরণ" (পৃঃ ২৪২); শ্রমিকেরা ধনিকদের অন্নসংস্থান করেনা, বরং ধনিকরাই শ্রমিকদের অন্নসংস্থান করে; এর প্রকৃষ্ট যুক্তি এই যে টাকা দিয়ে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়, তা তাদের হাতে থাকে না, বরং শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের দাম বাবদে ক্রমাগত ধনিকদের কাছে ফিরে যায়। "তারা যা করে, তা হচ্ছে এক হাতে যা নেয়, অন্য হাতে তা ফিরিয়ে দেয়। অতএব তাদের পরিভোগকে গণ্য

করতে হবে, যারা তাদের ভাড়া খাটায়, তাদের দ্বারাই সংঘটিত বলে।" (পৃঃ ২৩৫)।

সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং পরি-ভোগ সংঘটিত হয় অর্থের সঞ্চলনের দ্বারা—এই সামগ্রিক বিশ্লেষণের পরে স্তেতুত আরো বলেন: "এটাই সম্পূর্ণ করে তোলে সম্পদের এই perpetuum mobile-কে—এমন একটি গতিক্রিয়া, যাকে ভুল ভাবে বোঝা হলেও" (আমি বলব, mal connu !) "ঠিক ভাবেই অভিহিত করা হয়েছে সঞ্চলন বলে। কেননা এটা বাস্তবিকই একটি আবর্ত এবং সব সময়েই প্রত্যাবর্তন করে তার প্রস্থান-বিন্দুতে। এটাই হচ্ছে সেই বিন্দু যেখানে উৎপাদন পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।" (পৃঃ ২৩৯ এবং ২৪০।)

স্তেতুত, সেই অতি বিশিষ্ট লেখক, membre de l'Institut de France et de la Societe Philosophique de Philadelphie, এবং বস্তুতঃ পক্ষে হাতুড়ে অর্থনীতিকদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একটি জ্যোতিষ্ক-বিশেষ, সেই স্তেতুত সর্বশেষে তাঁর পাঠকদের অনুরোধ করেন যে-বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতা সহকারে তিনি সামাজিক প্রক্রিয়ার গতিপথটিকে উপস্থাপিত করেছেন, যে-আলোক সম্পাতে তিনি তা উদ্‌ভাসিত করেছেন, এবং এই আলোর উৎস কি সেটি পর্যন্ত জানিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছেন, তার জন্য তাঁর প্রশংসা করতে। এর মূল-পাঠটিই পড়া উচিত:

"On remarquera, j'espere, combien cette maniere de considerer la consommation de nos richesses est concordante avec tout ce que nous avons dit a propos de leur production et de leur distribution, et en meme temps quelle clarte elle repand sur toute la marche de la societe. D'ou viennent cet accord et cette lucidite ? De ce que nous avons rencontre la verite. Cela rappelle l'effet de ces miroirs ou les objets se peignent nettement et dans leurs justes proportions, quand on est placedans leur vrai point-de-vue, et ou tout parait confus et desuni, quand on en est trop pres ou trop loin." (pp. 242, এবং 243.)

Voila le cretinisme bourgeois dans toute sa beatitude !*

---

* "আমি আশা করি যে, এটা লক্ষ্য করা হবে আমাদের সম্পদের পরম পূর্ণতা-প্রাপ্তিকে অনুধাবনের এই পন্থাটি তার উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আমরা যা বলে আসছি, তার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ এবং একই সময়ে কী পরিমাণ আলোক যা **সমাজের সমগ্র গতিপ্রকৃতির উপরে সম্পাত করেছে**। এই সঙ্গতি কোথা থেকে এল এবং **এই প্রাঞ্জলতা ?** এল এই ঘটনা থেকে যে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি মুখোমুখি। এটা মনে করিয়ে দেয় সেই আয়নাগুলির কথা যেগুলিতে সব কিছু প্রতিফলিত হয় যথাযথ ভাবে এবং প্রকৃত আকারে—যখন সঠিক ভাবে সম্পাতিত হয়। কিন্তু যেগুলিতে সব কিছুই প্রতিভাত হয় এলোমেলো এবং অসংলগ্ন যখন কেউ থাকে সেগুলির খুব কাছে কিংবা সেগুলি থেকে খুব দূরে।"

এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বুর্জোয়া নির্বুদ্ধিতাকে তার সমগ্র মহিমায় !

একবিংশ অধ্যায়[৫৭]

সম্প্রসারিত আয়তনে সঞ্চয়ন ও পুনরুৎপাদন

প্রথম গ্রন্থে দেখানো হয়েছে ব্যক্তি ধনিকের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ন কেমন করে কাজ করে। পণ্য-মূলধনকে অর্থে রূপান্তরণের দ্বারা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটিও—যার মধ্যে বিধৃত থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্য, সেটিও রূপান্তর হয় অর্থে। এই ভাবে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্যটিকে ধনিক পুনঃ-রূপান্তরিত করে তার উৎপাদনশীল মূলধনের অতিরিক্ত স্বাভাবিক উপাদানসমূহে। উৎপাদনের পরবর্তী পর্যাবৃত্তিতে বার্ষিক মূলধন সরবরাহ করে বর্ধিত উৎপন্ন। কিন্তু ব্যষ্টি মূলধনের ক্ষেত্রে যা ঘটে, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে সমগ্র ভাবে বার্ষিক পুনরুৎপাদনে, ঠিক যেমনটি আমরা তাতে ঘটতে দেখেছি সরল পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণে, যথা, ব্যষ্টি মূলধনের ক্ষেত্রে, তার ব্যবহার-পরিভুক্ত স্থিতিশীল উপাদানগুলির অর্থের আকারে পরপর নিক্ষেপণ—যে অর্থ মজুদ করা হচ্ছে, তাও প্রকাশ পায় সমাজের বার্ষিক পুনরুৎপাদনে।

যদি কোন একটি ব্যষ্টি মূলধন $৪০০_{স}+১০০_{অ}$-এর সমান হয়, এবং বার্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য ১০০-এর সমান হয়, তা হলে পণ্য-উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়ায় $৪০০_{স}+১০০_{অ}+১০০_{উ}$। এই ৬০০ রূপান্তরিত হয় অর্থে। এই অর্থের, আবার, $৪০০_{স}$ রূপান্তরিত হয় স্থির মূলধনের স্বাভাবিক রূপে, ১০০ শ্রম-শক্তিতে এবং—যদি সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যটিই সঞ্চয়ীকৃত হয়—আরো $১০০_{উ}$ রূপান্তরিত হয় অতিরিক্ত স্থির মূলধনে—উৎপাদনশীল মূলধনের স্বাভাবিক উপাদানসমূহে রূপান্তরণের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়: (১) উপস্থিত প্রকৌশলগত অবস্থায় কার্যরত স্থির মূলধনের সম্প্রসারণ বা একটি নোতুন শিল্প-ব্যবসায়ের সংস্থাপনের পক্ষে এই পরিমাণটাই যথেষ্ট। কিন্তু এমনও ঘটতে পারে যে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অবশ্যই রূপান্তরিত করতে হবে অর্থে এবং এই অর্থকে মজুদ করে রাখতে হবে ঢের বেশি দীর্ঘ কাল ধরে, যাতে করে প্রকৃত সঞ্চয়ন, উৎপাদনের সম্প্রসারণ, সংঘটিত হতে পারে, এবং (২) সম্প্রসারিত আয়তনে উৎপাদন কার্যতঃই আগে থেকে চালু হয়ে গিয়েছে। কারণ যাতে করে ঐ অর্থ (অর্থের আকারে মজুদ করা উদ্বৃত্ত-মূল্য) রূপান্তরিত করা যায় উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহে, তার জন্য কাউকে বাজার

৫৭. এখান থেকে শেষ পর্যন্ত অষ্টম পাণ্ডুলিপি।—এফ. এঙ্গেলস।

থেকে এই উপাদানগুলিকে পণ্য হিসাবে ক্রয় করতে হবে। সেগুলি তৈরি সামগ্রী হিসাবে ক্রয় না করে যদি ফরমাস[1] দিয়ে বানিয়ে নেওয়া হয়, তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। সেগুলির দাম দেওয়া হয় না, যে পর্যন্ত সেগুলি আকার ধারণ না করছে এবং অন্ততঃ, যে পর্যন্ত সেগুলির বেলায় একটি সম্প্রসারিত আয়তনে সত্য সত্যই উৎপাদন না হয়েছে। সেগুলিকে থাকতে হয়েছিল সম্ভাব্য রূপে, অর্থাৎ বিবিধ উপাদান হিসাবে, কারণ তাদের উৎপাদন কার্যতঃ আরম্ভ করার জন্য চাই একটি ফরমাসের প্রেরণা অর্থাৎ পণ্যগুলি আকার ধারণের আগেই চাই তাদের ক্রয় এবং পূর্ব-নির্ধারিত বিক্রয়ের সংস্থান। সে ক্ষেত্রে এক দিকের অর্থ দাবি করে অন্য দিকে, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন, কারণ তার সম্ভাবনা উপস্থিত থাকে অর্থ **ছাড়াই**। কেননা অর্থ নিজে প্রকৃত পুনরুৎপাদনের কোনো উপাদান নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধনিক **ক** যে এক বা কয়েক বছরে বিক্রি করে তার দ্বারা পরপর উৎপাদিত কিছু কিছু পরিমাণ পণ্য, এবং তদ্বারা ঐ পণ্যসমূহের সেই অংশটিকেও অর্থে রূপান্তরিত করে, যে-অংশটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিবাহী—উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন—কিংবা, অন্য ভাবে বলা যায়, তার দ্বারা পণ্য-রূপে উৎপাদিত খোদ উদ্বৃত্ত-মূল্য, সে তা সঞ্চয়ীকৃত করে ক্রমে ক্রমে, এবং এই ভাবে নিজের জন্য উৎপাদন করে নোতুন সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন—সম্ভাব্য, তার উৎপাদনশীল মূলধনের বিবিধ উপাদানে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা ও ভূমিকার দরুন। কিন্তু আসলে বাস্তবে সে কেবল লিপ্ত হয় সোজা মজুদ করার কাজে, যা আসলে সরল পুনরুৎপাদনের কোনো উপাদানই নয়। তার তৎপরতা প্রথমে নিবদ্ধ থাকে সঞ্চলন থেকে কেবল পরপর সঞ্চলনশীল অর্থ তুলে নেওয়ায়। অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে এই ভাবে তার দ্বারা তালা-চাবি দিয়ে আটকে রাখা সঞ্চলনশীল অর্থ, সঞ্চলনে প্রবেশের আগে, নিজেই ছিল অন্য কোনো মজুদের অংশ। **ক**-এর এই মজুদ, যা সম্ভাব্য ভাবে নোতুন অর্থ-মূলধন, তা যদি ব্যয়িত হত ভোগ্য সামগ্রীতে তা হলে যতটা অতিরিক্ত সামাজিক মূলধন হত, তার চেয়ে এটা বেশি অতিরিক্ত মূলধন নয়। কিন্তু সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া অর্থ—সুতরাং যা আগে সঞ্চলনে ছিল—তা কোনো এক পূর্ববর্তী সময়ে হয়ত সঞ্চিত ছিল একটি মজুদের অঙ্গ হিসাবে, হয়ত ছিল মজুরির অর্থ-রূপ, হয়ত অর্থে রূপান্তরিত করেছিল উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীকে অথবা সঞ্চলিত করেছিল কোন ধনিকের স্থির মূলধনের বিবিধ অংশকে বা প্রত্যাগমকে সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া এই অর্থ সেই অর্থের চেয়ে অধিকতর নোতুন সম্পদ নয়, যে অর্থ, পণ্যের সরল সঞ্চলনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, কেবল তার আসল মূল্যেরই পরিবাহী নয়, অধিকন্তু তার দশ গুণ মূল্যের পরিবাহী, কারণ তা প্রতিদিন প্রতিবর্তিত হয়েছে দশ বার, বাস্তবায়িত করেছে দশটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য-মূল্য। একে ছাড়াই পণ্য-অবস্থান করে এবং এ নিজেও থাকে যা সে তা-ই (অথবা অবচয়ের ফলে এমনকি হ্রাসও পায়)—তা একটি প্রতিবর্তনেই হোক কিংবা দশটিতেই হোক। কেবল সোনার উৎপাদনে—যেহেতু উৎপন্ন সোনা ধারণ করে একটি উদ্বৃত্ত-

উৎপন্ন, যা উদ্বৃত্ত-মূল্যের আধার—স্বষ্ট হয় নোতুন সম্পদ (সম্ভাব্য অর্থ), এবং তা সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনসমূহের অর্থ সামগ্রী কেবল ততটা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, যতটা পর্যন্ত সমগ্র অর্থ-উৎপন্ন সঙ্কলনে প্রবেশ করে।

যদিও অর্থের আকারে মজুদ-করা এই উদ্বৃত্ত-মূল্য অতিরিক্ত নোতুন সামাজিক সম্পদ নয়, তা হলেও, যে-কাজের জন্য তাকে মজুদ করা হয় তার দরুন, তা নোতুন সম্ভাব্য মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে। (পরে আমরা দেখব যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থে ক্রম-রূপান্তরণ ছাড়াও নোতুন অর্থ-মূলধন অন্য ভাবেও উদ্ভূত হতে পারে।)

অর্থ সঙ্কলন থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং মজুদ হিসাবে জমানো হয় পণ্য-বিক্রয় করে এবং পরে আর ক্রয় না করে। স্থতরাং যদি এই কর্মকাণ্ডকে ধারণা করা হয় একটি সাধারণ প্রক্রিয়া হিসাবে, তা হলে এটা ব্যাখ্যার অতীত বলে মনে হয় যে ক্রেতারা কোথা থেকে আসবে, কেননা উক্ত প্রক্রিয়াটিতে প্রত্যেকেই চাইবে বিক্রয় করতে এবং মজুদ করতে, কেউই চাইবে না ক্রয় করতে। এবং এটা ধারণা করতে হবে সাধারণ ভাবে, কেননা প্রত্যেক ব্যষ্টি মূলধন থাকতে পারে সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায়।

যদি আমাদের ধারণা করতে হত যে বার্ষিক পুনরুৎপাদনের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যেকার সঙ্কলন-প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় একটি সরল রেখায়—যা হত ভুল, কারণ তা কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব সময়েই গঠিত হয় পরস্পর-বিপরীত গতিক্রিয়ার দ্বারা—তা হলে আমাদের শুরু করতে হত সোনার (বা রুপার) উৎপাদনকারী থেকে, যে ক্রয় করে বিক্রয় ব্যতিরেকে, এবং ধরে নিতে হত যে বাকি সকলে বিক্রি করে তার কাছে। সে ক্ষেত্রে সমগ্র সামাজিক উৎপন্ন-সামগ্রী (সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যের ধারক) চলে যাবে তার হাতে, এবং বাকি সমস্ত ধনিকেরা নিজেদের মধ্যে হারাহারি ভাবে বণ্টন করে নেবে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন, যা স্বভাবতই অবস্থান করে অর্থের আকারে, তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বাভাবিক মূর্ত-রূপ। কারণ সোনা-উৎপাদনকারীর উৎপন্ন-সামগ্রীর সেই অংশটি, যেটি তার সক্রিয় মূলধনকে প্রতিপূরণ করে, সেটি ইতিমধ্যেই নির্ধারিত ও নিয়োজিত। সোনার আকারে স্বষ্ট সোনা-উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত মূল্যই হবে একমাত্র ভাণ্ডার, যা থেকে বাকি সকল ধনিকেরা তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নকে অর্থে রূপান্তরিত করার সামগ্রী সংগ্রহ করবে। তা হলে তার মূল্যের আয়তনটিকে হতে হবে সমাজের সমগ্র বার্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যটির সমান, যা প্রথমে ধারণ করবে মজুদের বেশ। যদিও এই ধারণাগুলি অসম্ভব, এগুলি একটি মজুদের সর্বজনীন যুগপৎ গঠনের সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার বেশি কিছু করে না, এবং পুনরুৎপাদনকে এক পা-ও এগিয়ে দেবে না, একমাত্র সোনা-উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে ছাড়া।

এই আপাত সমস্যাটি সমাধান করার আগে আমরা ১নং বিভাগ (উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উৎপাদন) এবং ২নং বিভাগ (পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন) দুটির মধ্যে পার্থক্য করব। আমরা শুরু করব ১নং বিভাগ থেকে।

---

১. ১নং বিভাগে সঞ্চয়ন

১. একটি মজুদের গঠন

এটা স্পষ্ট যে, শিল্পের যে-অসংখ্য শাখা নিয়ে ১নং বিভাগ গঠিত, সেগুলিতে মূলধনের বিনিয়োগসমূহ এবং শিল্পের এই শাখাগুলির প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে মূলধনের আলাদা আলাদা বিনিয়োগ—উভয়ই, তাদের আয়তন, কারিগরি অবস্থা এবং বাজারের পরিস্থিতি ছাড়াও, তাদের বয়স অনুসারে অর্থাৎ যত কাল ধরে তারা কাজ করেছে সেই অনুসারে, উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনে রূপান্তর-পরম্পরার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে, তা এই অর্থ-মূলধন সক্রিয় মূলধনের সম্প্রসারণের জন্যই কাজ করুক কিংবা নোতুন শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করুক —যে-দুটি হচ্ছে উৎপাদন-সম্প্রসারণের দুটি রূপ। ধনিকদের একটি অংশ তার সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনকে—একটি উপযুক্ত আকারে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনকে—ক্রমাগত রূপান্তরিত করছে উৎপাদনশীল মূলধনে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থে রূপান্তরের মাধ্যমে মজুদীকৃত অর্থের সাহায্যে তারা ক্রয় করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, স্থির মূলধনের অতিরিক্ত উপাদান। ধনিকদের আরেকটি অংশ এই সময়ে তখনো নিযুক্ত থাকে তার সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন মজুদ করার কাজে। এই দুই বর্গের অন্তর্ভুক্ত ধনিকেরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়—কিছু ক্রেতা হিসাবে এবং কিছু বিক্রেতা হিসাবে, এবং প্রত্যেকেই একান্ত ভাবে এই দুটি ভূমিকার একটিতে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধরা যাক, **ক** বিক্রি করে ৬০০ (সমান $৪০০_{স} + ১০০_{অ} + ১০০_{উ}$) **খ**-এর কাছে (যে একাধিক ক্রেতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে)। **ক** ৬০০ পণ্য বিক্রি করে ৬০০ টাকায়, যার মধ্যে ১০০ হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা সে সঞ্চলন থেকে তুলে নেয় এবং অর্থের আকারে মজুদ করে। কিন্তু অর্থের আকারে এই ১০০ হচ্ছে কেবল উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অর্থ-রূপ, যা ছিল ১০০ পরিমাণ একটি মূল্যের ধারক। একটি মজুদ গঠন আদৌ কোনো উৎপাদন নয়, উৎপাদনের কেনো বৃদ্ধিও নয়। ধনিকের কাজ এখানে কেবল সঞ্চলন থেকে টাকার অংকে ১০০ তুলে নেওয়া—যা সে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বিক্রি করে হস্তগত করেছিল, তা আঁকড়ে থাকা এবং আটকে রাখা। এই ক্রিয়াটি কেবল একা **ক**-এর দ্বারাই সম্পাদিত হয় না, সম্পাদিত হয় সঞ্চলনের পরিধি জুড়ে বিভিন্ন বিন্দুতে অন্যান্য ধনিকদের দ্বারা—**ক**′, **ক**′′, **ক**-এর দ্বারা, যাদের সকলেই সমান আগ্রহে কাজ কর এই ধরনের মজুদ গঠনে। এই যে অসংখ্য বিন্দু যেখানে অর্থ তুলে নেওয়া হয় এবং সঞ্চয়ন করা হয় অসংখ্য ব্যক্তিগত মজুদে কিংবা সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনে, দেখা দেয় সঞ্চলনের পথে ততগুলি প্রতিবন্ধক হিসাবে, কেননা সেগুলি অর্থকে নিশ্চল করে দেয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে সঞ্চলনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের

উপরে ভিত্তিশীল হবার অনেক কাল আগে সরল পণ্য-সঞ্চলনের কালেই মজুদ সংঘটিত হয়। সমাজে বিদ্যমান অর্থের পরিমাণটি তার যে-অংশ কার্যতঃ সঞ্চলনে চালু থাকে, তার চেয়ে বেশি, যদিও তা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় অবস্থা অনুসারে। আমরা এখানে আবার দেখতে পাই সেই একই সব মজুদ, একই সব মজুদ-গঠন, কিন্তু এখন দেখতে পাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত উপাদান হিসাবে।

যখন ক্রেডিট ব্যবস্থার অভ্যন্তরে মূলধন বিভিন্ন ব্যাংকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, বিতরণযোগ্য হয়, "ধার দেবার মত মূলধনে" তথা অর্থ-মূলধনে পরিণত হয়, যা আর নিষ্ক্রিয় এবং ভবিষ্যতের সঙ্গীত মাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে সক্রিয় বর্ধিষ্ণু মূলধন-বাহিনী, তখন কী যে আনন্দ হয় তা যে-কেউ উপলব্ধি করতে পারে।

যাই হোক, **ক** একটি মজুদের গঠন সম্পাদন করে কেবল তত দূর পর্যন্ত, যত দূর পর্যন্ত সে কাজ করে তার উদ্বৃত্ত উৎপন্নের ক্ষেত্রে কেবল একজন বিক্রেতা হিসাবে, এবং পরে কাজ করে না ক্রেতা হিসাবে। অতএব একটি মজুদ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে তার ক্রমাগত উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন উৎপাদন; এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নই ধারণ করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য, যাকে রূপান্তরিত করতে হয় অর্থে। বর্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে আমরা পরীক্ষা করছি কেবল ১নং বর্গের অভ্যন্তরস্থ সঞ্চলন, সেখানে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের দৈহিক রূপ —যে মোট উৎপন্নটির এটা একটি অংশ তারই মত—স্থির মূলধন ১-এর একটি উপাদানের দৈহিক রূপ, অর্থাৎ এটা উৎপাদন-উপায়ের সেই বর্গের মধ্যে পড়ে, যা উৎপাদন-উপায় সৃষ্টি করে। এখন আমরা দেখব ক্রেতা **খ**, **খ**′, **খ**′′"-এর হাতে এর কি ঘটে, কি কাজ এ করে।

এটা এখানে অবশ্যই প্রথমে এবং সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হবে যে, সঞ্চলন থেকে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণে অর্থ তুলে নিলে এবং মজুদ করলেও **ক** আবার তাতে পণ্য নিক্ষেপ করে—পালটা অন্যান্য পণ্য তুলে না নিয়ে। **খ**′, খ,′ **খ**′′ ইত্যাদি ধনিকেরা তার ফলে সক্ষম হয় সঞ্চলনে অর্থ ছুঁড়ে দিতে এবং তা থেকে কেবল পণ্য তুলে নিতে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই পণ্যগুলি, তাদের দৈহিক রূপ এবং গন্তব্য স্থল অনুযায়ী, প্রবেশ করে **খ**, **খ**′ ইত্যাদির স্থির মূলধনে—স্থিতিশীল বা আবর্তনশীল মূলধন হিসাবে। আমরা এই সম্পর্কে আরো শুনতে পাব, যখন আমরা অচিরে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের ক্রেতাকে নিয়ে **খ**, **খ**′ ইত্যাদিকে নিয়ে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা থাক: সরল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, তেমনি আমরা আরো একবার এখানে দেখতে পাই যে, বার্ষিক উৎপন্নের বিবিধ গঠনকারী অংশের বিনিময় অর্থাৎ তাদের সঞ্চলন (যা একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করবে মূলধনের পুনরুৎপাদন, এবং বস্তুতঃ পক্ষে তার বিবিধ অভিধায় তার

পুনরুদ্ধার, যেমন স্থির, অস্থির, স্থিতিশীল, আবর্তনশীল, অর্থ এবং পণ্য-মূলধন হিসাবে) কোনো মতেই আগে ভাগে ধরে দেয় না কেবল পণ্যের ক্রয়—যা অনুবর্তিত হয় পরবর্তী বিক্রয়ের দ্বারা, কিংবা পণ্যের বিক্রয়—যা অনুবর্তিত হয় পরবর্তী ক্রয়ের দ্বারা, যার দরুন সেখানে আসলে ঘটবে কেবল পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়, যে-ব্যাপারটা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে ফিজিওক্র্যাটদের এবং অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক সম্প্রদায়টি, ধরে নেয়। আমরা জানি যে, একবার তার জন্য খরচ হয়ে গেলে, তার কাজের গোটা কালটি ধরে আর প্রতিস্থাপিত হয় না, তা কাজ করতে থাকে তার পুরানো আকারে, যখন তার মূল্য অর্থের আকারে ক্রমে ক্রমে অবচিত হয়। এখন আমরা দেখেছি যে, $২_স$ স্থিতিশীল মূলধনের পর্যায়-ক্রমিক নবীকরণ (গোটা $২_স$ মূলধন-মূল্য $১_{(অ+উ)}$ মূল্যের বিবিধ উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে যায়) এক দিকে ধরে দেয় $২_স$-এর স্থিতিশীল অংশের **নিছক ক্রয়মাত্র**—যা অর্থ থেকে পুনঃরূপান্তরিত হয় তার দৈহিক রূপে যা সেই সঙ্গে আবার $১_উ$-এর নিছক বিক্রয় মাত্র ; অন্য দিকে ধরে নেয় $২_স$-এর বেলায় **নিছক বিক্রয়মাত্র**, মূল্যের স্থিতিশীল (অবচয়) অংশের বিক্রয়—অর্থে পরিণতি-প্রাপ্ত, যা সেই সঙ্গে আবার $১_উ$-এর নিছক ক্রয় মাত্র। যাতে করে এ ক্ষেত্রে বিনিময় স্বাভাবিক ভাবে ঘটতে পারে, সেই জন্য ধরে নিতে হবে যে মূল্যের আয়তন $২_স$-এর বেলায় নিছক ক্রয় $২_স$-এর বেলায় নিছক বিক্রয়ের সমান এবং অনুরূপ ভাবে $২_স$-এর, ১নং অংশের কাছে $১_উ$-এর বিক্রয় $২_স$-এর ২ নং অংশের কাছ থেকে নিছক ক্রয়ের সমান (পৃঃ ২২০-২১)। অন্যথা, সরল পুনরুৎপাদন ব্যাহত হয়। এখানে নিছক ক্রয়কে অবশ্যই প্রতিপূরণ করতে হবে সেখানে নিছক বিক্রয়ের দ্বারা। অনুরূপ ভাবে এক্ষেত্রে এটাও ধরে নিতে হবে $১_উ$-এর যে-অংশ **ক**, **ক´**, **ক´´**-এর মজুদ গঠন করে, সেই অংশটির বিক্রয় প্রতিপূরিত হয়ে যায় $১_উ$-এর নিছক সেই অংশটির ক্রয়ের দ্বারা, যা **খ**, **খ´**, **খ´´**-এর মজুদগুলিকে রূপান্তরিত করে অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহে।

যতদূর পর্যন্ত ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হয় এই ঘটনাটির দ্বারা যে, ক্রেতা পরবর্তী কালে একই পরিমাণ মূল্যের বিক্রেতা হিসাবে কাজ করে এবং বিক্রেতা কাজ করে একই পরিমাণ মূল্যের ক্রেতা হিসাবে, তত দূর পর্যন্ত অর্থ ফিরে যায় সেই পক্ষের কাছে, যে-পক্ষ ক্রয়ের জন্য অগ্রিম দিয়েছিল, এবং পুনর্বার, ক্রয়ের আগে বিক্রয় করেছিল। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটা স্বয়ং পণ্য বিনিময়ের বার্ষিক উৎপন্নের বিবিধ

অংশের বিনিময়ের, সেখানে যথার্থ ভারসাম্য দাবি করে যে পরস্পরের সঙ্গে বিনিমিত পণ্যসমূহের মূল্যগুলি হবে সমান।

কিন্তু যেখানে কেবল একপেশে বিনিময় সাধিত হয়, একদিকে কেবল কতকগুলি ক্রয়, অন্য দিকে কেবল কতকগুলি বিক্রয়—এবং আমরা দেখেছি যে ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে বার্ষিক উৎপন্নের বিনিময় দাবি করে এই ধরনের একপেশে রূপান্তর—সেখানে ভারসাম্য রক্ষা করা যায় কেবল এটা ধরে নিয়ে যে একপেশে ক্রয়সমূহ এবং একপেশে বিক্রয়সমূহ মূল্যের পরিমাণে সমানে। পণ্য-উৎপাদনই হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ রূপ—এই যে ঘটনা, তার মধ্যে নিহিত থাকে অর্থ যে-ভূমিকা তাতে গ্রহণ করে কেবল সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবেই নয়, উপরন্তু অর্থ-মূলধন হিসাবেও, এবং তা থেকেই উদ্ভূত হয় এই উৎপাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাভাবিক বিনিময়ের, এবং অতএব পুনরুৎপাদনের স্বাভাবিক গতিক্রমের, কয়েকটি অবস্থা, তা সরল আয়তনেই হোক, কিংবা সম্প্রসারিত আয়তনেই হোক—যে অবস্থাগুলি পরিবর্তিত হয় অস্বাভাবিক গতিক্রিয়ার কতকগুলি অবস্থায়, সংকটের কতকগুলি সম্ভাবনায়, যেহেতু ভারসাম্যই হচ্ছে একটি আপতিক ঘটনা—এই উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতি থেকে জাত।

আমরা আরো দেখেছি যে, $২_স$ -এর একটি অনুরূপ পরিমাণ মূল্যের সঙ্গে $২_অ$ -এর বিনিময়ে, শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয়, ঠিক $২_স$ -এর জন্যই, সম-পরিমাণ পণ্য-মূল্য ১-এর দ্বারা পণ্যসামগ্রী ২-এর প্রতিস্থাপনা; এবং সেই কারণে সামূহিক-ধনিক ২-এর পক্ষে তার নিজের পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় পরবর্তী কালে অনুপূরিত হয় ১ থেকে একই পরিমাণ মূল্যের পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের দ্বারা। এই প্রতিস্থাপন সংঘটিত হয়। কিন্তু যেটা সংঘটিত হয় না, সেটা হল ১-এর ধনিকগোষ্ঠী এবং ২-এর ধনিক-গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের নিজ নিজ দ্রব্যের বিনিময়। $২_স$ তার পণ্য বিক্রি করে শ্রমিক-শ্রেণী ১-এর কাছে। শ্রমিক শ্রেণী ১ তার সম্মুখীন হয় একপেশে ভাবে পণ্যের ক্রেতা হিসাবে, এবং $২_স$ তার সম্মুখীন হয় একপেশে ভাবে পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে। এই ভাবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে $২_স$ মুখোমুখি হয় সামূহিক-ধনিক ১-এর সঙ্গে পণ্যের ক্রেতা হিসাবে একপেশে ভাবে এবং সামূহিক-ধনিক ১ তার সঙ্গে মুখোমুখি হয় পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে একপেশে ভাবে—$১_অ$ পরিমাণ পর্যন্ত। কেবল এই পণ্য-বিক্রয়ের মাধ্যমেই ১ শেষ পর্যন্ত তার অস্থির মূলধনকে পুনরুৎপাদন করে অর্থের আকারে। যদি মূলধন ১ মুখোমুখি হয় ২-এর মূলধনের সঙ্গে একপেশে ভাবে $১_অ$ পরিমাণ পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে, তা হলে তা শ্রমিক শ্রেণী ১-এর সঙ্গে মুখোমুখি করে তাদের শ্রম-শক্তি ক্রয়কারী ক্রেতা হিসাবে। এবং যদি শ্রমিক শ্রেণী ১

মুখোমুখি হয় ধনিক ২-এর সঙ্গে একপেশে ভাবে পণ্যের ক্রেতা হিসাবে (যথা জীবন ধারণের দ্রব্যসামগ্রীর ক্রেতা হিসাবে), তা হলে সে ধনিক ১-এর সঙ্গে মুখোমুখি হয় একপেশে ভাবে পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে, তার শ্রম-শক্তির বিক্রেতা হিসাবে।

শ্রমিক শ্রেণী ১-এর পক্ষে শ্রম-শক্তির অবিরাম সরবরাহ অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপে পণ্য-মূলধনের একটি অংশের পুনঃরূপান্তরণ, স্থির মূলধন ২$_{স}$ -এর স্বাভাবিক উপাদানগুলির দ্বারা পণ্য-মূলধন ২-এর একটি অংশের প্রতিস্থাপন—এইসব আবশ্যিক শর্ত পরস্পরকে দাবি করে, কিন্তু সেগুলি সংঘটিত হয় একটি অতি জটিল প্রক্রিয়ার দ্বারা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সঙ্কলনের তিনটি প্রক্রিয়া, যেগুলি ঘটে পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে কিন্তু জড়িয়ে যায় পরস্পরের সঙ্গে। এই প্রক্রিয়াটি এত জটিল যে তা সৃষ্টি করে অস্বাভাবিক ভাবে চলার অনেক উপলক্ষ্য।

২. অতিরিক্ত স্থির মূলধন

উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের জন্য, তথা উদ্বৃত্ত-মূল্যের ধারকের জন্য, তার আত্মসাৎকারীদের কোনো কিছু খরচ করতে হয় না। এটা হস্তগত করার জন্য তারা কোনো রকমেই কোনো অর্থ বা পণ্য অগ্রিম দিতে বাধ্য থাকে না। এমনকি ফিজিওক্র্যাটদের মধ্যেও একটা কিছুর অগ্রিমই ছিল উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহে বিমূর্ত মূল্যের সাধারণ রূপ। অতএব ১-এর ধনিকেরা যা অগ্রিম দেয়, তা তাদের স্থির এবং অস্থির মূলধন ছাড়া কিছু নয়। শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা কেবল তাদের স্থির মূলধনকেই রক্ষা করে না; সে পণ্যের আকারে নোতুন সৃষ্ট একটি অনুরূপ মূল্যের দ্বারা তাদের অস্থির মূলধনের মূল্যকেই প্রতিস্থাপিত করে না, সে তার উদ্বৃত্ত-শ্রমের দ্বারা তাদেরকে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের আকারে একটি উদ্বৃত্ত-মূল্যও সরবরাহ করে। এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন পরপর বিক্রয়ের মাধ্যমে, তারা গঠন করে একটি মজুদ, অতিরিক্ত সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন। আলোচ্য ক্ষেত্রটিতে, এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি শুরু থেকেই গঠিত উৎপাদন-উপায়সমূহের দ্বারা। এটা যখনি **খ, খ´, খ´´** ইত্যাদি (১)-এর হাতে পৌছায়, কেবল তখনি এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি কাজ করে অতিরিক্ত স্থির মূলধন হিসাবে। কিন্তু এই virtualiter এমনকি এটা বিক্রি হবার আগেই, এমনকি **ক, ক´, ক´´** (১)-এর হাতে পৌছাবার আগেই। আমরা যদি বিবেচনা করি ১-এর পক্ষে কেবল পুনরুৎপাদনের মূল্যের পরিমাণটিকে, তা হলে আমরা তখনো বিচরণ করছি

সরল পুনরুৎপাদনের চৌহদ্দির মধ্যে, কেননা এই virtualiter অতিরিক্ত স্থির মূলধনটি (উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি) সৃষ্টি করার জন্য কোনো অতিরিক্ত মূলধনকে গতিশীল করা হয়নি, সরল পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে যা ব্যয় করা হয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রমও ব্যয় করা হয়নি। এখানে পার্থক্যটা কেবল সম্পাদিত উদ্বৃত্ত-শ্রমের রূপটিতে, তার বিশেষ ব্যবহারিক চরিত্রের মূর্ত প্রকৃতিটিতে। এটা ব্যয় করা হয়েছে $২_{স}$ -এর বদলে $১_{স}$ -এর জন্য উৎপাদনের উপায়সমূহে, ভোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনের উপায়সমূহের বদলে উৎপাদনের উপায়সমূহের উৎপাদনের উপায়সমূহে। সরল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে, এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্য ১ ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে, অতএব ২-এর পণ্যসমূহে। অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্য গঠিত ছিল কেবল এমন সমস্ত উৎপাদনের উপায় দিয়ে, যেগুলি প্রতিস্থাপন করবে স্থিতিশীল মূলধন $২_{স}$ -কে তার দৈহিক রূপে। যাতে করে সরল পুনরুৎপাদন থেকে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনে অতিক্রান্তি ঘটতে পারে, সেই জন্য ১ নং বিভাগে উৎপাদন এমন অবস্থায় থাকতে হবে যাতে করে ২ নং বিভাগের জন্য অল্পতর সংখ্যক এবং ১ নং বিভাগের জন্য অধিকতর সংখ্যক স্থির মূলধনের উপাদান তৈরি হতে পারে। এই অতিক্রান্তি—যা সব সময়ে বিনা সমস্যায় ঘটেনা—তা সহজসাধ্য হয় এই ঘটনার ফলে যে ১ নং বিভাগের কয়েকটি উৎপন্ন যে কোনো বিভাগেই কাজ করতে পারে উৎপাদনের উপায় হিসাবে।

তা হলে এটা অনুসরণ করে যে, কেবল মূল্যের আয়তনের দিক থেকে বিবেচনা করলে, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের বস্তুগত বনিয়াদ উৎপাদিত হয় সরল পুনরুৎপাদনের অভ্যন্তরে। এটা কেবল শ্রমিক শ্রেণী ১-এর উদ্বৃত্ত-শ্রম যা সরাসরি ব্যয়িত হয়েছে উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদনে, কার্যতঃ অতিরিক্ত মূলধন ১-এর সৃজনে। অতএব, ক, ক´ এবং ক´´ ১-এর পক্ষে কার্যতঃ অতিরিক্ত মূলধনের গঠন—কোনো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যয় ছাড়াই যা গঠিত তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের পরপর বিক্রয়ের দ্বারা—হচ্ছে কেবল অতিরিক্ত উৎপাদিত উৎপাদন-উপায় ১-এর অর্থ-রূপ।

কাজে কাজেই আমাদের দৃষ্টান্তে কার্যতঃ অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদন (আমরা দেখব তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উপায়েও) প্রকাশ করে কেবল স্বয়ং উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই একটি ব্যাপার, একটি বিশেষ রূপে উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানসমূহের উৎপাদন।

সুতরাং সঙ্কলনের পরিধির অসংখ্য বিন্দুতে অতিরিক্ত কার্যতঃ অর্থ-মূলধনের (মজুদের) বৃহদায়তনে উৎপাদন হচ্ছে কেবল কার্যতঃ অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের বহুবিধ উৎপাদনের ফল ও প্রকাশ মাত্র, যার নিজের উদ্ভবের জন্য আবশ্যক হয় না শিল্প-ধনিকের পক্ষে অর্থের অতিরিক্ত ব্যয়।

ক, ক´ক´´ ইত্যাদি (১)-এর পক্ষে এই কার্যতঃ অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধনের কার্যতঃ অর্থ-মূলধনে (মজুদে) পরপর রূপান্তর, যা সংঘটিত হয় তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের

পরপর বিক্রয়ের ফলে—অতএব অনুপূরক ক্রয় ছাড়াই বারংবার একপেশে পণ্য-বিক্রয়ের ফলে—তার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে সঞ্চলন থেকে বারংবার অর্থ-উত্তোলন এবং তদনুযায়ী একটি মজুদ গঠন। একমাত্র যেখানে ক্রেতা একজন স্বর্ণ-উৎপাদনকারী, সেখানে ছাড়া, এই মজুদ কোনো ক্রমেই নির্দেশ করে না মূল্যবান ধাতুতে অতিরিক্ত সম্পদ; নির্দেশ করে পূর্ববর্তী সময়ে সঞ্চলনশীল অর্থের কার্যে কেবল একটি পরিবর্তন। একটু আগে তা কাজ করছিল সঞ্চলনের একটি মাধ্যম হিসাবে, এখন তা কাজ করছে একটি মজুদ হিসাবে, কার্যতঃ নোতুন অর্থ-মূলধন হিসাবে—যা রয়েছে গঠনের প্রক্রিয়ায়। অতএব অতিরিক্ত অর্থ মূলধনের গঠন এবং দেশে বিদ্যমান মহার্ঘ ধাতুর পরিমাণ পরস্পরের সঙ্গে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

অতএব, এ থেকে আরো অনুসরণ করে: একটি দেশে উপস্থিত কার্যরত উৎপাদনশীল মূলধন (তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের উৎপাদনকারী শ্রম-শক্তি সহ) যত বেশি হয়, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং স্বভাবতই উৎপাদনের উপায়-সমূহের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য কারিগরি উপায়গুলিও যত বিকশিত হয়—অতএব সেই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের পরিমাণ, মূল্য এবং ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণ উভয় দিক থেকেই, যত বেশি হয়, ততই বেশি হয়:—

১) **ক, ক´, ক´´** ইত্যাদির হাতে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের রূপে কার্যতঃ অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধন, এবং

২) অর্থে রূপান্তরিত এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের পরিমাণ এবং অতএব, **ক, ক´, ক´´**-এর হাতে কার্যতঃ অতিরিক্ত অর্থ-মূলধনের পরিমাণ। ফুলার্টন প্রমুখ ব্যক্তিরা মামুলি অর্থে অতি উৎপাদনের কথা শুনতে চান না, শুনতে চান কেবল মূলধনের, মানে অর্থ-মূলধনের কথা—এই ঘটনা আবার দেখিয়ে দেয় এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব ব্যবস্থাটিরও কত সামান্যটাই বোঝেন।

একদিকে যখন **ক, ক´, ক´´** (১) ধনিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদিত এবং আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি হচ্ছে মূলধন সঞ্চয়নের অর্থাৎ সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের আসল ভিত্তি, যদিও তা এই ভূমিকায় কাজ করে না যে-পর্যন্ত-না তা **খ, খ´, খ´´** ইত্যাদির (১) হাতে পৌঁছায়, অন্য দিকে কিন্তু তখন তা থাকে তার অর্থের শূককীট-পর্যায়ে সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল—মজুদ এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় কার্যতঃ অর্থ-মূলধন হিসাবে—এই আকারে তা চলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পাশাপাশি, কিন্তু থাকে তার বাইরে। এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটা জড়পিণ্ড। এ থেকে মুনাফা বা প্রত্যাগম পাবার উদ্দেশ্যে কার্যতঃ অর্থ-মূলধন হিসাবে সঞ্চীয়মান এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে কাজে লাগাবার যে আগ্রহ তার লক্ষ্য সিদ্ধি লাভ করে ক্রেডিট-ব্যবস্থা এবং "কাগজ"-এ। তার মাধ্যমে অর্থ-মূলধন আরেক আকারে অর্জন করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার গতিপথ এবং বিপুল বিকাশের উপরে বিরাট প্রভাব।

আগে থেকে ক্রিয়াশীল মূলধন—যার ক্রিয়ার ফলে তার উদ্ভব ঘটেছিল—তার

মোট পরিমাণ যত বেশি হবে, কার্যতঃ অর্থ-মূলধনে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-উৎপাদনও আয়তনে তত বৃদ্ধি পাবে। বার্ষিক পুনরুৎপাদিত কার্যতঃ অর্থ-মূলধনের আয়তনের চূড়ান্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অংশীকরণ সহজতর হয়, যাতে করে তা আরো তাড়াতাড়ি কোনো বিশেষ ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত হয়—একই ধনিকের হাতে বা অন্যান্যদের হাতে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ভাগাভাগির—'পার্টিশন'-এর ক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্যদের হাতে)। অর্থ-মূলধনের অংশীকরণ বলতে এখানে বোঝানো হয় যে এটা মূল স্টক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-কৃত যাতে তাকে একটি নোতুন স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা যায়।

যখন উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিক্রেতারা, **ক**, **ক´**, **ক´´** ইত্যাদি (১) প্রভৃতি এটা পেয়েছে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে, যা সঙ্কলনের কোনো অতিরিক্ত ক্রিয়া নির্দেশ করে না—কেবল স্থির ও অস্থির মূলধনের অগ্রিম-দান ছাড়া, যারও প্রয়োজন হয় সরল পুনরুৎপাদনে; এবং যখন তারা তার মাধ্যমে নির্মাণ করে সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের আসল ভিত্তি, এবং বাস্তবিকই তৈরি কার্যতঃ অতিরিক্ত মূলধন, তখন **খ**, **খ´**, **খ´´**-(১) ইত্যাদির মনোভাব হয় ভিন্নতর। ১) যে পর্যন্ত না তা **খ**, **খ´**, **খ´´** (১) ইত্যাদির হাতে পৌছায়, সে পর্যন্ত **ক**, **ক´**, **ক´´** ইত্যাদির উদ্বৃত্ত-উৎপাদন বস্তুতঃই কাজ করবে অতিরিক্ত স্থির মূলধন হিসাবে (আপাততঃ আমরা উৎপাদনশীল মূলধনের অন্য উপাদানটিকে, অতিরিক্ত শ্রম-শক্তিকে, অর্থাৎ, অতিরিক্ত অস্থির মূলধনকে আলোচনার বাইরে রাখছি। ২) যাতে করে উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন তাদের হাতে পৌছাতে পারে, তার জন্য চাই সঙ্কলনের একটি ক্রিয়া—তাদের অবশ্যই এটা কিনতে হবে।

১ নং পয়েন্ট সম্পর্কে এটা লক্ষ্য করা উচিত যে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটা বড় অংশ কার্যতঃ অতিরিক্ত স্থির মূলধন, যদিও উৎপাদিত হয় **ক**, **ক´** **ক´´**(১)-এর দ্বারা এক নির্দিষ্ট বছরে, তবু তা শিল্প-মূলধন হিসাবে কাজ করতে না-ও পারে **খ**, **খ´**, **খ´´** (১)-এর হাতে পরবর্তী বছরের বা আরো পরবর্তী বছরের আগে। ২ নং পয়েন্ট সম্পর্কে, প্রশ্ন ওঠে: সঙ্কলনের প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসে?

যেহেতু **খ**, **খ´**, **খ´´** (১) ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্ট উৎপন্নসমূহ সামগ্রী হিসাবেই তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় পুনঃপ্রবেশ করে, সেই হেতু এটা না বললেও চলে যে আপনা-আপনিই তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটা অংশ সরাসরি (সঙ্কলনের ভূমিকা ছাড়াই) স্থানান্তরিত হয় তাদের উৎপাদনশীল মূলধনে এবং পরিণত হয় স্থির মূলধনের একটি অতিরিক্ত উপাদানে। এবং আপনা-আপনি তারা সংঘটিত করে না ক, ক´(১) ইত্যাদির উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থে রূপান্তরণে। এ ছাড়া, কোথা থেকে অর্থটা আসে? আমরা জানি যে, **ক**, **ক´**, ইত্যাদি যেভাবে তাদের নিজ নিজ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রি করে তাদের মজুদ তৈরি করেছে, ঠিক সেই একই ভাবে মজুদ তৈরি করেছে **খ**, **খ´**, **খ´´**-(১) ইত্যাদি। এখন তারা এমন একটা পয়েন্টে উপনীত হয়েছে, যেখানে

তাদের মজুদ করা, কেবল কার্যতঃ, অর্থ-মূলধনকে কাজ করতে হবে অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন হিসাবে কার্যকর ভাবে। কিন্তু এটা তো কেবল চক্রাকারে ঘুরপাক খাওয়া। প্রশ্নটা তবু থেকেই যায় : কোথা থেকে সেই অর্থটা এল যা খ ; খ´ (১) ইত্যাদিরা আগে সঞ্চলন থেকে তুলে নিয়েছিল এবং সঞ্চয় করেছিল ?

সরল পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানি যে ১ এবং ২-এর ধনিকদের হাতে থাকবে কিছু পরিমাণ অর্থ যাতে তারা পারে তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বিনিময় করতে। সে ক্ষেত্রে যে অর্থের কথা ছিল ভোগ্য-সামগ্রীর জন্য ব্যয় হবার জন্য কেবল প্রত্যাগম হিসাবে কাজ করার, তা ফিরে আসবে ধনিকদের হাতে সেই একই পরিমাপে, যে-পরিমাপে তারা তা অগ্রিম দিয়েছিল তাদের নিজ নিজ পণ্য বিনিময়ের জন্য। এখানে সেই একই অর্থ পুনরাবির্ভূত হয় কিন্তু ভিন্নতর একটি কাজের ভূমিকায়। ক-এরা এবং খ-এরা (১) পরস্পরকে পালাক্রমে অর্থ সরবরাহ করে যাতে করে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নকে অতিরিক্ত আর্যতঃ অর্থ-মূলধনে রূপান্তরিত করা যায়, এবং নোতুন গঠিত অর্থ-মূলধনকে পালাক্রমে সঞ্চলনে প্রতিনিক্ষেপ করে ক্রয়ের উপায় হিসাবে।

এক্ষেত্রে একমাত্র যা ধরে নেওয়া হয়েছে তা এই যে, সংশ্লিষ্ট দেশটিতে অর্থের পরিমাণ (সঞ্চলনের গতিবেগকে স্থির ধরে নিয়ে) এমন হওয়া উচিত যা সক্রিয় সঞ্চলন এবং সংরক্ষিত মজুদ—উভয়ের পক্ষেই পর্যাপ্ত। পণ্যের সরল সঞ্চলনের ক্ষেত্রেও যা ধরে নিতে হয়েছিল এখানেও ঠিক তাই ধরে নেওয়া হয়েছে। কেবল মজুদের কাজটাই এখানে আলাদা! অধিকন্তু, অর্থের উপস্থিত পরিমাণটি হতে হবে বৃহত্তর, প্রথমতঃ, কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপন্নসমূহ (নোতুন উৎপাদিত মহার্ঘ ধাতুসমূহ এবং স্বয়ং উৎপাদনকারীর দ্বারা পরিভুক্ত পণ্যসমষ্টি ব্যতিরেকে) সৃষ্ট হয় পণ্য হিসাবে এবং, অতএব, অবশ্যই অতিক্রম করে অর্থের শুক-কীট-অবস্থার মধ্য দিয়ে ; দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে পণ্য-মূলধনের পরিমাণ এবং তার মূল্যের আয়তন কেবল অনাপেক্ষিক ভাবে বৃহত্তরই নয়, সেই সঙ্গে তা বৃদ্ধিও পায় তুলনাহীন ভাবে দ্রুততর গতিতে, তৃতীয়তঃ, একটি নিত্য-সম্প্রসারণশীল অস্থির মূলধন অবশ্যই সর্বদা রূপান্তরিত হয় অর্থ-মূলধনে ; চতুর্থতঃ, নোতুন নোতুন অর্থ-মূলধনের গঠন সঙ্গতি রক্ষা করে উৎপাদন-বিস্তারের সঙ্গে, যাতে করে তদনুযায়ী মজুদ-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অবশ্যই পাওয়া যায়।

এটা সাধারণ ভাবে সত্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে, যেখানে ক্রেডিট-ব্যবস্থার সঙ্গে পর্যন্ত প্রধানতঃ চালু থাকে ধাতব সঞ্চলন, এবং এটা ক্রেডিট-ব্যবস্থার সবচেয়ে বিকশিত পর্যায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—যে-মাত্রা পর্যন্ত ধাতব সঞ্চলন তার ভিত্তি হিসাবে থাকে। এক দিকে মহার্ঘ ধাতুর অতিরিক্ত উৎপাদন পালাক্রমে বেশি বা কম হওয়ায়, তা পণ্যের দামের উপরে একটা বিঘ্নকর প্রভাব খাটাতে পারে —কেবল দীর্ঘকালের ব্যবধানে নয়, অল্প কালের ব্যবধানেও। অন্য দিকে গোটা

ক্রেডিট-ব্যবস্থা ক্রমাগত ব্যস্ত থাকে যথার্থ ধাতব সঞ্চলনকে একটি আপেক্ষিক ভাবে ক্রম হ্রাসমান ন্যূনতম পরিমাণে নামিয়ে আনতে—নানাবিধ প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কারিগরি কৌশলের সাহায্যে। সমগ্র প্রণালীটির কৃত্রিমতা এবং তার স্বাভাবিক গতিপথে ব্যাঘাত-সৃষ্টির সম্ভাব্যতা একই মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন **খ**, **খ**', **খ**'' (১) ইত্যাদি যাদের, কার্যতঃ নোতুন অর্থ-মূলধন প্রবেশ করে সক্রিয় মূলধন হিসাবে তার ভূমিকায়, তাদের পরস্পরের কাছ থেকে ক্রয় করতে হতে পারে, কিংবা বিক্রয় করতে হতে পারে তাদের উৎপন্ন (তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অংশ)। তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের সঞ্চলনের জন্য তাদের দ্বারা অগ্রিম-দত্ত অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে বয়ে যায় বিভিন্ন **খ**-এর কাছে সেই একই অনুপাতে, যে অনুপাতে তারা তা অগ্রিম দিয়েছিল তাদের নিজ নিজ পণ্যের সঞ্চলনের জন্য। যদি অর্থ সঞ্চলন করে প্রদানের উপায় হিসাবে, তা হলে, যেখানে পারস্পরিক ক্রয় ও বিক্রয়গুলি পরপস্পরের সমান হয় না, কেবল সেখানেই বাড়তি-কমতিগুলিকেই মিটিয়ে দিতে হয়। কিন্তু যেমন সবখানে তেমন এখানেও প্রথমে এবং সর্বাগ্রে ধরে নেওয়া দরকার ধাতব সঞ্চলনকে তার সরলতম এবং আদিমতম রূপে, কারণ সে প্রবাহ এবং প্রতি-প্রবাহ, বাড়তি-কমতি শোধবোধ, সংক্ষেপে ক্রেডিট-ব্যবস্থার অধীনস্থ সমস্ত উপাদান—যেগুলি দেখা দেয় সচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া হিসাবে—সেগুলি নিজেদেরকে উপস্থিত করে এমন ভাবে যেন সেগুলি ক্রেডিট-ব্যবস্থা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে অস্তিত্বশীল এবং ব্যাপারটি প্রতিভাত হয় আদিম রূপে—পরবর্তী, প্রতিবিম্বিত রূপে নয়।

৩. অতিরিক্ত অস্থির মূলধন

এ পর্যন্ত আমরা কেবল অতিরিক্ত স্থির মূলধন নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। এখন আমরা মনোযোগ দেব অতিরিক্ত অস্থির মূলধনের আলোচনার প্রতি।

প্রথম গ্রন্থে আমরা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম-শক্তি সব সময়েই পাওয়া যায়, এবং যদি দরকার হয়, তা হলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কিংবা শ্রম-শক্তি না বাড়িয়েও অধিকতর শ্রমকে সচল করা যায়। অতএব, এ ব্যাপার নিয়ে আরো আলোচনার কোনো দরকার নেই; বরং আমরা ধরে নেব যে অস্থির মূলধনে রূপস্তরযোগ্য নোতুন-তৈরি অর্থ-মূলধন সব সময়েই হাতের কাছে পাবে সেই শ্রম-শক্তি, যে শ্রমশক্তিতে তা নিজেকে রূপান্তরিত করবে। প্রথম গ্রন্থে এটাও ব্যাখা করা হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট মূলধন সঞ্চয়ন ছাড়াই পারে তার উৎপাদনের আয়তন সীমিত ভাবে সম্প্রসারিত করতে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মূলধনের সঞ্চলন—তার বিশেষ অর্থে যাতে করে উৎপাদনের

সম্প্রসারণ নির্দেশ করে অতিরিক্ত মূলধনে উদ্বৃত্ত-মূল্যের রূপান্তর, এবং অতএব সেই সঙ্গে মূলধনের সম্প্রসারণ, যা রচনা করে উৎপাদনের ভিত্তি।

সোনার উৎপাদনকারী তার সোনার উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে সঞ্চয়িত করতে পারে কার্যতঃ অর্থ-মূলধন হিসাবে। যখনি তা পরিমাণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, তখনি সে তা রূপান্তরিত করতে পারে সরাসরি নোতুন অস্থির মূলধনে—প্রথমে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নকে বিক্রি করতে বাধ্য না হয়েই। অনুরূপ ভাবে সে তাকে রূপান্তরিত করতে পারে স্থির মূলধনের উপাদানসমূহে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে-ভাবে উপস্থাপিত করেছি তাতে আমরা ধরে নিয়েছি যে, প্রত্যেক উৎপাদনকারী কাজ করে জমিয়ে তুলতে এবং তার পরে বাজারে নিয়ে আসে তার তৈরি-জিনিস ; এটা সে করে, না, ফরমাশ অনুসারে যোগান দেয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। উভয় ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের প্রকৃত সম্প্রসারণ, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন—এক ক্ষেত্রে যা বস্তুতঃ উপস্থিত এবং অন্য ক্ষেত্রে যা কার্যতঃ উপস্থিত—হস্তান্তরের ('ডেলিভারি'-র) জন্য প্রস্তুত।

॥ ২ ॥ ২ নং বিভাগে সঞ্চয়ন

আমরা এ পর্যন্ত ধরে নিয়েছি যে **ক, ক´, ক´´** (১) তাদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বিক্রয় করে **খ, খ´ খ´´** ইত্যাদির কাছে, যারা ঐ একই বিভাগ-**১**-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক **ক** (১) তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ২নং বিভাগের এক **খ**-এর কাছে বিক্রি করে তাকে রূপান্তরিত করে অর্থে। এটা করা যেতে পারে কেবল তখন, যখন **ক** (১) বিক্রয় করে খ (২)-এর কাছে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, কিন্তু পরে ক্রয় করে না পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী, অর্থাৎ যখন **ক** বিক্রয় করে কেবল একপেশে ভাবে এখন সেখানে $২_{স}$-কে রূপান্তরিত করা যায় না পণ্য-মূলধনের রূপ থেকে উৎপাদনশীল স্থির মূলধনের দৈহিক রূপে, যদিনা কেবল $১_{অ}$ -ই নয়, সেই সঙ্গে $১_{উ}$-এরও একটি অংশ বিনিমত হয় $২_{স}$-এর একটি অংশের সঙ্গে, যে $২_{স}$ অবস্থান করে পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী রূপে ; কিন্তু এখন এই বিনিময় না করে; উলটো বরং $২_{স}$ ভোগ্য সামগ্রীর ক্রয়ে তা বিনিময় করার পরিবর্তে, তার $১_{উ}$-এর বিক্রয় থেকে লব্ধ অর্থকে সঞ্চলন থেকে তুলে নিয়ে, **ক** তার $১_{উ}$ কে রূপান্তরিত করে অর্থে—তা হলে আমরা **ক** (১)-এর পক্ষে যা পাই, তা বাস্তবিকই অতিরিক্ত কার্যতঃ অর্থ-মূলধনের একটি গঠন, কিন্তু অন্য দিকে সমান আয়তন মূল্যের **খ** (২)-এর স্থির মূলধনের একটি অংশ

বাঁধা পড়ে পণ্য-মূলধনের রূপে—উৎপাদনশীল, দৈহিক রূপে নিজেকে রূপান্তরিত করতে অক্ষম। অন্য ভাবে বলা যায়, খ (২)-এর পণ্যসম্ভারের একটি অংশ, এবং বাস্তবিকই স্পষ্টতঃই এমন একটি অংশ যার বিক্রয় ছাড়া সে পুনঃরূপান্তরিত করতে পারে না তার স্থির মূলধনকে সমগ্র ভাবে তার উৎপাদনশীল রূপে, হয়ে পড়েছে অবিক্রয়-যোগ্য। অতএব এই অংশটির ব্যাপারে দেখা যায় একটি অতি-উৎপাদন। যা অনুরূপ ভাবে, যেখানে ব্যাপারটা এই একই অংশ সংক্রান্ত, সেখানে প্রতিরুদ্ধ করে পুনরুৎপাদন—এমনকি একই আয়তনে।

এ ক্ষেত্রে ক (১)-এর দিকে অতিরিক্ত কার্যতঃ মূলধন বাস্তবিক পক্ষে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের (উদ্বৃত্ত-মূল্যের) অর্থায়িত রূপ, কিন্তু এই ভাবে দেখলে এখানে দাঁড়ায় সরল পুনরুৎপাদনের একটা ব্যাপার—সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের ব্যাপার নয়। $১_{(অ+উ)}$, যার ক্ষেত্রে এটা সব সময়েই সত্য উ-এর এক অংশের পক্ষে, শেষ পর্যন্ত অবশ্যই বিনিমিত হবে $২_স$-এর সঙ্গে, যাতে করে $২_স$-এর পুনরুৎপাদন একই আয়তনে ঘটতে পারে। খ (২)-এর কাছে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বিক্রয়ের মাধ্যমে, ক (১) তাকে যুগিয়েছে স্থির মূলধনের মূল্যের একটি অনুরূপ অংশ তার দৈহিক আকারে। কিন্তু একই সময়ে তার বিক্রয়কে পরবর্তী ক্রয়ের দ্বারা পরিপূরণ করতে অক্ষম হয়ে—সঞ্চলন থেকে অর্থ তুলে নিয়ে, খ (২)-এর পণ্যসমূহের একটি সমমূল্য অংশকে করে ফেলেছে বিক্রয়ের অযোগ্য। অতএব, আমরা যদি সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের সমীক্ষা করি, যা অন্তর্ভুক্ত করে ১ এবং ২ উভয়েরই ধনিকদের, তা হলে ক (১)-এর উদ্বৃত্ত-মূল্যের কার্যতঃ অর্থ মূলধনে রূপান্তরণ প্রকাশ করে খ (২)-এর পণ্য-মূলধনকে উৎপাদনশীল (স্থির) মূলধনে পুনঃরূপান্তরিত করার অসম্ভাব্যতাকে—যে-পণ্য-মূলধন প্রতিনিধিত্ব করে সম-পরিমাণ মূল্যের; অতএব সম্প্রসারিত আয়তনে কার্যতঃ উৎপাদন নয়, বরং সরল পুনরুৎপাদনে একটি প্রতিবন্ধক, সুতরাং সরল পুনরুৎপাদনে একটি ঘাটতি। যেহেতু ক (১)-এর উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের গঠন এবং বিক্রয় সরল পুনরুৎপাদনের স্বাভাবিক ঘটনা, সেই হেতু এমনকি সরল পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতেও ঘটে নিম্নোক্ত পরস্পর-সাপেক্ষ ঘটনা: ১নং বিভাগে কার্যতঃ অতিরিক্ত অর্থ-মূলধনের গঠন (অতএব ২-এর দৃষ্টিকোণ থেকে ঊন-পরিভোগ); ২নং বিভাগে পণ্য-সরবরাহের স্তূপীকরণ, যাকে উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করা যায় না (অতএব ২-এ আপেক্ষিক অতি-উৎপাদন); ১-এ অর্থ-মূলধনের উদ্বৃত্ত এবং ২-এ পুনরুৎপাদন ঘাটতি।

এই বিন্দুতে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে, আমরা কেবল মন্তব্য করি যে সরল পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ১ এবং ২-এর সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যটিই ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে। আসলে কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে, এবং অন্য অংশটি রূপান্তরিত হয় মূলধনে। কেবল এটা ধরে নেবার ভিত্তিতেই সংঘটিত হতে পারে সত্যিকার সঞ্চয়ন। সঞ্চয়ন সংঘটিত হবে পরিভোগের

বিনিময়ে—সাধারণ ভাবে বলা এই কথাটা হচ্ছে একটা বিভ্রম, যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিরোধিতা করে। কেননা তা ধরেই নেয় যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও অমোঘ তাড়না হচ্ছে পরিভোগ—উদ্বৃত্ত-মূল্য কেড়ে নেওয়া এবং তারা মূলধনীকরণ অর্থাৎ সঞ্চয়ন নয়।

এখন ২নং বিভাগের সঞ্চয়নের প্রতি আরো ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দেওয়া যাক।

$২_স$ সম্পর্কে প্রথম সমস্যাটি, অর্থাৎ পণ্য-মূলধন ২-এর গঠনকারী অংশ থেকে স্থির মূলধন ২-এর দৈহিক রূপে পুনঃরূপান্তরণের সমস্যাটি, সরল পুনরুৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। পূর্ববর্তী পরিকল্পটিকে নেওয়া যাক :

$(১০০০_অ + ১০০০_উ)$ ১ বিনিমিত হয় ২০০০ $২_স$-এর সঙ্গে।

এখন যদি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১-এর উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অর্ধেক, অতএব $\frac{১০০০}{২}_উ$ কিংবা ৫০০ $১_উ$ পুনর্বার অন্তর্ভুক্ত হয় ১নং বিভাগে স্থির মূলধন হিসাবে, তা হলে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের এই অংশটি ১-এর মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, প্রতিস্থাপন করতে পারে না $২_স$-এর কোনো অংশকে। পরিভোগের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হবার পরিবর্তে (এবং এখানে ১ এবং ২-এর মধ্যে সঞ্চলনের এই অংশে বিনিময় সত্যসত্যই পারস্পরিক অর্থাৎ সেখানে ঘটে পণ্যের অবস্থানে একটি দ্বিগুণ পরিবর্তন—যা ১-এর শ্রমিকদের দ্বারা সংঘটিত ১০০০ $১_অ$-এর দ্বারা $২_স$-এর প্রতিস্থাপনের চেয়ে ভিন্নতর) তাকে দিয়ে কাজ করানো হয় স্বয়ং ১-এর মধ্যেই উৎপাদনের একটি অতিরিক্ত উপায় হিসাবে। যুগপৎ ১-এ এবং ২-এ তা এই কাজ সম্পাদন করতে পারে না। ধনিক একই সঙ্গে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের মূল্যকে ভোগ্য সামগ্রীর বাবদে ব্যয় করতে এবং আবার খোদ সেই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটিকে উৎপাদনশীল ভাবে ব্যবহার করতে অর্থাৎ তার উৎপাদনশীল মূলধনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। সুতরাং ২,০০০ $১_{(অ+উ)}$-এর পরিবর্তে কেবল ১,৫০০, অর্থাৎ $(১০০০_অ + ৫০০_উ)$ ১ বিনিময়ে হয় ২,০০০ $২_স$-এর সঙ্গে ৫০০ $২_স$-কে পুনঃরূপান্তরিত করা যায় না, পণ্য-রূপ থেকে উৎপাদনশীল (স্থির) মূলধন ২-এ। অতএব, ২-এ ঘটবে অতি-উৎপাদন, যা হবে আয়তনের দিক থেকে ১-এ উৎপাদন-সম্প্রসারণের সঙ্গে ঠিক সমান। ২-এ এই অতি-উৎপাদন ১-এর উপরে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে এমন মাত্রায় যে ২-এর ভোগ্য-সামগ্রীর জন্য ১-এর শ্রমিকদের দ্বারা ব্যয়িত ১,০০০-এর প্রতি-প্রবাহ ঘটতে পারে কেবল আংশিক ভাবেই, যার দরুন এই ১,০০০ ফিরে আসবে না অস্থির অর্থ-মূলধনের রূপে ১-এর ধনিকদের হাতে। এই ভাবে এই ধনিকেরা এমনকি একটি

অপরিবর্তিত আয়তনে পুনরুৎপাদনেও বাধাপ্রাপ্ত হবে, এবং এটা হবে তাকে সম্প্রসারিত করার নিছক চেষ্টামাত্রেই। এবং এই প্রসঙ্গে এটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, কেবল ১ এই সরল পুনরুৎপাদন সত্যসত্যই ঘটেছিল এবং তার উপাদানগুলিকে—আমাদের প্রকল্পটিতে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে—ভবিষ্যতে, ধরুন, পরবর্তী বছরে, সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যই কেবল বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল।

এই অসুবিধাটিকে এই ভাবে অতিক্রম করার চেষ্টা করা যেতে পারে: অতি-উৎপাদন হওয়া দূরের কথা, ৫০০ $২_{স}$—যাকে ধনিকেরা স্টকে রাখে এবং যাকে তৎক্ষণাৎ উৎপাদনশীল মূলধনে রূপান্তরিত করা যায় না—তা বরং প্রকাশ করে পুনরুৎপাদনের এমন একটি আবশ্যিক উপাদানকে, যাকে আমরা এ-পর্যন্ত উপেক্ষা করে এসেছি। আমরা দেখেছি যে একটি অর্থ-সরবরাহকে অবশ্যই সঞ্চয়ন করতে হবে অনেকগুলি বিন্দুতে; অতএব সঞ্চলন থেকে অর্থ তুলে নিতে হবে, অংশতঃ এই উদ্দেশ্যে যে তা ১-এ গঠন করতে পারে নোতুন মূলধন, এবং অংশতঃ এই যে অর্থের আকারে ক্রমশঃ অবচীয়মান স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যকে সাময়িক ভাবে ধরে রাখা যায়। কিন্তু যেহেতু আমরা একেবারে শুরু থেকেই সমস্ত অর্থ ও পণ্য রেখেছিলাম একান্ত ভাবেই ১ এবং ২-এর ধনিকদের হাতে যখন আমরা প্রকল্পটি রচনা করেছিলাম, এবং যেহেতু বণিকেরা বা মহাজনেরা বা ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা, বা কিছুই উৎপাদন না ক'রে কেবল পরিভোগ করে এমন শ্রেণীরা এখানে নেই, সেই হেতু এটা অনুসরণ ক'রে বিবিধ পণ্যের নিজ নিজ উৎপাদনকারীদের হাতে পণ্য সঞ্চয়ের নিরন্তর গঠন এখানে পুনরুৎপাদনের যন্ত্রটিকে চালু রাখার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং ২-এর ধনিকদের হস্তস্থিত ৫০০ $২_{স}$-এর স্টক প্রতিনিধিত্ব করে ভোগ্য-দ্রব্য-সামগ্রীর পণ্য-সরবরাহের, যা পুনরুৎপাদনের অন্তর্নিহিত পরিভোগ-প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতাকে করে নিশ্চয়ীকৃত। পরিভোগ-ভাণ্ডার, যা তখনো থাকে তার বিক্রেতাদের হাতে—যারা তার উৎপাদনকারীও বটে, তা কোনো এক বছরে শূন্যে নেমে যেতে পারে না যাতে পরের বছরটাকে শূন্য দিয়ে শুরু করা যায়—যেমন ঘটতে পারে না এমন একটা জিনিস আজ থেকে কালে অতিক্রমণের ক্ষেত্রে। যেহেতু এই ধরনের পণ্য-সরবরাহগুলিকে নিরন্তর নোতুন করে তৈরি করতে হবে, যদিও বিভিন্ন আয়তনে, আমাদের ২-এর ধনিক উৎপাদকদের অবশ্যই থাকতে হবে একটি সংরক্ষিত অর্থ-মূলধন, যা তাদেরকে সক্ষম করে তাদের উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে চালিয়ে যেতে, যদিও তাদের উৎপাদনশীল মূলধনের একটি অংশ সাময়িক ভাবে বাঁধা থাকে পণ্যের আকারে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে তারা গোটা উৎপাদন-ব্যাপারটার সঙ্গে সম্মিলিত করে গোটা বাণিজ্য-ব্যাপারটাকে। অতএব তাদের ব্যবহারের জন্য অবশ্যই আরো পাওয়া যাবে অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন, যা বণিকদের থাকে, যখন পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার এক-একটি কাজকে আলাদা আলাদা করা হয় এবং বেঁটে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের ধনিকদের মধ্যে।

এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায় যে :

১) এই ধরনের সরবরাহের গঠন এবং এটা গড়ে তোলার আবশ্যকতা সমস্ত ধনিকের পক্ষেই প্রযোজ্য—১ এবং ২ উভয় বিভাগেরই। নিছক পণ্য-বিক্রেতা হিসাবে গণ্য করা হলে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে তারা বিক্রি করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য। ২ পণ্যসম্ভারের একটি সরবরাহ সূচিত করে ইতিপূর্বে ১ পণ্যসম্ভারের একটি সরবরাহ। কিন্তু আমরা যদি এই সরবরাহকে এক দিকে উপেক্ষা করি, তা হলে আমাদের তাকে অন্য দিকেও তা করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি দু'দিকেই তা হিসাবে ধরি, তা হলে সমস্যাটির কোনো দিক থেকেই ইতর-বিশেষ হয় না।

২) ঠিক যেমন পরবর্তী বছরের জন্য একটি পণ্য সরবরাহ দিয়ে ২-এর একটি বছর শেষ হয়, ঠিক তেমনি তা ২-এর পক্ষেই শুরু হয়েছিল একটি পণ্য-সরবরাহ দিয়ে, যাকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল আগের বছর থেকে। সুতরাং তাকে তার সবচেয়ে অমূর্ত রূপে পর্যবসিত করলে বার্ষিক পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণে আমরা উভয় ক্ষেত্রেই তাকে বাদ দিয়ে দেব। আমরা যদি কোনো নির্দিষ্ট বছরের জন্য তার গোটা উৎপাদনকে—পরের বছরে দেয় পণ্য-সরবরাহ সহ—ছেড়ে দিই, এবং সেই সঙ্গে পরের বছরের জন্য দেয় পণ্য-সরবরাহ তা থেকে তুলে নিই, তা হলে আমরা বিশ্লেষণের বিষয় হিসাবে আমাদের সামনে পাই একটি গড় বছরের যথার্থ সামূহিক উৎপন্ন।

৩) সরল পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণে আমরা যে-সমস্যাটিতে হোঁচট খাইনি, সেটিকে এখন অতিক্রম করতে হবে—এই সহজ ঘটনাটি প্রমাণ করে যে আমরা একটি বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, যার উদ্ভব ঘটেছে সম্পূর্ণ ভাবে ১-এর উপাদানগুলির ভিন্নতর সন্নিবেশ থেকে (পুনরুৎপাদন প্রসঙ্গে)—একটি পরিবর্তিত সন্নিবেশ যা ছাড়া সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদন ঘটতে পারে না।

॥ ৩ ॥ সঞ্চয়নের পরিকল্পগত উপস্থাপনা

আমরা এখন নিম্নলিখিত পরিকল্প অনুযায়ী পুনরুৎপাদনের অনুশীলন করব।

পরিকল্প (ক)

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৪০০০_{স} + ১০০০_{অ} + ১০০০_{উ} = ৬০০০ \\ ২.\quad ১৫০০_{স} + ৩৭৬_{অ} + ৩৭৬_{উ} = ২২৫২ \end{array}\right\} \text{মোট } ৮২৫২$$

প্রথমে আমরা লক্ষ্য করি যে, বার্ষিক সামাজিক উৎপন্নের মোট পরিমাণ কিংবা ৮২৫২ প্রথম পরিকল্পের মোট পরিমাণের চেয়ে কম, যা ছিল ৯০০০। আমরা অনেক বৃহত্তর একটি পরিমাণও ধরে নিতে পারতাম, যেমন দশ গুণ বৃহত্তর একটি পরিমাণ। আমাদের ১নং পরিকল্পের চেয়ে আমরা একটি ক্ষুদ্রতর পরিমাণ বেছে

নিয়েছি এটা সুস্পষ্ট ভাবে পরিষ্কার করে দিতে যে সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের (যাকে এখানে গণ্য করা হয় কেবল বৃহত্তর পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের সাহায্যে পরিচালিত উৎপাদন হিসাবে) কিছুই করবার নেই উৎপন্নের অনাপেক্ষিক আয়তনের ক্ষেত্রে ; একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের বেলায় তা সূচিত করে একটি নির্দিষ্ট উৎপন্নের কার্যাবলীর কেবল একটি ভিন্নতর বিন্যাস বা ভিন্নতর নিরূপণ, যাতে করে তা হয় উক্ত উৎপন্নটির মূল্যের ব্যাপারে কেবল একটি সরল পুনরুৎপাদন। যা পরিবর্তিত হয় তা সরল পুনরুৎপাদনের উপস্থিত উপাদানগুলির পরিমাণ নয়, বরং সেগুলির গুণগত নিরূপণ, আর এই পরিবর্তনটিই হচ্ছে একটি পরবর্তী সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের বস্তুগত ভিত্তি।[৫৮]

অস্থির এবং স্থির মূলধনের মধ্যেকার অনুপাতে পরিবর্তন করে আমরা পরিকল্পটির পরিবর্তন ঘটাতে পারি। যেমন :—

পরিকল্প (খ)

$$\left.\begin{array}{l} \text{১. } \text{৪০০০}_{\text{স}} + \text{৮৭৫}_{\text{অ}} + \text{৮৭৫}_{\text{উ}} = \text{৫৭৫০} \\ \text{২. } \text{১৭৫০}_{\text{স}} + \text{৩৭৬}_{\text{অ}} + \text{৩৭৬}_{\text{উ}} = \text{২৫০২} \end{array}\right\} \text{ মোট ৮২৫২}$$

এই পরিকল্পটি সরল আয়তনে পুনরুৎপাদনের পরিকল্প বলে প্রতীয়মান হয়—উদ্বৃত্ত-মূল্য সঞ্চয়িত না হয়ে সমগ্রভাবে পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছে প্রত্যাগম হিসাবে। ক) এবং খ) উভয় পরিকল্পেই আমরা পাই একই পরিমাণ মূল্যের বার্ষিক উৎপন্ন ; কেবল খ)-এ কার্যগত ভাবে তার উপাদানগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত হয় যে পুনরুৎপাদন শুরু হয় একই আয়তনে, যখন ক)-এ কার্যগত বিন্যাসটি রচনা করে সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের ভিত্তি। খ)-এর ক্ষেত্রে ($\text{৮৭৫}_{\text{অ}} + \text{৮৭৫}_{\text{উ}}$) ১, কিংবা ১,৭৫০ ১$_{(\text{অ}+\text{উ})}$ বিনিমিত হয় ১৭৫০ ২ $_{\text{স}}$-এর জন্য কোনো উদ্বৃত্ত ছাড়াই ; অন্য দিকে ক)-এর ক্ষেত্রে ১৫০০ ২ $_{\text{স}}$-এর সঙ্গে ($\text{১০০০}_{\text{অ}} + \text{১০০০}_{\text{উ}}$) ১ সমান ২০০০ ১$_{(\text{অ}+\text{উ})}$ -এর বিনিময় থেকে পাওয়া যায় ১ নং বিভাগে সঞ্চয়নের জন্য ৫০০ ১$_{\text{উ}}$ পরিমাণ উদ্বৃত্ত।

এখন ক) পরিকল্পটিকে আরো অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করা যাক।

৫৮. এটা চিরতরে অবসান ঘটায় জেমস মিল এবং এস বেইলির মধ্যে মূলধনের সঞ্চয়ন সম্পর্কে বিরোধটির, যা আমরা অন্য এক দিক থেকে আলোচনা করেছি প্রথম গ্রন্থে (Kap. XXII, 5, Note 64) [বাংলা ২য় সংস্করণ : ২য় খণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, ৫, পৃঃ ৫৫, টীকা ১] ; শিল্প-মূলধনের আয়তনে পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার কর্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা যায় কিনা বিরোধটি সেই সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসব।

ধরে নেওয়া যাক, ১ এবং ২ উভয়েই সঞ্চয়ন করে তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেকাংশ, অর্থাৎ তাকে রূপান্তরিত করে অতিরিক্ত মূলধনের একটি উপাদানে—প্রত্যাগম হিসাবে তাকে ব্যয় না করে। যেহেতু ১০০০ $১_{উ}$ -এর, অর্থাৎ ৫০০-এর অর্ধেককে সঞ্চয়িত করতে হবে কোনো-না-কোনো ভাবে, বিনিয়োগ করতে হবে অর্থ-মূলধন হিসাবে অর্থাৎ রূপান্তরিত করতে হবে অতিরিক্ত উৎপাদনশীল মূলধন হিসাবে, সেই হেতু কেবল ($১০০০_{অ}$ + $৫০০_{উ}$) ১ ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে অতএব এখানে কেবল থাকে ১৫০০—$২_{স}$ -এর স্বাভাবিক আয়তন হিসাবে। ১৫০০ $১_{(অ+উ)}$ এবং ১৫০০ $২_{স}$-এর মধ্যেকার বিনিময়কে আমাদের আর পরীক্ষা করার দরকার নেই কেননা সরল পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার শিরোনামের অধীনে এটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ৪০০০ $১_{স}$ -এর প্রতিও আর মনোযোগ দেবার দরকার নেই কেননা নোতুন আরম্ভমান পুনরুৎপাদনের জন্য তার পুনর্বিন্যাস (যা এখানে ঘটবে সম্প্রসারিত আয়তনে) অনুরূপ ভাবে আলোচিত হয়েছিল সরল পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া হিসাবে।

একমাত্র যে-বিষয়টি পরীক্ষা করা এখনো আমাদের বাকি আছে, সেটি হল ৫০০ $১_{উ}$ এবং ($৩৭৬_{অ}$ + $৩৭৬_{উ}$) ২, যেহেতু এটা একদিকে ১ এবং ২ উভয়ের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ব্যাপাব এবং অন্য দিকে তাদের মধ্যেকার গতিক্রিয়ার ব্যাপার। যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে, ২-এ অনুরূপ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেকটা সঞ্চয়ীকৃত করতে হবে, সেই হেতু এখানে ১৮৮-কে রূপান্তরিত করতে হবে মূলধনে, যার মধ্যে এক চতুর্থাংশ* অর্থাৎ ৪৭, কিংবা পূর্ণাকারে বললে, ৪৮, হবে অস্থির মূলধন, যার দরুন ১৪০ বাকি থাকে স্থির মূলধনে রূপান্তরিত হবার জন্য।

এখানে আমরা একটি নোতুন সমস্যার সাক্ষাৎ পাই, যার নিছক অস্তিত্বটাই চল্‌তি মতের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্ভুত বলে মনে হবে—যে চল্‌তি মতটি বলে, এক ধরনের পণ্য বিনিমিত হয় আরেক ধরনের পণ্যের সঙ্গে, অথবা পণ্য বিনিমিত হয় অর্থের সঙ্গে এবং সেই একই অর্থ আবার আরেক ধরনের পণ্যের সঙ্গে। ১৪০ $২_{স}$ রূপান্তরিত হবে উৎপাদনশীল মূলধনে কেবল একই মূল্যের $১_{উ}$-এর পণ্যের দ্বারা তাদেরকে প্রতিস্থাপন করে। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, $১_{উ}$-এর যে-অংশটি অবশ্যই বিনিমিত হবে $২_{স}$-এর সঙ্গে, সেটি অবশ্যই গঠিত হবে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ নিয়ে, যা প্রবেশ

* এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট একটি লেখার ভ্রম, এটা হবে এক-পঞ্চমাংশ ; এটা যাই হোক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে না।

করতে পারে, হয়, ১ এবং ২ উভয়েরই উৎপাদনে, নয়তো, একান্ত ভাবেই ২-এর উৎপাদনে। এই প্রতিস্থাপনকে কার্যকরী করা যায় ২-এর পক্ষে কেবল একটি একপেশে বিক্রয়ের মাধ্যমে, যেহেতু ৫০০ $১_{উ}$-এর গোটা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি, যেটি আমাদের এখনো পরীক্ষা করতে হবে, সেটিকে কাজ করতে হবে ১-এর অভ্যন্তরে সঞ্চয়নের স্বার্থে, অতএব বিনিময় করা যায় না ২-এর পণ্যের সঙ্গে ; অন্য ভাবে বলা যায়, এটা একই সঙ্গে ১-এর দ্বারা সঞ্চয়ীকৃত এবং পরিভুক্ত হতে পারে না। সুতরাং ২ অবশ্যই ১৪০ $১_{উ}$-কে ক্রয় করবে নগদ টাকায়—পরবর্তী কালে ১-এর কাছে তার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে এই টাকা পুনরুদ্ধার না ক'রে। এবং এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যা প্রত্যেকটি নোতুন বার্ষিক উৎপাদনে ক্রমাগত নিজের পুনরাবৃত্তি করছে—যেখানে তা সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের ব্যাপার। ২-এর কোথায় এর জন্য এই টাকাটার উৎস ?

বরং মনে হবে যে, নোতুন অর্থ-মূলধনের গঠনের পক্ষে ২ হচ্ছে একটি অত্যন্ত অ-লাভজনক ক্ষেত্র—যে অর্থ-মূলধন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীতে সত্যকার সঞ্চয়নের সহগমন করে এবং তার আবশ্যকতা সৃষ্টি করে, এবং যা প্রথমে নিজেকে কার্যতঃ উপস্থিত করে নিছক মজুদ হিসাবে।

আমাদের প্রথমে আছে ৩৭৬ $২_{অ}$ শ্রম-শক্তি বাবদে অগ্রিম-দত্ত ৩৭৬ ক্রমাগত ফিরে আসে পণ্য ২-এর ক্রয়ের মাধ্যমে ধনিক ২-এর কাছে অর্থের আকারে অস্থির মূলধন হিসাবে। সূচনা-বিন্দু থেকে, ধনিকের পকেট থেকে, প্রস্থান এবং সূচনা-বিন্দুতে, ধনিকের পকেটে, প্রত্যাবর্তনের এই নিরন্তর পুনরাবৃত্তি কোনোক্রমেই এই আবর্তে-ভ্রাম্যমান অর্থের বৃদ্ধি সাধন করে না। তা হলে এটা সঞ্চয়নের একটা উৎস নয়। এই অর্থকে সঞ্চলন থেকে তুলেও নেওয়া যায় না, যাতে মজুদীকৃত, কার্যতঃ নোতুন, অর্থ-মূলধন গঠিত হতে পারে।

কিন্তু দাঁড়ান! এখানে কি একটু মুনাফা করার সম্ভাবনা নেই ?

আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাব না যে ১নং শ্রেণীর তুলনায় ২নং শ্রেণীর এই সুবিধা আছে যে তার শ্রমিকদেরকে ফের কিনে নিতে হয় তাদের নিজেদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-গুলিকে। ২নং শ্রেণী হচ্ছে শ্রম-শক্তির ক্রেতা এবং একই সময়ে তার দ্বারা নিযুক্ত শ্রম-শক্তির মালিকদের কাছে পণ্যের বিক্রেতা। সুতরাং ২নং শ্রেণী পারে :

১) মজুরিকে তার স্বাভাবিক গড় মান থেকে দাবিয়ে দিতে—এবং এ ব্যাপারে সে ২নং শ্রেণীর ধনিকদের শরিক। এই ভাবে অস্থির মূলধন হিসাবে কার্যরত অর্থের একটি অংশ ছাড়া পায়, এবং যদি এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত পুনরাবর্তিত হয়, এটা হতে পারে মজুদের, এবং ২নং শ্রেণীতে অতিরিক্ত অর্থ-মূলধনের, একটি স্বাভাবিক উৎস। অবশ্য আমরা এখানে নৈমিত্তিক প্রতারণামূলক মুনাফার কথা বলছি না, কেননা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মূলধনের স্বাভাবিক গঠন। কিন্তু এটা ভুলে গেলে

চলবে না যে বাস্তবে প্রদত্ত স্বাভাবিক মজুরি (যা ceteris paribus নির্ধারণ করে অস্থির মূলধনের আয়তন) ধনিকেরা তাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব থেকে দেয় না, কিন্তু তা দিতে হয় সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের অধীনে। এর ফলে উল্লিখিত পদ্ধতির ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে যায়। আমরা যদি ধরি যে ৩৭৬$_{\text{অ}}$ হচ্ছে ২নং শ্রেণীর দ্বারা ব্যয়িতব্য মূলধন, তা হলে কেবল একটি নোতুন দেখা দেওয়া সমস্যাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই আমাদের কোনো অধিকার থাকে না আচমকা এই অনুমানটির আশ্রয় নেওয়া যে সে ৩৭৬$_{\text{অ}}$ -এর পরিবর্তে ৩৫০$_{\text{অ}}$ দিতে পারে।

২) অন্য দিকে, সমগ্র ভাবে ধরলে, ১নং শ্রেণীর চেয়ে ২নং শ্রেণীর আছে এই সুবিধা যে সে একই সময়ে শ্রম-শক্তির ক্রেতা এবং তার নিজের শ্রমিকদের কাছে বিক্রেতা। প্রত্যেক শিল্প-প্রধান দেশ, (যেমন ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) উপস্থিত করে কি ভাবে এই সুবিধাটিকে কাজে লাগানো যায় তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—নামে স্বাভাবিক আর্থিক মজুরি দিয়ে কিন্তু পণ্যের অংকে কোনো প্রতিমূল্য ছাড়াই সেই মজুরিরই একটি অংক ফের হস্তগত করে, ওরফে অপহরণ করে ; মজুরি বাবদে টাকার বদলে জিনিস দেবার রেওয়াজের মারফৎ কিংবা সঙ্কলনের মাধ্যম নিয়ে জালিয়াতির মারফৎ একই কাজ সম্পন্ন করে (সম্ভবতঃ এমন কোনো ভাবে যা আইনকে ফাঁকি দেয়।) (এই ধারণাটিকে বিশদ করার জন্য এই সুযোগে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে হবে।) এটা ১)-এর অন্তর্গত প্রক্রিয়াটির মত একই প্রক্রিয়া। অতএব এটাকে একই ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যেমন করে অন্যটিকে করা হয়েছে। আমরা এখানে আলোচনা করছি আসলে করছি যে মজুরি দেওয়া হয়, তাই নিয়ে—নামীয় মজুরি নিয়ে নয়।

আমরা দেখি যে, ধনতান্ত্রিক প্রণালীর বস্তুগত বিশ্লেষণে তখনো অস্বাভাবিক দৃঢ় ভাবে তার সঙ্গে লগ্ন-হয়ে-থাকা কতকগুলি কালিমাকে ব্যবহার করা যায় না কতকগুলি সমস্যাকে অতিক্রম করার কৌশল হিসাবে। কিন্তু এটা বলতে অদ্ভুত লাগে যে আমার বুর্জোয়া সমালোচকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আমাকে ভৎর্সনা করেন যেন আমি তাদের প্রতি অন্যায় করেছি এটা ধরে নিয়ে—যেমন **ক্যাপিট্যাল**-এর প্রথম গ্রন্থে—যে ধনিক তার শ্রম-শক্তিকে মজুরি দেয় তার আসল মূল্যে—যে জিনিসটা তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই করে না ! (এখানে আমার উপরে যে মহানুভবতা আরোপ করা হয়েছে, তার কিছুটা কাজে লাগিয়ে শ্যাফ্‌ল-কে উদ্ধৃত করা সমীচীন হবে।)

সুতরাং ৩৭৬ ২$_{\text{অ}}$ -কে নিয়ে আমরা আমাদের উল্লিখিত লক্ষ্যের আর বেশি কাছাকাছি যেতে পারি না।

কিন্তু ৩৭৬ ২$_{\text{উ}}$-কে মনে হয় যেন তা আরো অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। এখানে কেবল একই শ্রেণীর ধনিকেরা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত ভোগ্য-দ্রব্যাদিকে পরস্পরের

কাছে ক্রয়-বিক্রয় করতে, পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই লেনদেনের জন্য যে অর্থ লাগে, তা কাজ করে কেবল সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্যই ফিরে আসবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছে সেই একই অনুপাতে, যে-অনুপাতে তারা তা অগ্রিম দিয়েছিল সঞ্চলনে—যাতে করে একই পথ বারংবার আবৃত করতে পারে।

কার্যতঃ অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন গঠনের জন্য এই অর্থকে সঞ্চলন থেকে তুলে নেবার মত মাত্র দুটি পথ আছে বলে মনে হয়। হয় ২-এর ধনিকদের একটি অংশ বাকি অংশটিকে প্রতারণা করে এবং এই ভাবে তাদের টাকা লুঠে নেয়। আমরা জানি যে, নোতুন অর্থ-মূলধন গঠনের জন্য সঞ্চলনশীল মাধ্যমের কোনো প্রাথমিক সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয় না। যা প্রয়োজন হয়, তা এই যে কয়েকটি পক্ষ সঞ্চলন থেকে টাকাটা তুলে নেবে এবং মজুদ করবে। যদি এই টাকাটা চুরি হত, যাতে করে ২-এর ধনিকদের একটি অংশের অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন গঠনের দ্বারা আরেকটি অংশের প্রকৃতই একটা আর্থিক লোকসান সংঘটিত হত, তা হলেও ব্যাপারটি বদ্‌লে যেত না। প্রতারিত ২-এর ধনিকদের একটু কম আরামে থাকতে হত—এই যা!

কিংবা $২_{উ}$-এর একটি অংশ, যা বিধৃত হয় জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণে—তা প্রত্যক্ষ ভাবে রূপান্তরিত হয় ২নং বিভাগের অভ্যন্তরে নোতুন অস্থির মূলধনে। কি ভাবে সেটা করা হয়, তা আমরা পরীক্ষা করব এই অধ্যায়ের শেষে (৪ নং-এর অধীনে)।

১. প্রথম দৃষ্টান্ত

ক. সরল পুনরুৎপাদনের পরিকল্প

১. $৪০০০_{স} + ১০০০_{অ} + ১০০০_{উ} = ৬০০০$
২. $২০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ৫০০_{উ} = ৩০০০$
} মোট—৯০০০

খ. সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের প্রারম্ভিক পরিকল্প

১. $৪০০০_{স} + ১০০০_{অ} + ১০০০_{উ} = ৬০০০$
২. $১৫০০_{স} + ৭৫০_{অ} + ৭৫০_{উ} = ৩০০০$
} মোট—৯০০০

যদি ধরে নেওয়া হয় যে পরিকল্প খ-এ উদ্বৃত্ত-মূল্য ১-এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৫০০, সঞ্চয়ীকৃত হয়, তা হলে আমরা প্রথমে পাই ($১০০০_{অ} + ৫০০_{উ}$) ১ কিংবা

১৫০০ ১ (অ+উ), যাকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে ১৫০০ $২_{স}$ -এর দ্বারা। তা হলে সেখানে ১-এ থাকে : $৪০০০_{স}$ এবং $৫০০০_{উ}$; দ্বিতীয়টিকে সঞ্চয়ীকৃত করতে হবে। ১৫০০ $২_{স}$ -এর দ্বারা (১০০০ $_{অ}$+ $৫০০_{উ}$)-এর প্রতিস্থাপন হচ্ছে সরল পুনরুৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া, যা আমরা আগেই পরীক্ষা করেছি।

এখন ধরা যাক যে ৫০০ ১ $_{উ}$-এর ৪০০-কে রূপান্তরিত করতে হবে স্থির মূলধনে এবং ১০০-কে অস্থির মূলধনে। ১-এর অভ্যন্তরে $৪০০_{উ}$ -এর বিনিময়, যাকে এই ভাবে মূলধনীকৃত করতে হয়, তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ঐ ৪০০ $_{উ}$-কে বিনা বাগাড়ম্বরে $১_{স}$-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় এবং সে ক্ষেত্রে আমরা ১-এর জন্য পাই : $৪,৪০০_{স}$+ ১০০০ $_{অ}$+ $১০০_{উ}$ (শেষোক্তটিকে রূপান্তরিত করতে হবে ১০০ $_{অ}$-তে)।

২ আবার ১-এর কাছ থেকে সঞ্চয়নের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে ঐ ১০০ $১_{উ}$ (উৎপাদনের উপায়সমূহের মধ্যে বিদ্যমান) যা এখন গঠন করে অতিরিক্ত স্থির মূলধন ২ ; অন্যদিকে সে সেগুলির বাবদে টাকার অংকে যে-১০০ দিয়েছে সেই ১০০ এখন রূপান্তরিত হয় ১-এর অতিরিক্ত মূলধনের অর্থ-রূপে। তা হলে ১-এর জন্য আমাদের থাকে $৪,৪০০_{স}$+ $১১০০_{অ}$ (দ্বিতীয়টি টাকার অংকে) সমান সমান ৫৫০০।

২-এর হাতে এখন স্থির মূলধন বাবদে আছে $১৬০০_{স}$। তাকে কাজে লাগাতে, সে আরো অগ্রিম দেবে টাকার অংকে ৫০ $_{অ}$ নোতুন শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য, যার ফলে তার অস্থির মূলধন বৃদ্ধি পায় ৭৫০ থেকে ৮০০-তে। ২-এর স্থির এবং অস্থির মূলধনের এই মোট ১৫০ বৃদ্ধি আসে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। অতএব, ৭৫০ $২_{উ}$-এর মধ্যে মাত্র $৬০০_{উ}$ থাকে ২-এর ধনিকের জন্য পরিভোগ ভাণ্ডার হিসাবে, যাদের বার্ষিক উৎপন্ন এখন বণ্টিত হয় এই ভাবে :

২. $১৬০০_{স}$+৮০০ $_{অ}$+ $৬০০_{উ}$ (পরিভোগ ভাণ্ডার) সমান ৩০০০।

পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে উৎপাদিত $১৫০_{উ}$, যা এখানে রূপান্তরিত হয়েছে ($১০০_{স}$+ $৫০_{অ}$) ২-এ, তা সমগ্র ভাবে যায় তাদের দৈহিক রূপে শ্রমিকদের পরিভোগের জন্য ; ১০০ পরিভুক্ত হয় ১ (১০০ $১_{অ}$)-এর শ্রমিকদের দ্বারা এবং ৫০ পরিভুক্ত হয় ২ (৫০ $২_{অ}$)-এর শ্রমিকদের দ্বারা, যা উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে ২-এ, যেখানে তার মোট উৎপন্ন প্রস্তুত হয় সঞ্চয়নের পক্ষে উপযুক্ত এক রূপে, সেখানে **আবশ্যিক** ভোগ্য-দ্রব্যাদির আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের ১০০ পরিমাণে বৃহত্তর একটি অংশকে অবশ্যই পুনরুৎপাদন করতে হবে। যদি পুনরুৎপাদন বস্তুতঃই শুরু হয় সম্প্রসারিত আয়তনে, তা হলে অস্থির অর্থ-মূলধন ১-এর ১০০ ফিরে যায় ২-এর তাছে তার শ্রমিক-শ্রেণীর হাত দিয়ে, অন্য দিকে ২ স্থানান্তরিত করে ১-এর হাতে পণ্য-সরবরাহের আকারে ১০০ $_{উ}$-এবং একই সময়ে তার নিজস্ব শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে পণ্য-সরবরাহের আকারে ৫০।

সঞ্চয়নের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত সন্নিবেশটি এখন দাঁড়ায় এই রকম :

১. $৪৪০০_{স} + ১১০০_{অ} + ৫০০$ পরিভোগ ভাণ্ডার $= ৬০০০$

২. $১৬০০_{স} + ৮০০_{অ} + ৬০০$ পরিভোগ-ভাণ্ডার $= ৩০০০$

মোট, যথাপূর্বং, ৯০০০

এই পরিমাণগুলির মধ্যে, নিম্নোক্ত পরিমাণগুলি হচ্ছে মূলধন :

১. $৪৪০০_{স} + ১১০০_{অ}$ (অর্থ) $= ৫৫০০$

২. $১৬০০_{স} + ৮০০$ (অর্থ) $= ২৪০০$

$\} = ৭৯০০$

যখন উৎপাদন শুরু হয়েছিল এই দিয়ে :—

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৪০০০_{স} + ১০০০_{অ} = ৫০০০ \\ ২.\quad ১৫০০_{স} + ৭৫০_{অ} = ২২৫০ \end{array}\right\} = ৭২৫০$$

এখন যদি সত্যকার সঞ্চয়ন এই ভিত্তিতে ঘটে, অর্থাৎ যদি উৎপাদন বস্তুতঃই এই বর্ধিত মূলধন নিয়ে চলতে থাকে, তা হলে পরের বছরের শেষে আমরা পাই :

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৪৪০০_{স} + ১১০০_{অ} + ১১০০_{উ} = ৬৬০০ \\ ২.\quad ১৬০০_{স} + ৮০০_{অ} + ৮০০_{উ} = ৩২০০ \end{array}\right\} = ৯৮০০$$

তা হলে ১-এ সঞ্চয়ন চলতে থাকে একই অনুপাতে, যাতে করে $৫৫০_{উ}$ ব্যয়িত হয় প্রত্যাগম হিসাবে এবং $৫৫০_{উ}$ হয় সঞ্চয়ীকৃত। সে ক্ষেত্রে ১১০০ $১_{অ}$ প্রথম প্রতিস্থাপিত হয় ১,১০০ $২_{স}$ -এর দ্বারা, এবং ৫৫০ $১_{উ}$ অবশ্যই বাস্তবায়িত হয় ২-এর সমপরিমাণ পণ্যে, যাতে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৫০ $১_{(অ+উ)}$, কিন্তু স্থির মূলধন ২, যাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে, তা কেবল ১৬০০-এর সমান; অতএব বাকি

৫০ অবশ্যই অনুপূরণ করতে হয় ৮০০ ২ $_{উ}$ থেকে। আপাততঃ অর্থের দিকটি একপাশে সরিয়ে রেখে, এই লেনদেনটির ফল হিসাবে আমরা পাই :

১. ৪৪০০$_{স}$ + ৫৫০$_{উ}$ (মূলধনীকৃত করতে হবে) : অধিকন্তু, ২$_{স}$-পণ্যসম্ভারে বাস্তবায়িত, ধনিক এবং শ্রমিকদের পরিভোগ-ভাণ্ডার ১৬৫০$_{(অ+উ)}$।

২. ১৬৫০$_{স}$ (২$_{স}$ থেকে ৫০ যোগ করে, যেমন আগে বলা হয়েছে) + ৮০০$_{অ}$ + ৭৫০$_{উ}$ (ধনিকদের পরিভোগ ভাণ্ডার)।

কিন্তু যদি $_{অ}$: $_{উ}$-এর পুরানো অনুপাত ২-এ রক্ষা করা হয়, তা হলে অতিরিক্ত ২৫$_{অ}$ অবশ্যই ব্যয় করতে হবে ৫০$_{স}$-এর জন্য, এবং তা নিতে হবে ৭৫০$_{উ}$ থেকে। তখন আমরা পাই।

২. ১৬৫০$_{স}$ + ৮২৫$_{অ}$ + ৭২৫$_{উ}$।

১-এ ৫৫০$_{উ}$-কে মূলধনীকৃত করতে হবে। যদি আগেকার অনুপাতটি রক্ষা করা হয়, তা হলে এই পরিমাণটি থেকে ৪৪০ গঠন করে স্থির মূলধন এবং ১১০ গঠন করে অস্থির মূলধন। এই ১১০-কে বের করে নেওয়া যেতে পারে ৭২৫ ২$_{উ}$ থেকে; তার মানে ১১০ মূল্যের ভোগ্য-সামগ্রী পরিভুক্ত হয় ১-এর শ্রমিকদের দ্বারা—২-এর ধনিকদের ছাড়া, যার ফলে এই ধনিকেরা বাধ্য হয় এই ১১০ $_{উ}$-কে মূলধনীকৃত করতে, যাকে তারা পরিভোগ করতে পারে না। এর ফলে ৭২৫ ২-এর ৬১৫ ২$_{উ}$-থেকে যায়। কিন্তু যদি ২ এই ভাবে এই ১১০-কে রূপান্তরিত করে অতিরিক্ত স্থির মূলধনে, তা হলে তার আবশ্যক হয় ৫৫-পরিমাণ একটি অতিরিক্ত অস্থির মূলধন। এটা আবার যোগাতে হবে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। ৬১৫ ২$_{উ}$ থেকে এই পরিমাণটি বিয়োগ করলে, ২-এর ধনিকদের পরিভোগের জন্য থাকে ৫৬০, এবং আমরা এখন পাই, সমস্ত সত্যকার ও সম্ভাব্য স্থানান্তর সম্পাদন করার পরে, নিম্নলিখিত মূলধন-মূল্য

১. (৪৪০০$_{স}$ + ৪৪০$_{স}$) + (১১০০$_{অ}$ + ১১০$_{অ}$) =

৪৮৪০$_{স}$ + ১২১০$_{অ}$ = ৬০৫০

২. (১৬০০$_{স}$ + ৫০$_{স}$ + ১১০$_{স}$) + (৮০০$_{অ}$ + ২৫$_{অ}$ + ৫৫$_{অ}$) =

= ১৭৬০$_{স}$ + ৮৮০$_{অ}$ = $\frac{২৬৪০}{৮৬৯০}$

যদি সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে চালাতে হয়, তা হলে ২-এ সঞ্চয়ন ঘটবে ১-এর চেয়ে

আরো বেশি দ্রুত বেগে, কেননা অন্যথা ১ (অ+উ), যাকে অবশ্যই রূপান্তরিত করতে হবে পণ্যে, তা বৃদ্ধি পাবে ২ $_{\text{স}}$-এর চেয়ে আরো বেশি দ্রুত বেগে, কেবল যার সঙ্গে তার বিনিময় হতে পারে।

যদি এই ভিত্তিতে পুনরুৎপাদন চালিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্যান্য অবস্থা থাকে অপরিবর্তিত, তা হলে পরবর্তী বছরে আমরা পাই :

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৪৮৪০_{\text{স}} + ১২১০_{\text{অ}} + ১২১০_{\text{উ}} = ৭২৬০ \\ ২.\quad ১৭৬০_{\text{স}} + ৮৮০_{\text{অ}} + ৮৮০_{\text{উ}} = ৩৫২০ \end{array}\right\} = ১০,৭৮০$$

যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য বিভাজনের হার অপরিবর্তিত থাকে তা হলে ১-এর দ্বারা প্রত্যাগম হিসাবে প্রথমে ব্যয় করতে হবে : ১২১০ $_{\text{অ}}$ এবং $_{\text{উ}}$-এর অর্ধেক, বা ৬০৫, মোট ১৮১৫। এই পরিভোগ-ভাণ্ডার আবার ২ $_{\text{স}}$ থেকে ৫৫ পরিমাণ বৃহত্তর। এই ৫৫-কে বিয়োগ করতে হবে ৮৮০ $_{\text{উ}}$ থেকে ; অবশিষ্ট থাকবে ৮২৫। অধিকন্তু, ২ $_{\text{স}}$-এ ৫৫ ২ $_{\text{উ}}$-এর রূপান্তর সূচিত করে আনুষঙ্গিক অস্থির মূলধনের জন্য ২ $_{\text{স}}$ থেকে আরো একটি বিয়োজন—২৭½-এর বিয়োজন, তখন পরিভোগের জন্য অবশিষ্ট থাকে ৭৯৭½ ২ $_{\text{উ}}$।

১-কে এখন মূলধনীকৃত করতে হবে ৬০৫ $_{\text{উ}}$-কে। এর মধ্যে ৪৮৪ হচ্ছে স্থির এবং ১২১ অস্থির মূলধন। শেষোক্তটিকে আরো বিয়োগ করতে হবে ২ $_{\text{উ}}$ থেকে যা এখনো সমান ৭৯৭½ ; বাকি থাকবে ৬৭৬½ ২ $_{\text{উ}}$। তখন ২ স্থির মূলধনে রূপান্তরিত করে আরো ১২১-কে এবং তার জন্য আবশ্যক করে ৬০½ পরিমাণ আরো একটি অস্থির মূলধন, যা আবার আসে ৬৭৬½ থেকে ; তখন পরিভোগের জন্য বাকি থাকে ৬১৬।

তখন আমরা পাই এই মূলধনগুলিকে :—

১. স্থির : ৪,৮৪০ + ৪৮৪ = ৫,৩২৪

অস্থির : ১,২১০ + ১২১ = ১,৩৩১

২. স্থির : ১,৭৬০ + ৫৫ + ১২১ = ১,৯৩৬

অস্থির : ৮৮০ + ২৭½ + ৬০½ = ৯৬৮

মোট :

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৫৩২৪_{\text{স}} + ১৩৩১_{\text{অ}} = ৬৬৫৫ \\ ২.\quad ১৯৩৬_{\text{স}} + ৯৬৮_{\text{অ}} = ২৯০৪ \end{array}\right\} = ৯৫৫৯$$

এবং বছরের শেষে উৎপন্ন ফল দাঁড়ায় :

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৫৩২৪_{\text{স}} + ১৩৩১_{\text{অ}} + ১৩৩১_{\text{উ}} = ৭৯৮৬ \\ ২.\quad ১৯৩৬_{\text{স}} + ৯৬৮_{\text{অ}} + ৯৬৮_{\text{উ}} = ৩৮৭২ \end{array}\right\} = ১১৮৫৮$$

একই গণনার পুনরাবৃত্তি করে এবং ভগ্নাংশগুলিকে পূর্ণসংখ্যা ধরে নিয়ে, পরবর্তী বছরে আমরা পাই নিম্নোক্ত ফল :

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৫৮৫৬_{\text{স}} + ১৪৬৪_{\text{অ}} + ১৪৬৪_{\text{উ}} = ৮৭৮৪ \\ ২.\quad ২১২৯_{\text{স}} + ১০৬৫_{\text{অ}} + ১০৬৫_{\text{উ}} = ৪২৫৯ \end{array}\right\} = ১৩০৪৩$$

এবং তার পরের বছরে পাই :

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৬৪৪২_{\text{স}} + ১৬১০_{\text{অ}} + ১৬১০_{\text{উ}} = ৯৬৬২ \\ ২.\quad ২৩৪২_{\text{স}} + ১১৭২_{\text{অ}} + ১১৭২_{\text{উ}} = ৪৬৮৬ \end{array}\right\} = ১৪৩৪৮$$

সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনের পাঁচ বছরে ১ এবং ২-এর মোট মূলধন $৫৫০০_{\text{স}} + ১৭৫০_{\text{অ}} = ৭২৫০$ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে $৮৭৮৪_{\text{স}} + ২৭৮২_{\text{অ}} = ১১৫৬৬$; অর্থাৎ ১০০ : ১৬০ অনুপাতে। মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য গোড়ায় ছিল ১৭৫০; এখন তা ২৭৮২। পরিভুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য গোড়ায় ছিল ১-এর ক্ষেত্রে ৫০০ এবং ২-এর ক্ষেত্রে ৬০০, মোট ১১০০। আগের বছরে তা ছিল ১-এর ক্ষেত্রে ৭৩২ এবং ২-এর ক্ষেত্রে ৭৪৫, মোট ১৪৭৭। সুতরাং তা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ : ১৩৪ অনুপাতে।

২. দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

এখন ধরুন ৯০০০ পরিমাণ বার্ষিক উৎপন্ন, যা সবটাই শিল্প-ধনিকদের শ্রেণীটির হাতে একটি পণ্য-মূলধন এমন একটি রূপে, যে-রূপে স্থির মূলধনের সঙ্গে অস্থির মূলধনের সাধারণ গড় অনুপাত হচ্ছে ১:৫। এটা সূচিত করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের, অতএব সামাজিক শ্রমের, একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশের অস্তিত্ব, উৎপাদন-আয়তনের একটি পূর্ব-ঘটিত বৃদ্ধি, এবং সর্বশেষে সেই সমস্ত অবস্থার বিকাশ, যা উৎপন্ন করে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটি আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা। সেক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপন্ন বিভক্ত হবে এই ভাবে, সমস্ত ভগ্নাংশগুলিকে পূর্ণসংখ্যা হিসাবে ধরে নিয়ে :—

$$\left.\begin{array}{l} ১.\quad ৫০০০_{\text{স}} + ১০০০_{\text{অ}} + ১০০০_{\text{উ}} = ৭০০০ \\ ২.\quad ১৪৩০_{\text{স}} + ২৮৫_{\text{অ}} + ২৮৫_{\text{উ}} = ২০০০ \end{array}\right\} ৯০০০$$

এখন ধরুন যে ধনিক যে শ্রেণী ১ পরিভোগ করে তার উদ্বৃত্ত মূল্যের অর্ধেকটা, বা ৫০০, এবং সঞ্চয়ন করে বাকি অর্ধেকটা। সে ক্ষেত্রে (১০০০$_{\text{অ}}$ + ৫০০$_{\text{উ}}$) ১, বা ১৫০০-কে রূপান্তরিত করতে হবে ১৫০০ ২$_{\text{স}}$-এ। যেহেতু ২$_{\text{স}}$-এর পরিমাণ এখানে দাঁড়ায় কেবল ১,৪৩০, সেই হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে ৭০ যোগ করা আবশ্যক। ২৮৫ ২$_{\text{উ}}$ থেকে এই অংকটি বাদ দিলে থাকে ২১৫ ২$_{\text{উ}}$। তা হলে আমরা পাই :

১. ৫০০০$_{\text{স}}$ + ৫০০$_{\text{উ}}$ (মূলধনীকৃত করতে হবে) + ১৫০০$_{(\text{অ}+\text{উ})}$ ধনিকদের ও শ্রমিকদের পরিভোগ-ভাণ্ডারে।

২. ১৪৩০$_{\text{স}}$ + ৭০$_{\text{উ}}$ (মূলধনীকৃত করতে হবে) + ২৮৫$_{\text{অ}}$ + ২১৫$_{\text{উ}}$ ।

যেহেতু ৭০ ২$_{\text{উ}}$ এখানে সরাসরি সংযোজিত হয় ২$_{\text{স}}$-এর সঙ্গে, সেই হেতু $\frac{৭০}{৫}$ বা ১৪ পরিমাণ একটি অস্থির মূলধন আবশ্যক হয় এই অতিরিক্ত স্থির মূলধনকে গতিশীল করার জন্য। এই ১৪-ও আসতে হবে ২১৫ ২$_{\text{উ}}$ থেকে, যাতে করে থাকে ২০১ ২$_{\text{উ}}$, এবং আমরা পাই :

২. (১৪৩০$_{\text{স}}$ + ৭০$_{\text{স}}$) + (২৮৫$_{\text{অ}}$ + ১৪$_{\text{অ}}$) + ২০১$_{\text{উ}}$ ।

১৫০০ ২$_{\text{স}}$-এর বদলে ১৫০০ ১$_{(\text{অ}+\frac{১}{২}\text{উ})}$ -এর বিনিময় হল সরল পুনরুৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া, এবং এ সম্পর্কে আর কিছু বলার আবশ্যকতা নেই। যাই হোক, কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেগুলি উদ্ভূত হয় এই ঘটনা থেকে যে পুনরুৎপাদন সঞ্চয়নে ১$_{(\text{অ}+\frac{১}{২}\text{উ})}$ একমাত্র ২$_{\text{স}}$-এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় না, প্রতিস্থাপিত হয় ২$_{\text{স}}$ যোগ ২$_{\text{উ}}$-এর একটি অংশের দ্বারা।

বলা বাহুল্য, যখনি আমরা ধরে নিই সঞ্চয়ন, তখনি ১ (অ + উ) হয় ২$_{\text{স}}$-এর চেয়ে বেশি—২$_{\text{স}}$-এর সমান নয়, যেমন সরল পুনরুৎপাদনে। কেননা প্রথমতঃ, ১ অন্তর্ভুক্ত করে তার নিজের উৎপাদনশীল মূলধনে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটি অংশ এবং তার পাঁচ-ষষ্ঠাংশকে রূপান্তরিত করে স্থির মূলধনে, এবং তাই এই পাঁচ-ষষ্ঠাংশকে যুগপৎ প্রতিস্থাপিত করতে পারে না ২-এর পরিভোগ-সামগ্রীর দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ, ১-কে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন থেকে যোগাতে হবে ২-এর অভ্যন্তরে সঞ্চয়নের জন্য আবশ্যক হয় স্থির মূলধনের সামগ্রী, ঠিক যেমন ২-কে যোগাতে হয় ১-কে অস্থির মূলধনের সামগ্রী, যা গতিশীল করবে ১-এর উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের সেই অংশটিকে, যাকে ১ নিজেই নিয়োগ করেছে অতিরিক্ত স্থির মূলধন হিসাবে। আমরা জানি যে আসল মূলধন,

অতএব অতিরিক্ত মূলধনও, গঠিত হয় শ্রম-শক্তি দিয়ে। ২-এর কাছ থেকে যে জীবনধারণের উপকরণ-সম্ভার ক্রয় করে কিংবা তার দ্বারা নিয়োজিতব্য অতিরিক্ত শ্রম-শক্তির জন্য তা সঞ্চয়ন করে, যেমন করতে হত গোলাম-মালিককে, সে ধনিক ১ নয়। এরাই সেই শ্রমিক ২-এর সঙ্গে ব্যবসা করে। কিন্তু এই ঘটনা তার অতিরিক্ত শ্রম-শক্তির পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রীকে কেবল তার ভবিষ্যতে নিয়োজ্য অতিরিক্ত শ্রম-শক্তির উৎপাদন ও ভরণ-পোষণের উপায় হিসাবে, অতএব অস্থির মূলধনের দৈহিক রূপ হিসাবে, গণ্য করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তার নিজের আশু কর্মকাণ্ড, উপস্থিত ক্ষেত্রে ১-এর আশু কর্মকাণ্ড, হচ্ছে কেবল অতিরিক্ত শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নোতুন অর্থ-মূলধন জমিয়ে তোলা। যখনি সে তা তার মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে, তখনি সেই অর্থ পরিণত হয় এই শ্রম-শক্তির জন্য ২-এর পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের একটি উপায়ে; যে-শ্রম-শক্তির হাতের কাছে এই ভোগের জিনিসগুলি হাজির থাকা চাই।

প্রসঙ্গতঃ, ধনিক, এবং সেই সঙ্গে তার লেখক-গোষ্ঠীও, প্রায়শঃই অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে শ্রম-শক্তি যে-ভাবে তার অর্থ ব্যয় করে থাকে সেই সম্পর্কে এবং যেসব সামগ্রীতে তা এই অর্থকে বাস্তবায়িত করে, সেই পণ্যসম্ভার ২ সম্পর্কে। এই ধরনের উপলক্ষে তারা দার্শনিকতা করে, সংস্কৃতি সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করে এবং লোক-হিতৈষণামূলক কথাবার্তা চর্চা করে, যেমন করেন ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ দূতাবাসের সচিব মিঃ ড্রুমণ্ড। 'নেশন' (পত্রিকা) গত অক্টোবরে, ১৮৭৯, একটি কৌতূহলজনক নিবন্ধ প্রকাশ করে, যার মধ্যে ছিল এই অনুচ্ছেদগুলি: তাঁর মতে "উদ্ভাবনের অগ্রগতির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাল রাখতে পারেনি, এবং তাদের উপরে বর্ষিত হতে থাকল এমন সব জিনিস যেগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তারা জানে না, এবং সেগুলির জন্য কোনো বাজারও সৃষ্টি করে না।" [প্রত্যেক ধনিক স্বভাবতই চায় যে শ্রমিক তার পণ্য ক্রয় করুক।] "কেন যে শ্রমিক মন্ত্রী, উকিল এবং ডাক্তারের মত সমান পরিমাণ আরাম-দ্রব্য কামনা করেনা তার কোনো কারণ নেই; তারা তো তার মত একই আয় করে।" [এই শ্রেণীর উকিল, মন্ত্রী এবং ডাক্তারদের বস্তুতঃপক্ষে কেবল এমন অনেক আরাম-দ্রব্যের কামনা নিয়েই খুশি থাকতে হবে!] "যাই হোক, সে তা করে না। সমস্যাটা থেকেই যায়, কি ভাবে যুক্তিসঙ্গত ও স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় তাকে পরিভোক্তা হিসাবে উন্নীত করা যায়; খুব সহজ ব্যাপার নয়, কারণ তার আকাঙ্ক্ষা কাজের ঘণ্টার হ্রাস সাধনের বাইরে যায় না; বক্তৃতাবাগীশেরা তার মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তার অবস্থা উন্নত করার জন্য তাকে উৎসাহিত না করে, তাকে বরং উত্তেজিত করে তার কাজের ঘণ্টার হ্রাস সাধন করতে।" (**Reports of H. M.'s Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures, Commerce** etc. **of the Countries in which they reside. London, 1879, p. 404.**)

মনে হয় কাজের দীর্ঘ ঘণ্টাই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত এবং স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াসমূহের চাবি-

কাঠি, যা শ্রমিকের মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তার অবস্থার উন্নতি বিধান করবে এবং তাকে একজন যুক্তিসম্পন্ন পরিভোক্তায় পরিণত করবে। ধনিকের পণ্যসম্ভারের একজন যুক্তিসম্পন্ন পরিভোক্তা হতে হলে, তাকে সর্বোপরি শুরু করতে হলে তার নিজস্ব ধনিককে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে তার শ্রম-শক্তিকে অযৌক্তিক ও অস্বাস্থ্যকর ভাবে পরিভোগ করতে পারে—কিন্তু বক্তৃতাবাগীশ তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করে! যুক্তিসঙ্গত পরিভোগ বলতে ধনিক কি বোঝায় তা সেখানেই স্পষ্ট, যেখানে সে তার নিজের শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যে লিপ্ত হবার মত সদাশয়তা প্রদর্শন করে, টাকার বদলে জিনিসের মারফৎ মজুরি দানের ব্যবস্থায়, যার মধ্যে পড়ে শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান সরবরাহ করা, যার ফলে ধনিক একই সঙ্গে হয় তার জমিদারও বটে—ব্যবসার নানান শাখার মধ্যে এটা একটি।

এই একই ড্রুমণ্ড, যাঁর সুন্দর আত্মা শ্রমিক-শ্রেণীর উন্নতি-বিধানে ধনতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় এত মুগ্ধ, তিনি ঐ একই প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 'লোওয়েল অ্যাণ্ড লরেন্স মিলস'-এর তুলাজাত জিনিস উৎপাদন সম্পর্কে বলেছেন। কারখানার মেয়েদের থাকা-খাওয়ার বাড়িগুলি মিল-মালিকদেরই কোম্পানি বা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন। এই বাড়িগুলির পরিচালিকারাও এই একই কোম্পানির কর্মচারী আর এই কোম্পানিই তৈরি করে দেয় আচরণ-বিধি। রাত ১০ টার পরে কোনো মেয়েকে বাইরে থাকতে দেওয়া হয় না। তারপরেই দেখি একখানি মুক্তো: একটি বিশেষ পুলিস-বাহিনী ঐ এলাকায় টহল দেয় ঐ বিধি-ভঙ্গের বিরুদ্ধে পাহারা দেবার জন্য। রাত ১০ টার পরে কেউ বেরুতে বা ঢুকতে পারে না। কোনো মেয়ে কোম্পানির এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারে না, এবং এই জমিতে অবস্থিত প্রত্যেকটি বাড়ি কোম্পানিকে খাজনা বাবদে এনে দেয় প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০ ডলার করে। এখন আমরা যুক্তিবান পরিভোক্তাকে দেখি তার পূর্ণ মহিমায়: "যেহেতু চির-বিরাজমান পিয়ানোটিকে দেখা যায় শ্রমিক-মেয়েদের অনেকগুলি সুসজ্জিত বাসগৃহে, সেই হেতু সঙ্গীত, গান ও নাচ কর্মীদের বেশ কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করে—অন্তত: সেই কর্মীদের, যারা তাঁত-কলে ১০ ঘণ্টা একটানা কাজের শেষে সত্যকার বিশ্রাম যতটা চায় তার চেয়ে বেশি চায় একঘেয়েমি থেকে মুক্তি।" (পৃ: ৪১২।) কিন্তু শ্রমিককে একজন যুক্তিবান পরিভোক্তায় পরিণত করার প্রধান রহস্যটি এখনো প্রকাশ করা হয়নি। মিঃ ড্রুমণ্ড গেলেন টার্নার ফল্‌স্ (কনেকটিকাট রিভার)-এর ছুরি-কাঁচি তৈরির কারখানায়, এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ওকম্যান তাঁকে প্রথমে বললেন যে গুণমানের দিক থেকে বিশেষ ভাবে মার্কিন ছুরি-চামচ ব্রিটিশ ছুরি-চামচের চেয়ে ভাল এবং তার পরে যোগ করলেন, "সময় আসছে যখন আমরা দামের ব্যাপারেও ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেব; গুণের দিক থেকে যে আমরা এগিয়ে আছি, তা এখন স্বীকৃত, কিন্তু আমাদের দাম আরো কমাতে হবে এবং তখনি আমরা তা করতে পারব যখনি আমরা আরো কম দামে ইস্পাত পাব এবং শ্রমিকের মজুরি দাবিয়ে দিতে পারব।" (৪২৭।) মজুরি হ্রাস

এবং কাজের দীর্ঘ ঘণ্টা—এটাই হল যুক্তিসঙ্গত ও স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া, যা শ্রমিককে উন্নীত করবে যুক্তিবাদী পরিভোক্তার মর্যাদায়, যাতে করে "যে জিনিসগুলি তাদের উপরে বর্ষণ করা হয়, সেগুলির জন্য তারা একটি বাজার তৈরি করে"—সংস্কৃতি এবং উদ্ভাবনের অগ্রগতির সাহায্যে।

কাজে কাজেই, ঠিক যেমন ১-কে সরবরাহ করতে হয় ২-এর অতিরিক্ত স্থির মূলধন তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন থেকে, ঠিক তেমনি ২ সরবরাহ করে অতিরিক্ত অস্থির মূলধন ১-এর জন্য। অস্থির মূলধনের ব্যাপারে, ২ সঞ্চয়ন করে ১-এর জন্য এবং তার নিজের জন্য তার মোট উৎপন্নের, এবং অতএব বিশেষ করে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের, একটি বৃহত্তর অংশকে আবশ্যিক ভোগ্য-দ্রব্যাদির আকারে পুনরুৎপাদন করে।

বর্ধমান মূলধনের ভিত্তিতে উৎপাদনে, ১$_{(অ+উ)}$ অবশ্যই হবে সমান ২$_{স}$ যোগ ২-এ উৎপাদন-সম্প্রসারণের জন্য আবশ্যক স্থির মূলধনের অংশটি ; এবং এই সম্প্রসারণের ন্যূনতম পরিমাণ হচ্ছে সেই পরিমাণটি, যা ছাড়া প্রকৃত সঞ্চয়ন, অর্থাৎ স্বয়ং ১-এ উৎপাদনের সম্প্রসারণ, সম্ভব নয়।

যে ব্যাপারটি আমরা সবশেষে পরীক্ষা করেছিলাম, সেই ব্যাপারটিতে ফিরে গেলে আমরা তাতে দেখতে পাই একটি স্ববিশিষ্ট ঘটনা ; সেটি এই যে, ১$_{(অ+\frac{১}{২}উ)}$-এর চেয়ে, ভোগ্য-সামগ্রীর জন্য প্রত্যাগম হিসাবে ব্যয় হয় উৎপন্ন ১-এর যে অংশটি তার চেয়ে ২$_{স}$ ক্ষুদ্রতর, যার দরুন ১৫০০ ১$_{(অ+উ)}$ বিনিময় করলে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন ২-এর একটি অংশ, সমান ৭০, সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবায়িত হয়। ২$_{স}$ = ১৪৩০ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, বাকি সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, এটা অবশ্যই প্রতিস্থাপিত করতে হবে ১$_{(অ+উ)}$ থেকে একটি সমান আয়তনের মূল্যের দ্বারা—যাতে করে ২-এ সংঘটিত হতে পারে সরল পুনরুৎপাদন, এবং ততদূর পর্যন্ত আমাদের আর এখানে এর প্রতি বেশি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত ৭০ ২$_{স}$-এর বেলায় ব্যাপারটি আলাদা। ১-এর বেলায় যা কেবল পারে ভোগ্য-দ্রব্যাদির দ্বারা প্রত্যাগমের প্রতিস্থাপন, পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট কেবল পণ্য-বিনিময়, ২-এর বেলায় তা কিন্তু পণ্য-মূলধনের রূপ থেকে তার স্থির মূলধনের দৈহিক রূপে নিছক পুনঃ-রূপান্তর মাত্র নয়, যেমন সরল পুনরুৎপাদনে, বরং সেটা হচ্ছে সঞ্চয়নের একটি প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া, পরিভোগ্য-দ্রব্যাদির রূপ থেকে স্থির মূলধনের রূপে তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটি অংশের রূপান্তর। যদি

টাকার অংকে £৭০ (উদ্বৃত্ত-মূল্যের রূপান্তরের জন্য সংরক্ষিত অর্থ) দিয়ে ১ ক্রয় করে ৭০ $২_{উ}$, এবং যদি ২ বিনিময়ে ৭০ $১_{উ}$ ক্রয় না করে, বরং সঞ্চয়ন করে ঐ £৭০-কে সংরক্ষিত অর্থ হিসাবে, তা হলে শেষোক্তটি বাস্তবিক পক্ষে সব সময়েই হয় অতিরিক্ত উৎপন্নের একটি অভিব্যক্তি (ঠিক ২-এরই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের, এটা যার একটি একাংশ), যদিও এটা এমন একটি উৎপন্ন নয় যা উৎপাদনে পুনঃপ্রবেশ করে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ২-এর পক্ষে এই অর্থ-সঞ্চয়ন একই সময়ে প্রকাশ করবে যে উৎপাদনের উপায়ের আকারে ৭০ $১_{উ}$ হচ্ছে অ-বিক্রয়যোগ্য। ১-এ দেখা দেবে আপেক্ষিক অতি-উৎপাদন—২-এর পক্ষে পুনরুৎপাদনের যুগপৎ অ-সম্প্রসারণ অনুযায়ী।

কিন্তু এ ছাড়াও: টাকার অংকে এই ৭০, যা এসেছিল ১ থেকে, তা যে-পর্যন্ত-না আবার তাতে ফিরে যায় আংশিক বা সামগ্রিক ভাবে—২-এর দ্বারা ৭০ $১_{উ}$ -এর ক্রয়ের মাধ্যমে, সেই পর্যন্ত টাকার অংকে এই ৭০ অবস্থান করে ২-এর হাতে, আংশিক বা সামগ্রিক ভাবে—অতিরিক্ত কার্যতঃ অর্থ-মূলধন হিসাবে। ১ এবং ২-এর মধ্যে প্রত্যেকটি বিনিময়ের ক্ষেত্রেই এটা সত্য, যে-পর্যন্ত-না তাদের নিজ নিজ পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে ঐ অর্থ তার সূচনা-বিন্দুতে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা-ক্রমে, অর্থ এই ভূমিকায় অবস্থান করে কেবল অতি সাময়িক ভাবেই। অবশ্য, ক্রেডিট-ব্যবস্থায়, যেখানে সমস্ত সাময়িক ভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থই অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন হিসাবে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় ভাবে কাজ করছে বলে ধরা হয়, সেখানেই কেবল এই ভাবে সাময়িক ভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত অর্থ বাঁধা পড়তে পারে, যেমন ১-এর নোতুন নোতুন উদ্যোগে কাজ করতে পারে, যখন তার উচিত ছিল অন্যান্য উদ্যোগে অবস্থিত উদ্বৃত্ত-উৎপন্নসমূহকে বাস্তবায়িত করা। এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, স্থির মূলধন ২-এর সঙ্গে ৭০ $১_{উ}$ -এর অন্তর্ভুক্তি দাবি করে অস্থির মূলধন ২-এর ১৪ পরিমাণ সম্প্রসারণ। এটা সূচিত করে—যেমন তা করেছিল ১-এর ক্ষেত্রে, মূলধন $১_{স}$-এ উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন $১_{উ}$ -এর সরাসরি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে—যে, ২-এ পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে আরো মূলধনীকরণের অভিমুখে; অন্য ভাবে বলা যায়, এটা সূচিত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশের সম্প্রসারণ, যে-অংশটি গঠিত হয় জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণ-সমূহ নিয়ে।

আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে ৯০০০ পরিমাণ উৎপন্ন, পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বন্টিত হবে নিম্নলিখিত ভাবে—যদি ৫০০ $১_{উ}$ -কে মূলধনীকৃত করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে আমরা কেবল পণ্যগুলিকেই বিবেচনা করি এবং উপেক্ষা করি অর্থ-সঞ্চলনকে।

১. $৫০০০_{স}+৫০০_{উ}$(মূলধনীকৃত করতে হবে)$+১৫০০_{(অ+উ)}$ পরিভোগ ভাণ্ডার সমান পণ্যের অংকে ৭০০০।

২. $১৫০০_{স}+২৯৯_{অ}+২০১_{উ}$ সমান পণ্যের অংকে ২০০০। সর্বমোট পণ্যের অংকে ৯০০০।

মূলধনীকরণ ঘটে এই ভাবে:

১-এ $৫০০_{উ}$, যাকে মূলধনীকৃত করা হচ্ছে, ভাগ হয় পাঁচ-ষষ্ঠাংশে, কিংবা $৪১৭_{স}$ যোগ এক-ষষ্ঠাংশে, কিংবা $৮৩_{অ}$ -এ। $৮৩_{অ}$ নেয় $২_{উ}$ থেকে একটি সমান পরিমাণ, যা ক্রয় করে স্থির মূলধনের উপাদানগুলিকে এবং সেগুলিকে যোগ করে $২_{স}$-এর সঙ্গে। $২_{স}$-এর ৮৪ পরিমাণ বৃদ্ধি সূচিত কর ৮৩-র এক পঞ্চমাংশ বা ১৭ পরিমাণে $২_{অ}$-এর বৃদ্ধি। এই বিনিময়ের পরে আমরা তখন পাই:

১. $(৫,০০০_{স}+৪১৭_{উ})_{স}+(১০০০_{অ}+৮৩_{উ})_{অ}$
$=৫,৪১৭_{স}+১,০৮৩_{অ}=৬৫০০$

২. $(১৫০০_{স}+৮৩_{উ})_{স}+(২৯৯_{অ}+১৭_{উ})_{অ}$
$=১,৫৮৩_{স}+৩১৬_{অ}=১৮৯৯$

মোট ৮,৩৯৯

১-এর মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ৬,০০০ থেকে ৬,৫০০-এ, অর্থাৎ $\frac{১}{১২}$ ভাগ। ২-এর মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৭১৫ থেকে ১,৮৯৯-এ, অর্থাৎ ঠিক $\frac{১}{৯}$ ভাগে নয়।

দ্বিতীয় বছরে এই ভিত্তিতে পুনরুৎপাদন সেই বছরের শেষে মূলধনকে পরিণত করে:

১. $(৫৪১৭_{স}+৪৫২_{উ})_{স}+(১০৮৩_{অ}+৯০_{উ})_{অ}$
$=৫৮৬৯_{স}+১১৭৩_{অ}=৭০৪২$

২. $(১৫৮৩_{স}+৪২_{উ}+৯০_{উ})_{স}+(৩১৬_{অ}+৮_{উ}+১৮_{উ})_{অ}=১৭১৫_{স}+$
$৩৪২_{অ}=২০৫৭$

এবং তৃতীয় বছরের শেষে আমাদের থাকে এই উৎপন্ন ফল :

১. $৫৮৬৯_{স} + ১১৭৩_{অ} + ১১৭৩_{উ}$

২. $১৭১৫_{স} + ৩৪২_{অ} + ৩৪২_{উ}$

যদি ১ আগের মত সঞ্চয়ন করে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধেক, তা হলে আমরা দেখি যে ১ $(অ + \frac{১}{২}উ)$ দেয় $১১৭৩_{অ} + ৫৮৭ (\frac{১}{২} উ)$, সমান ১৭৬০, গোটা ১৭১৫ ২$_{স}$ থেকে বেশি, বাড়তি ৪৫-এ। এটাকে আমার ব্যালান্স করতে হবে সম-পরিমাণ উৎপাদনের উপায় ২ $_{স}$-এ স্থানান্তরিত করে, যা এইভাবে ৪৫ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যার জন্য আবশ্যক হয় ২ $_{অ}$-এর সঙ্গে এক-পঞ্চমাংশ, বা ৯ যোগ করার। অধিকন্তু, মূলধনীকৃত ৫৮৭ ১ $_{উ}$ ভাগ হয় পাঁচ-ষষ্ঠাংশে এবং এক-ষষ্ঠাংশে অর্থাৎ ৪৮৯$_{স}$-এ এবং ৯৮ $_{অ}$-এ। ২-এ ৯৮ সূচিত করে স্থির মূলধনের সঙ্গে ৯৮-এর একটি নোতুন সংযোজন, এবং এটা আবার মূলধন ২-এর বৃদ্ধি—এক-পঞ্চমাংশ বা ২০-পরিমাণে। তা হলে আমরা পাই :

১. $(৫৮৬৯_{স} + ৪৮৯_{উ})_{স} + (১১৭৩_{অ} + ৯৮_{উ})_{অ}$

$$= ৬৩৫৮_{স} + ১২৭১_{অ} = ৭৬২৯$$

২. $(১৭১৫_{স} + ৪৫_{উ} + ৯৮_{উ})_{স} + (৩৪২_{অ} + ৯_{উ} + ২০_{উ})_{অ}$

$$= ১৮৫৮_{স} + ৩৭১_{অ} = ২২২৯$$

মোট মূলধন $= ৯৮৫৮$

বর্ধমান পুনরুৎপাদনের তিন বছর ১-এর মোট মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০০০ থেকে ৭৬২৯-এ এবং ২-এর মোট মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭১৫ থেকে ২২২৯-এ, সামূহিক সামাজিক মূলধন ৭৭১৫ থেকে ৯৮৫৮-এ।

৩. সঞ্চয়নে ২ $_{স}$-এর প্রতিস্থাপন

২ $_{স}$-এর সঙ্গে ১ $(অ + উ)$-এর বিনিময়ে আমরা এইভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই।

সরল পুনরুৎপাদনে তাদের উভয়ই সমান হবে এবং পরস্পরকে প্রতিস্থাপন করবে, কেননা অন্যথা সরল পুনরুৎপাদন বিনা ব্যাঘাতে অগ্রসর হতে পারে না, যা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি।

সঞ্চয়নে যে জিনিসটি সবচেয়ে আগে বিচার করতে হবে, সেটি হল সঞ্চয়নের হার। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রগুলিতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, ১-এ সঞ্চয়নের হার ছিল সমান $\frac{১}{২}$উ ১, এবং সেই সঙ্গে তা বছরের পর বছর ছিল স্থির। আমরা কেবল পরিবর্তিত করেছিলাম সেই অনুপাতটি, যাতে এই সঞ্চয়ীকৃত মূলধন ভাগ হয়েছিল অস্থির এবং স্থির মূলধনে। তখন আমরা পেয়েছিলাম তিনটি পরিস্থিতি :

(১) $১_{(অ+\frac{১}{২}উ)}$ সমান $২_স$, যা অতএব $১_{(অ+উ)}$-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর। এটা সব সময়েই তাই হবে, অন্যথা ১-এ সঞ্চয়ন হয় না।

(২) $১_{(অ+\frac{১}{২}উ)}$ $২_স$-এর চেয়ে বৃহত্তর। এ ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন সংঘটিত হয় $২_স$-এর $২_উ$-এর অনুরূপ একটি অংশ যোগ করে, যাতে করে $১_{(অ+\frac{১}{২}উ)}$-এর সমান হয়। এখানে ২-এর প্রতিস্থাপন তার স্থির মূলধনের একটি সরল পুনরুৎপাদন নয়, বরং একটি সঞ্চয়ন, তাব স্থির মূলধনের একটি সংবৃদ্ধি—তার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের সেই অংশ-পরিমাণে, যা তা বিনিময় করে ১-এর উৎপাদন-উপায়ের সঙ্গে। এই সংবৃদ্ধি একই সময়ে সূচনা করে অস্থির মূলধন ২-এর একটি অনুরূপ সংযোজন—তার নিজের উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন থেকে।

(৩) $১_{(অ+\frac{১}{২}উ)}$ $২_স$-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর। এ ক্ষেত্রে ২ বিনিময়ের মাধ্যমে তার স্থির মূলধনকে পুরোপুরি পুনরুৎপাদন করে না এবং তাকে অবশ্যই ঘাটতি পূরণ করতে হয় ১ থেকে ক্রয়ের মাধ্যমে। কিন্তু এতে অস্থির মূলধন ২-এর আর কোনো সঞ্চয়নের প্রয়োজন হয় না, কেননা তার স্থির মূলধন কেবল এই কর্মকাণ্ডের দ্বারাই পুরোপুরি পুনরুৎপাদিত হয়। অন্য দিকে, ১-এর ধনিকদের সেই অংশটি, যারা সঞ্চয়ন করে কেবল অর্থ-মূলধন, ইতিমধ্যেই এই ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করে ফেলেছে এই সঞ্চয়নের একটি অংশ।

$১_{(অ+উ)}$ সমান $২_স$—সরল পুনরুৎপাদনের এই প্রতিজ্ঞাটি কেবল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনই নয়, বদিও তা এই সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয় না যে ১০-১১ বছরের একটি শিল্পচক্রে কোনো এক বছর দেখাতে পারে আগেকার বছরের চেয়ে একটি অল্পতর মোট উৎপাদন, যাতে করে আগের বছরের তুলনায় এমনকি সরল পুনরুৎপাদনও সংঘটিত হয় না। তা ছাড়াও, জনসংখ্যার স্বাভাবিক বাৎসরিক বৃদ্ধি বিবেচনা করলে, সরল পুনরুৎপাদন সংঘটিত হতে পারে কেবল সেই মাত্রা পর্যন্ত যে তদনুযায়ী একটি বৃহত্তর সংখ্যক অনুৎপাদনশীল পরিচারক অংশীদার হবে সামূহিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের তথা ১৫০০-এর। কিন্তু মূলধনের সঞ্চয়ন, প্রকৃত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, এই অবস্থায় হবে অসম্ভব। সুতরাং ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের ঘটনা বাতিল করে দেয়

$২_{স}$-এর সঙ্গে ১ (অ+উ)-এর সমান হবার সম্ভাবনা। যাই হোক, এমনকি ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের ক্ষেত্রেও এটা ঘটতে পারে যে একটি পূর্ববর্তী উৎপাদন-কালক্রম চলাকালে সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারা অনুসৃত গতিপথের ফলশ্রুতি হিসাবে, $২_{স}$ কেবল ১ (অ+উ)-এর সমানই হতে পারে না, তার চেয়ে এমনকি বৃহত্তরও হতে পারে। এর মানে দাঁড়াবে ২-এ একটি অতি উৎপাদন এবং একটি সাংঘাতিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু দিয়ে তার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না—যে বিপর্যয়ের ফলে ২-এর কিছু মূলধন স্থানান্তরিত হবে ১-এ।

যদি স্থির মূলধন ২-এর একটি অংশ নিজেকে পুনরুৎপাদিত করে, যেমন ঘটে থাকে কৃষিতে দেশজ-বীজের ব্যবহারে, তা হলেও $২_{স}$-এর সঙ্গে ১ (অ+উ)-এর সম্পর্কটা বদলে যায় না। $_{স}$-এর এই অংশটিকে ১ এবং ২-এর বিনিময়ে $১_{স}$-কে যতটা বিবেচনায় নেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশি নিতে হবে না। যদি ২-এর উৎপন্নসম্ভারের একটি অংশ উৎপাদনের উপায় হিসাবে ১-এ প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তা হলেও পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ১-এর দ্বারা সরবরাহ-কৃত উৎপাদন-উপায়ের একটি অংশের দ্বারা তা আবৃত হয়, এবং এই অংশটিকে শুরুতেই দুদিক থেকে অবশ্যই বাদ দিয়ে রাখতে হয়—যদি আমরা বিশুদ্ধ ও অবারিত রূপে সামাজিক উৎপাদনের দুটি বৃহৎ শ্রেণীর—উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদনকারী এবং পরিভোগ-সামগ্রীর উৎপাদনকারী এই দুটি বৃহৎ শ্রেণীর—মধ্যেকার বিনিময়কে পরীক্ষা করতে চাই।

অতএব ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে ১ (অ+উ) হতে পারে না $২_{স}$-এর সমান; অন্য ভাবে বলা যায়, পারস্পরিক বিনিময়ে একটি অপরটির সমতা রক্ষা করতে পারেনা। অন্য দিকে, যদি ১ $\frac{উ}{x}$-কে নেওয়া হয় $১_{উ}$-এর সেই অংশটি হিসাবে, যেটি ১-এর ধনিকেরা ব্যয় করে প্রত্যাগম হিসাবে, তা হলে ১ $(অ+\frac{উ}{x})$ হতে পারে $২\frac{স}{x}$-এর সমান বা তার চেয়ে বেশি বা কম। কিন্তু ১ $(অ+\frac{উ}{x})$ অবশ্যই হবে ২(স+)উ-এর চেয়ে কম এবং এই কমতি হবে $২_{উ}$-এর সেই পরিমাণটির সমান সেটি ২-এর ধনিকেরা সব অবস্থাতেই পরিভোগ করবে।

এটা অবশ্যই দ্রষ্টব্য যে সঞ্চয়নের এই বিশ্লেষণে স্থির মূলধনের মূল্যকে সঠিক ভাবে উপস্থিত করা হয়নি—যেখানে মূলধন সেই পণ্য-মূলধনেরই একটি অংশ যা উৎপাদন করতে তা সাহায্য করেছিল। নোতুন সঞ্চয়ীকৃত স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটি

পণ্য-মূলধনে প্রবেশ করে কেবল ক্রমে ক্রমে এবং কিছু সময় অন্তর অন্তর—এই স্থিতিশীল উপাদানগুলির বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী। অতএব যখনি কাঁচামাল, আধা-তৈরি জিনিস ইত্যাদি পণ্যের উৎপাদনে প্রবেশ করে বিরাট বিরাট পরিমাণে, তখনি পণ্য-মূলধন প্রধানতঃ গঠিত হয় আবর্তনশীল স্থির অংশ সমূহের বিবিধ প্রতিস্থাপন এবং অস্থির মূলধনের দ্বারা। (অবশ্য আবর্তনশীল স্থির অংশগুলির নির্দিষ্ট প্রতিবর্তনের দরুন, ব্যাপারটিকে উপস্থিত করার এই পথটি গ্রহণ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, আবর্তনশীল অংশ এবং তৎসহ তাতে স্থানান্তরিত স্থিতিশীল মূলধনের মূল্যের অংশটি বছরে এত প্রায়শঃ প্রতিবর্তিত হয় যে সরবরাহ-কৃত পণ্য সমূহের সামূহিক পরিমাণটি মূল্যের দিক থেকে বার্ষিক উৎপাদনে প্রবেশকারী সমস্ত মূলধনের সমান হয়।) কিন্তু যেখানে কেবল সহায়ক দ্রব্যাদিই ব্যবহৃত হয় যান্ত্রিক শিল্পের জন্য, এবং কোনো কাঁচা মালই ব্যবহৃত হয় না সেখানে শ্রম-উপাদানটি, সমান অ, অবশ্যই পণ্য-মূলধনে পুনরাবির্ভূত হবে তার বৃহত্তর উপাদান হিসাবে। যখন মুনাফা হারের গণনায় উদ্বৃত্ত-মূল্য রূপায়িত হয় মোট মূলধনে, তা সে স্থিতিশীল অংশগুলি উৎপন্ন-সামগ্রীর পর্যায় ক্রমিক ভাবে বেশি মূল্যই স্থানান্তরিত করুক বা কম মূল্যই স্থানান্তরিত করুক, তখন স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটিকে কোনো পর্যায় ক্রমিক ভাবে সৃষ্ট পণ্য-মূলধনের মূল্যের গণনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় কেবল ততটাই যতটা তা উৎপন্ন-সামগ্রীতে প্রদান করে ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে।

৪. অনুপূরক মন্তব্য

২-এর জন্য অর্থের মূল উৎসটি হচ্ছে ২$_{স}$-এর একটি অংশের বদলে বিনিময়-কৃত স্বর্ণ-শিল্প ১-এর অ+উ। স্বর্ণ-উৎপাদনকারীর অ+উ ২-এ প্রবেশ করে না কেবল ততটা পর্যন্ত, যতটা সে উদ্বৃত্ত-মূল্য সঞ্চয়ন করে কিংবা তাকে রূপান্তরিত করে ১-এর উৎপাদন-উপায়সমূহে, অর্থাৎ ততটা পর্যন্ত, যতটা সে তার উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করে। অন্য দিকে, যেহেতু স্বয়ং স্বর্ণ-উৎপাদনকারীর পক্ষে অর্থের সঞ্চয়ন শেষ পর্যন্ত চালিত করে সম্প্রসারিত আয়তনে পুনরুৎপাদনে, সেই হেতু স্বর্ণের উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, যা প্রত্যাগম হিসাবে ব্যয়িত হয়নি, তা স্বর্ণ-উৎপাদনকারীর অতিরিক্ত অস্থির মূলধন হিসাবে ২-এ চলে যায়, সেখানে গিয়ে নোতুন মজুদের গঠনকে সহায়তা করে কিংবা সরবরাহ করে নোতুন উপায়, যার সাহায্যে ১-এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়, তার কাছে সরাসরি বিক্রয় করা ছাড়াই। স্বর্ণ উৎপাদনের এই ১ (অ+উ) থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে স্বর্ণের সেই অংশটি অবশ্যই বাদ দিতে, যে-অংশটি আবশ্যক হয় ২-এর কয়েকটি উৎপাদন-শাখার কাঁচামাল ইত্যাদি হিসাবে, সংক্ষেপে বলা যায়, সেগুলির স্থির মূলধন প্রতি-

স্থাপনের জন্য একটি উপাদান হিসাবে। মজুদের প্রাথমিক গঠনের জন্য—ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের উদ্দেশ্যে—একটি উপাদান ১ এবং ২-এর মধ্যেকার বিনিময়ে বিদ্যমান থাকে : কেবল ১-এর জন্য, যদি $১_{উ}$ -এর একটি অংশ ২-এর কাছে বিক্রয় করা হয় একপেশে ভাবে, একটি প্রতিপূরক ক্রয় ছাড়াই, এবং সেখানে কাজ করে অতিরিক্ত অস্থির মূলধন ২ হিসাবে ; ২-এর জন্য যখন অতিরিক্ত অস্থির মূলধনের ক্ষেত্রে ১-এর পক্ষে ব্যাপারটি একই রকম ; অধিকন্তু, যদি ১-এর দ্বারা প্রত্যাগম হিসাবে ব্যয়িত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ $২_{স}$-এর দ্বারা আবৃত না হয়, অতএব $২_{উ}$ -এর একটি অংশকে তা দিয়ে ক্রয় করা হয় এবং এই ভাবে অর্থে রূপান্তরিত করা হয়। যদি $১(অ+\frac{উ}{x})$ হয় $২_{স}$ থেকে বৃহত্তর, তা হলে $২_{স}$-এর প্রয়োজন হয় না তার সরল পুনরুৎপাদনের জন্য ১ থেকে পণ্য দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করার, যা ১ পরিভোগ করেছে $২_{উ}$ থেকে। প্রশ্ন ওঠে : ২-এর ধনিকদের নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের পরিধির মধ্যে মজুদ কত দূর পর্যন্ত ঘটতে পারে—এমন একটি বিনিময়, যা গঠিত হতে পারে কেবল $২_{উ}$ -এর পারস্পরিক বিনিময়ের দ্বারা। আমরা জানি যে ২-এর অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ সঞ্চয়ন সংঘটিত হয় $২_{উ}$ -এর একটি অংশের সরাসরি অস্থির মূলধনে রূপান্তরের দ্বারা (ঠিক যেমন ১-এ $১_{উ}$-এর একটি অংশ সরাসরি রূপান্তরিত হয় স্থির মূলধনে।) ২-এর বিবিধ শিল্প-শাখার অভ্যন্তরে সঞ্চয়নের বিবিধ বয়ঃগোষ্ঠীতে, এবং প্রত্যেকটি শিল্প-শাখায় একক ধনিকদের ক্ষেত্রে, ব্যাপারটি ব্যাঘাত হয় mutatis mutandis ১-এর মত একই ভাবে। কেউ কেউ তখনো থাকে মজুদের পর্যায়ে, এবং বিক্রয় করে ক্রয় না ক'রে ; বাকিরা থাকে পুনরুৎপাদনের বাস্তবসম্প্রসারণের মুখে এবং ক্রয় করে বিক্রয় না ক'রে। সত্য বটে, অতিরিক্ত অস্থির অর্থ-মূলধন প্রথমে বিনিয়োজিত হয় অতিরিক্ত শ্রম-শক্তিতে, কিন্তু তা শ্রমিকদের পরিভোগের অন্তর্গত অতিরিক্ত ভোগ্য-সামগ্রীর মজুদকারী মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ। এই মালিকদের কাছ থেকে, তাদের মজুদ-গঠনের সঙ্গে হারাহারি ভাবে, এই অর্থ প্রত্যাবর্তন করে না তার প্রস্থান-বিন্দুতে। তারা সেটা মজুদ করে।

[ক্যাপিট্যাল ইংরেজী দ্বিতীয় খণ্ড
তথা বাংলা চতুর্থ খণ্ডের সমাপ্তি।]